শ্রীমতী বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

—আমার মামণিকে

এক

সন্ত বরফ সাফ করা পেট্রল পাম্পে গাড়ি ঢুকিয়ে হর্ন বাজালো ক্লেরফাইত।
টেলিফোনের খুঁটিগুলোকে ঘিরে উৎসাহী কাকের দল কর্কশ সুরে চেঁচামেচি করছে। পাম্পের পেছনদিকের ছোট্ট কারখানায় কে যেন একখণ্ড ধাতুর পাতের ওপরে হাতুড়ি পিটছে অনবরত। হর্ন বাজাতেই হাতুড়ির আওয়াজ থেমে গেলো, বছর ষোলো বয়সের একটি ছেলে এসে হাজির হলো সামনে। পরনে লাল সোয়েটার, চোখে নিকেল ফ্রেমের চশমা।

'ভরে দাও,' গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললো ক্লেরফাইত।

'গ্যাসোলিন?'

'হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে খাওয়া-দাওয়া করার কোন জায়গা আছে?'

'ওই তো,' বুড়ো আঙুলটাতে ঝাঁকুনি দিয়ে রাস্তার উল্টোদিকের দোকানটা দেখালো ছেলেটি। 'দুপুরবেলা ওখানে বেরনার প্লাত্ পাওয়া যায়।...আচ্ছা, শেকলগুলো খুলে দেবো তো?'

'কেন?'

'সামনের রাস্তায় আরও অনেক বরফ জমেছে।'

'পাহাড়ী রাস্তাতেও জমেছে নাকি?'

'অটোমোবাইল ক্লাবের খবরে বলেছে, ও রাস্তা গতকাল থেকে বন্ধ হয়ে আছে। এরকম একটা নিচু দৌড়বাজ গাড়ি নিয়ে আপনি কিছুতেই ওখান দিয়ে যেতে পারবেন না।'

'তাই নাকি? তুমি দেখছি আমার কৌতূহল জাগিয়ে তুললে হে!'

'আপনিও আমার কৌতূহল জাগিয়েছেন স্যার,' উত্তর দেয় ছেলেটি।

রেস্তোরাঁর ভেতরটা কেমন যেন স্যাঁতসেঁতে, দীর্ঘ শীত আর পুরনো বিয়ারের গন্ধে ভরা। পরিচারিকা মেয়েটিকে বাইরের চত্বরে বুয়েন্দনার মাইশ, রুটি, পনির আর এক মগ এগল্ দিতে বলে বেরিয়ে এলো ক্লেরফাইত।...বাইরে খুব একটা ঠাণ্ডা নেই। মাথার ওপরে অপরাজিতা নীল

আকাশের বিশাল চাঁদোয়া স্বচ্ছ নীলকান্ত মণির মতো ঝকঝক করছে।

'গাড়িটা ধুয়ে দেবো নাকি?' উলটোদিকের পেট্রল পাম্প থেকে চিৎকার করে প্রশ্ন করলো ছেলেটি। 'নোংরা কাদায় একেবারে মাখামাখি হয়ে আছে।'

'থাকগে। শুধু সামনের কাচটা একটু সাফ করে দাও।'

দেখেই বোঝা যায়, বেশ কিছুদিন ধরে গাড়িটা ধোয়া-মোছা করা হয়নি। 'আই' শহর পেরিয়ে আসার পর প্রচণ্ড বৃষ্টিধারায় সাঁ রাফায়েল উপকূলের লাল মাটির ধুলো গাড়িটার হুড আর সামনের দিকটায় বাটিকের মতো বিচিত্র নকশা ফুটিয়ে তুলেছে। সেই সঙ্গে আছে মধ্য ফ্রান্সে পাশ কাটিয়ে যাওয়া অসংখ্য ট্রাকের চাকায় রাস্তার খানাখন্দ থেকে ছিটকে আসা চুন-কাদার প্রলেপ।...কিন্তু কেন এলাম এখানে? ভাবলো ক্লের-ফাইত। খি করার দিন চলে গেছে। তবে কি সমব্যথা? কিন্তু পথের সঙ্গী হিসেবে সেটা তো আদৌ প্রীতিপ্রদ নয়! এর চাইতে গাড়ি চালিয়ে মিউনিখে গেলাম না কেন? অথবা মিলানে? কিংবা অন্য কোথাও? কিন্তু সে সব জায়গাতে গিয়েই বা কি করতাম? আসলে আমি ক্লান্ত...কোথাও থাকা আর সেখান থেকে চলে আসা—এ দুয়েতেই আমি বড় ক্লান্ত হয়ে উঠেছি। নাকি মনস্থির করাতেই আমার যত ক্লান্তি। কিন্তু যেখানে কিছুতেই কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবার আশঙ্কা নেই, সেখানে মনস্থির করার এত আয়োজনই বা কি?...

এগের মগ শেষ করে ফের রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকলো ক্লেরফাইত।

•

কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে গ্লাস ধুচ্ছিলো মেয়েটি। ওর সামনের দেওয়ালে একটা কৃষ্ণসার হরিণের মাথা। কাচের জ্বলজ্বলে চোখে উলটো-দিকের দেওয়ালে সাঁটা জুরিকের একটা মদ চোলাই কারখানার বিজ্ঞাপনের দিকে তাকিয়ে আছে হরিণটা।

পকেট থেকে চামড়ার একটা চ্যাপটা বোতল বের করে মেয়েটির দিকে এগিয়ে ধরে ক্লেরফাইত, 'এটাতে কোঁইয়াক ভরে দেবেন?'

'কি দেবো বলুন—কুর্ভয়সিয়ে, রেমি মারত্যাঁ, নাকি মার্তেল?'

'মার্ভেল।'

হাসে বেপে যেপে কৌইয়াক তাকাতে থাকে মেয়েটি। কোথেকে একটা বেড়াল এসে ক্রেবকাইতের পায়ে গা ঘষতে থাকে। দু প্যাকেট সিগারেট আর দেশলাই নিয়ে সব কিছুর দাম মিটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে ক্রেবকাইত।

পেট্রল পাম্পে ফিরে আসতেই লাল সোয়েটার পরা ছেলেটা স্পিডোমিটারের দিকে আঙুল তুলে প্রশ্ন করলো, 'ওগুলো কি কিলোমিটার?'

'না, মাইল।'

'বলেন কি!' তীক্ষ্ণ সুরে শিস দিয়ে উঠলো ছেলেটা। 'এই আলপস্ পাহাড়ে এতো ঘুরে ঘুরে কোন্ কম্মটা করছেন আপনি? এমন একটা গাড়িকে অটোস্ত্রাদায় রাখেন না কেন বলুন তো?'

ছেলেটার দিকে তাকালো ক্রেবকাইত। ঝিকমিক করছে চশমার কাচ দুটো, নাকের সামনেটা ওপরের দিকে তোলা, খসখসে চামড়া আর ইয়া বড় বড় দুটো কান। শৈশবের স্বভাবগত বিষণ্ণতা কাটিয়ে অসম্পূর্ণ যৌবনের সমস্ত লক্ষণ সবেমাত্র প্রকাশ পেতে শুরু করেছে ওর মধ্যে।

'ছাখো হে বাপু, যা করা উচিত সব সময়ে আমরা তা করি না।' ক্রেবকাইত বললো, 'এমন কি জেনে শুনেও তা না করে থাকি। তবে কি জানো, মাঝে-মাঝে যেটা করা উচিত নয়, সেটা করলেই জীবনে আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায়। কি, মাথায় কিছু ঢুকলো?'

'না,' ঘাড় নাড়লো ছেলেটি। 'শুনুন, পাহাড়ী রাস্তায় জরুরী ডাকের জন্য টেলিফোন পাবেন। বরফে আটকে গেলে ফোন করবেন, আমরা গিয়ে উদ্ধার করে আনবো। এই যে আমাদের টেলিফোন নম্বর।'

'কেন, তোমাদের সেণ্ট বার্নার্ড কুকুর নেই? তাদের গলায় ব্রাণ্ডির বোতল বেঁধে ছেড়ে দিলেই তো হয়?'

'না স্যার, আজকাল ব্রাণ্ডির দাম বড্ড চড়া। তাছাড়া কুত্তাগুলোও বহুত চালু হয়ে গেছে, ব্রাণ্ডি পেলে নিজেরাই সাবাড় করে দেয়। তাই আমরা বলদে টানা গাড়ি দিয়েই উদ্ধারের কাজ চালাই—ইয়া তাগড়াই চেহারার বলদ!'

'ঠিক তোমার মতো একজনকেই আজ আমার দরকার ছিলো,' ছেলেটির চশমা পরা চোখের দিকে তাকালো ক্লেরফাইত। 'চার হাজার ফুট উচ্চতার আলপস্ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এমন একজনের সাক্ষাৎ পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা! তা তোমার নামটি কি হে বাপু? পেসতালোৎজি? নাকি লাভাতের?'

'আজ্ঞে না, আমার নাম গোয়েরিং।'

'কি?'

'গোয়েরিং, হুবার্ট গোয়েরিং,' আকর্ণ হাসলো ছেলেটি। ক্লেরফাইত লক্ষ্য করলো, ওর একটা দাঁত নেই।

'তোমরা কি তাহলে…'

'আজ্ঞে না,' ওকে থামিয়ে দিলো হুবার্ট। 'আমরা বাজেলের গোয়েরিং। আপনি যাদের কথা বলছেন আমি যদি সেই পরিবারের ছেলেই হতাম, তাহলে আজ কি আমাকে এভাবে গাড়ির তেল ভরতে হতো মশাই? তা-হলে জার্মান সরকারের দেওয়া মোটা পেনশনে দিব্যি ঠ্যাং-এর ওপরে ঠ্যাং তুলে দিন কাটাতাম!'

ছেলেটির দিকে খানিকক্ষণ সন্ধানী চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো ক্লেরফাইত। তারপর মৃদুস্বরে বললো, 'আজকের দিনটা ভারি অদ্ভুত। কে ভেবেছিলো দিনটা এমন হবে?…যাক সেকথা, আমি তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি বৎস। তুমি আমার কাছে একটি বিরাট বিস্ময়।'

'আপনি কিন্তু আমার কাছে একটুও বিস্ময়ের জিনিস নন। আপনি তো একজন রেসিং ড্রাইভার, তাই না?'

'এ কথা তোমার মনে হলো কেন?' প্রশ্ন করলো ক্লেরফাইত।

নোংরা জল কাদায় প্রায় অস্পষ্ট গাড়ির নম্বরটার দিকে আঙুল তুলে দেখালো হুবার্ট।

'বাপ্‌রে, এ যে দেখছি গোয়েন্দাও বটে!' গাড়িতে উঠে বসলো ক্লেরফাইত। 'আরও একটা দুর্বিপাক থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে হলে, তোমাকে বোধহয় শীগগিরই গারদে ঢোকানো ভালো। কারণ একবার যদি তুমি প্রধান মন্ত্রী হয়ে বসতে পারো, তখন তো আর সেটা করা সম্ভব হবে না!'

ক্রেরকাইত গাড়ি চালাতেই মুখ খুললো হবার্ট, 'আপনি দাম মেটাতে ভুলে গেছেন স্যার। বিয়াল্লিশ ক্র্যাঙ্কলি'—

'ক্র্যাঙ্কলি!' পয়সা মিটিয়ে দিলো ক্রেরকাইত। 'যাক, কথাটা শুনে আমি খানিকটা আশ্বস্ত হলাম হবার্ট। যে দেশে টাকার একটা আদুরে পোষা নাম আছে, সে দেশে কখনও একনায়কত্বের দিন আসবে না।'

একঘণ্টা বাদেই গাড়ি থামাতে হলো। প্রবল তুষারপাতে রাস্তা সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। গাড়িটা আবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে পারতো ক্রেরকাইত। কিন্তু এত শীঘ্রি হবার্ট গোয়েরিঙের তীক্ষ্ণ স্বচ্ছদৃষ্টির মুখোমুখি হবার মতো এতটুকু বাসনাও তার ছিলো না। তাছাড়া সাধারণত পেছনে ফেরাটা তার মনঃপূত নয়। তাই ধৈর্য ধরে গাড়িতে বসে বসে সিগারেট পুড়িয়ে, কোঁইয়াকের বোতলে চুমুক দিয়ে, বায়সগোষ্ঠীর অবিশ্রাম কর্কশ চিৎকার শুনতে শুনতে ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রত্যাশায় সময় কাটাতে লাগলো সে।

একটু পরেই বরফ সাফ করা গাড়ির রূপ নিয়ে ঈশ্বর আবির্ভূত হলেন। অবশিষ্ট কোঁইয়াকটুকু ওই গাড়ির চালকের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিলো ক্রেরকাইত। তারপর আগে আগে চললো বরফকাটা গাড়ি, যন্ত্রের ঘূর্ণনে দু'পাশে ছিটকে পড়তে লাগলো বরফের টুকরোগুলো। দেখে মনে হয় যেন মুখ থুবড়ে পড়া এক বিশাল শুভ্র বনস্পতির দেহ করাত দিয়ে কুচি কুচি করে কাটা হচ্ছে, তাতে সূর্যের তির্যক আলো লেগে ঝিলমিলিয়ে উঠছে রামধনুর সব কটা রঙ।

দুশো-গজ এগিয়েই আবার পরিষ্কার রাস্তা পাওয়া গেলো। বরফকাটা গাড়ি একপাশে থেমে রইলো, তাকে পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চললো ক্রেরকাইতের গাড়ি। ও গাড়ির চালক হাত নেড়ে বিদায় জানালো। হবার্টের মতো এ লোকটারও পরনে লাল সোয়েটার, চোখে চশমা। ঠিক এই কারণেই বরফ এবং সুরা সম্পর্কিত নিরাপদ বিষয় ছাড়া লোকটার সঙ্গে অন্য কোনো কথা বলতে সাহস করেনি ক্রেরকাইত—এত তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় এক গোয়েরিঙের পাল্লায় পড়লে সেটা তার পক্ষে সত্যিই খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যেতো।

হুবার্ট সম্পূর্ণ ঠিকই কথা বলেছিলো, গিরিপথটা এখন আদৌ বন্ধ নয়। দ্রুতগতিতে শিখরের দিকে এগুতে লাগলো গাড়িটা। তারপর আচমকা এক সময় নরম নীল গোধূলি আলোয় ক্লেরফাইতের মুক্ত দৃষ্টির অঙ্গন জুড়ে অনেক নিচের বিস্তৃত শ্যামল উপত্যকাটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো।...বাক্স থেকে ছড়ানো-ছেটানো খেলনার মতো এখানে সেখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাড়িগুলোর ছাদ, গির্জার চূড়া—যেন খানিকটা হেলানো, স্কেটিঙের জায়গা, গুটিকয়েক সরাইখানা, বাড়িগুলোর আলোকিত জানলা।...এক মুহূর্তের জন্যে গাড়ি থামিয়ে দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে রইলো ক্লেরফাইত। তারপর ধীরগতিতে নেমে আসতে লাগলো সর্পিল পথ বেয়ে।...ওখানেই কোথাও সেই স্বাস্থ্যনিবাসটা রয়েছে, যেখানে দৌড়বাজিতে তার গাড়ির সহকারী চালক হলমান রোগমুক্তির প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। এক বছর আগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো বেচারী। চিকিৎসকেরা বলেছিলেন, ওর ক্ষয় রোগ হয়েছে। শুনে হেসে উঠেছিলো হলমান—আজকের এই অ্যান্টিবায়োটিক আর মন্ত্রের মতো অব্যর্থ ওষুধের যুগে ও রোগের আর কোন অস্তিত্বই নেই। থাকলেও ডাক্তারদের দেওয়া কয়েক মুঠো বড়ি আর গুটিকয়েক ইনজেকশন নিলেই আবার সব ঠিক। কিন্তু সে সব ওষুধের যতটা অভ্রান্ত কার্যকারিতা থাকার কথা, বিশেষ করে মহাযুদ্ধের পরে বছরের পর বছর অপুষ্টির মধ্যে বেড়ে ওঠা মানুষদের ক্ষেত্রে, সেগুলো আর ততটা অলৌকিক ক্ষমতাময় হয়ে উঠতে পারে না। তাই ইতালিতে মিল মিলিয়ার সময় রোমের ঠিক বাইরেই রক্তবমি হয়েছিলো হলমানের—ওকে ঘাঁটিতে নামিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলো ক্লেরফাইত। চিকিৎসকেরা বারবার ওকে কয়েক মাসের জন্যে পাহাড়ী দেশে পাঠিয়ে দেবার কথা বলেছিলেন। প্রথমে রেগে উঠলেও পরে তাতেই রাজী হয়েছিলো হলমান। কিন্তু মাস গড়িয়ে আজ বছরে এসে পৌঁছেছে।...

মোটর থেকে তেল ছিটছিলো। নির্ঘাৎ প্লাগগুলো আবার বিগড়েছে, ভাবলো ক্লেরফাইত। ঢালু রাস্তাটার শেষ অংশটুকু গাড়িটা গড়িয়ে আনলো সে। তারপর সমতল জায়গায় এসে গাড়িটা থেমে যেতেই নেমে এসে

সিলিণ্ডারের প্লাগগুলোই যথারীতি ঝামেলা পাকিয়েছে। ওগুলো খুলে, পরিষ্কার করে, যথাস্থানে লাগিয়ে আবার ইঞ্জিন চালু করলো ক্লেরকাইভ। মোটর ঠিকমতোই চলছে। সিলিণ্ডার থেকে অতিরিক্ত তেল বের করার জন্যে হাত দিয়ে অ্যাকসিলারেটারে চাপ দিলো বার কয়েক। তারপর হুডটা বন্ধ করার জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পলকের জন্যে দেখতে পেলো, একটা স্লেজ তীরবেগে ছুটে আসছে গাড়িটার দিকে। মোটরের শব্দ শুনে ঘোড়াগুলো চঞ্চল হয়ে ধেয়ে আসছে পাগলের মতো, পেছনে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছে স্লেজটা।···মুহূর্তের মধ্যে ছুটে গিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে বাঁদিকের ঘোড়াটার লাগাম চেপে ধরলো ক্লেরকাইভ।···

প্রবল টানে কয়েক পা এগিয়েই যেতে হলো। কিন্তু তারপরেই রাশ সামলে থমকে দাঁড়ালো ঘোড়াগুলো। ওদের সমস্ত শরীর এখন কাঁপছে, নিশ্বাসের বাতাস হালকা বাষ্পের ঘূর্ণি হয়ে উড়ছে মুখের আশেপাশে। আতঙ্কে ভরা ওদের বিস্ফারিত চোখের বক্রদৃষ্টি দেখে মনে হয়, ওরা বুঝি কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম জানোয়ার।···ক্লেরকাইভ লক্ষ্য করলো, ওরা সাধারণ স্লেজ টানার ঘোড়া নয়।

কালো ফারের টুপি পরা লম্বা চেহারার একটা লোক আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়াগুলোকে আশ্বাসের কথা শোনাতে লাগলো। এমন হাব-ভাব দেখাতে লাগলো, যেন ক্লেরকাইভকে সে দেখতেই পায়নি। লোকটার পাশে একটি তরুণী শক্ত মুঠিতে আসনের হাতল চেপে বসে আছে। মুখ-খানি রোদে পোড়া বাদামি রঙ, চোখ দুটি ভারি উজ্জ্বল।

'দুঃখিত, আমি বোধহয় আপনাদের বিব্রত করলাম,' বললো ক্লেরকাইভ। 'এখানকার ঘোড়াগুলো যে গাড়িটাড়ি দেখে অভ্যস্ত না-ও হতে পারে, তা আমার মনেই হয়নি।'

আরও মিনিটখানেক ঘোড়াগুলোকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রইলো লোকটা। তারপর অর্ধেক ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, 'এমন বাজখাই ডাক ছাড়া গাড়ি দেখে ওরা অবশ্যই অভ্যস্ত নয়। আর স্লেজটাকে আমি ঠিকই সামলাতে পারতাম। তবু আপনি আমাদের বাঁচাতে চেয়েছিলেন, এজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।'

লোকটার কণ্ঠস্বরে কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র নেই। রুক্ষ চোখ তুলে তাকালো

ক্লেরফাইত। লোকটার রুক্ষ মুখখানাতে একটা সূক্ষ্ম বিদ্রূপের আভাস—যেন ক্লেরফাইতের অহেতুক বীরত্ব দেখানোর প্রচেষ্টাকে মার্জিত ভাবে ব্যঙ্গ করছে ও।…দীর্ঘদিন বাদে এই প্রথম দৃষ্টিতেই একটা লোককে দেখে এক চরম বিতৃষ্ণায় ক্লেরফাইতের মন ভরে উঠলো।

'আমি আপনাদের বাঁচাতে চাইনি,' শুকনো গলায় উত্তর দিলো সে, 'আমার গাড়িটাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম…নয়তো ওটা ধাক্কা লেগে খাদের দিকে গড়িয়ে যেতে পারতো।'

'আশা করি আপনার খুব একটা চোট লাগেনি,' বলতে বলতে ঘোড়াগুলোর দিকে আবার মনোযোগ দেয় লোকটা।

স্লেজে বসা মেয়েটির দিকে তাকালো ক্লেরফাইত। তাহলে ইনিই হচ্ছেন কারণ, ভাবলো সে। এই কারণেই লোকটা নিজেকে বীরপুরুষ হিসেবে জাহির করতে চাইছে। ভালো বাপু!

'না, আমার চোট লাগেনি,' ধীর গলায় উত্তর দিলো সে।

পাহাড়ী গ্রামটার একটু উঁচু জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বেলা ভিসতা স্যানাটোরিয়াম। কাছেই একটা সমতল জায়গায় কতগুলো স্লেজ দাঁড়িয়েছিলো। সেখানেই গাড়ি থামালো ক্লেরফাইত। তারপর ইঞ্জিনটা গরম রাখার জন্যে একটা কম্বল মেলে দিলো হুডের ওপরে।

ঠিক তখনই হঠাৎ প্রবেশপথের কাছ থেকে কে যেন ডেকে উঠলো, 'ক্লেরফাইত!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্লেরফাইত অবাক হয়ে দেখলো, হলমান ছুটে আসছে তার দিকে।

'ক্লেরফাইত! একি সত্যিই তুমি!' হলমানের গলা অধীর আবেগে উচ্ছল হয়ে ওঠে।

'আলবৎ আমি! কিন্তু তুমি! তোমার কি খবর? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি বিছানায় শুয়ে আছো।'

'এটা কিন্তু তুমি পুরনো কেতার কথা বললে!' হাসিমুখে ক্লেরফাইতের

বললো, 'একবার যেন মনে হলো জুসেপ্পির আওয়াজ শুনলাম। কিন্তু ভাবলাম, ও আমার মনের ভুল। তারপরেই দেখি তুমি রাস্তা বেয়ে উঠে আসছো। কি তাজ্জব কাণ্ড! তা তুমি এখন কোত্থেকে আসছো?'

'মন্তে কার্লো থেকে।'

'ওঃ, আমার ভেতরটায় যে কি হচ্ছে তা তুমি কি করে বুঝবে!' রীতি-মতো উত্তেজিত হয়ে ওঠে হলমান। 'একে তুমি, তার সঙ্গে আবার আমাদের বুড়ো সিংহ জুসেপ্পি! আমি তো সবে ভাবতে শুরু করেছিলাম যে তোমরা দুজনেই বোধহয় আমাকে ভুলে গ্যাছো।'

গাড়িটার চেসিসে মৃদু চাপড় মারতে থাকে হলমান। ক্লেরফাইতের সঙ্গে গোটা ছয়েক মোটর দৌড়ে এ গাড়িটাই সে চালিয়েছে, প্রথমবার মারাত্মক রক্তক্ষরণের সময়ও এই গাড়িতেই ছিলো সে।

'এটা আমাদের সেই পুরনো জুসেপ্পিই তো? নাকি ইতিমধ্যে তার একটি ছোট ভাইটাই এসে জুটেছে!'

'সেই জুসেপ্পিই বটে। তবে এখন ও আর বাজিতে দৌড়োয় না। এই তো, সোজা কারখানা থেকে নিয়ে আসছি। এখন ও অবসরে রয়েছে।'

'ঠিক আমার মতো।'

'তুমি মোটেই অবসর নাওনি, তুমি ছুটিতে রয়েছো।'

'পুরো একটা বছর! না ক্লেরফাইত, একে আর ছুটি বলা যায় না। যাক, তুমি ভেতরে এসো। তুমি এসেছো, সেই উপলক্ষে একটু আনন্দ ফূর্তি করতে হবে আমাদের। ভালো কথা, আজকাল তুমি কি খাও? ভদকাই তো, নাকি অন্য কিছু?'

ক্লেরফাইত হাসলো, 'এখানে ভদকা থাকবে কি করে?'

'যাঁরা দেখা করতে আসেন, তাঁদের জন্যে এখানে সব কিছুই মজুত থাকে। এটা একটা আধুনিক স্বাস্থ্যনিবাস—বুঝেছো?'

'তাই তো দেখছি, দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা হোটেল!'

'এটা চিকিৎসারই অঙ্গ, আধুনিক প্রক্রিয়ার চিকিৎসা। আমরা এখানকার রোগী নই—অতিথি, পরিচর্যার জন্যে এখানে রয়েছি। 'অসুস্থতা,' 'মৃত্যু'—এসব শব্দ এখানে নিষিদ্ধ···ওগুলোকে এড়িয়ে চলা হয়। একেই

বলে কল্পিত মনোবিজ্ঞান। জিনিসটা আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার পক্ষে চমৎকার। তবে কিনা, এতে মানুষ যে কম মরছে তা নয়! যাক সে কথা, মন্তে কার্লোতে তুমি কি করছিলে? মোটরদৌড়ে যোগ দিতে গিয়েছিলে নাকি?'

'হ্যাঁ। কেন, তুমি আজকাল আর খেলাধুলোর খবর পড়ো না?'

'প্রথম প্রথম পড়তাম, তারপর থেকে আর পড়ি না।' বিব্রত হাসি হাসলো হলমান, 'একে কি বলবে তুমি—বোকামো, তাই না?'

'মোটেই না, এটাই খুব স্বাভাবিক। যখন আবার গাড়ি চালাবে, তখন পড়বে।'

'ঠিক বলেছো। যখন আবার গাড়ি চালাবো, পুরস্কার পাবো—তখন পড়বো।' অন্যমনস্কভাবে হলমান প্রশ্ন করলো, 'এ বাজিতে তোমার গাড়ির সহচালক কে ছিলো ক্লেরফাইত?'

'তোরিয়ানি।'

কথা বলতে বলতে প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে চললো ওরা। তুষারময় ঢালু জায়গাটা অস্তগামী সূর্যের আভায় রক্তিম হয়ে উঠেছে। দূরে খুদে খুদে কালো বিন্দুর মতো দেখা যাচ্ছে স্কি খেলোয়াড়দের ধাবমান শরীর।...

'জায়গাটা কিন্তু ভারি সুন্দর,' ক্লেরফাইত বললো।

'হ্যাঁ, সুন্দর এক কয়েদখানা!'

ক্লেরফাইত কোন জবাব দিলো না এ কথার। কারণ অন্য কয়েদখানা সম্পর্কে তার ধারণা আছে।

'আজকাল তোরিয়ানির সঙ্গেই তুমি নিয়মিত জোট বাঁধছো বুঝি?' প্রশ্ন করে হলমান।

'না, মাঝে মাঝেই জোট পালটে নিই। আসলে আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষায় আছি হলমান।'

অথচ কথাটা সত্যি নয়। গত ছ'মাস সব কটা প্রতিযোগিতাতেই তোরিয়ানির সঙ্গে জোট বেঁধে দৌড়বাজ মোটরগাড়ি চালিয়েছে ক্লেরফাইত। কিন্তু হলমান আজকাল খেলাধুলোর খবর পড়ে না বলে মিথ্যেটা চমৎকার [illegible]

হলমানের সমস্ত চেতনায়। হালকা ঘামের শিশির বিন্দু বিন্দু হয়ে ফুটে উঠলো ওর ক্লান্ত কপালে।

'বাজিতে কিছু জিতলে?'

'কিস্যু না। বড্ডো দেরি হয়ে গিয়েছিলো আমাদের।'

'কোথেকে গাড়ি চালিয়ে এলে?'

'ভিয়েনা থেকে। যত্তোসব পাগলের কারবার। প্রতিটা সোভিয়েত টহলদার দল আমাদের থামতে বাধ্য করেছিলো। ওরা বোধহয় ভেবেছিলো আমরা স্বয়ং স্তালিনকেই গুম করে নিয়ে যাচ্ছি।...ওই বাজিতে আমি অন্য একটা গাড়ি চালিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম জুসেপ্পির একটা উত্তরসূরি বেছে নেবো। কিন্তু সোভিয়েত এলাকায় রাস্তাঘাটের যা দুরবস্থা! ঠিক যেন তুষার যুগের অবশিষ্ট অংশ!'

'ওই হচ্ছে জুসেপ্পির প্রতিশোধ!' হলমান হাসলো। 'তার আগে কোথায় চালালে?'

'এবারে একটু পান করা যাক এসো,' হাত তুলে বললো ক্লেরফাইত। 'দোহাই তোমার হলমান, প্রথম কটা দিন তুমি যা খুশি বলো—আমার কোন আপত্তি নেই...শুধু দৌড়বাজি আর গাড়ির কথা বাদ দিয়ে।'

'কিন্তু ক্লেরফাইত এ ছাড়া আর কি নিয়ে আলোচনা করবো আমরা?'

'শুধুমাত্র কয়েকটা দিন...'

'কেন বলো তো? ব্যাপারটা কি? কিছু হয়েছে নাকি?'

'কিছুই হয়নি। আসলে আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি হলমান। আমি একটু বিশ্রাম নিতে চাই...কয়েকটা দিনের জন্যে ওই প্রচণ্ড গতিময় যন্ত্র, তাকে পাগলের মতো চালিয়ে নিয়ে যাওয়া—এ সবগুলো আমি ভুলে থাকতে চাই।...তুমি কি আমার কথা বুঝতে পেরেছো?'

'নিশ্চয়ই পেরেছি। কিন্তু গোলমালটা কোথায়? কি হয়েছে?'

'কিচ্ছু হয়নি,' অধৈর্য হয়ে বললো ক্লেরফাইত। 'অন্য দৌড়বাজদের মতো আমারও কুসংস্কার আছে। আমার চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে, সেটা আর নতুন করে বানিয়ে নেওয়া হয়নি। কোন কিছুরেই আমি দুর্ভাগ্য-কে আর ডাকতে চাই না—ব্যাস, আর কিছু নয়।'

'ক্লেরফাইত,' অস্ফুট স্বরে হলমান প্রশ্ন করলো, 'কার সর্বনাশ হয়েছে?'

ফেরেরের। উপকূলের একটা বাজে ছোট্টো প্রতিযোগিতায়।'

'মারা গেছে?'

'এখনও যায়নি, তবে একটা পা কেটে বাদ দিতে হয়েছে। ওর সঙ্গে যে মহিলাটি ঘুরে বেড়াতেন, সেই ভুয়া ব্যারনেস এখন ওকে দেখতেও যান না···সর্বজনীন নৃত্যশালায় বসে হল্লাগুল্লা করেন। উনি আবার পঙ্গু মানুষদের সহ্য করতে পারেন না কিনা, তাই!···যাক, এবারে এসে একটু মদ দাও দেখি? আমার শেষ কৌইয়াকটুকু বরফকাটা গাড়ির ড্রাইভারের পেটে হাওয়া হয়ে গেছে। তবে সে লোকটার বুদ্ধিশুদ্ধি কিন্তু আমাদের চাইতে বেশি। ওর গাড়ি ঘন্টায় তিন মাইলের বেশি ছোটে না।'

লবিতে জানলার পাশে ছোট একটা টেবিল নিয়ে বসেছিলো ওরা। চারদিকে চোখ বুলিয়ে ক্লেরফাইত প্রশ্ন করলো, 'এরা সবাই কি রোগী?'

'না অতিথিও আছেন—রোগীদের দেখতে এসেছেন।'

'যাদের ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, তারাই রোগী বুঝি?'

'না, তারাই স্বাস্থ্যবান মানুষ—এইমাত্র এখানে এসে পৌঁছেছেন বলে ফ্যাকাশে ঠেকছে। যাদের গায়ের রং রোদে পোড়া, খেলোয়াড়ের মতো চেহারা তারাই রোগী। ওরা অনেক দিন ধরে এখানে রয়েছেন।'

একটি মেয়ে হলমানের জন্যে এক গ্লাস কমলার রস আর ক্লেরফাইতের জন্যে ছোট এক মগ ভদকা নিয়ে এলো।

'এখানে তোমার কদ্দিন থাকার ইচ্ছে?' প্রশ্ন করলো হলমান।

'সামান্য কটাদিন। কিন্তু কোথায় থাকবো বলো তো?'

'প্যালাস ওতেলই সব চাইতে ভালো জায়গা। ওখানে একটা পানশালাও আছে।

'তুমি জানলে কি করে?' কমলার রসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো ক্লেরফাইত।

'আমরা তো প্রায়ই ওখানে পালিয়ে যাই—'

'পালিয়ে যাও?'

'হ্যাঁ, মাঝে মাঝেই যখন আর পাঁচ জন মানুষের মতো আমাদেরও স্বাভাবিক হতে ইচ্ছে হয় তখন রাত্রিবেলা আমরা ওখানে পালিয়ে যাই। যদিও সেটা এখানকার নিয়ম বিরুদ্ধ, কিন্তু মন মেজাজ খারাপ থাকলে অসুস্থতার জন্যে ঈশ্বরকে অহেতুক অনুযোগ জানানোর চাইতে, সেটা অনেক ভালো।' বুক পকেট থেকে একটা ফ্লাস্ক বের করে নিজের গ্লাসে খানিকটা তরল পদার্থ ঢেলে নেয় হলমান, 'জিন ঢাললাম।...এতেও মনটা খানিকটা ভালো থাকে।'

'তোমাদের কি মদ খাওয়া বারণ নাকি?' প্রশ্ন করে ক্লেরফাইত।

'একেবারে বারণ নয়, তবে এভাবে খাওয়াটাই অনেক সুবিধের।' ফ্লাস্কটা ফের বুক পকেটে গুঁজে রাখে হলমান, 'আসলে এখানে থাকতে থাকতে আমরা খুব ছেলেমানুষ হয়ে উঠেছি।'

সদর দরজায় একটা স্লেজ এসে দাঁড়ালো। ক্লেরফাইত লক্ষ্য করলো, আসার পথে এ গাড়িটার সঙ্গেই তার দেখা হয়েছিলো। কালো ফারের টুপি পরা লোকটা নেমে এলো গাড়ি থেকে।

'ওকে চেনো?' প্রশ্ন করলো ক্লেরফাইত।

'মেয়েটিকে?'

'না, লোকটাকে।'

'ওর নাম বরিস ভলকভ, রাশিয়ান।'

'একেবারে খাস রাশিয়ান?'

'হ্যাঁ, তবে প্রাক্তন ডিউকও নয় আবার নেহাৎ গরীবও নয়। শুনেছি ওর বাবা নাকি খুব ভালো সময়েই লণ্ডনে একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট খুলেছিলেন। তবে ভদ্রলোক মস্কোতে ফিরেছিলেন খুব খারাপ সময়ে। সেখানেই উনি গুলি খেয়ে মারা যান। স্ত্রী আর ছেলে তখন দেশ ছেড়ে চলে আসে। লোকে বলে আসার সময়ে ভদ্রমহিলা নাকি আখরোটের মতো বড় বড় পান্না কাঁচুলির মধ্যে সেলাই করে নিয়ে এসেছিলেন। ভেবে ভাখো, ১৯১৭ সালেও মহিলারা ওসব জিনিস পরতেন!'

'এটা দেখছি রীতিমতো একটা গোয়েন্দা দপ্তর!' ক্লেরফাইত হাসলো। 'তা এসব কথা তোমরা জানলে কি করে?'

'এখানে সামান্য কটা দিন থাকলেই তুমি সবার সম্বন্ধে সবকিছু জেনে যাবে,' হলমানের মুখে তিক্ততার ছায়া ফুটে ওঠে। 'যারা কি করতে এসেছে, তারা সবাই আর দু সপ্তাহের মধ্যে এখান থেকে চলে যাবে। বাদবাকি বছরটা জুড়ে সারা গ্রামটায় আবার ফিরে আসবে পরচর্চা পরনিন্দার দিন।'

কালো পোশাক পরা এক দঙ্গল বেঁটেখাটো মানুষ অনর্গল স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে বলতে পেছনের দিকে চলে গেলো। সেদিকে তাকিয়ে ক্লেরফাইত বললে', 'গ্রামটা ছোট হলেও এখানে বেশ একটা আন্তর্জাতিকতার ভাব রয়েছে কিন্তু।'

'তা সত্যি, মৃত্যু এখনও ঠিক উৎকট দেশভক্ত হয়ে ওঠেনি কিনা!'

'আমি এখন আর ও ব্যাপারে অতটা নিশ্চিত নই। দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকালো ক্লেরফাইত, 'মেয়েটি কি রাশিয়ানটির স্ত্রী নাকি?'

'না,' একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে উত্তর দেয় হলমান।

ওরা দুজন ততক্ষণে ভেতরে এসে ঢুকেছে। ক্লেরফাইত বললো, 'ওরা নিশ্চয়ই অসুস্থ নয়?'

'হ্যাঁ, ওরাও অসুস্থ। কিন্তু দেখে মনে হয় না—তাই না?'

'ঠিক তাই।'

'এমনিই হয়। কিছুক্ষণের জন্যে রোগীদের দেখে মনে হয়, ওদের জীবনপাত্র বুঝি উপচে উঠছে। কি তারপরেই সেটা থেমে যায়—তখন ওরা আর ছোটাছুটি করে বেড়ায় না।'

ওরা দুজনে তখনও দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলো। লোকটা বেশ জোর দিয়ে কি যেন বলছিলো মেয়েটিকে। মেয়েটি সব কথা শুনলো, তারপর প্রচণ্ডভাবে মাথা নেড়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো লবির পেছন দিকটায়। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ্য করলো লোকটা। তারপর বেরিয়ে গিয়ে ফের স্লেজে উঠে বসলো।

'ঝগড়া করছিলো বোধহয়,' ক্লেরফাইত বললো।

'এ সব ব্যাপার তো হামেশাই হচ্ছে। এখানে কটা দিন থাকলে সকলেই অস্থিরচিত্ত অস্থির হয়ে ওঠে। এর নাম, বন্দী শিবিরের মনবিকলন। তখন তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসগুলো জরুরী হয়ে ওঠে আর জরুরী জিনিস-

গুলোর গুরুত্ব নেমে আসে পরের সারিতে।'

'তোমারও কি সে রকম হয়?' হলমানকে বাজিয়ে দেখতে চাইলো ক্লেরফাইত।

'হ্যাঁ, আমারও হয়। এখানে কাজ বলতে শুধু অনাদি কাল ধরে একটি মাত্র বিষয়ের দিকে নজর মেলে রাখা। সেটা কেউই সহ্য করতে পারে না।'

'ওরা দুজনেই কি স্বাস্থ্যনিবাসে থাকে?'

'না, শুধু মেয়েটি থাকে। লোকটা বাইরে থাকে।'

ক্লেরফাইত উঠে দাঁড়ালো, 'এবারে আমাকে গাড়ি নিয়ে হোটেলে যেতে হবে। ভালো কথা, আজ রাতে দুজনে মিলে কোথায় ডিনার খাওয়া যায় বলো তো?'

'এখানেই খাওয়া যায়। এখানকার একটা খাবার ঘরে অতিথিরাও আসতে পারেন।'

'চমৎকার। কিন্তু কখন?'

'ধরো, এই সাতটা নাগাদ। ন'টার মধ্যে আমাকে শুতে যেতেই হবে। ঠিক স্কুলের মতো।'

'স্কুল কেন, বলো সেনাদলের মতো। কিংবা দৌড় প্রতিযোগিতার আগের রাতগুলোর মতো। মিলানে আমাদের সেই ম্যানেজারের কথা তোমার মনে আছে? মনে আছে, লোকটা আমাদের কেমন মুরগীর ছানার মতো হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে তাড়িয়ে নিয়ে যেতো?'

'গ্যাব্রিয়েলের কথা বলছো?' হলমানের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'সেকি এখনও বেঁচেবর্তে আছে?'

'আলবৎ আছে। ওর আবার কি হবে? জানো না, ম্যানেজাররা সেনাপতিদের মতো বিছানায় শুয়েই মরে?'

রাশিয়ান লোকটার সঙ্গে যে মেয়েটি এখানে এসে পৌঁছেছিলো, এতক্ষণে সে আবার ফিরে এলো। কিন্তু দরজার কাছেই থমকে দাঁড়াতে হলো ওকে। পাকা চুলের একজন মেট্রন ওকে কঠিন ভাষায় তিরস্কার করছেন বলে মনে হলো। কোন জবাব না দিয়ে ভেতরে এসে ঢুকলো মেয়েটি, দ্বিধাগ্রস্তভাবে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর

হলমানকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে মৃদুস্বরে বললো, 'কুমিরটা আমাকে আর বাইরে যেতে দেবে না। বলছে, ওভাবে আমার গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়ানো উচিত হয়নি···আমি যদি আবার ও কাজ করি, তবে ও দলাই লামাকে বলে দেবে। আমি···'

হঠাৎ ক্লেরফাইতকে দেখে থেমে যায় মেয়েটি।

'লিলিয়ান, এ আমার বন্ধু—ক্লেরফাইত।' হলমান পরিচয় করিয়ে দেয়। 'আমি তো তোমাকে ওর কথা অনেক বলেছি।···ও আমাকে অবাক করে দেবার জন্যে হঠাৎ এসে হাজির হয়েছে।'

অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়লো মেয়েটি, ক্লেরফাইতকে ও চিনতে পেরেছে বলে মনে হলো না। তারপর হলমানের দিকে তাকিয়ে উচ্চ গলায় বললো, 'কটা দিন আগে আমার সামান্য একটু জ্বর হয়েছিলো, সেজন্যে বুড়ি আমাকে বিছানায় শুইয়ে রাখতে চায়। কিন্তু আমি ওর কথামতো কিছুতেই বন্দী হয়ে থাকবো না। আজ রাতে তো নয়ই! আপনি কি আজ রাতে এখানে থাকছেন?'

'হ্যাঁ, আমরা আজ লিম্বোতে থাকছি।'

'আমিও আসছি আপনাদের সঙ্গে,' ক্লেরফাইত এবং হলমানের দিকে ঘাড় নেড়ে বিদায় নিলো মেয়েটি।

'আমাদের কথাবার্তায় তুমি নিশ্চয়ই বিকৃতি গন্ধ পেলে?' হলমান বললো, 'এখানে অতিথিরা যে ঘরে বসে খেতে পারেন, সে ঘরটাকে আমরা নাম দিয়েছি লিম্বো। দলাই লামা হচ্ছেন আমাদের ডাক্তার সাহেব, আর কুমির বলা হয় হেড নার্সকে।'

'আর ওই মেয়েটি?'

'ওর নাম লিলিয়ান দানকার্ক। ও অর্ধেক বেলজিয়ান, বাকি অর্ধেক রাশিয়ান। যুদ্ধে বেচারী ওর বাবা-মা দুজনকেই খুইয়েছে।'

'মনে হলো একেবারে বিনে কারণে মেয়েটি খাপ্পা হয়ে উঠেছে।'

দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুললো হলমান। সহসা ভারি ক্লান্ত দেখালো ওকে। বললো, 'তোমাকে তো বলেছি, এখানে থাকতে থাকতে সকলেই কম বেশি অস্থির হয়ে ওঠে—মাথার ঠিক থাকে না। বিশেষ করে এখানে কেউ মারা

গেলে, এটা আরো বেশি করে বোঝা যায়।'

'কেউ মারা গেছে নাকি?'

'হ্যাঁ, ওরই এক বান্ধবী…মাত্র গতকাল মারা গেছে। সত্যি কথা বলতে কি, এতে বাদবাকি আমাদের খুব একটা কিছু যায় আসেনি। কিন্তু প্রতিটা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ভেতরকার একটা জিনিসও মরে যায়…হয়তো সামান্য যা একটু আশা বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে থাকে, সেটাই ফুরিয়ে যায় একটু একটু করে।'

ঘাড় নেড়ে সায় দেয় হলমান, 'বসন্ত আসার শুরুতেই এখানে মানুষ মরতে শুরু করে। শীতের চাইতেও বসন্তে মৃত্যুর হার বেশি। কি অদ্ভুত কাণ্ড, তাই না!'

দুই

দোতলার ওপরে উঠলে স্বাস্থ্যনিবাসটাকে আর হোটেল বলে ভুল হয় না। স্পষ্টই বোঝা যায় এটা একটা হাসপাতাল। আগনেস সোমারভিল যে ঘর-টিতে থাকতো, সে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো লিলিয়ান। ভেতরে কণ্ঠ-স্বর শুনে হাত বাড়িয়ে খুলে দিলো দরজাটা।

শবাধারটা এখন আর এ ঘরে নেই। জানলাগুলো হাট করে খোলা, দুজন ঝাড়ুদারনী ঘরে সাফসুতোর কাজ করছে। মেঝেটা ভিজে, চারদিকে লাইজল আর সাবানের গন্ধ। আসবাবপত্রগুলো এককোণে ঠেলে সরিয়ে রাখা হয়েছে। বৈদ্যুতিক আলোয় ঘরের প্রতিটি জিনিসই বড় বেশি স্পষ্ট আর প্রকট।

মুহূর্তের জন্যে লিলিয়ানের মনে হলো, ও বুঝি ভুল করে অন্য ঘরে ঢুকে পড়েছে। তারপরেই আলমারির ওপরে রাখা মখমলের ছোট্ট ভালুকটার দিকে দৃষ্টি পড়লো ওর। হতভাগী আগনেস ওটাকে নিজের সৌভাগ্যের চিহ্ন বলে বিশ্বাস করতো।…

'ওকে কি নিয়ে গেছে নাকি?' প্রশ্ন করলো লিলিয়ান।

'হ্যাঁগো দিদিমণি,' একজন ঝাড়ুদারনী সিধে হয়ে দাঁড়ালো, 'উকে সাত নম্বরে নিয়ে গ্যাচে। আমাদের আবার ই ঘরটা সাফা করতে হবে কিনা, তাই। কালই তো আবার নতুন রোগী এসে যাবে!'

দরজাটা ফের বন্ধ করে দেয় লিলিয়ান। সাত নম্বর ঘরটা ও চেনে—মালপত্র তোলার বৈদ্যুতিক খাঁচাটার ঠিক পাশেই এক চিলতে একটা ছোট্ট ঘর। রাত্রিবেলায় ওখান থেকে খাঁচায় করে মৃতদেহ নামানোর সুবিধে হয় বলে, দেহগুলোকে ওখানে নিয়ে রাখা হয়। লিলিয়ান ভাবলো, সাধারণ মালপত্রের মতোই ওরা মৃতদেহগুলোকে কত সহজে নামিয়ে নিয়ে যায়! শেষ চিহ্ন যেটুকু পেছনে পড়ে থাকে, সেটুকুও ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করে দেয় সাবান আর লাইজলের নির্মমতা।

সাত নম্বর ঘরে কোন আলো জ্বলছিলো না। একটা মোমবাতি পর্যন্ত নেই। শবাধারটা ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ডালাটা ঠেলে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে আগনেসের কৃশ মুখ আর লাল চুলগুলোর ওপরে। এখন শুধু নিয়ে যাবার অপেক্ষা।…সামনের টেবিলেএকটা ত্রিপলের মধ্যে শবাধারের ফুলগুলো রেখে দেওয়া হয়েছে। ত্রিপলটা এ কাজের জন্যেই বিশেষ ভাবে তৈরি করে নেওয়া হয়েছে…চারদিকে আংটা বসানো, দড়ি লাগানো—যাতে থলের মতো করে ফুলগুলোকে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। বড় বড় শিরোমাল্যগুলোকে দোকানে সাজানো টুপির মতো করে এক-ধারে একটার ওপরে আর একটা রেখে দেওয়া হয়েছে। ঘরের ভেতরটা বড় ঠাণ্ডা। জানলাগুলো খোলা, পর্দাগুলোও টেনে দেওয়া হয়নি। সুযোগ বুঝে একফালি চাঁদের আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে ঘরের মধ্যে।

আর মাত্র একটি বারের জন্যে মৃতা বান্ধবীকে দেখবে বলে এসেছিলো লিলিয়ান। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। কেউ আর কোনদিনও আগনেস সোমারভিলের ফ্যাকাশে মুখখানা আর ওর আশ্চর্য সুন্দর চুলগুলোকে দেখতে পাবে না! আজ রাতেই চুপিসারে ওর দেহটা এখান থেকে নামিয়ে স্লেজে চাপিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে আগুনের স্পর্শে ফুল-ঝুরি বেরুবে ওর লালচুল থেকে, অনড় দেহটা শেষ বারের মতো কুঁকড়ে

উঠবে আর একবার—মনে হবে বুঝি প্রাণ ফিরে এসেছে ওর! তারপর সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। অবশিষ্ট পড়ে থাকবে কয়েক মুঠো ছাই, আর কিছু বিষণ্ণ স্মৃতির ম্লান সুরভি।

শবাধারের দিকে আর একবার তাকাতেই আচমকা লিলিয়ানের মনে হলো, আগনেস যদি এখনও বেঁচে থাকে? এমন কি হতে পারে না যে ওই দুর্ভেদ্য বাক্সটার মধ্যে অসহায় অবস্থায় শুয়ে থাকতে থাকতেই হয়তো আবার চেতনা ফিরে পেয়েছে আগনেস? এমন ঘটনা কতবার কত ক্ষেত্রে হয়েছে, তা কে বলতে পারে? মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রেই জানা গেছে, আপাত অবস্থায় যাকে মৃত বলে মনে হয়েছে, আসলে সে জীবিত। কিন্তু এমন কত মানুষ হয়তো নিঃশব্দে দম বন্ধ হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে চলে পড়েছে, কেউ তাকে বাঁচাতে আসেনি! এখনও তো ঠিক তাই হতে পারে? হয়তো ওই সঙ্কীর্ণ অন্ধকারে প্রাণপণে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে চাইছে আগনেস, কিন্তু পারছে না?

কি সব পাগলের মতো ভাবছি, এ ঘরে আমার আসাই উচিত হয়নি—ভাবলো লিলিয়ান। কেনই বা এলাম এখানে? আবেগ? বিভ্রান্তি? নাকি সেই সর্বনাশা কৌতূহল, যার জন্যে মানুষ প্রাণহীন মুখের অন্তহীন শূন্যতার দিকে তাকিয়ে এক অজানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে চায়?…এই মুহূর্তে কিছু আলোর প্রয়োজন, লিলিয়ান ভাবলো, ঘরের আলোটা জেলে দিই।

দরজার দিকে ফিরে তাকালো ও। তারপর সহসা নিস্পন্দ হয়ে কান পেতে রইলো কিছুক্ষণ। মনে হলো যেন পোশাকের মৃদু খসখসে শব্দ, অথচ খুব স্পষ্ট। যেন নরম রেশমী পোশাকে কেউ নখের আঁচড় কাটছে। দ্রুত হাতে আলোর বোতাম টিপে দিলো লিলিয়ান। সঙ্গে সঙ্গে ছাদ থেকে ঝুলে থাকা আবরণহীন আলোটা এক সঙ্গে রাত্রি জ্যোৎস্না আর আতঙ্কের সবটুকু রেশ ঠেলে বের করে দিলো ঘর থেকে।…ভূতুরে আওয়াজ শুনছিলাম আমি, ভাবলো লিলিয়ান। আসলে ওটা আমারই পোশাকের আওয়াজ, আমারই নখে লেগে ওমনি শব্দ হয়েছে।

শবাধারের দিকে চোখ ফেরালো লিলিয়ান। নাঃ, উজ্জ্বল আলোর

পটভূমিকায় ব্রোঞ্জের হাতল লাগানো কালো রঙের পালিশ করা ওই বাক্স-টাতে জীবনের একটুকুও স্পন্দন নেই। তার বদলে ওখানে যা রয়েছে, তার নাম মৃত্যু—মানুষের পরিচিত সব চাইতে অন্ধকারময় আতঙ্ক। সাদা পোশাক পরানো ওই পলকা দেহটা, যার ধমনীতে রক্তের প্রবাহ এখন শুদ্ধ হয়ে গেছে, পচে নষ্ট হয়ে গেছে যার ফুসফুসদুটো—সে আর ওর বান্ধবী আগনেস সোমারভিল নয়। ওখানে যা রয়েছে তার নাম বর্ণহীন ছায়া, এক চরম অর্থহীনতা। অথচ এই বোধাতীত অর্থহীনতার প্রতি এক শাশ্বত আকর্ষণ ছড়িয়ে থাকে প্রতিটি জীবনময় অস্তিত্বের অণু-পরমাণুতে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাও এগিয়ে চলে পূর্ণতার পথে। লিলিয়ানের মধ্যেও তা বেড়ে উঠেছে। দিনের পর দিন একটু একটু করে তা লিলিয়ানের জীবনটাকে জুড়ে জুড়ে ভোগ করে চলেছে—করবেও, যতদিন না তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। সেদিন অবশিষ্ট যা কিছু পড়ে থাকবে, তারই নাম অর্থহীনতা—সেটা লিলিয়ানের খোলস মাত্র। সেদিন সেই খোলসটাকে কালো বাক্সে পুড়ে আজকের এই বাক্সটার মতই পাঠিয়ে দেওয়া হবে চিরতরে লুপ্ত করে দেবার জন্যে।···

লিলিয়ান দরজার হাতলের দিকে হাত বাড়ালো। কিন্তু হাতলটা স্পর্শ করতেই সেটা ওর হাতের মধ্যে ঘুরে গেলো।···প্রাণপণ প্রচেষ্টায় আর্তনাদ চেপে রাখলো লিলিয়ান। দরজা খুলে একজন পরিচারক চোখ গোল গোল করে তাকালো ওর দিকে, 'বাঃ ব্বাবা, আ আপনি এখানে কো-কোত্থেকে এলেন?' তোতলাতে থাকে লোকটা, জানলার দিকে তাকায় একবার। 'ঘরটা তো চাবি বন্ধ ছিলো, আপনি ঢুকলেন কি করে? চাবিটা কই?'

'চাবি দেওয়া ছিলো না।'

'তা হলে কেউ নিশ্চয়ই···'বলতে বলতে দরজার দিকে তাকায় লোকটা। হাত দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বলে, 'ওহো, চাবিটা তো তালার গায়েই ঝুলছে!···জানেন, হঠাৎ আমি ভেবেছিলাম···'

'কি?'

শবাধারের দিকে দেখায় লোকটা, 'ভেবেছিলাম, আপনিই ওখানে···'

'আমিই তো,' ফিসফিসিয়ে বলে লিলিয়ান।

'তার মানে?'

'কিচ্ছু না।'

ঘরের মধ্যে এক পা এগিয়ে আসে লোকটা, 'আপনি আমার কথাটা ধরতে পারেননি। আমি ভেবেছিলাম, আপনিই কফিনটার মধ্যে ছিলেন। ...বাপরে, আর একটু হলে আমার হয়ে গিসলো আরকি!' হেসে ওঠে লোকটা। 'তা আপনি এখানে কি করছেন? আমরা তো আঠেরো নম্বরের ঢাকনাটা এঁটে দিয়েছি।'

'কার?'

'আঠেরো নম্বরের। নামটা জানি না, জানার দরকারও নেই। এখানে এলে আসল নামটার আর কোন কাজে আসে না।' আলো বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো লোকটা, সেই সঙ্গে লিলিয়ানও। দরজা বন্ধ করে লোকটা বললো, 'আপনি এখনও বেঁচে আছেন, এ জন্যে আনন্দ করুন মিস। সবাইকেই তো একদিন যেতে হবে!'

ব্যাগ থেকে কয়েকটা খুচরো পয়সা বের করলো লিলিয়ান, 'এই নাও, তোমাকে আমি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম কি না—তাই।'

'ধন্যবাদ,' ওকে অভিবাদন করলো লোকটা। 'এটা আমি আমার অ্যাসিস্টান্ট জোসেফের সঙ্গে ভাগ করে নেবো। এ ধরনের ছোটোখাটো কাজের পর আমরা এক-আধ পাত্তর বিয়ার চালাই কি না!' নিজের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে লোকটা বললো, 'আপনি আমার কথায় কিছু মনে করবেন না যেন। আজ হোক বা দুদিন পরে হোক, একদিন তো আমাদের সকলেরই পালা আসবে!'

'হ্যাঁ, সেটুকুই শান্তি—তাই না?

নিজের ঘরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো লিলিয়ান। ঘরের সব কটা বাতি, মায় ছাদ থেকে ঝোলানো আলোটাকেও জ্বেলে দিয়েছে ও। কেন্দ্রীয় উত্তাপক যন্ত্র থেকে গুনগুন শব্দ উঠছে একটানা।

আসলে আমি পাগল হয়ে গেছি, রাতকে আমি ভয় পাই—ভাবলো

লিলিয়ান। এখন কি করবো আমি ?… আলোগুলো জেলে রেখেই ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়তে পারি। অথবা বরিসকে ডেকে কথা বলতে পারি ওর সঙ্গে।…

গ্রাহ-যন্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়েও সেটা তুললো না লিলিয়ান। ও জানে, বরিস কি বলবে। আর এও জানে বরিস যা বলবে, তাই ঠিক। কিন্তু তাতে কিই বা এমন এসে যায় ? মানুষের সমস্ত যুক্তিবাদিতাই প্রমাণ দেয়, শুধু মাত্র যৌক্তিকতা নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। মানুষ বেঁচে থাকে তার আবেগ, তার অনুভূতি নিয়ে—সেখানে বিচার-বুদ্ধি কোন কাজেই আসে না।

জানলার সামনে রাখা আরামকুসিতে গুঁড়ি মেরে বসলো লিলিয়ান। আমার বয়েস চব্বিশ বছর, ভাবলো ও, আগনেসেরও তাই ছিলো। তিন বছর হয়ে গেলো আমি এখানে রয়েছি। তার আগে প্রায় ছ' বছর ধরে যুদ্ধ চলেছে। জীবনের কতটুকু আমি জানি ? শুধু জানি ধ্বংস, বেলজিয়াম থেকে প্লেনে চেপে পালিয়ে আসা, অশ্রু, আতঙ্ক, বাবা-মার মৃত্যু, ক্ষুধার জ্বালা আর তারপর অপুষ্টির জন্যে এ রোগের অভিশাপ আর গৃহহীনতা। তার আগে আমি ছিলাম নিতান্তই একটা শিশু। শান্তির সময়ে শহর-গুলোর স্বাভাবিক দৃশ্য, আলো-ঝলমলে রাজপথ—বলতে গেলে আমার কিছুই মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে নিষ্প্রদীপ রাত্রি, নিষ্করুণ অন্ধকার থেকে নেমে আসা বৃষ্টির মতো বোমার ঝাঁক…তারপর দখলকারিদের উল্লাস, আমাদের আতঙ্ক, মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে বেড়ানো আর শীত… কি প্রচণ্ড শীত ! সুখ ? সেই সোনালী শব্দটা, যা একদিন তিল তিল করে কত সাধের স্বপ্নকে গড়ে তুলতে উৎসাহ দিয়েছিলো, তার অর্থটাই কেঁপে উঠলো কত সহজে। তখন সুখ বলতে শুধু একখানা ঘর, তাতে না থাকলো উষ্ণতার আমেজ, নাই বা থাকলো মদের ভাণ্ডার—শুধু এক টুকরো রুটি থাকলেই যথেষ্ট।…তারপর সব কিছু পেরিয়ে একদিন এই স্বাস্থ্যনিবাসে এসে উঠলো ও।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো লিলিয়ান। নিচে সদর দরজার সামনে একটা স্লেজ দাঁড়িয়ে আছে। ওটাতে করেই স্বাস্থ্যনিবাসের রসদ-

পত্র নিয়ে আসা হয়। কিংবা কে জানে, হয়তো আগনেসের জন্যেই এসেছে গাড়িটা। এক বছর আগে আগনেস যখন প্রথম ওই সদর দরজাটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো, তখন ওর পরনে ছিলো কায়ের পোশাক, মুখে হাসি আর হাতে ফুলের গোছা। আজ ও চুপি চুপি পেছনের দরজা দিয়ে সকলের অজান্তে চিরদিনের মতো চলে যাবে—যেন ও এখানকার পাওনা টাকা মিটিয়ে দেয়নি। মাত্র ছ' সপ্তাহ আগেও ও এখান থেকে চলে যাবার কথা আলোচনা করেছে লিলিয়ানের সঙ্গে। কিন্তু সে পরিকল্পনার সবটাই অলীক স্বপ্ন হয়ে রইলো, সে মায়া মরীচিকা আর সত্য হলো না আগনে-সের জীবনে।···

টেলিফোনটা বেজে উঠলো। সামান্য ইতস্তত করে সেটা তুলে ধরলো লিলিয়ান, 'হ্যাঁ বরিস, বলো।' কান পেতে শুনলো খানিকক্ষণ, 'হ্যাঁ বরিস, হাঁ—আমি বুঝতে চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, আমি জানি এটা সব জায়গাতেই হয়। হ্যাঁ, আমি জানি হৃদরোগ বা ক্যানসারে এর চাইতে অনেক বেশি মানুষ মারা যায়—ও সব সংখ্যাতত্ত্ব আমি পড়েছি বরিস। কি বলছো? হাঁ, আমি জানি আমরা এখানে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে বাস করি বলেই আমা-দের এরকম লাগছে।···হ্যাঁ, এর আগে অনেকেই ভালো হয়েছে!···হ্যাঁ হাঁ, নতুন ধরনের কত ওষুধ—হ্যাঁ বরিস, আমি অবুঝ নই, নিশ্চয়ই! না, এসো না। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালবাসি বৈকি—নিশ্চয়ই বাসি।'

টেলিফোন নামিয়ে রেখে আয়নার দিকে তাকালো লিলিয়ান। আয়না থেকে একটা অপরিচিত মুখ অপরিচিত চোখ তুলে তাকালো ওর দিকে। হায় ঈশ্বর, নিশ্বাস ফেলে ভাবলো লিলিয়ান, আমি তো কতদিন থেকেই সব কিছু বুঝতে চেষ্টা করছি! কিন্তু কেন? সে কি শুধুমাত্র ওই সাত নম্বর ঘরে বিশ বা তিরিশ নম্বর হবার জন্যে? কালো বাক্সের মধ্যে অসহায় স্থাণু হয়ে শুয়ে থাকবার জন্যে, যা দেখে সবাই ভয়ে চমকে ওঠে?

হাতঘড়ির দিকে তাকায় লিলিয়ান। একটু পরেই নটা বাজবে। সামনে অন্তহীন অন্ধকার রাত। হাসপাতালের রোগ শোক আর ক্লান্তিকর একঘেয়েমির পটভূমিকায় রাতগুলোকে ভারি ভয় পায় লিলিয়ান, বড় অসহ্য বলে মনে হয় সব কিছু—কারণ নিজের চরম অসহায়তার অনুভূতি

তখন একটা ভারি বোঝার মত হয়ে চেপে ধরে ওর সমস্ত চেতনাকে।

উঠে দাঁড়ায় লিলিয়ান। না, এখন কিছুতেই একা থাকা সম্ভব নয় ওর পক্ষে। এক তলায় এখন নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আছে, অন্তত হলমান আর তার অতিথি তো থাকবেই।

তখনও হলমান আর ক্লেরফাইত ছাড়া খাবার ঘরে আরও তিনজন বসে ছিলেন। দুজন পুরুষ আর একটি মোটাসোটা মহিলা। ওরা তিনজনই দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী। তিনজনেরই পরনে কালো পোশাক, তিন-জনই নিশ্চুপ। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় ঝাড় লণ্ঠনটার ঠিক নিচেই তিনটে ছোটোখাটো কালো স্তূপের মতো নিস্পন্দ হয়ে বসেছিলেন ওরা।

'ওঁরা বগোটা থেকে এসেছেন,' হলমান বললো। 'স্যানাটোরিয়াম থেকেই ওদের আসার জন্যে তার করা হয়েছিলো। যে ভদ্রলোকের চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, তাঁর মেয়েটি প্রায় মরতে বসেছিলো। কিন্তু ওঁরা এখানে আসার পর থেকেই মেয়েটার অবস্থা ভালোর দিকে যাচ্ছে। এখন ওঁরা এখানে থাকবেন না ফিরে যাবেন, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছেন না।'

'মেয়েটির মাকে রেখে অন্য দুজন চলে গেলেই পারেন?'

'ওই মহিলা কিন্তু মেয়েটির মা নন—সৎ মা। ওঁর টাকাতেই স্যানা-টোরিয়ামের পাওনা মেটানো হয়। আসলে ওঁরা কেউই এখানে থাকতে চান না, মেয়েটির বাবাও না। বগোটার বাড়িতে থেকে ওঁরা মানুয়েলাকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। মানুয়েলা বাড়িতে মাসে একখানা চিঠি লিখতো আর ওঁরাও মাস গেলে নিয়মিত খরচের টাকাটা পাঠিয়ে দিতেন। গত পাঁচ বছর ধরে এমনি চলে আসছিলো, আর ওঁরাও ভেবেছিলেন চিরটা কাল এমনি ভাবেই চলবে। কিন্তু মাঝখান থেকে মানুয়েলাই মরতে বসে গোল বাঁধালো। তাই ওঁদেরও প্লেনে চেপে চলে আসতে হলো, নয়তো লোকে কি ভাববে? আরও মুশকিল হচ্ছে, মহিলা তাঁর স্বামীকে একা একা ছেড়ে দিতে রাজী নন। কারণ বয়সে উনি ভদ্রলোকের চাইতে বড়। তাছাড়া বুঝতেই পারছো, দেখতেও খুব একটা আহামরি কিছু নন। তাই প্রবল হিংসের ভদ্রলোককে উনি কিছুতেই চোখের আড়াল করতে চান

না। নিজের জোর বাড়াতেই উনি ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। বগো-টায় লোকজনেরা বলাবলি করে, সৎ মেয়েকে উনি জোর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছেন। এখন তাদের উনি দেখাতে চান যে আসলে মানুয়েলাকে উনি কতো ভালবাসেন। কাজেই প্রশ্নটা এখন শুধু হিংসার নয়, সম্মানেরও বটে। এখন উনি একা একা বাড়িতে ফিরে গেলে লোকেরা আবার বলা-বলি করতে শুরু করবে। তাই বাধ্য হয়ে ওঁরা তিনজনেই অপেক্ষা করে আছেন।'

'আর মানুয়েলা?'

'ওঁরা তিনজনে যখন এখানে এসে পৌঁচেছিলেন, তখন সকলেরই মানুয়েলাঅন্তপ্রাণ—কারণ আর যাই হোক, মেয়েটা তো যে কোন মুহূর্তেই মরে যেতে পারতো! বেচারী মানুয়েলা কোনদিন জানতেই পারেনি, ভালবাসা কি বস্তু। তাই আচমকা এত ভালবাসার আস্বাদ পেয়ে ও সত্যি সত্যিই খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। আর ওকে যারা দেখতে এসেছেন, তাঁরা এখন অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। উত্তেজনায় খিদেয় তারা এখন এখানকার বিখ্যাত কেক-প্যাস্ট্রি কিনে কিনে খাচ্ছেন আর দিন দিন মোটা হচ্ছেন। আরও একটা সপ্তাহ এভাবে কাটলে মানুয়েলা যথেষ্ট তাড়াতাড়ি পটল তুলছে না দেখে, ওঁরা মেয়েটাকে ঘেন্না করতে শুরু করবেন।'

'অথবা গ্রামের শোভায় মুগ্ধ হয়ে কেকের দোকানটা কিনে নিয়ে, এখানেই বসবাস করতে শুরু করবেন,' টিপ্পনি কাটলো ক্লেরফাইত।

'তোমার যত্তোসব উদ্ভট কল্পনা,' হলমান হেসে উঠলো।

'মোটেই না। বরং বলতে পারো, উদ্ভট অভিজ্ঞতা। তা তুমি এত সব জানলে কি করে?'

'তোমাকে তো বলেছি, এখানে কোন কিছুই গোপন থাকে না।… নার্স করনেলিয়া ভেরলি স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে। তাই মানুয়েলার সৎ মা ওকে মন খুলে সব কথা বলে দিয়েছেন।'

বলতে বলতে কালো মূর্তি তিনটি উঠে দাঁড়ায়। পরস্পরে একটিও বাক-বিনিময় না করে বিষণ্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে ওরা এক এক করে এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

আর একটু হলেই লিলিয়ানের সঙ্গে ধাক্কা লাগতো ওঁদের। লিলিয়ান এত দ্রুত ভেতরে এসে ঢুকলো যে মোটা মহিলাটি ভীষণ চমকে গিয়ে একটুখানি সরে দাঁড়িয়ে প্রায় অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন।

প্রায় ছুটতে ছুটতে হলমান আর ক্লেরফাইতের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো লিলিয়ান। তারপর দরজার দিকে একবার তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, 'উনি আমাকে দেখে অমন আঁতকে উঠলেন কেন? আমি তো ভূত-পেত্নী কিছু নই? নাকি ইতিমধ্যেই ভূত হয়ে গেছি?' ব্যাগ হাতড়ে আয়নাটা খুঁজতে লাগলো লিলিয়ান, 'আজ রাতে আমি দেখছি সবাইকেই ভয় পাইয়ে দিচ্ছি।'

'আর কাকে ভয় দেখালে?'

'বেয়ারাটাকে।'

'কে, জোসেফ?'

'না, অন্যজন—জোসেফকে যে সাহায্য করে। কার কথা বলছি, বুঝতে পেরেছেন তো?'

ঘাড় নাড়লো হলমান, 'আমরা কিন্তু ভয় পাইনি।'

'কুমিরটা এর মধ্যে এখানে এসেছিলো নাকি?' আয়না সরিয়ে জিজ্ঞেস করলো লিলিয়ান।

'না, তবে এখন যে কোন সময়েই এসে আমাদের এখান থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। মহিলা একেবারে প্রুশিয়ান ড্রিল সার্জেন্টদের মতো কড়া।'

'আজ রাতে জোসেফ দরজায় থাকবে, আমি জিগেস করেছিলাম ... আমরা কিন্তু বেরুতে পারি। আপনি বেরুবেন?'

'কোথায়? পালাস বারে?'

'তাছাড়া আর কোথায়?'

'ওখানে কিস্যু নেই,' ক্লেরফাইত বললো। 'আমি এইমাত্র সেখান থেকেই আসছি।'

'আমাদের পক্ষে তাই-ই যথেষ্ট,' হলমান হাসলো। 'স্যানাটোরিয়ামের বাইরে যে কোন জায়গাই আমাদের ভালো লাগে—সেখানে অন্য কেউ না থাকলেও ভালো লাগে। এখানে কিছুদিন থাকলে তুমিও তার চাইতে

বেশি কিছু চাইবে না।'

'শুধু জোসেফ পাহারায় রয়েছে, আর একজন এখনও অন্য কাজে ব্যস্ত।' লিলিয়ান বললো, 'এই ফাঁকে আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি।'

'আমার একটু জ্বর হয়েছে লিলিয়ান।' হলমান কাঁধ ঝাঁকালো, 'হঠাৎ এই সন্ধ্যে বেলাতেই জ্বরটা এলো—ঈশ্বর জানেন কেন। হয়তো ক্লের-ফাইভের ওই নোংরা দৌড়বাজ গাড়িটা দেখেই জ্বর এসেছে।'

একজন ঝাড়ুদারনী চেয়ারগুলো টেবিলের কাছে সাজিয়ে রাখছিলো। লিলিয়ান বললো, 'এর আগেও কিন্তু আমরা জ্বর গায়ে বেরিয়েছি।'

'জানি,' বিব্রত ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকালো হলমান, 'কিন্তু আজ রাতে বেরুবো না।'

'সে-ও কি ওই নোংরা গাড়িটার জন্যে ?'

'হয়তো তাই। কিন্তু বরিসের কি খবর ? সে যাচ্ছে না ?'

'বরিস ভাবছে, আমি এতক্ষণে শুয়ে পড়েছি। ওকে নিয়ে জোর করে আজ বিকেলে স্লেজে চড়ে বেরিয়েছিলাম। দুবার শক্তি ব্যয় করতে ও রাজী হবে না।'

ঝাড়ুদারনী পর্দাগুলো তুলে দিলো। জানলার বাইরে জ্যোৎস্না ধোওয়া বিধুরা পৃথিবী, নীরব তুষার আর ছায়াময় বন-বীথিকা। এই নিবিড় নিশীথের পটভূমিকায় ওরা তিনটি মানুষ যেন কত নির্জন আর নিঃসঙ্গ। ঝাড়ুদারনী দেওয়ালের আলোগুলো নিভিয়ে দিচ্ছিলো একের পর এক। প্রতিটা আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দৃশ্য যেন এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছিলো ওদের দিকে।

'এই রে, কুমির আসছে, আচমকা বলে উঠলো হলমান।

হেড নার্স ততক্ষণে দোরগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। দাঁত বের করে হাসলেন মহিলা, অথচ চোখের দৃষ্টি তেমনি হিমশীতল।

'রাতের প্যাঁচারা দেখছি যথারীতি জেগেই রয়েছেন,' বললেন উনি। 'তা মঁসিয়রা আর মাদাম, এটা এখন বন্ধ হবার সময়। আপনারা শুয়ে পড়ুন গিয়ে। সামনে আবার আর একটা দিন আসছে।'

'সে বিষয়ে আপনি কি নিশ্চিত ?' উঠে দাঁড়ালো লিলিয়ান।

'অবশ্যই,' খানিকটা হতোদ্যম উৎসাহে উত্তর দিলেন হেড নার্স। 'মিস দানকার্ক, আপনার রাতের টেবিলে একটা ঘুমের বড়ি রয়েছে। স্বপ্ন আর সুখের দেবতা মারফিউসের বাহুতে সারা রাত আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেবেন।'

'মারফিউসের বাহুতে—আরে ছো:!' হেড নার্স বেরিয়ে যেতেই বিরক্তিতে ফেটে পড়লো হলমান। 'বুঝলে ক্লেরফাইত, আমাদের কুমির হচ্ছে একঘেয়েমির রানী। তবু তো আজ রাতে কথাবার্তা আর হাবভাবে খানিকটা সৌষ্ঠব আছে দেখলাম হাসপাতালে যাঁরা আসেন তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই স্বাস্থ্যবিধি রক্ষার এই সব মহিলা পুলিসরা কেন যে এমন উন্নাসিক জঘন্য ব্যবহার করেন, ভেবে পাই না। এমন ভাব দেখান যেন আমরা সবাই হয় ছেলেমানুষ নয়তো বোকার হদ্দ।'

'এভাবেই ওরা নিজেদের ভাগ্যের জন্যে পৃথিবীর ওপরে প্রতিশোধ নিতে চায়,' বিরক্ত হয়ে বললো লিলিয়ান। 'নয়তো ওরা আর খানসামারা হীনম্মন্যতায় মারা পড়তো।'

লবিতে লিফটের কাছে দাঁড়িয়েছিলো ওরা। লিলিয়ান ক্লেরফাইতের দিকে তাকালো, 'আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?'

'পালাস বারে,' ওর দিকে তাকালো ক্লেরফাইত।

'আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো ক্লেরফাইত। আধা রাশিয়ান এই মেয়েটির মেজাজ সম্পর্কে এর আগেই তার খানিকটা ধারণা হয়েছে। কিন্তু তারপরেই বিকেলে স্লেজের ঘটনা আর বরিসের উদ্ধত মুখখানার কথা তার মনে পড়লো।

'কেন নেবো না?' বললো সে।

'খুব বিরক্তিকর হবে, না?' ম্লান হাসলো লিলিয়ান, 'মাতাল মানুষ যেমন বিরক্ত খানসামার কাছে শেষ গ্লাস মদের জন্যে করুণা ভিক্ষা করে, আমরাও তেমনি সামান্য একটু স্বাধীনতা পাবার জন্যে বারবার মিনতি জানাই। খুবই করুণ, নয় কি?'

ঘাড় নাড়লো ক্রেরকাইভ, 'আমি নিজেও কতবার অমন করেছি!'

এই প্রথম সোজাসুজি ক্রেরকাইভের দিকে তাকালো লিলিয়ান, 'আপনি? কেন?'

'প্রত্যেকেরই কিছু নিজস্ব কারণ থাকে। কিন্তু থাক সে কথা, আপনাকে আমি কোথেকে গাড়িতে তুলে নেবো বলুন। নাকি এখুনি আমার সঙ্গে আসবেন?'

'না, আপনি সদর দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যান। কুমির ওদিকটাতে নজর রেখেছে।...রাস্তার প্রথম বাঁকটা নিয়ে আপনি একটা স্লেজ ভাড়া করে, ডান দিক ঘুরে স্যানাটোরিয়ামের পেছনের দরজায় এসে দাঁড়াবেন। আমি ওখানে অপেক্ষা করবো।'

'বেশ।'

লিফটের ভেতরে পা বাড়ালো লিলিয়ান। হলমান ঘুরে দাঁড়ালো ক্রেরকাইভের দিকে, 'আমি বেরুচ্ছি না বলে তুমি কিছু মনে করলে না তো?'

'মোটেই না। আমি তো আসছে কালই চলে যাচ্ছি না!'

তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকালো হলমান, 'আজ রাতে তোমার একা থাকতে ভালো লাগবে?'

'একটুও না। কে আর একা থাকতে চায় বলো?'

শূন্য লবি ধরে বেরিয়ে এলো ক্রেরকাইভ। ছোট একটা আলো ছাড়া সব কটা আলোই এখন নিভে গেছে। বড় জানলাটা দিয়ে একঝলক চাঁদের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে মেঝের ওপরে।

'শুভ রাত্রি,' দরজার পাশে দাঁড়ানো হেড নার্সকে বললো ক্রেরকাইভ।

'বনি ন্যুই,' উত্তর দিলেন উনি।

মহিলা হঠাৎ ফরাসী ভাষায় কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন, ভেবে পেলো না ক্রেরকাইভ।

আঁকাবাঁকা পথে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা স্লেজ দেখতে পেলো ক্রেরকাইভ।

'মাথার ওপরে ছাউনিটা টাঙিয়ে দিতে পারো?' চালককে জিজ্ঞেস

করলো সে।

'খুব একটা ঠাণ্ডা নেই কিন্তু!'

তর্ক করতে ইচ্ছে করছিলো না ক্লেরফাইতের। বললো, 'তোমার না লাগতে পারে, আমার লাগছে। টাঙাতে পারবে কি না বলো।'

যেন বহু পরিশ্রমে আসন ছেড়ে উঠে মাথার ওপরে চামড়ার আচ্ছাদনটা টাঙিয়ে দিলো চালক।

'ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে। স্যানাটোরিয়ামের পেছন দিকের দরজায় চলো।'

লিলিয়ান ঠিক দাঁড়িয়েছিলো সেখানে। গায়ে কালো ফারের একটা পাতলা কোট শক্ত করে জড়ানো। জিনিসটাতে খুব একটা গরম হবে বলে মনে হলো না ক্লেরফাইতের।

'সব ঠিক আছে,' ফিসফিসিয়ে বললো লিলিয়ান। 'জোসেফের চাবিটা আমি নিয়ে এসেছি। তার বদলে ওকে অবিশ্যি এক বোতল কিরশ দিতে হবে।'

হাত বাড়িয়ে ওকে স্লেজে টেনে তুললো ক্লেরফাইত।

'আপনার গাড়িটা কি হলো?'

'ধুয়ে সাফ করা হচ্ছে।'

স্লেজটা মোড় ঘুরে স্যানাটোরিয়ামের সদর দরজা পেরিয়ে যাবার সময় ভেতরের অন্ধকারের দিকে হেসে বসলো লিলিয়ান।

'হলমানের জন্যেই কি গাড়িটা নিচে রেখে এসেছেন?'

'হলমানের জন্যে কেন?' অবাক হলো ক্লেরফাইত।

'যাতে উনি গাড়িটা দেখতে না পান, ওর কষ্ট না হয়—সে জন্যে?'

কথাটায় যুক্তি আছে। আজ বিকেলেই জুসেপ্পিকে দেখে হলমান কতটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো, ক্লেরফাইত দেখেছে। অথচ এ জিনিসটা সে ভেবে দেখেনি।

'ও ব্যাপারটা আমার মনেই হয়নি, আসলে গাড়িটা সত্যি সত্যি ধোয়ার দরকার ছিলো।' সিগারেটের প্যাকেট বের করলো ক্লেরফাইত।

'আমাকে একটা দিন,' বললো লিলিয়ান।

'আপনার ধূমপান করা নিষেধ নয়তো ?'

'মোটেই না,' লিলিয়ানের তীক্ষ্ণ জবাব শুনেই ক্লেরফাইত বুঝলো, কথাটা সত্যি নয়।

'কিন্তু, আমার কাছে শুধু গোলোয়াজ আছে—সৈনিক সঙ্ঘের কড়া কালো তামাক।'

'জানি, যুদ্ধের সময় আমরা খেতাম।'

'পারীতে ?'

'হ্যাঁ, পারীর একটা সেলারে।'

ওর দিকে আগুনটা এগিয়ে দেয় ক্লেরফাইত।

'আজ আপনি কোথেকে এলেন ? মন্তে কার্লো থেকে ?' ফের প্রশ্ন করে লিলিয়ান।

'না, ভিয়েন থেকে।'

'ভিয়েন ? মানে অস্ট্রিয়ার ভিয়েন ?'

'ভিয়েনটা হচ্ছে লিয়ঁর কাছে। আপনি বোধহয় জায়গাটা কখনও দেখেন নি। ওটা একটা ঘুম ঘুম স্বপ্নের ছোট্ট শহর। ফ্রান্সের সব চাইতে সেরা রেস্তোরাঁ—রেস্তোরাঁ ত্ব লা পিরামিদের জন্যে শহরটা বিখ্যাত ?'

'পারী হয়ে এলেন বুঝি ?'

'তাহলে আমার রাস্তা থেকে অনেকটা সরে যেতে হতো,' ক্লেরফাইত হাসলো। 'পারী আরও অনেকটা উত্তর দিকে।'

'কোন্ রাস্তা ধরে এলেন ?'

মেয়েটার ঔৎসুক্য দেখে অবাক হলো ক্লেরফাইত, 'সবাই যে রাস্তা ধরে আসে। বাজেল হয়ে—ওখানে আমার একটা কাজ ছিলো।'

'সে জায়গাটা কেমন ?'

ফের অবাক হলো ক্লেরফাইত, এসব কথা কেন জানতে চাইছে মেয়েটা ? সংক্ষেপে বললো, 'ভীষণ একঘেয়ে। আলপসে না পৌঁছানো পর্যন্ত শুধু সমতল জায়গা আর মাথার ওপরে ধূসর আকাশ—এ ছাড়া আর কিসূ্যু নেই।'

অন্ধকারে লিলিয়ানের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলো ক্লেরফাইত।

তারপর রাস্তার একটা ঘড়ির দোকান থেকে ঠিকরে আসা আলোয় দেখতে পেলো, ওর মুখে বিস্ময় ব্যঙ্গ আর বেদনার এক আশ্চর্য অভিব্যক্তি।

'একঘেয়ে? সমতল জায়গা?' লিলিয়ান বললো, 'হা ঈশ্বর! আর আমি চারদিকের এই পাহাড়গুলোকে চোখের আড়াল করার বিনিময়ে কি না দিতে প্রস্তুত!'

সঙ্গে সঙ্গে ক্লেরফাইত বুঝতে পারলো, লিলিয়ান কেন তাকে অত জেরা করছিলো। পাহাড় ওদের বাস্তব জীবন থেকে আড়াল করে রেখেছে। পাহাড় ওদের কাছে সহজ নিশ্বাস-প্রশ্বাস আর আশার আশ্বাস। কিন্তু এখান থেকে ওরা যেতে পারে না। এই পাহাড়ী উপত্যকায় ওদের পৃথিবীটা ছোট্ট হয়ে আছে। তাই পাহাড়তলীর সমস্ত খবরই ওদের কাছে হারানো স্বর্গের বার্তা বলে মনে হয়।

'আপনি কতদিন হলো এখানে রয়েছেন?' প্রশ্ন করে ক্লেরফাইত।

'তিন বছর।'

'পাহাড়তলীতে কবে যেতে পারবেন?'

'দলাই লামাকে জিগেস করবেন,' তিক্ত গলায় জবাব দেয় লিলিয়ান। 'দেউলে সরকার যেমন একটার পর একটা চার বছুরে পরিকল্পনার আশ্বাস দেয়, উনিও তেমনি কয়েক মাস অন্তর অন্তর আমাকে ভরসা দেন—আর সামান্য কটা দিন মাত্র।'

বড় রাস্তায় বাঁক নেবার সময় থেমে দাঁড়াতে হলো শ্লেজটাকে। স্কিয়ের পোশাকপরা স্বতঃস্ফূর্ত একদল ভ্রমণকারী পেরিয়ে গেলো ওদের। নীল সোয়েটার গায়ে অপরূপা এক স্বর্ণকেশী হাসতে হাসতে দুহাত বাড়িয়ে ঘোড়াটার গলা জড়িয়ে ধরলো। চিঁহিহি করে ডেকে উঠলো ঘোড়াটা। 'এই তেইজী, চলে এসো লক্ষীটি,' ওকে ডাকলো একজন।···সিগারেটের অবশিষ্ট অংশটুকু বরফের মধ্যে ছুঁড়ে ফেললো লিলিয়ান।

'এরা টাকা-পয়সা খরচ করে এখানে আসে, আর আমরা এখান থেকে নেমে যাবার জন্যে সব কিছু দিয়ে দিতে রাজী। ভারি অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না?'

'সেটা নির্ভর করছে কিভাবে আপনি জিনিসটাকে দেখবেন তার ওপরে।'

শ্লেজটা আবার সামনের দিকে চলতে শুরু করেছিলো। লিলিয়ান বললো, 'আমাকে আর একটা সিগারেট দিন।'

সিগারেটের প্যাকেটটা ওর দিকে এগিয়ে দিলো ক্লেরফাইত।

'জানি ব্যাপারটা আপনার পক্ষে বোঝা অসম্ভব, কিন্তু এখানে আমাদের সকলেরই মনে হয়, আমরা যেন কোন বন্দী শিবিরে রয়েছি।' লিলিয়ান স্বগত উক্তির মতো করে বললো, 'কয়েদখানায় নয়—সেখানে থাকলে তবু জানা যায়, কবে মুক্তির দিন আসবে। শিবিরে—যেখানে শাস্তির আদেশ নেই, অথচ স্বাধীনতাও নেই।'

'বুঝেছি, আমিও এক সময়ে অমন একটা জায়গায় ছিলাম।'

'আপনি?' স্যানাটোরিয়ামে ছিলেন?'

'না, বন্দী শিবিরে, যুদ্ধের সময়ে ছিলাম! কিন্তু আমাদের অবস্থাটা ছিলো ঠিক উল্টো। একটা সমতল প্রান্তরের মধ্যে ছিলো শিবিরটা, আর সুইটজারল্যাণ্ডের পাহাড়গুলো আমাদের কাছে ছিলো মুক্তির স্বপ্নের মতো। শিবির থেকেই পাহাড়গুলোকে দেখতে পেতাম আমরা। আমাদের মধ্যে একজন আবার আলপসের পাহাড়ী অঞ্চলগুলো ভালো মতোই জানতো। তার গল্প শুনে শুনে আমরা তো প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলাম! আমারতো মনে হয়, ওরা যদি মুক্তির বিনিময়ে আমাদের কয়েক বছর পাহাড়ের গুহাতেও বাস করতে বলতো, তাহলে আমরা বোধহয় সে সুযোগও লুফে নিতাম। কি কাণ্ড, তাই না?'

'সে সুযোগ পেয়েছিলেন কি?'

'না, তবে ওখান থেকে আমার পালিয়ে আসার একটা পরিকল্পনা ছিলো।'

'সেটা কার না থাকে? কিন্তু পালাতে পেরেছিলেন কি?'

'হ্যাঁ।'

'সফল হয়েছিলেন?' সামনের দিকে ঝুঁকে বসলো লিলিয়ান। 'না কি আবার ধরা পড়ে গিয়েছিলেন?'

'সফলই হয়েছিলাম। নইলে আজ আর এখানে থাকতাম না।'

'সেই লোকটির কি হলো?' খানিকক্ষণ পরে আবার প্রশ্ন করলো

লিলিয়ান, 'সেই যে, যে আপনাদের কাছে আলপসের গল্প করতো ?'

'সে বেচারা সংক্রামক জ্বরে মারা যায়। আর তার এক সপ্তাহ পরেই আমাদের শিবিরটা মুক্ত হয়।

হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালো স্লেজটা। ক্লেরফাইত লক্ষ্য করলো, লিলিয়ানের পায়ে উঁচু জুতো নেই।

'সাটিনের জুতো পরে কেউ বরফে হাঁটে না,' দুহাতে ওকে তুলে বরফ পার করে দোরগড়ায় নামিয়ে দিলো ক্লেরফাইত। 'এখন কি আমরা পানশালায় যাবো ?'

'হ্যাঁ, একটু পান করা দরকার।'

পানশালার নাচের জায়গায় স্কি খেলোয়াড়দের মাতামাতি চলেছে। পরিচারক কোণের দিকে একটা টেবিলে ওদের জন্যে চেয়ার সাজিয়ে দিয়ে ক্লেরফাইতকে জিজ্ঞেস করলো, 'ভদকা দেবো ?'

'তার চাইতে বরং গরম কিছু হলে ভালো হয়। যেমন ধরো, মুলেদ ওয়াইন বা গ্রগ।' লিলিয়ানের দিকে তাকালো ক্লেরফাইত, 'আপনার কি পছন্দ ?'

'ভদকা। আপনি তো তাই খাচ্ছিলেন—না ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা ডিনারের আগে। আচ্ছা, ফরাসীরা যাকে মখমলে মোড়া ঈশ্বর বলে, সেই বোরদো নিলে কেমন হয় ?'

ক্লেরফাইত লক্ষ্য করলো লিলিয়ান তাকে অবিশ্বাসী চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। হয়তো ভাবছে, ও অসুস্থ বলেই ক্লেরফাইত ওর সঙ্গে এমনি ব্যবহার করছে—কারণ অসুস্থ মানুষের পানীয় সম্বন্ধে সাবধানতা নেওয়া দরকার। বললো, 'আমি কিন্তু জোর করে আপনার ওপরে কিছু চাপিয়ে দিতে চাই না। আমি একা থাকলেও মদই আনতে বলতাম। আপনি চাইলে আসছে কাল ডিনারের আগে আমরা যত খুশি ভদকা পান করতে পারি। একটা বোতল না হয় স্যানাটোরিয়ামে পাচার করে নিয়ে যাবো !'

'বেশ, তবে তাই।···আচ্ছা, কাল রাত্রিবেলা ব্রাজের সমভূমিতে—

ভিয়েনের ওডেন স্তু লা পিয়ামিদে আপনি যা পান করেছিলেন, সেটা এখন নিলে হয় না ?'

লিলিয়ান হোটেলের নামটা শুদ্ধু মনে রেখেছে দেখে অবাক হলো ক্রেরফাইত। মেয়েটার সম্পর্কে সাবধান হতে হবে, ভাবলো সে। একটা নাম পর্যন্ত যে এত ভালোভাবে খেয়াল করে, তার অন্যদিকেও অবশ্যই খেয়াল থাকবে।

'সেটা ছিলো বোরদো, লাফিত রথশিল্ড।' কথাটা পুরোপুরি খাঁটি নয়। গত রাত্রে ভিয়েনের একটা দেশী মদ পান করেছিলো ক্রেরফাইত। সেটা বিদেশে চালান করা হয় না। কিন্তু সেকথা এখন বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। পরিচারকের দিকে তাকালো ক্রেরফাইত, 'আমাদের জন্যে শাতো লাফিত ১৯৩৭ থাকে তো নিয়ে এসো। আর শোনো, গরম তোয়ালে জড়িয়ে ওটা গরম করার দরকার নেই। সেলার থেকে যেমন বেরুবে তেমনি নিয়ে এসো।'

পরিচারক পানীয় আনতে গিয়েই আবার ফিরে এলো, 'আপনার টেলিফোন আছে স্যার।'

'কে টেলিফোন করেছে ?'

'জানি না স্যার। জিগেস করবো ?'

'নির্ঘাৎ স্যানাটোরিয়াম থেকে,' লিলিয়ান যেন ভয় পেলো, 'কুমিয়ের ফোন।'

'সেটা এক্ষুণি বোঝা যাবে,' উঠে দাঁড়ায় ক্রেরফাইত। 'ফোনের ঘরটা কোথায় হে ?'

'বাইরের বারান্দায় স্যার, ডানদিকে।'

'তুমি ততক্ষণে মদটা নিয়ে এসো। আর শোন—বোতলের মুখটা খুলে দিও, ভেতরের মালটা যাতে একটু নিশ্বাস-টিশ্বাস ফেলতে পারে।'

'কুমিয়ের ফোন নাকি ?' ক্রেরফাইত ফিরে আসতেই প্রশ্ন করে লিলিয়ান।

'না, মন্তে কার্লো থেকে ফোন এসেছিলো।' এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো

ক্লেরফাইত। তারপর লিলিয়ানের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখে ভাবলো, অন্য একটা জায়গায় কেউ মারা গেছে শুনলে ওর কোনই ক্ষতি হবে না। বললো, 'মন্তে কার্লোর একটা হাসপাতাল থেকে এসেছিলো ফোনটা। আমার একজন পরিচিত মানুষ মারা গেছে।'

'আপনাকে কি তাহলে ফিরে যেতে হবে?'

'না, এখন তো আর কিছুই করার নেই! তবে লোকটা মারা গেছে, সেটা আমি ওর সৌভাগ্যই বলবো।'

'সৌভাগ্য?'

'হ্যাঁ, মোটরদৌড়ে একটা দুর্ঘটনা হয়েছিলো। বেঁচে থাকলে বাকি জীবনটা ওকে পঙ্গু হয়ে থাকতে হতো।'

লিলিয়ানের মনে হলো, কথাটা ও ঠিকমতো শুনতে পায়নি। ক্লেরফাইতের দিকে তাকালো ও। কি সব আজে বাজে বকছে এ জোয়ান মানুষটা? 'পঙ্গু মানুষরাও যে বেঁচে থাকতে চায়, সে কথা কি আপনি মনে করেন না?' এক চকিত ঘৃণায় ওর কোমল কণ্ঠস্বর ভরে উঠলো।

সেই মুহূর্তে কোন জবাব দিলো না ক্লেরফাইত। গ্রাহযন্ত্র থেকে ভেসে আসা ধাতব-কর্কশ মেয়েলি কণ্ঠস্বর তখনও তার কানে বাজছিলো: 'কি করতে হবে আমাকে? ফেরের একটা কানাকড়িও রেখে যায়নি। এখানে মহা বিপাকে পড়েছি আমি। এসো! এসে সাহায্য কর আমাকে! দোষটা তো তোমারই। তুমি আর তোমার মোটরদৌড়ের জন্যেই তো এমন হলো!'

বিষয়টা মন থেকে ঝেড়ে ফেললো ক্লেরফাইত। লিলিয়ানকে বললো, 'সব সময়ে তা নয়। এই লোকটা পাগলের মতো একটি মেয়েকে ভালবাসতো, কিন্তু মেয়েটা ওকে ঠকিয়ে অন্য সব মোটর-মিস্ত্রিদের সঙ্গে প্রেম করতো! মোটরদৌড়ের জন্যেও লোকটা ছিলো পাগল, কিন্তু কোনদিনই ও সাধারণ মানের ওপরে উঠতে পারতো না। জীবনের কাছ থেকে ও শুধু চেয়েছিলো, বড় বড় দৌড় প্রতিযোগিতায় জিততে আর মেয়েটিকে আপন করে পেতে। কিন্তু ওই দু' বিষয়েই আসল সত্য জানার আগে ও মারা গেছে। মরার আগে এ কথাও জেনে যেতে পারেনি যে ওর পা কেটে বাদ দেবার পরে, মেয়েটি ওকে দেখতে পর্যন্ত যায়নি।...সেজন্যেই বলছি, এটা

ওর সৌভাগ্য।'

'কিন্তু তাহলেও, ও হয়তো বাঁচতে চাইতো,' জেদী মেয়ের মতো ওজর তোলে লিলিয়ান।

'তা জানি না,' বিরক্ত হয়ে ওঠে ক্লেরফাইত, 'কিন্তু ওর চাইতে করুণ মৃত্যু আমি অনেক দেখেছি। আপনি দেখেননি?'

'হ্যাঁ, দেখেছি। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তারা বাঁচতে চেয়েছে।'

নিশ্চুপ হয়ে রইলো ক্লেরফাইত। কি বলছি আমি? কেনই বা বলছি? ভাবলো সে। তবে কি যে কথা আমি অবিশ্বাস করি, সে কথাটাই নিজেকে বিশ্বাস করাতে চাইছি?

'কারুরই নিষ্কৃতি নেই,' অবশেষে অধৈর্য হয়ে বললো ক্লেরফাইত। 'কে কবে কিভাবে ধরা পড়বে তা কেউ জানে না। শুধু শুধু সময় নিয়ে দর কষাকষি করে কি লাভ? তাছাড়া দীর্ঘ জীবনতো দীর্ঘ অতীত ছাড়া আর কিছু নয়। ভবিষ্যতের অর্থ কেবলমাত্র পরের নিশ্বাসটুকুর জন্যে মেয়াদ বাড়িয়ে তোলা—অথবা পরের দৌড়বাজির জন্যে। তারপরে কি আছে আমরা কেউই জানি না।' নিজের গ্লাসটা তুলে ধরলো ক্লেরফাইত, 'আমরা কি তারই উদ্দেশ্যে পান করবো?'

'কিসের উদ্দেশ্যে?'

'শূন্যতার উদ্দেশ্যে। অথবা হয়তো একটু সাহসের উদ্দেশ্যে।'

'ও ব্যাপারে আমি বড় ক্লান্ত। সান্ত্বনার ব্যাপারেও তাই। তার চাইতে এ পাহাড়ের সীমানা পেরিয়ে নিচের ওই দেশের কথা বলুন আমাকে।'

'ওখানটা এখন জনশূন্য, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছে।'

'আর এখানে, পাহাড়ের ওপরে গত অক্টোবর থেকে বৃষ্টিই হয়নি—শুধু তুষার পড়েছে,' হাতের গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রেখে বললো লিলিয়ান। 'বৃষ্টি দেখতে কেমন, সেকথা আমি প্রায় ভুলেই গেছি।'

হোটেল থেকে ওরা যখন বেরিয়ে এলো, তখন তুষারপাত হয়ে চলেছে। শিস দিয়ে একটা স্লেজ ডাকলো ক্লেরফাইত। তারপর আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে উঠতে লাগলো ওপরের দিকে। ঘোড়ারই সাজে পরানো ঘন্টা

থেকে ঝুমঝুম শব্দের নূপুর বাজছিলো অনবরত। সহসা অন্ধকারের ওপর থেকে নেমে আসা আরও একটা ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেলে ওরা। গাড়িটাকে যাবার রাস্তা দেবার জন্যে চালক একপাশে একটা আলোকস্তম্ভের কাছে স্লেজটাকে এনে রাখলো। ঝিরিঝিরি তুষার-ঝরা পথ বেয়ে প্রায় নিঃশব্দে ওদের পাশ দিয়ে নিচের দিকে নেমে গেলো অন্য স্লেজটা। ওরা দেখলো, মাল টানা ওই নিচু স্লেজটায় কালো ওয়েলক্লথে জড়ানো একটা লম্বামতো বাক্স। বাক্সের পাশেই একটা ত্রিপলে জড়ানো ফুলের ডালি, অন্যটাতে মালা।…

নিঃশব্দে শেষে বাঁকটা পেরিয়ে স্যানাটোরিয়ামের পাশের দরজার কাছে এসে থামলো ওরা। তুষার-ঝরা আবরণীর নিচে একটা বৈদ্যুতিক আলো বরফ বিছানো পথে একটা হলুদ আলোর বৃত্ত এঁকে রেখেছে। তারই মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে কয়েকটা সবুজ পাতা।…

'কিছুতেই কিছু লাভ নেই!' গাড়ি থেকে নেমে এসে জোর করে একটু হাসলো লিলিয়ান, 'কিছুক্ষণের জন্যে হয়তো ভুলে থাকতে পারবেন, কিন্তু তাই বলে রেহাই পাবেন না।'

দরজাটা খুললো ও। 'ধন্যবাদ,' অস্ফুট গলায় বললো, 'আর মাপ করবেন আমাকে—সঙ্গী হিসেবে আপনাকে আনন্দ দিতে পারিনি। কিন্তু আজ রাত্তিরে আমি কিছুতেই একা থাকতে পারতাম না।'

'আমিও পারতাম না।'

'আপনি? কেন?'

'যে কারণে আপনি থাকতে পারতেন না। আমি তো বলেছি আপনাকে—মন্তে কার্লোর সেই টেলিফোন…'

'কিন্তু আপনি তো বললেন, সে মরে বেঁচেছে…মরেছে সেটা তার ভাগ্য!'

'ভাগ্য তো কত রকমেরই আছে। অমন কথা আমরা বলেই থাকি।' পকেট থেকে দুটো বোতল বের করলো ক্লেরফাইত, 'এই যে আপনার কিরশ—জোসেফকে দেবেন বলেছিলেন। আর এই ভদকার বোতলটা আপনার জন্যে। আচ্ছা চলি, শুভ রাত্রি।'

তিন

ক্লেরফাইতের যখন ঘুম ভাঙলো তখন মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। হাওয়া এসে কাঁপিয়ে তুলছে জানলার কপাটগুলো।

পরিচারকটি এসে বললো, 'গরম হাওয়া উঠেছে স্যার। এ হাওয়া সকলের জান একেবারে কয়লা করে দেয়। কারুর যদি ভাঙা হাড়ের জন্মে পুরনো ব্যথা থাকে তবে সে আগে থেকেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে যায়।'

'তুমি কি স্কি কর নাকি?' প্রশ্ন করে ক্লেরফাইত।

'না স্যার, আমার হাড় ভেঙেছিলো যুদ্ধে।'

'তুমি তো সুইস, তাহলে...'

'না স্যার, আমি অস্ট্রিয়ার লোক।' পরিচারকটি বললো, 'আমার স্কি করার দিন খতম হয়ে গেছে। এখন নিজের ঠ্যাং বলতে মোটে একখানা। এই জলহাওয়ায় না থাকা ঠ্যাংখানা যে কিরকম কষ্ট দেয়, তা আপনি বিশ্বাসই করবেন না।'

আজ কিরকম তুষার পড়ছে বলো তো?' প্রসঙ্গ পালটায় ক্লেরফাইত।

'শুধু আপনাকে বলেই বলছি স্যার, একেবারে চ্যাটচেটে মধুর মতো তুষার। কিন্তু হোটেলের ইশতাহারে বলা হয়েছে, উঁচু জায়গায় চমৎকার গুঁড়োগুঁড়ো তুষারপাত হচ্ছে।'

স্কি করবে না বলেই ঠিক করলো ক্লেরফাইত। আসলে সে ইচ্ছেটাই নেই। বাতাস সম্বন্ধে পরিচারকটি যা বলেছে তা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে। তা ছাড়া মাথাটাও ধরেছে। সম্ভবত কাল রাতে অতিরিক্ত কোঁইয়াক পান করার ফল, ভাবলো ক্লেরফাইত। ওই অদ্ভুত মেয়েটি—যার মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-বেদনা এসে বাসা বেঁধেছে অথচ বেঁচে থাকার জন্মে যার আকুলতার অন্ত নেই—তাকে স্বাস্থ্যনিবাসে ফিরিয়ে দিয়ে কেন সে অমন ভাবে বেহিসেবী পানের খেয়ালে মেতে উঠেছিলো, কে জানে।... অদ্ভুত এখানকার মানুষগুলো, গায়ের চামড়া বলতে কিছু নেই। একদিন আমিও অমনি ছিলাম। কতদিন? হয়তো সে হাজার বছর আগে।

এখন আমার আগাপাস্তলা সব কিছু পালটে গেছে। না পালটে উপায় ছিলো না। কিন্তু জীবনের কাছে আর বাকি কি রইলো আমার? সব কিছুতে ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো, প্রেম আর খানিকটা মিথ্যে উন্নাসিকতা ছাড়া? ভবিষ্যতের কোন আশা নিয়ে বেঁচে থাকবো আমি? কতদিন আর এভাবে গাড়ির দৌড়বাজী করে দিন কাটবে? অবসর নেবার দিন কি ইতিমধ্যেই পেছনে ফেলে আসিনি?...আর তারপর?...ক্লেরফাইত ভাবতে চেষ্টা করলো, ভবিষ্যতে কি অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে। হয়তো কোন জেলা শহরে মোটরগাড়ি বিক্রি করার কাজ জুটবে। একদিন অনন্ত সন্ধ্যা নিয়ে এগিয়ে আসবে বার্ধক্যের দিন। দেহের শক্তি কমে আসবে। অবশিষ্ট রইবে শুধু স্মৃতির যন্ত্রণা আত্মসমর্পণের গ্লানি আর অশ্রু। অস্তিত্বের অর্থহীন ছলনা তখন হয়ে উঠবে বিবর্ণ পুনরাবৃত্তিরই নামান্তর।

দুঃখের চিন্তা সংক্রামক ব্যাধির মতো অতি সহজে ছড়িয়ে পড়ে, ভাবতে ভাবতে উঠে পড়লো ক্লেরফাইত। এতক্ষণ এক উদ্দেশ্যহীন, অবলম্বনহীন জীবনের চিন্তায় লীন হয়েছিলো সে।...কোটটা গায়ে গলিয়ে পকেটে হাত ঢোকাতেই কালো মখমলের একটা দস্তানা হাতে ঠেকলো। গতকাল রাত্রে একা একা পানশালায় ফিরে গিয়ে এটা সে টেবিলের ওপরে দেখতে পেয়েছিলো। জিনিসটা নিশ্চয়ই লিলিয়ান দানকার্কের। পরে এক সময়ে যথাস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে ভেবে ফের ওটা পকেটে গুঁজে রাখলো ক্লেরফাইত।

ঘণ্টাখানেক বরফের ভেতর দিয়ে পথ চলে জঙ্গলের কাছাকাছি ছোটখাটো একটা চৌকো মতো বাড়ি দেখতে পেলো ক্লেরফাইত। বাড়িটার গোলাকার গম্বুজের ভেতর থেকে কালো কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। দেখামাত্রই বছরের পর বছর বহু প্রচেষ্টায় প্রাণপণে বোকার মতো ভুলতে চাওয়া একটা কুৎসিত স্মৃতির কথা নতুন করে মনে পড়লো তার।

'ওখানে ওটা কি?' একটি অল্প বয়সী ছেলেকে প্রশ্ন করলো ক্লেরফাইত।

ছেলেটি বেলচা দিয়ে দোকানের সামনে জমে ওঠা বরফগুলো সরিয়ে দিচ্ছিলো। বললো, 'ওখানে? ওটা শ্মশান, স্যার।'

ঢোক গিললো ক্লেরফাইত। তার অনুমান তাহলে নির্ভুল।

'এখানে শ্মশান? কেন?'

'হাসপাতালটা রয়েছে কিনা, তাই। লাশগুলোকে ওখানেই পোড়ানো হয়।'

'কেন, অনেক লোক মারা যায় বুঝি?'

'আজকাল আর খুব বেশি লোক মারা যায় না স্যার। কিন্তু আগেকার দিনে—যুদ্ধের আগে, মানে প্রথম যুদ্ধের আগে, আর তারপরেও—গাদা-গাদা লোক মারা যেতো।' বেলচার ওপরে শরীরের ভর রেখে ঝুঁকে দাঁড়ালো ছেলেটি, 'আমাদের এখানে শীতকালটা অনেকদিন ধরে চলে। আর শীতের সময় মাটি খোঁড়া খুবই শক্ত ব্যাপার। মাটি-ফাটি জমে একেবারে পাথর হয়ে থাকে। তাই লাশগুলোকে কবর দেবার চাইতে পুড়িয়ে ফেলা অনেক সুবিধের। তা এ শ্মশানটা আজ ধরুন প্রায় বছর তিরিশেক ধরে এখানে রয়েছে।'

'তিরিশ বছর? তার মানে চুল্লিতে ঢালাও উৎপাদন শুরু হবার অনেক আগে থেকেই তোমাদের এখানে শ্মশান-চুল্লি ছিলো বলো?'

ক্লেরফাইতের ইঙ্গিত বুঝলো না ছেলেটি। বললো, 'আমরা দরকার মতো সব সময়ে সব কাজে সবার আগে এগিয়ে আসি স্যার। তাছাড়া এতে অনেক সস্তা পড়ে কি না! আজকাল মানুষ আর খুব একটা খরচা-পাতি করতে চায় না। আগে কেউ মারা গেলে আত্মীয়-পরিজনেরা মৃতদেহটাকে কফিনে পুরে দেশে নিয়ে যেতে চাইতো। সে সব দিন-কালই ছিলো আলাদা—এখন সব কিছুই পালটে গেছে।'

'তা বোধহয় সত্যি।'

'আর পালটানো কি সোজা পালটানো! আপনি আমার বাবার কাছে শুনলেই সব কিছু জানতে পারবেন। বাবা পৃথিবীর সমস্ত জায়গাতেই ঘুরে বেড়িয়েছেন কি না!'

'কি করে অত ঘুরলেন?'

'লাশ নিয়ে নিয়ে,' ক্লেরফাইতের এ ধরনের অজ্ঞতায় যেন আমোদ পেলো ছেলেটি। 'সেকালে স্যার, মানুষের মনে ভক্তি শ্রদ্ধা বলে একটা

পদার্থ ছিলো। লাশগুলো একা একা যাবে—তা কেউই চাইতো না… সাগর পারে যেতে হলে তো নয়ই।…এই ধরুন না কেন, দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত দেশই আমার বাবার নখ-দর্পণে। ওখানকার মানুষের টাকা-পয়সার অন্ত নেই। ওরা লাশগুলোকে সব সময়েই দেশে নিয়ে যেতে চাইতো। এ সব হচ্ছে উড়োজাহাজ পুরো দমে চালু হবার আগেকার কথা। তখন দেহগুলোকে ট্রেনে বা জাহাজে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো তাতে একটা আলাদা গাম্ভীর্যের ব্যাপার ছিলো…মানে যেমনটি থাকা উচিত আর কি। বুঝতেই পারছেন, এতে বেশ কয়েক হপ্তা সময় লেগে যেতো। কিন্তু যে লোক লাশ নিয়ে যেতো, তার পক্ষে এটা হতো একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা! জাহাজে যে কি সব খাবার-দাবার দিতো, তা আর কি বলবো আপনাকে! আমার বাবা তো ওই সব খাবারের তালিকাগুলোকে এক-খানা অ্যালবামের মতো করে বাঁধিয়ে রেখেছেন। একবার চিলির এক সম্ভ্রান্ত মহিলাকে নিয়ে যাবার সময় বাবা তিরিশ পাউণ্ডেরও বেশি ফালতু রোজগার করে ফেলেছিলেন। আর হবে নাই বা কেন বলুন, খাওয়া-দাওয়া মায় বিয়ার পর্যন্ত মাগনায়! তারপর কফিনটা যথাস্থানে পৌঁছে দেবার পর আবার বড় আকারে দেশভ্রমণের বন্দোবস্ত। তারপর…' বিরক্তির দৃষ্টি মেলে চৌকো মতো বাড়িটার দিকে এক ঝলক তাকালো ছেলেটি। বাড়ির গম্বুজটা থেকে এখনও যৎসামান্য ধোঁয়া বেরুচ্ছে। 'তারপরেই এখানে শ্মশানটা হলো। যে সব মানুষদের ধর্ম বলতে কিছু নেই, প্রথম প্রথম তাদেরই ওখানে পোড়ানো হতো। আর এখন চুল্লিতে পোড়ানোটাই তো কেতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'তা ঠিক,' সায় দিলো ক্রেরকাইত, 'শুধু এখানে বলে নয়—সব জায়-গাতেই তাই।'

ঘাড় নাড়লো ছেলেটি, 'বাবা বলেন, মরা মানুষের জন্যে এখন আর কারুর মনে শ্রদ্ধা-ট্রদ্ধা বলতে কিছু নেই। আসলে দুটো বিশ্ব যুদ্ধই এ ব্যাপারটা করেছে। লাখ লাখ লাশ দেখে দেখে শ্রদ্ধা-শ্রদ্ধা সব উবে গেছে। বাবা বলেন, এ জন্যেই তাঁর চাকরিটা গ্যালো। এখন এমন কি দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরাও, যারা কিনা এখনও ভালো পয়সা ব্যয় করতে

পারে, তারাও লাশগুলোকে এখানে পুড়িয়ে ছাইটা প্লেনে চাপিয়ে দেশে নিয়ে যায়।'

'সঙ্গে কেউ যায় না?'

'না স্যার।'

শ্মশানের চুল্লি থেকে ধোঁয়া বেরুনো ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। একটা সিগারেট ধরিয়ে বাচাল ছোকরার দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে দিলো ক্লেরফাইত।

'আমার বাবা কি সমস্ত চুরুট নিয়ে আসতেন, জানেন?' সিগারেটটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ছেলেটা বললো, 'হাভানা চুরুট, পৃথিবীর সব চাইতে ভালো চুরুট। বাক্স বাক্স নিয়ে আসতেন বাবা। বলতেন, অত ভালো জাতের চুরুট টানা তাঁকে মানায় না। তাই এখানকার হোটেলগুলোতে বিকিরি করে দিতেন।'

'এখন উনি কি করেন?'

'এই ফুলের দোকানটা আমাদের,' যে দোকানটার কাছে ওরা দাঁড়িয়েছিলো সেটাকে দেখালো ছেলেটি। 'আপনার ফুলের দরকার হলে বলবেন স্যার। গাঁয়ের অন্য দোকানগুলো একেবারে ডাকাত, আমাদের এখানে সস্তায় ভালো জিনিস পাবেন। এই তো, সবে আজ সকালেই কিছু তাজা মাল এসে পৌঁছেছে। কিছু নেবেন নাকি?'

মন্দ কি? ক্লেরফাইত ভাবলো; স্যানাটোরিয়ামের সেই বিদ্রোহিনী মেয়েটিকে কিছু ফুল পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়। মেয়েটি নিশ্চয়ই খুশী হয়ে উঠবে। আর ওর রাশিয়ান বন্ধুটি যদি ব্যাপারটা জানতে পারে, তাহলে তো আরও চমৎকার।···সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে দোকানে ঢুকে পড়লো ক্লেরফাইত। দরজায় লাগানো চড়া পর্দার ঘন্টাটা মিহি সুরে বেজে উঠলো সেই সঙ্গে। পর্দার আড়াল থেকে একটা লোক বেরিয়ে এলো সামনের দিকে। লোকটার পরনে কালো স্যুট, আশ্চর্য রকমের ছোটখাট চেহারা। খানিকটা কৌতূহলী চোখে লোকটাকে লক্ষ্য করলো ক্লেরফাইত। ওর কেমন যেন ধারণা হয়েছিলো, লোকটার চেহারা আরও খানিকটা শক্ত-সমর্থ হবে। তারপরেই মনে হলো, ধারণাটা ভুল—লোকটাকে নিজের

হাতে শবাধার বইতে হয় না।

দোকানটার খুবই দৈন্যদশা, ভেতরের ফুলগুলো অতি সাধারণ। কিন্তু সামান্য কিছু ফুল আবার এখানকার পক্ষে অনেক বেশি সুন্দর। ক্লেরফাইত লক্ষ্য করলো, একটা পাত্র শুভ্র লাইলাক ফুলে ভরা রয়েছে। আর একটাতে লম্বাটে ঝিরিঝিরি সাদা অর্কিড।

'ভোরের শিশিরের মতো তাজা ফুল স্যার,' বেঁটেখাটো লোকটা বললো 'সবে আজকেই এসেছে। এ ধরনের অর্কিড খুবই কমই পাওয়া যায়। অন্তত তিন হপ্তা টিকবে।'

'আপনি অর্কিড চেনেন?'

'হ্যাঁ স্যার, চিনি। আমি আবার অর্কিড টর্কিড খুব পছন্দ করি কি না, তা ধরুন, কতো রকমের অর্কিডই তো দেখলুন! নায় ওরা যে দেশে হয়, সে দেশেও দেখিছি।'

নিশ্চয়ই দক্ষিণ আমেরিকায়, ভাবলো ক্লেরফাইত। হয়তো শবাধারগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দেবার পর লোকটা বনে জঙ্গলে ছোট খাট অভিযান চালিয়েছে, যাতে সে সব গল্প শুনে ছেলে মেয়েরা এবং তাদের সন্তান সন্ততিরা ওর দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

'ওগুলো আমি নেবো।' পকেট থেকে লিলিয়ানের কালো মখমলের দস্তানাটা বের করে লোকটার দিকে এগিয়ে দিলো ক্লেরফাইত, 'ফুলগুলোর সঙ্গে এটাও একটা বাক্সে বেঁধে দিন। আর শুনুন, আপনার কাছে একটা খাম আর একখানা কার্ড হবে কি?'

ফিরে আসার পথে ক্লেরফাইতের মনে হচ্ছিলো, শ্মশান-চুল্লি থেকে বেরুন সেই ধোঁয়াগুলোর বিরক্তিকর মিঠে আমেজ তখনও তার নাকে ভেসে আসছে। অথচ ক্লেরফাইত জানে, তা অসম্ভব। গরম হাওয়ার প্রচণ্ড দাপটে ধোঁয়াগুলো যদি ওপরে উঠতে না-ও পারে, তাহলেও এতদূর থেকে সে গন্ধ পাওয়া সম্ভব নয়। আসলে ওটা স্মৃতির গন্ধ···অহোরাত্র অনির্বাণ জ্বলতে থাকা কতগুলো বীভৎস চুল্লির স্মৃতি—যে চুল্লিগুলোর দূরত্ব তার শিবির থেকে বেশি দূরে ছিলো না, যে চুল্লিগুলোকে সে প্রাণপণে ভুলতে

চেয়েছে এতদিন।…

একটা পানশালায় ঢুকে ক্রেরফাইত বললো, 'একটা ডাবল কিরশ।'

'একটা ক্লমলি নিয়ে দেখুন না,' পরিচারক বললো, 'খুব ভালো জিনিস আছে। আজকালকার সমস্ত কিরশেই তো ভেজাল।'

'সেটা তো কুলের ব্রাণ্ডি, তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার, খুব কম লোকেই এটার কথা জানে—বাইরে চালানও হয় না। একটা নিয়ে দেখবেন নাকি?'

'বেশ, একটা ডাবল দাও।'

গ্লাসটা কানায় কানায় ভরে দিলো পরিচারক। ক্রেরফাইত পলকের মধ্যে শেষ করে দিলো সেটা।

'জিনিসটা চমৎকার,' পরিচারক বললো। 'কিন্তু এভাবে খেলে কি কোন জিনিসের স্বাদ পাওয়া যায়?

'আমি স্বাদ পাবার জন্যে খাইনি, অন্য একটা স্বাদ তাড়াতে চাইছিলাম। এবারে না হয় স্বাদের জন্যে আর এক পাত্তর দাও।'

'ডাবল?'

'হ্যাঁ, ডাবল।'

'তাহলে আমিও আপনার সঙ্গে একটা নেবো।' লোকটা বললো, 'জানেনই তো, পান করাটা একটা সংক্রামক ব্যাধি।'

'মদ পরিবেশকের পক্ষেও?'

'আমি অর্ধেক মদ পরিবেশক, বাকি অর্ধেক শিল্পী। অবসর সময়ে আমি ছবি আঁকি। এখানে কয়েক দিনের জন্যে একজন শিল্পী এসেছিলেন, তাঁর কাছ থেকেই শিখেছি।'

'চমৎকার,' ক্রেরফাইত বললো, 'তাহলে এসো শিল্পের উদ্দেশ্যেই পান করা যাক। আজকালকার দিনে সামান্য যে কয়েকটা জিনিসের উদ্দেশ্যে নিশ্চিন্ত মনে পান করা যায়, শিল্পকলা তার মধ্যে একটা।…চিয়ার্স!'

জুসেপ্পিকে একটিবার দেখে যাবার জন্যে গ্যারাজে ফিরে এলো ক্রেরফাইত।…স্বল্প আলোকিত বিশাল জায়গাটার একেবারে পেছনের দিকে

রয়েছে গাড়িটা, হুডটা দেওয়ালের দিকে মুখ করা।

দোরগড়ায় এসেই থমকে দাঁড়ালো ক্লেরফাইত। আধো অন্ধকারে দেখলো, চালকের আসনে কে যেন বসে রয়েছে। গ্যারাজের মালিক সঙ্গেই ছিলো। ক্লেরফাইত প্রশ্ন করলো, 'আপনার মিস্ত্রিরা কি দৌড়বাজ গাড়িও চালায় নাকি?'

'আমার মিস্ত্রি নয়—উনি তো বললেন, উনি আপনার বন্ধু!'

ভালো করে তাকিয়ে ক্লেরফাইত বুঝলো, লোকটা হলমান।

'কি মশাই, উনি আপনার বন্ধু তো?'

'হ্যাঁ, ও কতক্ষণ হলো এসেছে?'

'মিনিট পাঁচেকের বেশি হয়নি।'

'এবারই কি প্রথম এলো?'

'না, আজ সকালেও একবার এসেছিলেন। তবে সে খুব অল্প সময়ের জন্য।'

তখনও ক্লেরফাইতের দিকে পেছন করে জুসেপ্পির চালকের আসনে বসে ছিলো হলমান। নিঃসন্দেহে কোন দৌড় প্রতিযোগিতায় গাড়ি চালাচ্ছে বলে স্বপ্ন দেখছে ও! গিয়ার পালটানোর মৃদু শব্দও শোনা যাচ্ছে এখান থেকে।…এক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ক্লেরফাইত। তারপর ইঙ্গিতে গ্যারাজের লোকটাকে বাইরে ডেকে এনে বললো, 'আমি যে ওকে দেখেছি, সে কথা ওকে বলবেন না।'

ঘাড় নেড়ে সায় দেয় লোকটা।

'গাড়িটা নিয়ে ও যা করতে চায়, করতে দেবেন। আর এই যে…' পকেট থেকে চাবি বের করলো ক্লেরফাইত, 'চাইলে, চাবিটা ওকে দিয়ে দেবেন। আর যদি না চায়, তাহলে ও চলে যাবার পর চাবিটা গাড়ির মধ্যে যথাস্থানে রেখে দেবেন—যাতে পরের বার এসে পায়। বুঝতে পেরেছেন?'

'তার মানে উনি গাড়িটা নিয়ে যেতে চাইলেও যেতে দেবো বলছেন?'

'হ্যাঁ, যদি চায়।'

লাঞ্চের সময়ে স্যানাটোরিয়ামে হলমানের সঙ্গে দেখা হলো ক্লের-ফাইতের। হলমানকে শ্রান্ত দেখাচ্ছিলো। বললো,'কি বিচ্ছিরি গরম হাওয়া, সবাইকে একেবারে পচিয়ে মারলো। এমন আবহাওয়ায় দু' চোখের পাতা এক করাই শক্ত ব্যাপার। ঘুমোলেও মনে হয় বুঝি ওষুধ খেয়ে ঝিম মেরে আছি—উল্টট উল্টট সমস্ত স্বপ্ন দেখতে হয়।···তোমার কেমন লাগছে?'

'মাল টানার পরে যেমন লাগে, আর কি। কাল খুব বেশি খেয়ে ফেলে-ছিলাম '

'লিলিয়ানের সঙ্গে?'

'না, তার পরে। আসলে মদ খাবার সময়ে কিছু বোঝা যায় না, ফলটা বোঝা যায় পরের দিন সকালে।'

খাবার ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় ক্লেরফাইত। লোক-জন বড় একটা নেই। দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী কজন এক কোণে বসে আছেন। লিলিয়ান নেই।

'এমন আবহাওয়ায় আমরা প্রায় সবাই বিছানায় শুয়ে থাকি,' হলমান বললো।

'তুমি আজ বেরিয়েছিলে নাকি?'

'না। ফেরেরের কোন খবর পেলে?'

'মারা গেছে।'

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইলো ওরা দুজনে। এ ব্যাপারে কিছুই তো বলার নেই!···'আজ বিকেলে তুমি কি করছো?' অবশেষে প্রশ্ন করলো হলমান।

'ঘুমোবো, আর তারপরে একটু এদিক-সেদিকে ঘুরে বেড়াবো। আমার জন্যে কিচ্ছু চিন্তা কোরো না। জুসেপ্পিকে বাদ দিয়ে যেখানে গাড়ির সংখ্যা খুবই কম, সেখানে থাকতে আমার ভালোই লাগে।'

দরজা খুলে ঠিক তখনি বরিস ভেতরের দিকে তাকালো। ক্লেরফাইতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হলমানের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো সে। তারপর ঘরে না ঢুকেই দরজাটা ফের বন্ধ করে দিলো।

'লিলিয়ানকে খুঁজছে,' হলমান বললো। 'ঈশ্বর জানেন, সে এখন

কোথায়। তবে ঘরেই তো থাকার কথা।'

'আমি একটু জিমিয়ে নিই গে।' ক্লেরফাইত উঠে দাঁড়ালো, 'তুমি ঠিকই বলেছো. এ হাওয়াটা শরীরকে ভীষণ শ্রান্ত করে দেয়।...ভালো কথা, আজ রাতে তুমি কি থাকতে পারবে? এক সঙ্গে আবার তাহলে রাতের খাবারটা খাওয়া যাবে?'

'নিশ্চয়ই। আজ আর আমার জ্বর নেই।...এখানে সবাই আমাকে খুব বিশ্বাস করে, নার্স আমার জ্বর আমাকেই দেখতে দেয়: কালকের জ্বরের কথা আমি চার্টে লিখিনি।...ওঃ, ওই থার্মোমিটার বস্তুটাকে আমার এমন বিশ্রী লাগে!'

'ঠিক আছে, তাহলে আটটার সময় এখানেই দেখা হবে।'

'সাতটায় এসো। অবিশ্যি তুমি যদি অন্য কোথাও খেতে চাও, তো আলাদা কথা। এ জায়গাটা তোমার নিশ্চয়ই একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছে?'

'বাজে বোকো না। যুদ্ধের পরে এমন একটানা একঘেয়েমি ভোগ করার সুযোগ আর কবে পেয়েছি? আজকালকার দিনে একঘেয়েমি তো এক দুর্লভ বিলাস। ইউরোপের মধ্যে এখন একমাত্র সুইটজারল্যাণ্ডের লোকেরাই এ বিলাস ভোগ করতে পারে। এমন কি সুইডিশরাও এ বিলাস থেকে বঞ্চিত—বিশেষ করে তাদের মুদ্রার দাম কমে যাবার পর থেকে। যাক সে কথা, গ্রাম থেকে তোমার জন্যে কিছু পাচার করে নিয়ে আসবো নাকি?'

'নাঃ, আমার কিছু লাগবে বলে মনে হচ্ছে না। আজ রাতে এখানে একটা পার্টি হচ্ছে। মারিয়া সাভিনি নামে এক ইতালিয়ান মহিলা পার্টিটা দিচ্ছেন। ব্যাপারটা অবিশ্যি গোপনীয়।'

'তুমি যাচ্ছো নাকি পার্টিতে?'

মাথা নাড়লো হলমান, 'এখান থেকে কেউ চলে গেলেই ওরা এ ধরনের পার্টির আয়োজন করে। চলে গেলে মানে, মারা গেলে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, নতুন করে সাহস সঞ্চয় করার কাজে লাগবার জন্যে খানিকটা সময় সুন্দরভাবে কাটানো।' হলমান হাই তুললো, 'নিয়ম মতো এটা দুপুর বেলার

ঘুমোবার সময়। কথাবার্তা বন্ধ করে চুপচাপ চিৎ হয়ে শুয়ে থাকো।···আমারও ঘুম পাচ্ছে। ঠিক আছে, তা হলে রাত্তির বেলা দেখা হবে।'

কাশিটা এতক্ষণে থেমেছে।

বিছানায় ক্লান্ত শরীর বিছিয়ে চিৎ হয়ে শুয়েছিলো লিলিয়ান। সকালের অর্ঘ দেওয়া শেষ হয়েছে ওর। দিন এবং গত রাত্রির দেনাও মিটে গেছে। এখন অপেক্ষা করছে নার্স আসবে বলে।···এটা ওর সাপ্তাহিক ফ্লুরোস্কোপির দিন। ব্যাপারটার নির্দিষ্ট কার্যক্রম মনে পড়লেই ওর বমি আসে। তবু প্রতিবারই এ সময়ে স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে ওঠে ওর। আসলে রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগের ঘরটাকে ও ঘেন্না করে। ঘেন্না করে সে ঘরের অন্তরঙ্গ নৈকট্যকে, সেখানে কোমর পর্যন্ত বেআব্রু হয়ে দাঁড়াতে—অনুভব করে সহকারী চিকিৎসকের দৃষ্টি আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ওর অর্ধনগ্ন শরীরে। দলাই লামার জন্যে ওর কোন অসুবিধে হয় না, কেননা তাঁর কাছে ও একজন চিকিৎসাধীন রোগী মাত্র। কিন্তু সহকারীর কাছে ও একজন নারী। উন্মুক্ত শরীরের নগ্নতা নিয়ে ওর তেমন কোন মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু পর্দার আড়ালে গেলে ও আরো বেশি করে নগ্ন হয়ে ওঠে, এবং সেখানেই ওর আপত্তি। তখন বাইরের আবরণ ভেদ করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ওর অস্থি, ওর ভেতরকার কর্ম চঞ্চল যন্ত্রপাতিগুলো।···কয়েক দিন আগনেস সোমারভিলের সঙ্গে ও একত্রে এই পরীক্ষা ঘরে এসেছে। তখন দেখেছে, পর্দার ওধারে গেলে আগনেসের অল্প বয়সী সুন্দর শরীরটা কি ভাবে রূপ পালটে একটা জীবন্ত কঙ্কাল হয়ে উঠতো। দেখেছে, সেই হাড় সর্বস্ব খাঁচার মধ্যে ভুতুরে প্রাণীর মতো কেমন নড়াচড়া করতো আগনেসের ফুসফুস আর পাকস্থলী···ফুলে ফুলে উঠতো, যেন ওর সমস্ত জীবনীশক্তিকে গ্রাস করার জন্যে। লিলিয়ান বুঝতে পেরেছে, পর্দায় ওকেও নিশ্চয়ই ওমনি দেখায়। তখনই ওর মনে হয়েছে, সহকারী ডাক্তারের চোখে এভাবে ফ্লুরোস্কোপের মাধ্যমে ধরা দেওয়া নগ্ন হয়ে দাঁড়ানোর চাইতেও অনেক বেশি অশ্লীল।

'আমার আগে কে আছে?' নার্স আসতেই প্রশ্ন করলো লিলিয়ান।

'মিস সাভিনি।'

ঢিলে অঙ্গাবরণীটা জড়িয়ে নার্সের পিছু পিছু বৈদ্যুতিক খাঁচার দিকে এগিয়ে গেলো লিলিয়ান। জানলা দিয়ে দেখলো, দিনটা ভারি মলিন।

'বাইরে কি খুব ঠাণ্ডা নাকি?' প্রশ্ন করলো ও।

'নাঃ, চল্লিশ ডিগ্রি।'

বসন্ত শীগ্‌গিরই আসবে এখানে, ভাবলো লিলিয়ান।···গরম হাওয়া, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া, ভারি বাতাস, সকালের প্রায় শ্বাসরোধী অবস্থা। মারিয়া সাভিনি রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে কালো চুলগুলো সরিয়ে দিলো পেছনের দিকে।

'কেমন হলো?' জিজ্ঞেস করলো লিলিয়ান।

'কিছু বললেন না—শুধু আজে বাজে ঠাট্টা।···ছাখো তো আমার এই রাত্রিবাসটা কেমন হয়েছে?'

'চমৎকার! খুব ভালো সিল্ক!'

'সত্যি বলছো? হবে নাই বা কেন, দস্তুরমতো ফ্লোরেন্সের লিভিও থেকে কেনা!' একটা হাস্যকর ভঙ্গিমা করলো মারিয়া—ওর শীর্ণমুখে বিশ্রী দেখালো ভঙ্গিমাটা। 'আমরা তো আর সন্ধ্যের সময় বেরুতে পারছি না, তাই রাত্রিবাস নিয়েই মজে থাকি। ভালো কথা, তুমি আজ রাতে আসছো তো?'

'এখনও ঠিক জানি না।'

'মিস দানকার্ক, ডাক্তারবাবু অপেক্ষা করছেন,' দরজা থেকে মৃদু ভর্ৎসনার সুরে নার্স বললো।

'আর সবাই আসছে—তুমিও এসো।' মারিয়া বললো, 'আমি আমেরিকা থেকে রেকর্ড আনিয়েছি। দারুণ!'

আবছা ঘরটাতে গিয়ে ঢুকতেই দলাই লামা বললেন, 'অবশেষে সময় হলো! আচ্ছা মিস দানকার্ক, আপনি কি কোনদিনও সময় মেনে চলতে শিখবেন না?'

'আমি দুঃখিত।'

'বেশ, ঠিক আছে। ভয়ের চার্টটা দেখি—'

নার্স এগিয়ে দিলো তালিকাটা। সেটাতে চোখ বুলিয়ে দলাই লামা মৃদুস্বরে সহকারীকে কি যেন বললেন। লিলিয়ান শুনতে চেষ্টা করলো, পারলো না।

'আলোটা নিভিয়ে দাও।' অবশেষে দলাই লামা বললেন, 'ডানদিকে ঘুরে দাঁড়ান···হাঁ, একটু বাঁ দিকে—আর একবার—'

পর্দার অনুপ্রভ আলোর আভা তাঁর টাক এবং সহকারীর চশমার কাচে ঝিকিয়ে উঠছিলো। একবার নিশ্বাস নেওয়া, তারপরেই নিশ্বাস না নেওয়ার নির্দেশ পালন করতে করতে লিলিয়ানের বমি বমি লাগছিলো। মনে হচ্ছিলো বুঝি চেতনা লুপ্ত হওয়ার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে ও।

পরীক্ষা শেষ হতে স্বাভাবিকের চাইতে খানিকটা বেশি সময়ই লাগলো। দলাই লামা বললেন, 'দেখি, রোগের ইতিহাসটা আর একবার দেখা যাক।'

নার্স সুইচ টিপে আলোটা জ্বেলে দিলো। পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো লিলিয়ান।

'আপনার দু দফায় প্লুরিসি হয়েছিলো, তাই না?' দলাই লামা বললেন, 'প্রথম বারের পর যথেষ্ট সাবধান হননি বলেই দ্বিতীয় আক্রমণ—তাই তো?'

সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিলো না লিলিয়ান। কেন এসব প্রশ্ন করছেন উনি? এ সব তো রোগের ইতিহাসেই লেখা আছে। তবে কি কুমির ওর বিরুদ্ধে কোন নালিশ জানিয়েছে, যার জন্যে ভদ্রলোক এই পুরনো বিষয়টাতে নতুন করে বক্তৃতা দেবার জন্যে এমন করে তেতে উঠেছেন?

'আমি ঠিক বলেছি তো, মিস দানকার্ক?' ডাক্তার সাহেব প্রশ্ন করলেন আবার।

'হ্যাঁ।'

'আপনার ভাগ্য বলতে হবে, এখন তার কিছুই নেই। কিন্তু এটা কি?' দলাই লামা চোখ তুলে তাকালেন ওর দিকে, 'আপনি পাশের ঘরে যেতে পারেন।' ওখানে গিয়ে তৈরী হয়ে নিন!'

নার্সকে অনুসরণ করলো লিলিয়ান। 'উনি কিসের কথা বলছিলেন?'

প্রশ্ন করলো ও, 'ফুসফুসে জল ?'

নার্স মাথা নাড়লো, 'সম্ভবত জ্বরের তালিকার কথা বলছিলেন।'

'কিন্তু তার সঙ্গে আমার ফুসফুসের কি সম্পর্ক ! জ্বর হয়েছিলো মনের ব্যাপারে···মিস সোমারভিলের মৃত্যুতে। তাছাড়া ওই বিশ্রী গরম হাওয়া··· আমার বুকে কোন দোষ নেই, বুঝেছেন ? নাকি আছে !'

'না না, ওসব কিছু নয়। নিন, শুয়ে পড়ুন। ডাক্তার বাবু আসার আগেই আপনার তৈরী হয়ে নেওয়ার কথা।'

যন্ত্রটার কাছে এগিয়ে গেলো নার্স।···কোন লাভ নেই, ভাবলো লিলিয়ান। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ওরা যা যা বলেছে, আমি তার সব কিছুই পালন করেছি। কিন্তু ভালো হওয়ার বদলে অবস্থা এখন নিশ্চয়ই আরও খারাপ হয়েছে।···গতকালের ঘটনার সঙ্গে এর কোনই যোগাযোগ নেই। আর যাই হোক, আজ আমার একটুও জ্বর নেই। কাল রাতে যদি সময় মতো শুয়ে পড়তাম, তাহলে হয়তো জ্বর উঠতো। কিছুই বলা যায় না···কিন্তু এখন দলাই লামা আমাকে কি করবেন ? কথার খোঁচায় অস্থির করে সুচ ফোটাবেন ? না কি শুধু প্রাণ্ড বেলুনের মতো ফুলিয়ে তুলবেন ?

ডাক্তার সাহেব ঘরে এসে ঢুকতেই লিলিয়ান দ্রুত বলে উঠলো, 'আমার জ্বর নেই—গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই হচ্ছে না। হলেও যেটুকু হয়েছে, তা শুধু মানসিক কারণে, তার সঙ্গে দৈহিক কোন সম্পর্ক···'

দলাই লামা ওর পাশে বসে সুচ ফোটানোর জন্যে একটা জায়গা খুঁজতে লাগলেন, 'আপনি বরং কয়েকটা দিন ঘরেই থাকুন মিস দানকার্ক—বেরুবেন না।'

'আমি সব সময় কিছুতেই বিছানায় শুয়ে থাকতে পারি না। মাথা খারাপ হয়ে যায়···জ্বর আসে।'

'কিন্তু আপনার শুধু ঘরে থাকাই প্রয়োজন। আজ একেবারেই বিছানা ছেড়ে উঠবেন না।···নার্স, আয়োডিন—হ্যাঁ এখানটাতে।'

নিজের ঘরে পোশাক পালটাবার সময় আয়োডিনের বাদামী দাগটা ভালো করে লক্ষ্য করলো লিলিয়ান তারপর ব্রা'র্ত্রবাসের আড়াল থেকে

ভদকার বোতলটা বের করে গ্লাসে ঢাললো। বারান্দার দিকে কান পেতে রইলো খানিকক্ষণ। এখন যে কোন মুহূর্তেই নার্স রাতের খাবার নিয়ে আসবে। সে ওকে পানরতা অবস্থায় ধরে ফেলুক, ও তা চায় না।

খুব একটা রোগা নই আমি, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবলো লিলি-য়ান। আধ পাউণ্ড ওজন বেড়েছে। একি কম কথা হলো! আয়নার প্রতিবিম্বের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপের ভঙ্গিমায় তাকিয়ে পান শেষ করে বোতলটা লুকিয়ে ফেললো ও। শব্দ শুনে বুঝলো, খাবার নিয়ে ছোট ঠেলা গাড়িটা বারান্দা ধরে এগিয়ে আসছে।

পোশাকের দিকে হাত বাড়ালো লিলিয়ান।

'আপনি কি পোশাক পরছেন নাকি?' নার্স বললো, 'জানেন তো, আপনার বাইরে যাওয়া বারণ!'

'পোশাক পরছি, তার কারণ পরতে আমার ভালো লাগে।'

ঘাড় নাড়লো নার্সটি, 'আচ্ছা, আপনি কি শুয়ে থাকতে পারেন না? আমাকে যদি মাঝে মধ্যেও কেউ বিছানায় খাবার এনে দিতো!'

'বরফে শুয়ে নিউমোনিয়া বাঁধান—তাহলেই বিছানায় শুয়ে থাকতে পারবেন, অন্যেরা এসে খাবার দিয়ে যাবে।'

'ওতে আমার বড় জোর একটু ঠাণ্ডা লাগবে।...এই যে, আপনার একটা প্যাকেট এসেছে। দেখে মনে হচ্ছে, ফুলটুল কিছু হবে।'

নিশ্চয়ই বরিস পাঠিয়েছে, ভাবলো লিলিয়ান। মাঝে মাঝে ও এমনি ফুল পাঠায়।

'খুলবেন না?' নার্সের কণ্ঠস্বর কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

'পরে খুলবো।'

খাবারটা খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিয়ে যেতে বললো লিলিয়ান। নার্স ওর বিছানাটা ঠিকঠাক করে দিলো, 'রেডিও চালাবেন না?'

'আপনি শুনতে চাইলে, চালান।'

রেডিওর চাবিগুলো ঘোরাতে ঘোরাতে জুরিখ স্টেশন পেলো নার্সটি। কনরাদ ফার্দিনান্দ মেয়ার সম্পর্কে একটা কথিকা চলছে। লোজানে খবর হচ্ছে। কাঁটাটা আরও খানিকটা ঘোরাতেই আচমকা প্যারী স্টেশন পাওয়া

গেলো। কে যেন পিয়ানোতে ডেবুসির সঙ্গীতাংশ বাজিয়ে শোনাচ্ছে।··· জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে লিলিয়ান অপেক্ষা করতে লাগলো, নার্সটি কখন ক্লান্ত হয়ে বিদায় নেবে। বাইরে সন্ধ্যার কুয়াশার দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্যারী থেকে ভেসে আসা বাজনা শুনলো ও। কিন্তু কেমন যেন অসহ্য বলে মনে হতে লাগলো সব কিছু।

'আপনি প্যারী দেখেছেন?' প্রশ্ন করে নার্সটি।

'দেখেছি।'

'আমি কোনদিনও দেখিনি। নিশ্চয়ই খুব সুন্দর!'

'আমি যখন সেখানে ছিলাম, তখন প্যারী জার্মানদের দখলে···শুধু টহল আর অন্ধকার।'

'সে সব দিন তো কোন যুগে শেষ হয়ে গেছে,' নার্স হাসলো। 'এতদিনে প্যারী নিশ্চয়ই যুদ্ধের আগে যেমনটি ছিলো, ঠিক তেমনটি হয়ে গেছে।···আপনার আবার যেতে ইচ্ছে করে না!'

'না, শীতের দিনে কে-ই বা প্যারীতে যেতে চায়!' লিলিয়ানের কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে ওঠে। 'আপনার কাজকর্ম কি সব শেষ হয়ে গেছে?'

'এক্ষুণি হয়ে যাবে। অত তাড়াহুড়ো করার কি আছে? এখানে তো তেমন কিছু করার নেই!'

অবশেষে বিদায় নেয় নার্সটি। চাবি ঘুরিয়ে রেডিও বন্ধ করে দেয় লিলিয়ান। সত্যি, এখানে তেমন কিছুই করার নেই—শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া। কিন্তু কিসের অপেক্ষা? ভাবলো লিলিয়ান। শুধু কি প্রতীক্ষাময় জীবনের অপেক্ষা?

সাদা বাক্সটায় জড়ানো নীল ফিতেটা খুলে নেয় লিলিয়ান। তাহলে বরিস নিশ্চয়ই এখানে এসে থাকতে রাজী হয়েছে। অন্তত তাই তো বলেছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি তা করবে?

ফুল ঢাকা পাতলা কাগজটা তুলেই সাপ দেখার মতো আঁতকে উঠে বাক্সটা হাত থেকে ফেলে দেয় লিলিয়ান। মেঝেতে লুটিয়ে থাকা অর্কিডগুলোর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে অপলক। এ ফুলগুলো ওর চেনা। ঘটনাচক্রের একি সাংঘাতিক মিল! লিলিয়ান ভাবলো, দেখতে একরকম

হলেও এগুলো নিশ্চয়ই সেই ফুলগুলো নয়। কিন্তু তবু ওর মনে হচ্ছিলো, ঘটনার এমন অদ্ভুত মিল হতে পারে না। হয়নি। এ ধরনের অর্কিড এ গ্রামে থাকে না। ও কিনতে চেয়েছিলো, কিন্তু পায়নি। তাই জুরিখ থেকে আনিয়ে নিয়েছিলো।...ফুলগুলো গুনে দেখলো লিলিয়ান। ঠিক এই কটা ফুলই আনিয়েছিলো ও। লক্ষ্য করে দেখলো, নিচের ফুলটায় একটা পাঁপড়ি নেই। মনে পড়লো, জুরিখ থেকে প্যাকেটটা এসে পৌঁছনোর পর এটাও ও লক্ষ্য করেছিলো। না, এখন আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই—ওর পায়ের কাছে গালিচার ওপরে যে ফুলগুলো পড়ে আছে, সেগুলোকেই আগনেসের শবাধারে সাজিয়ে দিয়েছিলো ও।...

আমার স্নায়ুগুলো কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে, ভাবলো লিলিয়ান। এসবের নিশ্চয়ই কোন ব্যাখ্যা আছে। এগুলো নিশ্চয়ই ভূতুড়ে ফুল নয় যে আপনা থেকেই ফিরে আসবে। কেউ রহস্য করেছে আমার সঙ্গে। কিন্তু কেন? কি করে এই অর্কিডগুলো আবার আমার কাছেই ফিরে এলো? আর ওই কালো হয়ে যাওয়া মৃতের হাতের মতো যে দস্তানাটা ফুলগুলোর পাশে পড়ে রয়েছে, বিপদের ইঙ্গিত জানাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন মাফিয়ার দুষ্ট চক্রের সংকেত—সেটার অর্থই বা কি?

ফুলগুলোর চারধারে লিলিয়ান এমন ভাবে পায়চারি করতে লাগলো, যেন ওগুলো সত্যি সত্যি সাপ। ওগুলোকে এখন আর ফুল বলেই মনে হচ্ছে না—মৃত্যুর সংস্পর্শে এসে ওগুলোও যেন অশুভ হয়ে উঠেছে। ওদের রঙের মতো এত শুভ্রতাও লিলিয়ান আর কোনদিন দেখেনি। বারান্দায় কাচের দরজা খুলে পাতলা কাগজ শুদ্ধ ফুলগুলোকে তুলে নিয়ে দ্রুত রেলিঙের ওধারে ছুঁড়ে দিলো ও। তারপর উড়িয়ে দিলো খালি বাক্সটাকে।

কান পেতে রইলো লিলিয়ান। কুয়াশার আবরণ ভেদ করে দূর থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর আর স্লেজের ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে। ঘরে ফিরে এসে মেঝেয় পড়ে থাকা দস্তানাটা দেখলো আবার। এবারে ও চিনতে পারলো, ক্লেরফাইতের সঙ্গে এটা পরেই ও পালাস বারে গিয়েছিলো। ক্লেরফাইত, লিলিয়ান ভাবলো—তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক? জানতেই হবে। এবং তা এক্ষুনি!

খানিকক্ষণ বাদেই দূরভাষে ক্রেরকাইতের সাড়া পাওয়া গেলো।

'আপনি কি আমার দস্তানাটা ফেরত পাঠিয়েছেন?' প্রশ্ন করলো লিলিয়ান।

'হ্যাঁ, ওটা আপনি ভুল করে পানশালায় ফেলে এসেছিলেন।'

'ফুলগুলোও কি আপনি পাঠিয়েছেন? ওই অর্কিডগুলো?'

'হ্যাঁ, আমার কার্ডটা ওতে ছিলো না?'

'আপনার কার্ড?'

'হ্যাঁ, কেন আপনি পাননি?'

'না,' ঢোক গিললো লিলিয়ান, 'এখনও দেখিনি। আচ্ছা, এই ফুলগুলো আপনি কোথায় পেলেন?'

'ফুলের দোকানে!' ক্রেরকাইতের কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ঝরে পড়ে, 'কেন?'

'এ গাঁয়ের দোকানে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলুন তো? ওগুলো কি চুরি করা ফুল নাকি?'

'না, কিংবা কি জানি···হয়তো তাই। আমি ঠিক জানি না···'

লিলিয়ান নিশ্চুপ হয়ে গেলো।

'আমি আসবো?' জিজ্ঞেস করলো ক্রেরকাইত।

'হ্যাঁ।'

'কখন?'

'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। ততক্ষণে এখানটা নিস্তব্ধ হয়ে যাবে।'

'বেশ, তাহলে এক ঘণ্টার মধ্যেই যাচ্ছি। পেছনের দরজায়।'

'আচ্ছা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্রাহযন্ত্রটা যথাস্থানে নামিয়ে রাখলো লিলিয়ান। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ভাবলো ও, তাহলে এমন একজন কেউ আছে যাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না···যে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তোলে না, শুধু ডাকলেই আসে। বরিসের মতো ওর জন্যে তার কোন দুশ্চিন্তারও বালাই নেই।···

পাশের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো ক্রেরকাইত। বরফের দিকে দেখালো সে, 'আপনি অর্কিড সইতে পারেন না বুঝি?'

ফুলগুলো আর বাক্সটা পড়ে ছিলো সেখানে। 'ওগুলো কোথায় পেয়েছিলেন আপনি?' জানতে চাইলো লিলিয়ান।

'পাহাড়তলীর একটা ছোট্ট ফুলের দোকানে—গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে। কেন, কি ব্যাপার বলুন তো?'

'এই ফুলগুলো...' প্রাণপণ প্রচেষ্টায় লিলিয়ান বললো, 'গতকাল ঠিক এই ফুলগুলোই আমি আমার বান্ধবীর শবাধারে দিয়েছিলাম। শবাধারটা নিয়ে যাবার আগেও আর একবার দেখেছিলাম। ও সব ফুল স্যানাটোরিয়ামে রাখা হয় না, সব কিছুই দেহের সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমি চাকরটাকে এইমাত্র জিজ্ঞেস করেছিলাম...সবকিছুই শ্মশানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। জানি না কি করে এগুলো...'

'শ্মশানে?'

'হ্যাঁ।'

'হে ভগবান! যে দোকান থেকে আমি ফুলগুলো কিনেছি সেটা শ্মশানের একেবারে কাছে। অমন একটা বাজে মার্কা দোকানে এ ফুলগুলোকে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এখন সবকিছুই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে...'

'কি? কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'শবাধারের সঙ্গে ফুলগুলোকে না পুড়িয়ে, শ্মশানের কোন কর্মী নিশ্চয়ই সেগুলোকে আলাদা করে সরিয়ে রেখেছিলো, তারপর ওই দোকানটাতে বিক্রি করে দিয়েছে।'

'তা কি করে হতে পারে?'

'তা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। অবশ্য এ চালাকিটা ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিলো নাম মাত্রই। এমন এক গুচ্ছ দুর্লভ ধরনের অর্কিড যে পাঠিয়েছে, ঘটনাচক্রে সেগুলো যে আবার তার কাছেই ফেরত চলে আসবে এমন সম্ভাবনার কথা কে চিন্তা করতে পারে বলুন?' লিলিয়ানের হাত ধরলো ক্লেরফাইত, '*কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের কি করা উচিত? আমরা* কি আঘাত পাবো, না কি মানুষের মনের গভীরে আসন গেড়ে থাকা অর্থ অর্জনের প্রবৃত্তির দিকে তাকিয়ে হাসবো? আমি কিন্তু হাসির প্রস্তাব

জানতি। যদি না হাসি, তাহলে আমাদের এই মহান শতাব্দীতে যা কিছু ঘটনা ঘটছে, তার সব কিছুর জন্যেই গভীর দুঃখে আমাদের মারা পড়তে হবে।'

গভীর বিতৃষ্ণা নিয়ে ফুলগুলোর দিকে তাকালো লিলিয়ান, 'ইস কি বিশ্রী ব্যাপার! যে মহিলা মারা গেছেন, তার কাছ থেকেও চুরি!'

'এমন কত ঘটনাই তো ঘটে! আমিও তো কখনও ভাবিনি যে একটা সিগারেট বা এক টুকরো রুটির জন্যে আমাকে কোনদিন মরা মানুষ ঘাঁটতে হবে! অথচ যুদ্ধের সময় আমাকে ঠিক তাই করতে হয়েছিলো। প্রথম প্রথম এগুলো বীভৎস বলে মনে হয়। কিন্তু ক্ষিধের আগুন যখন জ্বলে ওঠে, যখন ঘন্টার পর ঘন্টা ধূমপান করার মত কিচ্ছু জোটে না—তখন এগুলোই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।...যাক সে কথা, চলুন এক পাত্র পান করতে যাওয়া যাক।'

ফুলগুলোর দিকে আবার তাকায় লিলিয়ান, 'ওগুলোকে কি করবো আমরা?'

'পড়ে থাক ওখানে। ওগুলোর সঙ্গে আপনার, আপনার মৃতা বান্ধবীর অথবা আমার—কারুরই কোন সম্পর্ক নেই। আসছে কাল আমি আপনাকে অন্য ফুল পাঠাবো...অন্য দোকানের ফুল।'

স্লেজের দরজা খুলতে গিয়ে কোচোয়ানের মুখের দিকে তাকালো ক্লেরফাইত। দেখলো লোকটার শান্ত আগ্রহে ভরা চোখদুটো অর্কিডগুলোর দিকে স্থির হয়ে আছে। ক্লেরফাইত জানে, ওকে আর লিলিয়ানকে হোটেলে পৌঁছে দিয়েই লোকটা অর্কিডগুলোর জন্যে আবার এখানে ফিরে আসবে। তারপর সেগুলোর কি গতি হবে, তা শুধু ঈশ্বর জানেন। একবার ফুলগুলোকে মাড়িয়ে থেৎলে দিয়ে আসার কথা ভাবলো ক্লেরফাইত। কিন্তু সে নিজেই বা কেন ঈশ্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে যাবে? তার ফল তো কখনও ভালো হয় না!

স্লেজটা থেমে গিয়েছিলো। হোটেলের দরজা পর্যন্ত ভেজা তুষারের ওপরে কয়েক টুকরো তক্তা পেতে পথ করে দেওয়া হয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে এলো লিলিয়ান। তারপর সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে, কোটটা

বুকের কাছে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, শীতকালীন খেলাধুলোর জন্যে জমায়েত হওয়া ভিড়ের ভেতর থেকে পথ করে চারদিকের চিৎকৃত স্বাস্থ্যোজ্জ্বলতার মধ্যে নিজের অসুস্থতার গাঢ় আকর্ষণী ছড়িয়ে হালকা পায়ে এগুতে লাগলো সামনের দিকে। সেদিকে তাকিয়ে মেয়েটিকে কেমন যেন অদ্ভুত বলে মনে হলো ক্লেরফাইতের। ওকে অনুসরণ করতে করতে ভাবলো, কেন এখানে চলেছি আমি? কার সঙ্গেই বা চলেছি? প্রচণ্ড খাটো ঝুলের পোশাক পরা তরুণী মেয়ের পায়ের মতো এ মেয়েটির আবেগও কি বড় বেশি প্রকট নয়? কিন্তু তবু—ঘণ্টা খানেক আগে টেলিফোনে সে যার সঙ্গে কথা বলেছে সেই লিদিয়া মোরেলির সঙ্গে ওর অনেক প্রভেদ। লিদিয়া সব রকমের চাতুরিই শিখে রেখেছে, কোনটাই সে কক্ষণো ভোলে না।

দরজার কাছে এসে লিলিয়ানের নাগাল পেলো ক্লেরফাইত। নিচু গলায় বললো, 'আজ সন্ধ্যায় পৃথিবীর যতো রাজ্যের হালকা কথাবার্তা ছাড়া অন্য কিছু নিয়েই আমরা আলোচনা করবো না। কেমন?'

এক ঘণ্টা পরে, সমস্ত পানশালাটা তখন কানায় কানায় ভরে উঠেছে, লিলিয়ান দরজার দিকে তাকিয়ে বললো, 'বরিস আসছে। আসবে, আমার বোঝা উচিত ছিলো।'

ক্লেরফাইতও দেখেছিলো দুহাতে ভিড় সরিয়ে বরিস আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। বরিস কিন্তু সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলো ক্লের-ফাইতকে। 'বাইরে তোমার জন্যে স্লেজ দাঁড়িয়ে আছে,' লিলিয়ানকে বললো সে।

'ফিরিয়ে দাও বরিস, এখন আমার গাড়ির দরকার নেই।' লিলিয়ান বললো, 'ইনি মিঃ ক্লেরফাইত—এঁর সঙ্গে তোমার আগেই দেখা হয়েছে।'

সামান্য অবহেলা ভরে উঠে দাঁড়ায় ক্লেরফাইত।

'তাই নাকি? তাহলে হয়েছে বোধহয়।' বরিসের দৃষ্টি পলকের জন্যে ক্লেরফাইতকে ছুঁয়ে যায়, 'মাফ করবেন, আপনার দৌড়বাজ গাড়িটাই তো ঘোড়াগুলোকে লজ্জা পাইয়ে দিয়েছিলো—তাই নয় কি?'

লোকটার মনে তার প্রতি এক লুকোনো বিদ্বেষ রয়েছে, অনুভব করে ক্লেরফাইত। কোন জবাব না দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চুপ হয়ে।

'তুমি বোধহয় ভুলে গেছো লিলিয়ান, আসছে কাল তোমার এক্স-রে হবার কথা,' লিলিয়ানের দিকে তাকায় ভলকভ।

'না, ভুলিনি।'

'তোমার বিশ্রাম নেওয়া উচিত, ভালো করে ঘুমোনো উচিত।'

'জানি। তার জন্যে যথেষ্ট সময় আছে।'

আস্তে আস্তে, অবুঝ শিশুকে বোঝানোর মতো করে কথা বলছিলো লিলিয়ান। ক্লেরফাইত অনুভব করছিলো, এভাবেই ও ওর মনের বিরক্তি চেপে রাখছে। এই মুহূর্তে রাশিয়ানটির জন্যে দুঃখ অনুভব করলো সে—বেচারীর অবস্থা সত্যিই ভারি অসহায়। 'আপনি বসবেন না?' প্রশ্ন করলো।

'না, ধন্যবাদ', শীতল স্বরে উত্তর দিলো বরিস। ঠিক যেন খানসামাকে জানিয়ে দিলো, তার জন্যে অন্য কিছু আনার প্রয়োজন নেই। একটু আগে ক্লেরফাইতের মতো সেও তার প্রতি অন্য মানুষটির বিদ্বেষ স্পষ্ট অনুভব করলো।

'আমি একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি'. লিলিয়ানকে বললো বরিস, 'ইতিমধ্যে তুমি যদি স্লেজটা চাও…'

'না বরিস! আমি এখন এখানেই থাকবো।'

ক্লেরফাইতের আর সহ্য হচ্ছিলো না। শান্ত স্বরে বললো, 'মিস দানকার্কে আমি এখানে নিয়ে এসেছি, আর আমার ধারণা আমিই ওঁকে পৌঁছে দিতে পারবো।'

এই প্রথম ক্লেরফাইতের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালো বরিস। মুখের অভিব্যক্তিটা পালটে গেলো ওর। একটু যেন হাসলো। বললো, 'আমার আশঙ্কা, আপনি হয়তো আমাকে ভুল বুঝছেন। কিন্তু সব কিছু বুঝিয়ে বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

লিলিয়ানের দিকে অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালো বরিস। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, ওর উদাসিকতার মুখোসটা বুঝি খসে পড়ছে—

ও আর কিছুতেই ধরে রাখতে পারছে না সেটাকে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে পানশালার ভেতরে চলে গেলো।

ক্লেরফাইত বসে পড়লো। নিজের ওপরেই অখুশী হয়ে উঠলো সে। এ সব কি করছি আমি? ভাবলো, এখন আমি তো আর বিশ বছুরে ছোকরা নই! 'আপনি ওর সঙ্গে গেলেন না কেন?' প্রশ্ন করলো সে।

'আপনি কি আমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইছেন?'

লিলিয়ানের দিকে তাকালো ক্লেরফাইত।···সত্যি সত্যি ভারি অসহায় বলে মনে হচ্ছে ওকে। কিন্তু ক্লেরফাইত জানে, এটাই মেয়েদের সব চাইতে বড অস্ত্র। আসলে কোন মেয়েই সত্যিকারের অসহায়া নয়। বললো, 'না না, সেকি কথা! বেশ তো, এখন তাহলে এখানেই বসি।'

ঘাড় উঁচু করে পানশালার ভেতরের দিকে তাকালো লিলিয়ান, 'বরিস কিন্তু যাচ্ছে না, আমাকে লক্ষ্য করছে। ভাবছে আমি ওর কথাতে রাজী হয়ে যাবো।'

বোতল থেকে পানীয় ঢেলে গ্লাস দুটো ভরে নেয় ক্লেরফাইত, 'দেখা যাক, শেষ অব্দি কে জেতে।'

'আপনি ওকে ঠিক বুঝতে পারেননি। ও কিন্তু হিংসে করছে না।'

'তাই কি?'

'হ্যাঁ। ও নিজে অসুখী, অসুস্থ—অথচ আমাকে নিয়ে ওর যত চিন্তা। নিজের স্বাস্থ্য ভালো থাকলে ছড়ি ঘোরানোটা অনেক সহজ হয়।'

বোতলটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখে ক্লেরফাইত। হায়রে হতভাগা বিশ্বস্ত পাখি! প্রাণটুকু বেঁচেছে, কি ওমনি তুই রক্ষাকর্তার হাতে ঠোকর দিতে শুরু করেছিস!

'হয়তো তাই,' ক্লেরফাইত বললো, 'কিন্তু সেটাও তো অন্যায়?'

'মোটেই না,' চোখের অভিব্যক্তি পালটে যায় লিলিয়ানের। বিড়বিড় করে বলে,'কি জানি,কি বলছি আমি নিজেই ঠিক জানি না।···আমি বরং যাই।'

হাত-ব্যাগটা তুলে নেবার জন্যে হাত বাড়ায় লিলিয়ান, কিন্তু চেয়ার ছেড়ে ওঠে না। ক্লেরফাইতের কিছু ভালো লাগছিলো না, একটা দিনের

পক্ষে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট হয়ে গেছে তার। কিন্তু ভলকভ যতক্ষণ পানশালায় দাঁড়িয়ে লিলিয়ানের জন্যে অপেক্ষা করবে, ততক্ষণ পৃথিবীর কোন কিছুর বিনিময়েই ওকে সে যেতে দিতে প্রস্তুত নয়—অতটা বয়স তার এখনও হয়নি। বললো, 'আমার মনে যাতে ঘা না লাগে, তার জন্যে আপনাকে অত সাবধান হয়ে কথা বলতে হবে না। আমি খুব একটা আবেগপ্রবণ নই।'

'এখানকার সকলেই খুব আবেগপ্রবণ।'

'আমি তো এখানকার লোক নই!'

'হ্যাঁ, হয়তো তাই!'

'কি?'

'সেটাই আমাদের সকলের স্নায়ুর ওপরে এতো চাপ সৃষ্টি করেছে।' মৃদু হাসলো লিলিয়ান, 'কেন, আপনি কি তা লক্ষ্য করেন নি? এমন কি আপনার বন্ধু হলমানেরও তো সেই একই অবস্থা!'

একরাশ বিস্ময় নিয়ে ওঁর দিকে তাকায় ক্লেরফাইত, 'হয়তো কথাটা সত্যি···হয়তো আমার এখানে আসাই উচিত হয়নি। আমি কি ভলকভের স্নায়ুতেও চাপ সৃষ্টি করেছি?'

'আপনি কি তা লক্ষ্য করেন নি?'

'হয়তো তাই। কিন্তু ও নিশ্চয়ই তা লুকোতে চেষ্টা করে না।'

'ও চলে যাচ্ছে,' লিলিয়ান বললো।

ক্লেরফাইতও তা দেখতে পাচ্ছিলো। বললো, 'আপনি কি করবেন? এখানে থাকার চাইতে আপনারও কি এখন স্যানাটোরিয়ামে থাকা উচিত নয়?'

'কে জানে তা? দলাই লামা? আমি নিজে? কুমির? নাকি ঈশ্বর?' গ্লাসটা তুলে ধরে লিলিয়ান। 'কে দায়ী এ জন্যে? কে?' অসহায়ের মতো প্রশ্ন করে ও। 'আমি না ঈশ্বর? কে কার জন্যে দায়ী?···যাকগে সে সব কিছু—আসুন আমরা নাচি।'

ক্লেরফাইত তবু বসেই থাকে। ওর দিকে তাকায় লিলিয়ান, 'আপনিও কি আমার জন্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠলেন নাকি? নাকি ভাবছেন আমার পক্ষে···'

'আমি কিছুই ভাবছি না,' ক্রেরফাইত বললো 'তবে কিনা আমি নাচতে পারি না, এই যা। আমার একটা পা আর নাচার মতো অবস্থায় নেই। তবে আপনি যদি চান, তো চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

নাচের জায়গাটার দিকে এগিয়ে চললো ওরা। লিলিয়ান বললো, 'দলাই লামা যা বলতেন, আগনেস সোমারভিল সব সময়ে ঠিক তা-ই করতো—' ভ্রমণকারীদের উচ্ছ্বাসময় মুখরতা ঘিরে ধরে ওদের। লিলিয়ন অস্ফুট কণ্ঠে বলে, 'অক্ষরে অক্ষরে ঠিক তা-ই'···

চার

সমস্ত স্বাস্থ্যনিবাসটা তখন শান্ত নিস্তব্ধ। উৎসর্গ করা বলির মতো রোগীরা যে যার বিছানা অথবা ডেক চেয়ারে নিশ্চুপ হয়ে শরীর এলিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। ওদের নিশ্বাসের ক্লান্ত বাতাস ফুসফুসের কবোষ্ণ অন্ধকারে কুড়ে কুড়ে খাওয়া নিদারুণ শত্রুর সঙ্গে মৌন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে অনবরত।

ঘরের লাগোয়া ঝুল বারান্দায় গুটিসুটি হয়ে চেয়ারে বসেছিলো লিলিয়ান, পরনে নীল স্ল্যাকস। গত রাত্রি এখন অনেক পেছনে পড়ে আছে, প্রায় মনেই নেই কিছু।···এখানকার এই রীতি—ভোরের নাগাল পেলে রাতের আতঙ্ক দিগন্তের কোলে ক্রমশ ছায়া হয়ে মিলিয়ে যায়।···পূর্বাহ্ণের আলোয় শরীর মেলে বসেছিলো লিলিয়ান, ওর চোখের সামনে ঝিলমিল করছিলো স্মৃতির নরম পর্দা—যা আড়াল করে রেখেছে গতকালের কথা, অবাস্তব করে তুলেছে আগামী দিনের আকাঙ্ক্ষা। ওর সামনে তুষারে মোড়া একটা ভদকার বোতল। বোতলটা গতকাল ক্লেরফাইত দিয়েছিলো ওকে—সারা রাত ধরে ঝুল বারান্দায় ঝরা তুষারে ওটার গায়ে শুভ্রতার হিম আবরণ জমে উঠেছে।

টেলিফোনটা বাজছিলো। কাছে গিয়ে গ্রাহযন্ত্রটা তুলে নিলো লিলিয়ান, "হ্যাঁ বরিস। না, নিশ্চয়ই তা নয়···না, ওসব কথা বাদ দাও। আসবে না কেন? নিশ্চয়ই আসবে!···হ্যাঁ, আমি একাই আছি, কে আর থাকবে···"

কুল বারান্দায় ফিরে এলো লিলিয়ান। একবার ভাবলো, ভদকার বোতলটা লুকিয়ে রাখবে কি না। কিন্তু তারপরেই গ্লাস নিয়ে এসে বোতলের ছিপি খুলে ফেললো।···ভারি ঠাণ্ডা, ভারি সুন্দর পানীয়টা!

'সুপ্রভাত বরিস,' দরজায় শব্দ শুনে বললো লিলিয়ান। 'আমি ভদকা খাচ্ছি। তুমিও খাবে নাকি? তাহলে একটা গ্লাস নিয়ে এসো।'

ডেক চেয়ারে শরীর এলিয়ে অপেক্ষায় রইলো লিলিয়ান। গ্লাস হাতে নিয়ে কুল বারান্দায় এসে হাজির হলো ভলকভ। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো লিলিয়ান। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ও কোন উপদেশ দেয়নি। ভলকভ নিজেই নিজের গ্লাসটা ভরে নেয়। হাতের গ্লাস এগিয়ে দেয় লিলিয়ান—সেটাও ভরে দেয় কানায় কানায়।

'কি ব্যাপার, এক্স-রে হবে বলে ভয় পাচ্ছো?'

ঘাড় নাড়ে লিলিয়ান।

'জ্বর হয়েছে?'

'সেটাও না। বরং তাপের মাত্রা স্বাভাবিকের চাইতে কম।'

'তোমার ছবির ব্যাপারে দলাই লামা কিছু বলেছেন নাকি?'

'নাঃ, কি আর বলবেন। আমারও কিছু জানার ইচ্ছে নেই।'

'বেশ, তবে এসো—সেই উদ্দেশ্যেই পান করি আমরা।'

এক চুমুকে পানপাত্র শেষ করে বোতলটা দূরে সরিয়ে রাখে ভলকভ।

'আমাকে আর এক গ্লাস দাও,' লিলিয়ান বললো।

'নাও না যত খুশি।'

ভলকভকে ভালো করে লক্ষ্য করে লিলিয়ান। ও জানে, ভলকভ চায় না ও পান করুক। অথচ এও জানে, ওকে এ ব্যাপারে বিরত করার জন্যে সে একটি কথাও বলবে না—অন্তত এখন তো নয়ই। ওর মেজাজ সে ভালো মতোই জানে।

'আর একটা নেবে? গ্লাসগুলো বড্ড ছোট।'

'না', নিঃশেষ না করেই গ্লাসটা পাশে নামিয়ে রাখে লিলিয়ান। নীল স্ল্যাকসে মোড়া পা দুখানি চেয়ারে তুলে নিয়ে বলে, 'বরিস, আমরা দুজনে দুজনকে খুব ভালোভাবে বুঝি।'

'সত্যি ?'

'হ্যাঁ। তুমি আমাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারো, আমিও তোমাকে পারি। এবং সেটাই আমাদের দুঃখ।'

'বিশেষ করে এই গরম আবহাওয়ার দিনে,' হেসে ওঠে ভলকভ।

'শুধু গরম আবহাওয়ায় বলে নয়।'

'তাহলে যখন আগন্তুকরা আসে—তখন।'

'দেখলে তো, তুমি এর মধ্যেই কারণটা বুঝে ফেলেছো। তুমি সব কিছুই বোঝাতে পারো, আমি কিছুই পারি না। আমার সম্পর্কে তুমি সব কিছুই আগে থেকে জানতে পারো। কি বিশ্রী বলো তো! সেটাকেও কি গরম হাওয়া বলবো ?'

'গরম হাওয়া আর বসন্তের দিন।'

চোখ বুজে বিরক্তিকর হাওয়াটা সর্বাঙ্গে অনুভব করে লিলিয়ান, 'তোমার হিংসে হয় না ?'

'হয়। সব সময়েই হয়।'

'কাকে হিংসে হয় বরিস ?' লিলিয়ান চোখ খুলে তাকায়, 'ক্লেরফাইতকে ?'

ভলকভ মাথা নাড়ে।

'আমি তাই অনুমান করেছিলাম। তাহলে কিসে হিংসে তোমার ?'

ভলকভ কোন জবাব দেয় না। এসব কথা কেন জিজ্ঞেস করছে ও ? ও কেমন করে বুঝবে এ সব কথা ? ঈর্ষা কখনও অন্য মানুষকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে না, শেষও হয় না। প্রেমাস্পদ যে বাতাস নিশ্বাসে গ্রহণ করে, তাকে আশ্রয় করেই ঈর্ষার শুরু, ঈর্ষা ফুরোয় না কোনদিনও—প্রেমাস্পদের মৃত্যুতেও না।

'বলো বরিস, কিসে তোমার হিংসে ?' লিলিয়ান শুধোয়, 'তবে কি ক্লেরফাইতকেই ?'

'জানি না। হয়তো সে এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে যে সব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাকেই আমার হিংসে।'

'কিসের সৃষ্টি হয়েছে ?' হাত-পা ছড়িয়ে আবার চোখ বন্ধ করে

লিলিয়ান, 'তোমাকে হিংসে করতে হবে না বরিস। আর মাত্র কটা দিন পরেই ক্লেরফাইত চলে যাবে। তারপর সেও আমাদের ভুলে যাবে, আমরাও তাকে ভুলে যাবো।'

কিছুক্ষণ ডেক চেয়ারে নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে থাকে লিলিয়ান। ওর পেছনে পাঠরত জলকণ্ড। চলার পথে সূর্য থেকে আলোর টুকরো এসে ছড়িয়ে পড়ে লিলিয়ানের চোখের পাতায়। বন্ধ চোখের আড়াল থেকেও উষ্ণ কমলা আর সোনালি আলোর ঝিলিক অনুভব করে ও। আচমকা এক সময় অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে, 'মাঝে মাঝে আমার ভীষণ পাগলামো করতে ইচ্ছে হয় বরিস। মনে হয়, আমাদের ঘিরে থাকা এই কাচের আবরণটাকে ভেঙে চুরমার করে বেরিয়ে পড়ি।'

'সকলেই তা চায়।'

'তুমিও চাও?'

'হাঁা, আমিও।'

'তবে আমরা তাই করি না কেন বরিস?'

'কারণ তাতে কিছুই হেরফের হবে না—শুধু অবরোধটা আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে আসবে। ধারালো কাচের টুকরোয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে হয়তো রক্তপাতে আমাদের মৃত্যুও হতে পারে।'

'তোমারও?'

লিলিয়ানের পাতলা শরীরটার দিকে চোখ তুলে তাকায় বরিস। তার সম্বন্ধে কতটুকু জানে এ মেয়েটি! অথচ ওর ধারণা, ও তার সবটুকুই জেনে বসে আছে।...কথাটা সত্যি নয় জেনেও বরিস বলে, 'ব্যাপারটা আমি মেনে নিয়েছি লিলিয়ান। কারণ এটাকে অর্থহীন ভাবে ঘৃণা করার আগে আমাদের বোঝার চেষ্টা করা উচিত, এভাবে আমাদের পক্ষে বাঁচা অসম্ভব কিনা।'

লিলিয়ান অনুভব করে একটা ক্লান্তির ঢেউ ওর দিকে এগিয়ে আসছে। আবার শুরু হলো সেই অন্তহীন আলোচনার স্রোত, মাকড়সার জালে আবদ্ধ পতঙ্গের মতো যার সঙ্গে তুমিও জড়িত। কথাগুলো সবই সম্পূর্ণ

সত্যি, কিন্তু তাতে লাভ কি ?

'মেনে নেয়ার অর্থ হেরে যাওয়া,' একটু পরে স্বগত উক্তির মতো করে বললো লিলিয়ান। 'সব কিছু মেনে নেবার মতো অতটা বুড়ো আমি এখনও হইনি।'

কেন ও যাচ্ছে না ? ভাবলো লিলিয়ান। কেন আমি না চাইলেও ওকে এমন করে অপমান করি ? এখানে ও আমার চাইতে বেশি দিন ধরে আছে বলে, বিষয়টাকে ওর অন্যভাবে চিন্তা করার মতো সৌভাগ্য আছে বলে, কেন ওকে অবজ্ঞা করি আমি ? ও যেন কয়েদখানার বন্দী একটা মানুষ, যে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেয়েছে বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায় আবার সেই সঙ্গে মুক্ত নয় বলে অভিসম্পাত জানায় ঈশ্বরকে—এ কথাটা মনে হলেই কেন আমি ক্রোধে উন্মাদ হয়ে উঠি ?

'কিছু মনে করো না বরিস,' বললো লিলিয়ান, 'আমি শুধু কথার কথা বলছিলাম। আসলে এটা এই দুপুর, ভদকা আর গরম হাওয়ার ফল। হয়তো এক্স রে করার আতঙ্কও তার সঙ্গে আছে, তবে সেটা আমি স্বীকার করতে চাই না। এখানে এই পাহাড়ের ওপরে কোন সংবাদই দুঃসংবাদ নয়।'

পাহাড়তলির গ্রাম থেকে গির্জার ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছিলো। ভলকভ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর রোদ আটকাবার জন্যে চাঁদোয়াটাকে নিচু করে দিতে দিতে বললো, 'ইভা মোজেরকে কাল এখান থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

'জানি। এর আগেও দু দুবার ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো।'

'এবারেও সত্যি সত্যি ভালো হয়ে গেছে। কুমির আমাকে সে রকমই বলছিলো।'

ঘণ্টার রেশ ক্রমশ মিলিয়ে আসছিলো। কিন্তু তার মাঝেই আচমকা জুসেপ্পির গর্জন শুনতে পেলো লিলিয়ান। সর্পিল পথ বেয়ে ওপরে উঠে এসে এক সময় থেমে গেলো গাড়িটা। ক্লেরফাইত ওটা কেন এখান অব্দি নিয়ে এলো, ভেবে অবাক হলো লিলিয়ান। এখানে পৌঁছবার পর থেকে ওটা ও এই প্রথম এখানে নিয়ে এসেছে।

'আশা করি গাড়ি নিয়ে ভদ্রলোকের স্কি করতে যাওয়ার কোন বাসনা নেই,' ভলকভ বললো।

'নিশ্চয়ই নেই! কিন্তু কেন?'

'ফার গাছগুলোর পেছনে ঢালু জায়গাটায় উনি গাড়ি রেখেছেন, হোটেলের সামনে নয়। ওখানে শিক্ষার্থীরা স্কি অভ্যেস করে।'

'নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে বলেই রেখেছে। কিন্তু সত্যি করে বলো তো, কেন তুমি লোকটাকে সহ্য করতে পারো না?'

'জানি না। হয়তো একদিন আমি অনেকটা ওর মতোই ছিলাম-তাই।'

'তুমি?' ঘুম ঘুম গলায় লিলিয়ান বললো, 'সে তো নিশ্চয়ই অনেককাল আগেকার কথা।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো ভলকভ, 'সে আজ অনেকদিন হলো।'

আধঘন্টা পরে জুসেপ্পির আওয়াজ মিলিয়ে যেতে শুনলো লিলিয়ান। বরিস আগেই চলে গিয়েছিলো। কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়ে বন্ধ চোখের গভীরে কেঁপে কেঁপে ওঠা আলোর দিকে তাকিয়ে রইলো ও। তারপর এক সময় চেয়ার ছেড়ে উঠে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো। অবাক হয়ে দেখলো, স্যানাটোরিয়ামের সামনে একটা বেঞ্চিতে বসে আছে ক্লেরফাইত।

'আমি ভাবলাম, আপনি একটু আগেই গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন।' ওর পাশাপাশি গিয়ে বসলো লিলিয়ান।

জোরালো আলোয় চোখ কুঁচকে তাকালো ক্লেরফাইত, 'ওতো হলমান।'

'হলমান?'

'হ্যাঁ, ওকে আমি গ্রাম থেকে এক বোতল ভদকা আনতে পাঠিয়েছি।'

'গাড়ি নিয়ে?'

'হ্যাঁ, গাড়ি নিয়ে। ক্লেরফাইত বললো, 'অনেক দিনতো হলো, এবারে ওই পুঁচকে গাড়ির স্টিয়ারিঙে হাতটা আবার মানিয়ে নিক।'

গাড়ির আওয়াজ আবার শোনা গেলো। উঠে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনলো ক্লেরফাইত, 'দেখি শ্রীমান এবারে কি করে—লক্ষ্মী ছেলের মতো

ফিরে আসে, নাকি জুসেপ্পিকে নিয়ে আবার হাওয়া হয়।'

'হাওয়া হবে? কোথায়?'

'যাবে, যেখানে ওর মন চায়। সত্যি কথা বলতে কি, ওকে জুরিখে নিয়ে যাবার মতো যথেষ্ট জ্বালানিও ট্যাংকে আছে।'

'কি বলছেন আপনি!'

'নাঃ, ও ফিরছে না।' আওয়াজ শুনে ক্লেরফাইত বললো, 'এখন গ্রামের পথ ধরে হ্রদ আর বড় রাস্তার দিকে এগুচ্ছে। দেখেছেন, এর মধ্যেই পালাস ওতেল পেরিয়ে গেছে।···ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ?' আচমকা উঠে দাঁড়ালো লিলিয়ান, 'আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন? একটা খোলা গাড়িতে চাপিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ওকে? আবার বলছেন, ইচ্ছে হলে জুরিখেও যেতে পারে? আপনি কি বুঝতে পারছেন না, ও অসুস্থ?'

'ঠিক সেজন্যেই তো পাঠালাম! এর মধ্যেই ওর ধারণা হয়েছে, ও নাকি গাড়ি চালাতে ভুলে গেছে।'

'কিন্তু যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়?'

'ওর গায়ে যথেষ্ট গরম-পোশাক আছে,' ক্লেরফাইত হাসলো। 'দেখুন, সান্ধ্য-পোশাক পরলে মেয়েদের যেমন হয়, গাড়িতে চাপলে দৌড়বাজ চালকদেরও ঠিক তেমনি দশা হয়—পছন্দ যদি হয়, তো কিছুতেই ঠাণ্ডা লাগে না।'

'কিন্তু ধরুন, তা সত্ত্বেও যদি ঠাণ্ডা লাগে?' অপলক চোখে ক্লেরফাইতের দিকে তাকিয়ে থাকে লিলিয়ান। 'এখানে এই পাহাড়ের ওপরে ঠাণ্ডা লাগার কি অর্থ হতে পারে জানেন? ফুসফুসে জল জমতে পারে, নতুন করে সাংঘাতিক ভাবে রোগের আক্রমণ হতে পারে।···এমন কি···এমন কি আপনি শেষও হয়ে যেতে পারেন।'

ক্লেরফাইত তাকালো ওর দিকে। গতকাল রাতের চাইতে যেন আরও অনেক বেশি আকর্ষণীয়া বলে মনে হচ্ছে ওকে। বললো, 'বিছানায় শুয়ে থাকার বদলে আপনি যখন রাত্রিবেলা পালাস বারে পালিয়ে যান, বিশেষ করে সংক্ষিপ্ত সান্ধ্য-পোশাকে আর সাটিনের জুতো পায়ে, তখন কিন্তু এ

'আশা করি গাড়ি নিয়ে ভদ্রলোকের স্কি করতে যাওয়ার কোন বাসনা নেই,' ভলকভ বললো।

'নিশ্চয়ই নেই! কিন্তু কেন?'

'কার গাড়গুলোর পেছনে ঢালু জায়গাটায় উনি গাড়ি রেখেছেন, হোটেলের সামনে নয়। ওখানে শিক্ষার্থীরা স্কি অভ্যেস করে।'

'নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে বলেই রেখেছে। কিন্তু সত্যি করে বলো তো, কেন তুমি লোকটাকে সহ্য করতে পারো না?'

'জানি না। হয়তো একদিন আমি অনেকটা ওর মতোই ছিলাম-তাই।'

'তুমি?' ঘুম ঘুম গলায় লিলিয়ান বললো, 'সে তো নিশ্চয়ই অনেককাল আগেকার কথা।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো ভলকভ, 'সে আজ অনেকদিন হলো।'

আধঘণ্টা পরে জুসেপ্পির আওয়াজ মিলিয়ে যেতে শুনলো লিলিয়ান। বরিস আগেই চলে গিয়েছিলো। কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়ে বন্ধ চোখের গভীরে কেঁপে কেঁপে ওঠা আলোর দিকে তাকিয়ে রইলো ও। তারপর এক সময় চেয়ার ছেড়ে উঠে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো। অবাক হয়ে দেখলো, স্যানাটোরিয়ামের সামনে একটা বেঞ্চিতে বসে আছে ক্লেরফাইত।

'আমি ভাবলাম, আপনি একটু আগেই গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন।' ওর পাশাপাশি গিয়ে বসলো লিলিয়ান।

জোরালো আলোয় চোখ কুঁচকে তাকালো ক্লেরফাইত, 'ওতো হলমান।'

'হলমান?'

'হ্যাঁ, ওকে আমি গ্রাম থেকে এক বোতল ভদকা আনতে পাঠিয়েছি।'

'গাড়ি নিয়ে?'

'হ্যাঁ, গাড়ি নিয়ে। ক্লেরফাইত বললো, 'অনেক দিনতো হলো, এবারে ওই পুঁচকে গাড়ির স্টিয়ারিঙে হাতটা আবার মানিয়ে নিক।'

গাড়ির আওয়াজ আবার শোনা গেলো। উঠে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনলো ক্লেরফাইত, 'দেখি শ্রীমান এবারে কি করে—লক্ষ্মী ছেলের মতো

ফিরে আসে, নাকি জুসেপ্পিকে নিয়ে আবার হাওয়া হয়।'

'হাওয়া হবে ? কোথায় ?'

'যাবে, যেখানে ওর মন চায়। সত্যি কথা বলতে কি, ওকে জুরিখে নিয়ে যাবার মতো যথেষ্ট জ্বালানিও ট্যাংকে আছে।'

'কি বলছেন আপনি !'

'নাঃ, ও ফিরছে না।' আওয়াজ শুনে ক্লেরফাইত বললো, 'এখন গ্রামের পথ ধরে হ্রদ আর বড় রাস্তার দিকে এগুচ্ছে। দেখেছেন, এর মধ্যেই পালাস ওতেল পেরিয়ে গেছে।···ঈশ্বরকে ধন্যবাদ !'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ?' আচমকা উঠে দাঁড়ালো লিলিয়ান, 'আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন ? একটা খোলা গাড়িতে চাপিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ওকে ? আবার বলছেন, ইচ্ছে হলে জুরিখেও যেতে পারে ! আপনি কি বুঝতে পারছেন না, ও অসুস্থ ?'

'ঠিক সেজন্যেই তো পাঠালাম ! এর মধ্যেই ওর ধারণা হয়েছে, ও নাকি গাড়ি চালাতে ভুলে গেছে।'

'কিন্তু যদি ঠাণ্ডা লেগে যায় ?'

'ওর গায়ে যথেষ্ট গরম-পোশাক আছে,' ক্লেরফাইত হাসলো। 'দেখুন, সান্ধ্য-পোশাক পরলে মেয়েদের যেমন হয়, গাড়িতে চাপলে দৌড়বাজ চালকদেরও ঠিক তেমনি দশা হয়—পছন্দ যদি হয়, তো কিছুতেই ঠাণ্ডা লাগে না।'

'কিন্তু ধরুন, তা সত্ত্বেও যদি ঠাণ্ডা লাগে ?' অপলক চোখে ক্লেরফাইতের দিকে তাকিয়ে থাকে লিলিয়ান। 'এখানে এই পাহাড়ের ওপরে ঠাণ্ডা লাগার কি অর্থ হতে পারে জানেন ? ফুসফুসে জল জমতে পারে, নতুন করে সাংঘাতিক ভাবে রোগের আক্রমণ হতে পারে।···এমন কি···এমন কি আপনি শেষও হয়ে যেতে পারেন।'

ক্লেরফাইত তাকালো ওর দিকে। গতকাল রাতের চাইতে যেন আরও অনেক বেশি আকর্ষণীয়া বলে মনে হচ্ছে ওকে। বললো, 'বিছানায় শুয়ে থাকার বদলে আপনি যখন রাত্রিবেলা পালাস বারে পালিয়ে যান, বিশেষ করে সংক্ষিপ্ত সান্ধ্য-পোশাকে আর সাটিনের জুতো পায়ে, তখন কিন্তু এ

কথাটা আপনার মনে রাখা উচিত।'

'তার সঙ্গে হলমানের কোন সম্পর্কই নেই।'

'অবশ্যই নেই। কিন্তু আমি আবার নিষেধের চিকিৎসাধারায় বিশ্বাসী; আর আমার মনে হয়, আপনিও তাতে বিশ্বাস করেন।'

মুহূর্তের জন্যে হতবাক হয়ে যায় লিলিয়ান, 'নিজের ব্যাপারে বিশ্বাস করলেও, অন্যের ব্যাপারে করি না।'

'ভালো। তবে বিংশ শতাব্দীর লোকই আবার শুধুমাত্র অন্যের ব্যাপারে এতে বিশ্বাস করেন।' দৃষ্টি নামিয়ে নিচের হ্রদের দিকে তাকালো ক্লেরফাইত, 'এখন হলমান ওপাশটাতে রয়েছে। দেখতে পেয়েছেন? কান পেতে শুনুন কি ভাবে ও বাঁক নিচ্ছে। কি ভাবে গিয়ার পাল্টাতে হয়, এখন অব্দি ও তার কিছুই ভোলেনি। দেখবেন, আজ রাতে ও একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে যাবে।'

'কোথায়? জুরিখে?'

'যে কোন জায়গায়—এখানেও।'

'আজ রাতে ও জ্বরে কাহিল হয়ে বিছানায় পড়ে থাকবে।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আর তা হলেও—গাড়িটার চারদিকে মন খারাপ করে ঘুরে বেড়ানোর চাইতে, নিজেকে পঙ্গু মনে করার চাইতে সামান্য জ্বর হওয়া বরঞ্চ অনেক ভালো।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ওর দিকে ঘুরে তাকালো লিলিয়ান। মনে হলো যেন ক্লেরফাইত একটা চড় মেরেছে ওকে। পঙ্গু! কেন, হলমান অসুস্থ বলে? কি মূর্খ এই অভব্য বর্বর লোকটা! ওকেও কি লোকটা পঙ্গু বলে মনে করে নাকি? প্রথম দিন রাত্রি বেলা পালাস বারে মন্তে কার্লো থেকে আসা টেলিফোনে ক্লেরফাইত যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছিলো, সে সব কথা মনে পড়লো ওর। 'সামান্য একটু জ্বর এখানে দেখতে দেখতে মারাত্মক নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে,' উষ্ণ গলায় বললো লিলিয়ান। 'কিন্তু তাতেও আপনার কিছু যায় আসে না বোধহয়! আপনি হয়তো বলবেন, হলমান যদি আর একবার কোন দৌড়বাজ গাড়িতে বসে নিজেকে বিরাট একজন রেসিং ড্রাইভার বলে কল্পনা করে আর তাতে যদি ওর মৃত্যুও হয়, তো সে

ওর সৌভাগ্য। তাই নয় কি?'

কথাটা বলেই খুব খারাপ লাগলো লিলিয়ানের। নিজেই বুঝলো না, কেন ও এমন ক্ষেপে উঠলো।

'আপনার স্মৃতিশক্তি কিন্তু চমৎকার,' ক্লেরফাইত কৌতুক করে বললো। অবশ্য সেটা আমি আগেও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এবারে মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা করুন! শব্দ শুনে যেমন রকম মনে হচ্ছে, গাড়িটা আসলে অত জোরে যায় না। চাকায় শেকল বাঁধা থাকলে আপনি কিছুতেই ঠিক দৌড় প্রতিযোগিতার মতো অত জোরে গাড়ি চালাতে পারবেন না।'

ওর কাঁধে হাত রাখলো ক্লেরফাইত। লিলিয়ান নিশ্চল আর নিশ্চুপ হয়ে রইলো। দেখলো, হ্রদের পেছন দিককার বনাঞ্চল থেকে ছোট্ট একটা কালো বিন্দুর মতো ছিটকে বেরিয়ে এলো জুসেপ্পি। বরফের ওপরে ঝলকানো সূর্যের আলোয় গুঞ্জিত একটা ভ্রমরের মতো মনে হচ্ছিলো গাড়িটাকে। শুনলো, পাহাড়ের গায়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে মোটরের কেঁপে কেঁপে ওঠা গর্জন ···পাহাড়ের উলটো দিকে যাওয়ার গিরিপথের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো গাড়িটা। দেখতে দেখতে একটা বাঁক পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। শুধু ক্ষিপ্ত দামামার মতো মোটরের গর্জন শোনা যাচ্ছিলো তখনও। লিলিয়ানের মনে হলো, ওটা শুধুমাত্র গাড়ির গর্জন নয়···ওটা যেন কোন অজানা বিদায়ের সংকেত ধ্বনি।

'আশা করি ও সত্যি সত্যিই পালাচ্ছে না,' বললো ক্লেরফাইত।

তখুনি কোন সাড়া দিলো না লিলিয়ান। ওর ঠোঁটদুটি শুকনো হয়ে গিয়েছিলো। 'পালাবে কেন?' একটু চেষ্টা করে বললো ও। 'হলমান প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় কেন ও সবটুকু ঝুঁকি নেবে?'

'এ সময়েই সাধারণতঃ সবাই ঝুঁকি নেয়।'

'ওর জায়গায় আপনি হলে কি এ ঝুঁকি নিতেন?'

'তা জানি না।'

'আপনি আর কোনদিনও ভালো হবেন না জানলে কি এ কাজ করতেন?' একটা গভীর নিশ্বাস নিয়ে ফের প্রশ্ন করলো লিলিয়ান।

'এখানে থাকার বদলে?

'এখানে আরও কয়েকটা মাস নিরামিশাষী হয়ে থাকার বদলে ?'

ক্লেরফাইত মৃদু হাসলো, 'সেটা নির্ভর করছে নিরামিশাষী বলতে আপনি কি বলতে চাইছেন, তার ওপরে।'

'আমি সাবধানী হয়ে বেঁচে থাকার কথা বলছি,' দ্রুত উত্তর দিলো লিলিয়ান।

ক্লেরফাইত হাসলো, 'একটা দৌড়বাজ গাড়ির চালককে কিন্তু এ কথা জিজ্ঞেস করা ঠিক নয়।'

'করতেন কিনা বলুন।'

'কোন ধারণা নেই। কি করবো না করবো, তা আগে থেকে কেউই বলতে পারে না। হয়তো জীবন বলতে যা বোঝায় তার সব কিছুকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরার প্রচেষ্টায় আপনি যা বলছেন, তা ই করতাম—সময় অসময়ের কথা বিচার করতাম না কিংবা হয়তো ঘাড় ধরে কৃপণের মতো প্রতিটি দিন প্রতিটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিতাম।···এ ব্যাপারে আমার কতকগুলো অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আছে।'

ক্লেরফাইতের হাতের বাঁধন থেকে নিজের কাঁধ সরিয়ে নেয় লিলিয়ান, 'কিন্তু প্রতিটা রেসের আগেই কি এ সম্পর্কে আপনার মনে মনে সিদ্ধান্ত নিতে হয় না ?'

'আসলে জিনিসটা যতটা মনে হয়, তার চাইতে অনেক বেশি নাটকীয়। আমি গাড়ি চালাই অর্থের জন্যে—কারণ আমি রোমাঞ্চ পিয়াসী বলে নয়, কারণ আমি অন্য কিছু করতে পারি না বলে। না চাইলেও আমাদের এই হতভাগা যুগে অনেক রোমাঞ্চের পথ পেরিয়ে আসতে হয়েছে আমাকে। হয়তো আপনাকেও তাই।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তার কোনটাই ন্যায্য নয়।'

আচমকা আবার মোটরের শব্দ শুনতে পেলো ওরা। ক্লেরফাইত বললো, 'ও ফিরে আসছে।'

'হ্যাঁ,' একটা গভীর নিশ্বাস নিয়ে লিলিয়ান পুনরাবৃত্তি করলো, 'ও ফিরে আসছে। কিন্তু সে জন্যে আপনি কি দুঃখিত হলেন ?'

'না, আমি শুধু একটি বার ওকে গাড়িটা চালাবার সুযোগ দিতে চেয়ে-

ছিলাম। শেষবার ও যখন ওই গাড়িতে ছিলো, তখনই ওর প্রথম রক্তবমি হয়।'

লিলিয়ান দেখলো, চড়াই পেরিয়ে জুসেপ্পি এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। একটু পরেই ও হলমানের আলোকিত মুখখানা দেখতে পাবে, তা যেন আর সইতে পারলো না। দ্রুত বলে উঠলো, 'আমাকে এবারে ভেতরে যেতে হবে। কুমির এতক্ষণে আমাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে।' প্রবেশ পথের দিকে মুখ ফেরালো ও, 'আপনি গাড়ি নিয়ে কবে গিরিপথে পাড়ি দিচ্ছেন?'

'আপনি যেদিন বলবেন,' উত্তর দিলো ক্লেরফাইত।

অন্যান্য কাজের দিনের তুলনায় স্বাস্থ্যনিবাসে রোববারের দিনটা কাটানো অনেক বেশি শক্ত বলে মনে হয় লিলিয়ানের। রোববার সমস্ত জায়গাটাতে কেমন যেন একটা ভুয়া শান্তির আমেজ ছড়িয়ে থাকে। নিত্য নৈমিত্তিক কাজগুলো থাকেনা, নেহাৎ প্রয়োজন না থাকলে ডাক্তাররাও কেউ আসেন না। ফলে রোগীরা সকলেই কম বেশি অস্থির হয়ে ওঠে। আর তাই রাত্রি বেলায় কুমিরকে এক একজন রোগীকে অন্য কারুর ঘর থেকে খুঁজে নিয়ে যথাস্থানে পাঠাতে হয়।

আদেশ অমান্য করে রাতের খাবারের জন্যে নিচে নেমে এসেছিলো লিলিয়ান। গোধূলির ম্লান বিসন্নতা থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখার জন্যে ওর সম্বল ছিলো দু গ্লাস ভদকা। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। তারপর নিজের সব চাইতে সুন্দর পোশাকটা পরে নিয়েছিলো ও—কারণ তাত্ত্বিক স্বস্তিবোধের চাইতে ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ অনেক সময়ে মন ভালো রাখার ব্যাপারে অনেক বেশি কাজে আসে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেটা অর্থহীন হয়ে গিয়েছিলো।

খাবার ঘরে ঢুকে লিলিয়ান দেখলো, ঘরটা প্রায় ভর্তি। ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটা টেবিলে প্রায় জনা ছয়েক বন্ধু-বান্ধব পরিবেষ্টিত অবস্থায় বসে আছে ইভা মোজের। ওর সামনে একটা কেক, এক বোতল শ্যাম্পেন আর রঙ-বেরঙ কাগজের মোড়কের ঢাকা পর্যাপ্ত উপহারের স্তূপ।...এখানে

এটাই ওর শেষ সন্ধ্যা—আগামী কাল বিকেলেই ওর চলে যাবার কথা।

প্রথমে এখান থেকে ফিরে যাবে বলেই ভেবেছিলো লিলিয়ান। তারপরেই দেখলো মাদ্রেলার মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা ক্লান্ত কালো পোশাক পরা তিনজন দক্ষিণ আমেরিকাবাসী যে টেবিলটা নিয়ে বসে আছে, তারই পাশের টেবিলে বসে আছে নিঃসঙ্গ হলমান। হলমান ইঙ্গিতে ডাকলো ওকে। কাছে যেতেই বললো, 'আমি আজ ক্রুসেঙ্কিকে চালিয়েছিলাম। তুমি দেখেছো?'

'হ্যাঁ। আমি বাদে আর কেউ আপনাকে দেখেছিলো কি?'

'কে দেখবে?'

'কুমির? কিংবা দলাই লামা?'

'কেউ না। আর দেখলেই বা কি! আমি সবেমাত্র ভাবতে শুরু করেছিলাম, ওই হতচ্ছাড়া গাড়িটাকে বুঝি আর কোন দিনও চালাতে পারবো না।···এখন আমার দারুণ লাগছে!'

'আজ সন্ধ্যাটা সকলেরই দারুণ লাগছে বলে মনে হচ্ছে! তা ওই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনার কি মনে হচ্ছে?' তিক্ত স্বরে কথাটা বলে ইভা মোজেরের দিকে দেখলো লিলিয়ান। সকলের আগ্রহের কেন্দ্রমণি হয়ে বসে আছে গোলগাল মেয়েটি। ওকে ঘিরে সহানুভূতিশীল, বিষণ্ণ, অথচ ঈর্ষাকাতর বন্ধুর দল, যারা প্রত্যেকেই ওর প্রতি নিজেদের শুভেচ্ছার কথা কিছুটা বাড়িয়ে বলছে—কারণ ওদের মুখের ভাষা মনের ঈর্ষাকে সম্পূর্ণ ভাবে লুকিয়ে রাখতে পারছে না। ইভা মোজের যেন লটারিতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়ে গেছে আচমকা, বুঝতে পারছে না, সকলেই ওর সম্পর্কে কেন এত আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

'আপনার জ্বর উঠেছে কিনা, দেখেছেন?' হলমানকে প্রশ্ন করলো লিলিয়ান।

'সেটা কালকে দেখলেও চলবে,' হলমান হাসলো। 'আজ ও ব্যাপারে আমি আর কিচ্ছুটি ভাবতে চাই না।'

'আপনার কি জ্বর হয়েছে বলেও মনে হচ্ছে না?'

'হলেও আমি পরোয়া করিনে। তাছাড়া সেরকম কিছু মনেও হচ্ছে না।'

কেন আমি ওকে এসব কথা জিজ্ঞেস করছি! লিলিয়ান ভাবলো. তবে কি আমি ওকে হিংসে করি? প্রশ্ন করলো. 'ক্লেরফাইত আজ রাত্রিবেলা আপনার সঙ্গে যাচ্ছেন না?'

'না। আজ বিকেলে হঠাৎ একজন ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যে এখানে এসে হাজির হয়েছে। তাছাড়া সব সময়ে ও এখানে আসবেই বা কেন? ওর নিশ্চয়ই এখানটাতে বিশ্রী লাগছে।'

'তাহলে উনি চলে যাচ্ছেন না কেন?' আক্রমণের ভঙ্গিমায় প্রশ্ন করলো লিলিয়ান।

'যাবে, তবে কয়েকটা দিন বাদে। বুধ বা বেস্পতিবার।'

'এ সপ্তাহেই?'

'হ্যাঁ। ওর সঙ্গে যে দেখা করতে এসেছে, সম্ভবত তাকে নিয়েই নেমে যাবে।'

লিলিয়ান কোন জবাব দিলো না। ও সঠিক ভাবে জানতো না, হলমান ইচ্ছাকৃত ভাবেই ওকে এ সব কথা বলছে কি না। জানতো না বলেই ধরে নিলো, এটা হলমানের ইচ্ছাকৃত বিবৃতি আর তাই এ ব্যাপারে আর কিছু জানতেও চাইলো না। বললো, 'আপনার কাছে পান করার মতো কিছু আছে?'

'এক ফোঁটাও নেই। যেটুকু জিন বাকি ছিলো তা সবই আজ বিকেলে শার্ল নে'কে দিয়ে দিয়েছি।'

'আজ সকালেই না এক বোতল ভদকা কিনে আনলেন?'

'সেটা দিয়েছি দলোরেস পামারকে।'

'কেন? আপনি কি একজন আদর্শ রোগী হবেন বলে ঠিক করেছেন নাকি?'

'খানিকটা তাই,' হলমানের কণ্ঠস্বর কিছুটা বিব্রত শোনালো।

'কিন্তু আজ সকালে তো আপনি মোটেই তেমন ছিলেন না?'

'সে সকাল তো বহুক্ষণ আগে কেটে গেছে।'

'এখন থেকে আমি তাহলে রাত্তির বেলা কার সঙ্গে বেরুবো?' প্লেটটা ঠেলে রেখে শুধালো লিলিয়ান।'

'আরও কত লোকই তো রয়েছে। তাছাড়া আপাততঃ ক্লেরফাইতও এখানে আছে।'

'বেশ, কিন্তু তারপর?'

'বরিস আজ রাতে আসছে না?'

'না। আমি ওকে বলেছি আমার মাথা ধরেছে। ওকে নিয়ে পালানো চলে না।'

'তাই নাকি?'

'হাঁ।' লিলিয়ান উঠে দাঁড়ালো, 'আজ রাতে আমি কুমিরকেও সুখী করবো, যাতে আজ এখানে একটি অসুখী প্রাণও না থাকে।···আমি ঘুমোতে যাচ্ছি হলমান, শুভরাত্রি।'

'কিছু হয়েছে নাকি, লিলিয়ান?'

'যা হয়ে থাকে—একঘেয়েমির আতঙ্ক আর কি। দলাই লামা বলবেন, সেটা সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। শুনেছি, সত্যি সত্যি যখন অবস্থা খারাপ হয়ে ওঠে তখন নাকি আতঙ্ক বলতে কিছু থাকে না। কারণ দুর্বল শরীর সে চিন্তার আধার হতে পারে না। ঈশ্বর সত্যি করুণাময়, তাই নয় কি হলমান?'

·

রাতের নার্স সান্ধ্য পর্যবেক্ষণ শেষ করে ফিরে গেছে। বিছানায় শুয়ে একটা বই পড়ার চেষ্টা করছিলো লিলিয়ান। কিন্তু একটু পরেই বইটা নামিয়ে রাখলো। ওর সামনে আবার একটা দীর্ঘ রাত্রি শরীর বিছিয়ে রেখেছে। এখন শুধু ঘুমের প্রতীক্ষা—ঘুম আর আচমকা আবার ঘুম ভেঙে যাওয়া। তারপর ভারহীন সেই সব নিষ্করুণ মুহূর্ত—যখন নিজেকে বা নিজের ঘর কিছুই চিনতে পারা যায় না, যখন গাছের পাতায় বাতাসে শিস তোলা অলৌকিক অন্ধকারে ভরে থাকে সমস্ত অস্তিত্ব, চেতনায় ছড়িয়ে থাকে এক আশ্চর্য আতঙ্ক···ছায়া ঘন মৃত্যুর আতঙ্ক—সে সব মুহূর্ত যেন আর শেষ হতে চায় না। তারপর এক সময় সব কিছু আবার পরিচিত বলে মনে হতে থাকে। জানালার কাঠামোটাকে তখন আর কোন অজানা বিশ্বের ছায়াময় ছবি বলে মনে হয় না—জানলাটা আবার জানলা হয়ে ওঠে, ঘরটা ঘর। আর সেই অপ্রাকৃত ভীতিবোধ, সেই শব্দহীন আর্তচিৎকার

তখন আবার তোমার নিজস্ব হয়ে ওঠে—যে তুমি লিলিয়ান দানদার্ক নামের একটা ক্ষীণ-অস্তিত্ব মাত্র···যে তুমি সামান্য কটা দিনের জন্যে পৃথিবীতে এসেছো।

দরজায় টোকা দেবার শব্দ শোনা গেলো। লাল রঙের ঢিলে অঙ্গাবরণ আর চটি পরা শার্লনে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো। ভেতরে ঢুকে ফিসফিসিয়ে বললো, 'পথ পরিষ্কার। এই বেলা ইভা মোজেরের বিদায় উপলক্ষে দলোরেসের দেওয়া পার্টিতে যাবে চলো।'

'কি হবে গিয়ে? ও তো এমনি এমনিই চলে যেতে পারে। বিদায় সম্বর্ধনা যে পেতেই হবে এমন কি কথা আছে?'

'সেটা আমরাই দিতে চেয়েছি, ও নিজে থেকে চায় নি।'

'খাবার ঘরে তো একটা পার্টি আগেই হয়ে গেছে।'

'সেটা করা হয়েছিলো কুমিরের চোখে ধুলো দেবার জন্যে। এসো, অমন ভিজে কম্বলটি হয়ে থেকো না।'

'আমার আর কোন পার্টি টার্টিতে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'এসো চন্দ্রমুখী রূপোলি জ্যোৎস্নাধারা, এসো ধোঁয়াটে অগ্নিশিখা!' ভারি মিষ্টি করে হাসলো শার্লনে, 'যদি না আসো, তবে তুমি নিজের নিঃসঙ্গতার জন্যে নিজের ওপরেই ক্ষেপে উঠবে। আর যদি আসো, তাহলেও ক্ষেপবে। দুয়ের পরিণতিই এক—কাজেই চলো সুলক্ষণে!' বারান্দার দিকে একটু কান পেতে থেকে দরজাটা খুলে ফেললো শার্ল। ক্রাচে ভর দিয়ে ঠুকঠুকিয়ে চলে গেলেন এক শুকনো চেহারার বৃদ্ধা মহিলা। শার্ল বললো, 'চেয়ে ভাখো, সবাই আসছে। এই ভাখো স্ট্রেপটোমাইসিন লিলি এসে গেছে। এবার শিয়ারমার আসছে আঁদ্রের সঙ্গে।'

চাকা লাগানো কুর্সিতে চেপে এক পাকা দাড়িওয়ালা বুড়ো গড়গড়িয়ে ওদের পেরিয়ে চলে গেলো—তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে লাফাতে চেয়ার ঠেলে নিয়ে গেলো এক ব্যস্তবাগীশ ছোকরা।

'চেয়ে ভাখো মরা মানুষগুলোও আজ মিস মোজেরকে সম্ভাষণ জানানোর জন্যে জেগে উঠেছে।' শার্লনে বললো, 'আজ একটা সন্ধ্যের জন্যে তুমি তোমার রাশিয়ান রক্তের কথা ভুলে যাও লিলিয়ান। মনে

করো তোমার বেলজিয়ান বাবার কথা, যিনি জীবনকে ভালোবাসতেন।…
নাও, পোশাক পরে যাবে চলো।'

'পোশাক টোশাক পরতে পারবো না। পাজামা পরেই যাবো।'

'বেশতো পাজামা পরেই এসো—তবু এসো।'

লিলিয়ানের নিচের তলায় দলোরেস পামারের বাস। গত তিনবছর ধরে মেয়েটি যে স্যুইটটা দখল করে রেখেছে তাতে রয়েছে একখানা শোবার ঘর, একটা বৈঠকখানা আর স্নানঘর। সমস্ত স্বাস্থ্যনিবাসের মধ্যে এই স্যুইটটাই সব চাইতে বেশি ব্যয়বহুল এবং এর দখলকারি হিসেবে যতকিছু সুযোগ সুবিধে ওর প্রাপ্য, সে সব কিছুই পুরোপুরি ভাবে আদায় করে নেবার জন্যে দলোরেস সর্বদাই সজাগ।

'আপনাদের জন্যে আমরা পুরো ছ' বোতল ভদকা স্নানঘরে এনে রেখেছি, আশাকরি তাতেই যথেষ্ট হবে।' লিলিয়ানের দিকে তাকালো দলোরেস, 'তুমি কোথায় বসছো? আমাদের মধ্যে উপস্থিত ইভা মোজের—যে আজ বাস্তব দুনিয়ায় নৌকো ভাসাতে চলেছে তার পাশে, নাকি অবশিষ্ট অভাগা আতুরজনের মাঝে? ইচ্ছে মতো জায়গা বেছে নাও!'

ঘরের সর্বত্র চোখ বুলিয়ে নেয় লিলিয়ান। দৃশ্যটা ওর পরিচিত। ঘরের আলোগুলো কাপড়ে জড়ানো। রেকর্ড প্লেয়ারের ভার পাকাদাড়ির হাতে। স্ট্রেপটোমাইসিন লিলি বসে আছে মেঝের এক কোণে—কারণ ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় ওর ভারসাম্যতায় গোলযোগ দেখা দিয়েছে, বারবার পড়ে যাবার মতো অবস্থা হয় ওর। অন্যেরা জড়ো হয়ে বসে আছে ক্ষুণ্ণমনা বয়স্ক শিশুদের সঙ্গে একত্রে, যারা আজ চুরি করে বেশি রাত অব্দি জেগে রয়েছে।…দলোরেসের পরনে লম্বা চাইনিজ গাউনের সঙ্গে একটা ছিলে কাটা স্কার্ট। সর্বাঙ্গে কেমন যেন এক বিষাদময় সৌন্দর্য, অথচ সে সম্বন্ধে ও বিন্দুমাত্রও সচেতন নয়। মরুভূমির মরীচিকার মতো ওর প্রেমিকরাও ওর এ সৌন্দর্য দেখে প্রতারিত হয়েছে বারবার। তারা জোর গলায় নিজেদের প্রতি ওর ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে, অথচ দলোরেস চেয়েছে নিতান্তই এক সহজ জীবন—চরম বিলাসময় একটি পাতি বুর্জোয়া অস্তিত্ব।

আবেগের প্রাবল্য ওকে ক্লান্ত করতো ; কিন্তু ও তাদের উৎসাহ যোগাতো, আবার অনবরত যুক্তি দেখিয়ে তর্কের ঝড়ও তুলতো।...ইভা মোজের বসে আছে জানলার কাছে, ওর দৃষ্টি বাইরের দিকে।

'একটা কথা বিশ্বাস করবে ?' মারিয়া সাভিনি লিলিয়ানকে বললো, 'ইভা এতক্ষণ ভীষণ চেঁচামেচি করছিলো।'

'কেন ?'

'নিজেই জিজ্ঞেস করে ছাখো। যত সব পাগলামো ! বলছে কি না এটাই ওর ঘরবাড়ি।'

'এটাই আমার বাড়ি,' ফুঁপিয়ে উঠলো ইভা মোজের। 'এখানে আমি সুখে ছিলাম...এখানে আমার বন্ধু-বান্ধব আছে। এর বাইরে আমি কাউকে চিনি না পর্যন্ত।

কিছুক্ষণ সকলেই নিশ্চুপ হয়ে রইলো। অবশেষে শার্লনে বললো, 'ইচ্ছে হলে তুমি এখানেই থাকতে পারো ইভা, কেউ তোমাকে বাধা দিচ্ছে না।'

'দিচ্ছে তো ! আমার বাবাই বাধা দিচ্ছে ! আমার এখানে থাকতে অনেক খরচ। বাবা চায়, আমি একটা কিছু কাজ জুটিয়ে নেবো। কিন্তু কি কাজ করবো আমি ? আমি তো কিছুই পারি না ! যা-ও বা জানতাম, এখানে এসে তা সব কিছুই ভুলে গেছি।'

'এখানে আমরা সবাই সব কিছু ভুলে যাই,' ঘরের কোণ থেকে মৃদু গলায় নিবেদন করলো স্ট্রেপটোমাইসিন লিলি। 'এখানে কেউ কয়েকটা বছর থাকলে পাহাড়তলিতে সে আর কোনদিন কোন কাজেই লাগবে না।'

লিলি দলাই লামার নতুন পরীক্ষার গিনিপিগ, ওর ওপরে স্ট্রেপটোমাইসিনের পরীক্ষা চালাচ্ছেন তিনি। ওযুধটা লিলি খুব ভালো মতো সহ্য করতে পারছে না। তবু দলাই লামা ওকে ছেড়ে দিলেও, ও কোনদিনই ইভা মোজেরের সমস্যাটার মুখোমুখি হবে না। স্বাস্থ্যনিবাসের সমস্ত রোগীদের মধ্যে একমাত্র লিলিই এ গ্রামে জন্ম নিয়েছে। তাই ও যেখানে হোক একটা কাজ সহজেই জুটিয়ে নিতে পারবে। রাঁধুনি হিসেবে ও খুবই চমৎকার।

'কোন্ কাজটা আমি পাবো ?' কেঁদে কেঁদে অধীরা হয়ে ওঠে ইভা মোজের, 'স্টেনোগ্রাফারের কাজ ? কে নেবে আমাকে ? টাইপিস্ট হিসেবে আমি নেহাতই বাজে। তাছাড়া স্যানাটোরিয়াম ফেরত স্টেনোগ্রাফারের দিকে সবাই বাঁকা চোখে তাকাবে।'

'তাহলে টি. বি. আছে, এমন কোন লোকের সেক্রেটারী হয়ো,' পাকা দাড়ি কর্কশ গলায় বললো।

লিলিয়ান এমনভাবে ইভার দিকে তাকালো, যেন ও মেঝের ফাঁক-ফোকর দিয়ে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে আসা কোন প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী। এর আগে এখান থেকে ছুটি পাওয়া অনেক রোগীই এখানে থেকে যাবার কথা বলেছে—কিন্তু সে শুধু অন্যদের কথা ভেবে, বিদায়বেলার বিশেষ আবেগে। কিন্তু ইভার কথা আলাদা। ও ওর মনের কথাই বলছে। স্বাস্থ্যনিবাসের জীবনধারায় ও সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে গেছে, পাহাড়তলির জীবনের কথা ভাবতে এখন ওর ভয় হয়।

দলোরেস পামার এক গ্লাস ভদকা এনে দেয় লিলিয়ানকে। তারপর ইভার দিকে একপলক ঘৃণার চোখে তাকিয়ে বলে, 'এই মহিলাটির আত্ম-সংযম বলতে কিচ্ছু নেই ! ভাখো, এখনও কেমন চালিয়ে যাচ্ছে ! একেবারে অশ্লীল ব্যাপার, তাই না ?'

'আমি যাচ্ছি,' লিলিয়ান বললো, 'এসব আমি সহ্য করতে পারিনে।'

'যেও না,' শার্লনে ঝুঁকে দাঁড়ালো ওর দিকে, 'ওগো অনিশ্চিত আঁধারে ঝিকমিকে আলো, তুমি আরও কিছুক্ষণ থাকো। ভাখো, ছায়াভরা এ রাত শুধু নীরস কথায় ভরা। তোমাকে আর দলোরেসকে আমাদের বড় বেশি করে দরকার লিলিয়ান। ইভা মোজেরের ভয়ঙ্কর বিলাপে অকরুণভাবে নিষ্পেষিত হওয়ার আগে, তোমরা এগিয়ে এসে আমাদের ছেঁড়া পালখানি তুলে ধরবে।···তুমি কিছু গাও লিলিয়ান !'

'কি গাইবো আমি ? যে সন্তানেরা কোনদিনও জন্মাবে না, তাদের জন্যে ঘুম পাড়ানি গান ?'

'ইভার সন্তান হবে। রাশি রাশি সন্তান—এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। না, সে গান নয়। তুমি মেঘমালার গান গাও লিলিয়ান,

যে মেঘ আর কখনও ফিরে আসে না। তুষারের গান গাও, যে তুষার হৃদয়কে লুকিয়ে রাখে। গাও নির্বাসিতদের গান, পর্বতের গান।···আমাদের জন্যে তুমি গাও লিলিয়ান, ইভা মোজেরের জন্যে নয়। আজ রাতে আমাদের প্রয়োজন আত্ম-অহঙ্কারের গাঢ় মদ। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদার চাইতে আবেগের নোংরা জলে গা ডুবিয়ে রাখা বরঞ্চ অনেক ভালো।'

'শার্ল যেন কোত্থেকে আধ বোতল কোঁইয়াক গিলেছে।' লম্বা পা ফেলে ফোনোগ্রাফের দিকে এগিয়ে যায় দলোরেস, 'নতুন আমেরিকান রেকর্ডগুলো বাজান শিয়ারমার।'

'ওই রাক্ষসীটা', দলোরেসের পিঠের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো শার্ল নে, 'দেখে মনে হয়, ও যেন নিখিল বিশ্বের সবটুকু কাব্য-সুষমা দিয়ে গড়া। অথচ ওর মস্তিষ্কটা যেন একখানা বর্ষপঞ্জী। মানুষ অরণ্যকে যেমন করে ভালবাসে আমি ঠিক তেমনি করে ওকে ভালবাসি। অথচ ও সাড়া দেয় সবজির বাগানের মতো। এর আমি কি করবো?'

'জ্বলো, জ্বলে পুড়ে সুখী হও।'

লিলিয়ান উঠে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেলো। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে স্বয়ং কুনির। 'ঠিক যা ভেবেছি! সিগারেট! ঘরের মধ্যে মদ—মদ খেয়ে মাতলামো চলছে! মিস দুয়েশ, তুমিও এখানে!' স্ট্রেপটোমাইসিন লিলির দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন উনি, 'ক্রাচে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতেও ঠিক আসা হয়েছে! আর মিস্টার শিয়ারমার, আপনিই বা কোন আক্কেলে এসেছেন? আপনার তো বিছানায় শুয়ে থাকা উচিত ছিলো!'

'আমার বহুকাল আগেই মরে যাওয়ার কথা ছিলো,' ফোনোগ্রাফ বন্ধ করে লাউডস্পিকারের ভেতর থেকে নাইলনের অন্তর্বাসগুলো টেনে বের করলো শিয়ারমার। তারপর বাতাসে সেগুলো দোলাতে দোলাতে সোল্লাসে বললো, 'আমি ধার করা সময় নিয়ে বেঁচে আছি। সেভাবে বাঁচতে হলে বিশেষ কতকগুলো নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়।'

'তাই নাকি? তা সে নিয়মকানুনগুলো কি, জানতে পারি?'

'যেটুকু জীবন বাকি পড়ে আছে, তার ভেতর থেকে যতটুকু সম্ভব আনন্দ খুঁজে নেওয়া। কিভাবে নেবেন, সেটা নির্ভর করছে আপনার

ওপরে।'

'আপনাকে আমি এক্ষুনি গিয়ে শুয়ে পড়তে অনুরোধ করছি। কে আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে, জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'আমার শুভবুদ্ধি।'

পাকাদাড়ি কের চাকা লাগানো কুশিতে গিয়ে বসলো। আগে কিছুটা দ্বিধা করছিলো। লিলিয়ান এগিয়ে এসে বললো, 'চলুন শিয়ারমার, আমি আপনাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি।' কুশিটা ও দরজা অবধি ঠেলে নিয়ে গেলো।

'ও, আপনিই ওকে নিয়ে এসেছেন!' ডাক্তার বললো, 'আমি তাহলে ঠিকই অনুমান করেছিলাম।'

কুশিটা বারান্দায় ঠেলে নিয়ে এলো লিলিয়ান। ওকে অনুসরণ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো শার্ল ও এবং অন্য সকলে। হুইল চেয়ার নিয়ে ধরা পড়ে যাওয়া বালকদের মতো, মিটমিট করে হাসছিলো ওরা।

'একটু দাঁড়াও,' কুশিটা দরজার দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে রুগিদের মুখোমুখি হলো পাকা-দেড়েল। 'আপনি যে বারান্দায় ভারি মিটমিটি নষ্ট করেছেন, তা দিয়ে তিন মিনিটে অনুস্থ মানুষ দিব্যি সুখে দিন কাটাতে পারতো ... যাক, আপনার নৈতিক বিবেক নিয়ে আপনি পরম সুখে রাত্রিযাপন করুন গে যান।'

কুশি আবার ঘুরিয়ে নিলো শিয়ারমার। শার্ল এবার ঠেলে দেবার ভার নিয়েছে। ও হাসছিলো, 'বলে কি লাভ হলো শিয়ারমার? ও শুধু ওর নিজের কাজটা করছে বৈ তো নয়।'

'জানি, কিন্তু তার জন্যে এতো নাক উঁচু ভাব থাকবে কেন? শুনি? আরে বাপু, ও মরার পরেও আমি বেঁচে থাকবো। ওর আগে যে ছিলো, সে মরার পরেও তো বেঁচে রয়েছি! তার বয়স ছিলো মোটে চুয়াল্লিশ—চার সপ্তাহের ক্যানসারেই সে মারা গেলো। আর এ কুশিটার বয়স কতো হবে শুনি? নিরানব্বই বাটের ওপরে, অথবা প্রায় সোত্তর।'

'আহো, কি চমৎকার মানুষ আমরা,' মৃদু হাসলো শার্ল।

'না,' এক আত্মেয় পরিতৃপ্তি নিয়ে পাকা-দেড়েল বললো, 'আমরা সেই সব মানুষ যারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। শুধু আমরা বলেই নয়, অন্যেরাও আছে।

তবে কিনা শুধু আমরাই সেকথা জানি—অন্যেরা জানে না।'

আধঘণ্টা পরে ইভা মোজের লিলিয়ানের ঘরে এসে হাজির হলো, 'আচ্ছা, আমার বিছানাটা কি ওরা এখানে নিয়ে এসেছে ?'

'না তো !'

'তাহলে কোথায় থাকতে পারে বলো তো ? আমার ঘরটা ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত পোশাক-টোশাকগুলোও কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। আমাকে কোথাও ঘুমোতে তো হবে! কোথায় যেতে পারে ওগুলো ?'

স্যানাটোরিয়াম থেকে কারুর ছুটি হয়ে গেলে শেষদিন রাত্রিবেলা তার জিনিসপত্র লুকিয়ে রেখে মজা করাটাই এখানকার সাধারণ রীতি। ইভার বেলাতেও তাই করা হয়েছে।

'আমি সমস্ত কিছু ধোয়া-কাচা করে পাট করে রেখেছিলাম,' ইভা বললো, 'এখন ওরা যদি আমার পোশাকগুলো লণ্ডভণ্ড করে ফেলে, তাহলে কি হবে! এখন থেকে আমাকে টাকা পয়সার ব্যাপারে সাবধানী হয়ে চলতে হবে।'

'তোমার বাবা তোমাকে দেখাশুনো করেন না ?'

'হুঃ বাবা! বাবা আমাকে ঝেড়ে ফেলে হাত সাফ করতে চান। মনে হয়, ওঁর আবার বিয়ে করার ইচ্ছে।'

লিলিয়ানের মনে হলো, মেয়েটির সঙ্গ ও আর একটি মুহূর্তও সহ্য করতে পারবে না। 'চুলোয় যাও তুমি,' বললো ও। 'শোনো, শার্ল নে যতক্ষণ লিফট থেকে না নামে, ততক্ষণ তুমি লিফটের কাছে-পিঠে লুকিয়ে থাকো গে। ও আমার কাছে আসবে। ও লিফট থেকে নামলেই তুমি সোজা ওর ঘরে চলে যাবে—দরজায় ও চাবি দিয়ে আসবে না। তারপর ওর ঘর থেকে আমাকে টেলিফোন করবে। বলবে, তোমার জিনিসপত্তোর তক্ষুণি ফেরত না দিলে তুমি ওর ডিনার-জ্যাকেটটা স্নানের টবে চুবিয়ে দেবে, আর শার্টগুলোতে কালি ঢেলে দেবে। বুঝেছো ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'তোমার সব কিছু ওরা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। আমি বাজী ফেলে

বলতে পারি, শার্ল সে ও ব্যাপারে সমস্ত কিছু জানে।' গ্রাহযন্ত্রটা তুলে নিয়ে ইঙ্গিতে ইভাকে চলে যেতে বললো লিলিয়ান। 'শার্ল? একটিবার আমার ঘরে আসতে পারবে? হ্যাঁ,···কি বলছো? আচ্ছা।'

কয়েক মিনিট পরেই শার্ল এসে হাজির হলো।

'কুমিরের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কি হলো?' প্রশ্ন করলো লিলিয়ান।

'সব ঠিক হয়ে গেছে···দলোরেস সুন্দরভাবে ওকে সামলে নিয়েছে। বলেছে, আমরা এখানে থাকার সমস্ত দুঃখ ভুলে যেতে চেয়েছিলাম। সব শুনে কুমির তো যাবার আগে এক ফোঁটা চোখের জল ঝরিয়ে ফেলেছিলো আর কি!'

টেলিফোন বেজে উঠলো। ইভা এতো জোরে কথা বলছিলো যে শার্ল ওর সব কথাই শুনতে পাচ্ছিলো। 'ও তোমার স্নানঘরে রয়েছে,' লিলিয়ান জানালো। 'স্নানের টবটা গরম জলে ভরে নিয়েছে। ওর বাঁ হাতে তোমার নতুন ডিনার-জ্যাকেট আর ডান হাতে নীল কালির বোতল। হঠাৎ গিয়ে ওকে ধরার চেষ্টা কোরো না। তুমি দরজা খুললেই ও কাজ করতে শুরু করবে। নাও, কথা বলো।'

গ্রাহযন্ত্রটা শার্লের হাতে দিয়ে জানলার দিকে এগিয়ে গেলো লিলিয়ান। পালাস ওতেলের অনেকগুলো জানলা এখনও আলোর দ্যুতি ছড়াচ্ছে। দু-তিন সপ্তাহের মধ্যেই এসব শেষ হয়ে যাবে। যাযাবর পাখির মতো পরদেশীরা চলে যাবে এখান থেকে। বসন্ত আর গ্রীষ্মের পথ পেরিয়ে দীর্ঘ ক্লান্ত বছরটা পা দেবে পরবর্তী শীতের বেলায়।

গ্রাহযন্ত্র রাখার শব্দে পেছনে ফিরে তাকালো লিলিয়ান।

'ওই মেয়েটার মাথায় এমন বুদ্ধি নিশ্চয়ই এমনি এমনি ঢোকেনি,' সন্দেহভরা চোখে লিলিয়ানের দিকে তাকালো শার্ল। তুমি কেন আমাকে এখানে আসতে বলেছিলে বলো তো?'

'আমি কুমিরের ব্যাপারটা জানতে চেয়েছিলাম।'

'তুমি তো ওর ব্যাপারে অতো কৌতূহলী নও বাপু!' দাঁত বের করে হাসলো শার্ল, 'ঠিক আছে, কাল আবার কথাবার্তা হবে। এখন আমাকে ডিনার-জ্যাকেটটা উদ্ধারের জন্যে ছুটতে হচ্ছে। নয়তো ও হাঁদাটা হয়তো

সেটাকে সেদ্ধ করে ফেলবে। শুভ রাত্রি। আজকের সন্ধ্যাটা সত্যিই অপূর্ব !'

ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা টেনে দিলো শার্ল। বারান্দা ধরে ওর দ্রুত এগিয়ে যাওয়া চটির শব্দ শুনতে পেলো লিলিয়ান। শার্লের কাছে ওর ডিনার জ্যাকেটটা ওর মুক্তির স্বপ্ন, ওর আশা আর নৈশ শহরজীবনের সঙ্কেত, ওর সৌভাগ্যের চিহ্ন। ঠিক ওর সান্ধ্যপোশাক দুটোর মতো, যে-গুলো এখানে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে, ভাবলো লিলিয়ান, কিন্তু ওগুলো ও কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজী নয়। এমনভাবে সে দুটোকে ও আঁকড়ে রেখেছে,যেন তার ওপরেই ওর জীবন-মরণ নির্ভর করছে। যেন ওগুলোকে হারালেই ওর সমস্ত আশা নির্মূল হয়ে যাবে।···ফের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে পাহাড়গুলির আলোগুলোর দিকে তাকালো লিলিয়ান। কি অপরূপ সন্ধ্যা! অথচ আশাহীন এমন কতো অপরূপ সন্ধ্যাই তো ও দেখেছে!

পর্দাগুলো টেনে দিলো লিলিয়ান। সেই আতঙ্কটা আবার ফিরে আসছে।···ঘুমপাড়ানি বড়িগুলো লুকিয়ে রাখার জায়গাটার দিকে তাকালো একবার। মুহূর্তের জন্যে যেন ক্লেরফাইতের গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেলো বলে মনে হলো ওর।···ঘড়ির দিকে তাকালো লিলিয়ান।···ক্লেরফাইত ওকে দীর্ঘ রাত্রির আতঙ্ক থেকে বাঁচাতে পারে, কিন্তু ওকে তো টেলিফোন করা যাবে না! হলমান বলেছিলো, ওর সঙ্গে আজ কে যেন রয়েছে। কে? প্যারী, মিলান অথবা মন্তে কার্লো থেকে আসা কোন স্বাস্থ্যবতী নারী!··· চুলোয় যাক ক্লেরফাইত, আর কটা দিন পরেই তো ও চলে যাবে।···বড়ি-গুলো গিলে ফেললো লিলিয়ান। এখানকার নিষেধের নিয়ম আমার মেনে নেওয়া উচিত, ভাবলো ও। বরিসের কথামতো চলা উচিত। এভাবেই আমার জীবন কাটানো উচিত। বিরোধিতা করা বন্ধ করা উচিত। আমার হার মেনে নেওয়া উচিত, কিন্তু হার মানলে আমি যে হারিয়ে যাবো!

টেবিলের পাশে বসে চিঠি লেখার এক টুকরো কাগজ টেনে নিলো লিলিয়ান। 'প্রিয় আমার,' লিখলো ও, 'তোমাকে আমি চিনি না, তোমার মুখ আমার কাছে অস্পষ্ট ছায়া ছায়া। কবে থেকে তোমার আসার আশায়

পথ চেয়ে আছি, কিন্তু তুমি কোনদিনই আসোনি। তুমি কি বোঝো না, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে…'

লেখা থামিয়ে একটা বাক্স টেনে বের করলো লিলিয়ান। তাতে অনেকগুলো চিঠি, যেগুলো ও কোনদিন পাঠায়নি—কারণ পাঠাবার কোন ঠিকানা নেই। টেবিলে রাখা সাদা কাগজের টুকরোটার দিকে তাকালো ও। কেন কাঁদছি আমি? ভাবলো, কেঁদে তো কিছু পালটাবে না!

পাঁচ

কম্বলের নিচে সটান শুয়ে থাকা বুড়ো মানুষটাকে দেখলে মনেই হয় না ওটা কোন মানুষের শরীর। মুখখানা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে, চোখ-দুটো কোটরাগত কিন্তু তীক্ষ্ণ নীল দ্যুতিময়, শিরাগুলো কোঁচকানো পাতলা কাগজের মতো—চামড়ার নিচ থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। সঙ্কীর্ণ একখানা ঘরে সরু একটা বিছানায় শুয়ে রয়েছেন উনি। বিছানার পাশে রাত-টেবিলটার ওপরে একটা দাবার ছক।

মানুষটার নাম রিখতের। বয়স আশি বছর, আজ বিশ বছর ধরে উনি এ স্বাস্থ্যনিবাসের অধিবাসী। প্রথমে উনি দোতলায় দুখানা ঘর নিয়ে থাকতেন, তারপর তিন তলায় খুল বারান্দা শুদ্ধ একখানা ঘরে। এখন ওঁর অর্থ সম্পদ বলতে কিছু নেই, তাই এই সঙ্কীর্ণ ঘরখানা নিয়ে রয়েছেন। স্বাস্থ্যনিবাসের প্রদর্শনীতে উনি পুরস্কার বিশেষ। রোগীদের মন ভেঙে গেলে দলাই লামা তাদের সর্বদা রিখতেরের উদাহরণ দেখিয়ে থাকেন। প্রতিদানে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রিখতেরও কিছুতেই মারা যান না।

'এদিকটাতে ছাখো একবার!' বিছানার পাশে বসে থাকা লিলিয়ানকে দাবার ছকটা দেখালেন রিখতের। 'লোকটা যেন রাতের চৌকিদারের মতো খেলছে। ওর তো জানা উচিত, ও এভাবে রাজা এগোলে আমি পায়ের দলটা চালেই ওকে মাত করে দেবো! সত্যি, রেইনিয়ের আজকাল কি হয়েছে বলো দেখি? লোকটা চমৎকার দাবা খেলতো। আচ্ছা, যুদ্ধের

সময়ে তুমি কি এখানে ছিলে ?'

'না,' বললো লিলিয়ান।

'ও যুদ্ধের সময়ে এখানে এসেছিলো, বোধহয় উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে। ওঃ, কি স্বস্তিই না তখন পেয়েছিলাম ! তার আগে, বুঝলে দিদি, রেইনিয়ে আসার আগে পুরো একটা বছর আমাকে জুরিখের একটা দাবা-সংঘের সঙ্গে খেলতে হয়েছে।···এখানে তো খেলার মতো আর কেউই ছিলো না ! এতো বিতিকিচ্ছিরি লাগতো তখন, যে কি বলবো।'

দাবা রিখতেরের একমাত্র নেশা। যুদ্ধের সময় স্বাস্থ্যনিবাসের দাবাড়ুরা হয় এখান থেকে চলে গিয়েছিলো, নয়তো মারা গিয়েছিলো। নতুন কোন খেলোয়াড়ও তখন এখানে এসে আশ্রয় নেয়নি। যে দুজন জার্মান বন্ধুর সঙ্গে উনি ডাক যোগে খেলা চালাতেন, তারা রাশিয়ায় খুন হয়ে যায়। আর একজনকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয় স্তালিনগ্রাদে। ফলে কয়েক মাসের জন্যে বেচারী রিখতেরের খেলার সাথী বলতে কেউ রইলো না। জীবন সম্পর্কে ক্লান্ত হয়ে ওঁর তখন ওজন কমতে শুরু করলো। তাই এখানকার প্রধান চিকিৎসক জুরিখ দাবাসংঘের সভ্যদের সঙ্গে ওঁর খেলার বন্দোবস্ত করে দেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই রিখতেরের পক্ষে ততটা পোক্ত খেলোয়াড় ছিলো না। অন্যদের সঙ্গে খেলায় সময় লাগতো অনেক বেশি। প্রথম প্রথম রিখতের অধৈর্য হয়ে টেলিফোন যোগে চাল জানাতেন। কিন্তু সেটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে ওঠায় চাল দেওয়া নেওয়ার জন্যে বাধ্য হয়ে পোস্ট কার্ডের ওপরেই নির্ভর করতে হলো। ফলে উনি একদিন অন্তর একটি মাত্র চাল দিতে পারতেন। কিছুদিন এভাবে চলার পর তারাও এ খেলা বন্ধ করে দিলো। ফলে রিখতের বই দেখে দেখে আবার পুরনো খেলাগুলোই খেলতে বাধ্য হলেন।

তারপর রেইনিয়ে এলেন এখানে। রেইনিয়ের সঙ্গে একটা খেলা খেলতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন রিখতের—ভাবলেন অবশেষে তিনি একজন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর খোঁজ পেয়েছেন। কিন্তু রেইনিয়ে ছিলেন জার্মান বন্দী শিবির থেকে মুক্তি পাওয়া একজন ফরাসী। রিখতের একজন জার্মান, এ কথা শোনার পর তিনি রিখতেরের সঙ্গে খেলতে অস্বীকার করলেন।···

জাতিগত বিদ্বেষ স্বাস্থ্যনিবাসে এসেও বন্ধ হলো না। রিখতের শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন, রেইনিয়েও তাই। কিন্তু এভাবে থাকতে থাকতে দুজনেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন, অথচ কেউই হার মানবেন না। অবশেষে ভ্রাতৃপ্রেমে বিশ্বাসী জ্যামাইকার এক নিগ্রো ভদ্রলোক এ সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করলেন। তিনি নিজেও রোগে শয্যাশায়ী। টেলিফোনের মাধ্যমে দাবা খেলায় আহ্বান জানিয়ে তিনি রিখতের এবং রেইনিয়েকে একখানা করে চিঠি লিখলেন। বলাবাহুল্য দুজনেই এতে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। একমাত্র সমস্যা ছিলো, ভদ্রলোক নিজে দাবার 'দ'-ও জানতেন না। কিন্তু সে সমস্যাটাও তিনি সহজে সমাধান করে ফেললেন রেইনিয়ের সঙ্গে সাদা এবং রিখতেরের সঙ্গে কালোগুটি নিয়ে খেলে। সাদা গুটির চাল প্রথমে, তাই রেইনিয়ে নিজের বিছানার কাছে রাখা ছকে চাল দিয়ে টেলিফোনে চালটা নিগ্রো ভদ্রলোককে জানিয়ে দিলেন তিনি আবার সেটা জানিয়ে দিলেন রিখতেরকে। তারপর রিখতের তার চালের কথা টেলিফোনে ভদ্রলোককে জানালে তিনি সেটা জানিয়ে দিলেন রেইনিয়েকে। নিগ্রো ভদ্রলোকের নিজের কাছে কোন ছকও ছিলো না, কারণ আসলে তার মাধ্যমে রিখতের এবং রেইনিয়েই দুজন দুজনের বিরুদ্ধে খেলে যাচ্ছিলেন নিজেদের অজান্তে। কিন্তু দুজনের সঙ্গেই যদি সাদা বা কালো গুটি নিয়ে খেলতে হতো, তাহলে অবশ্য ভদ্রলোকের এ কৌশলটা খাটতো না।

যুদ্ধ শেষ হবার অল্প কিছুদিন পরেই নিগ্রো ভদ্রলোক মারা যান। ততদিনে রিখতের এবং রেইনিয়ে দুজনেই অর্থনৈতিক কারণে টেলিফোন ছাড়া ঘরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। রেইনিয়ে তখন চার তলায়, আর রিখতের দোতলায়। কুমির ততদিনে নিগ্রো ভদ্রলোকের ভূমিকায় নেমে পড়েছেন, নার্সরাই একজনকে আর একজনের চাল জানিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের তখনও ধারণা, তারা নিগ্রো ভদ্রলোকের সঙ্গেই খেলছেন। তাদের জানানো হয়েছিলো, নিগ্রো ভদ্রলোকের স্বরযন্ত্রের যক্ষ্মা এখন খুব বাড়াবাড়ি হয়ে ওঠায় উনি কথা বলতে পারছেন না। রেইনিয়ে বিছানা ছেড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত সব কিছুই ভালো ভাবে চলছিলো। কিন্তু বিছানা ছেড়ে প্রথমেই উনি নিগ্রো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আসার কথা ভাবলেন,

আর তাতেই গল্পটা ফাঁস হয়ে গেলো।

ইতিমধ্যে রেইনিয়ের ঘোর জাতীয়তাবাদী মনোভাব অনেকটা কমে এসেছিলো। তিনি যখন শুনলেন জার্মানিতে বিমান আক্রমণে রিখতেরের পরিবারের সকলে মারা গেছে, তখন তিনি শান্তি স্থাপন করে ফেললেন। এবং সেই থেকে প্রীতিপূর্ণ ভাবেই খেলা চলতে লাগলো। কিছুদিন পরে রেইনিয়ে যখন আবার শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন, তখন অন্যান্য অনেক রোগীই একজনের চাল অন্যজনকে জানিয়ে যেতো। লিলিয়ান ছিলো এদের মধ্যে একজন। কিন্তু তিন সপ্তাহ বাদে রেইনিয়ে মারা গেলেন। রিখতের তখন এতই অসুস্থ যে তারও বাঁচার কোন আশা ছিলো না। তাই কেউই আর তাকে রেইনিয়ের মৃত্যু সংবাদ জানাতে চায়নি। তাকে ধোঁকা দেবার জন্যে কুমিরই তখন প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। কুমির যদিও ইতিমধ্যে খেলাটা শিখে নিয়েছিলেন, কিন্তু রিখতেরের সঙ্গে খেলার মতো কোন যোগ্যতাই ওর ছিলো না। রিখতেরের ধারণা, তখনও তিনি রেইনিয়ের সঙ্গেই খেলছেন। ফলে বন্ধুর খেলার এমন ধারা অবনতি দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে উঠলেন।

'তুমি দাবা শিখতে চাও?' কুমিরের শেষ চালটা জানাতে আসা লিলিয়ানকে প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ। 'আমি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে খেলাটা শিখিয়ে দিতে পারি।'

মাথা নাড়লো লিলিয়ান। বৃদ্ধের নীল চোখদুটিতে ও আতঙ্কের ছায়া ফুটে উঠতে দেখলো। রেইনিয়ের খেলার এমন ধারা অবনতি তিনি খারাপ চিহ্ন হিসেবে ধরে নিয়েছেন, ভেবেছেন শীঘ্রই তিনি আবার সঙ্গীহীন হয়ে পড়বেন। তাই যে তাকে দেখতে আসছে, তাকেই এই এক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন।

'শিখতে বেশি সময় লাগে না। আমি তোমাকে সমস্ত ঘাৎ-ঘোৎ শিখিয়ে দেবো। জানো, আমি লাসকারের সঙ্গেও খেলেছিলাম।'

'আমার অত মাথা নেই। আর ধৈর্যও নেই।'

'মাথা সকলেরই আছে। আর তুমি যখন রাত্তির বেলা ঘুমোতে পারো

না, তখন ধৈর্যতো তোমার থাকতেই হবে।···এছাড়া আর কিইবা করার আছে? প্রার্থনা? ছাখো বাপু, আমি ভগবানে বিশ্বাস করি। কিন্তু ওশু-কথায় কোন কাজ হয় না। গোয়েন্দা গল্পে কাজ হয় বটে, কিন্তু সেও খুব কম সময়ের জন্যে।···আমি সব কিছু পরখ করে দেখেছি মা, শুধু ছটো জিনিসে যা একটু কাজ হয়। একটা হচ্ছে, কাউকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া, সে জন্যেই বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু কত বছর হয়ে গেলো স্ত্রী মারা গেছেন···'

'আর একটা?'

'দাবার সমস্যা সমাধান করা। মানুষের যত সন্দেহ, যত দুশ্চিন্তা দাবা তার সমস্ত কিছুর বাইরে। মনে শান্তি আনতে এর কোন জুড়ি নেই। অন্তত একটা রাত্তিরের জন্যে···আর আমরা তো তাই চাই—নয় কি? আমরা চাই পরের সকালটুকু পর্যন্ত টি'কে থাকতে—'

'হাঁ, সেটুকুই চাই আমরা।'

জানলা দিয়ে শুধু মেঘ আর তুষারময় অধিত্যকা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। এই শেষ বিকেলে হলুদ আর সোনা রঙ মেঘগুলো এখন অশান্ত হয়ে উঠেছে।···

'আমার কাছে তুমি শিখতে চাও না?' প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ। 'আমরা কিন্তু এখুনি শুরু করে দিতে পারি।'

বৃদ্ধের বিশীর্ণ মুখে তীক্ষ্ণ চোখ দুটি ঝিকমিক করে উঠছিলো।···দাবা খেলার জন্যে নয়, ওর যত আকাঙ্ক্ষা সব শুধুমাত্র একটি সঙ্গী পাবার জন্যে, ভাবলো লিলিয়ান। দরজাটা যখন আচমকা খুলে যাবে, উষ্ণ আর হিমেল হাওয়ায় গলা থেকে রক্তের স্রোত ছুটে গিয়ে ভরিয়ে তুলবে ফুসফুস ছটো, তখন শেষ নিশ্বাসটুকু নেওয়ার সময় পর্যন্ত কেউ একজন কাছে থাকবে—আকাঙ্ক্ষা শুধু এইটুকু।

'আপনি কদ্দিন হলো এখানে রয়েছেন?' জানতে চাইলো লিলিয়ান।

'বিশ বছর। বলতে গেলে পুরো একটা জীবন—কি বলো?'

'হাঁ, পুরো একটা জীবন।'

একটা জীবন, ভাবলো লিলিয়ান, প্রতিটি দিন ঠিক একই রকম···

দিনের পর দিন সেই একঘেয়ে একটানা অন্তহীন জীবনযাত্রা। প্রতিটি দিনের সাদৃশ্য এত বেশি যে বছর শেষে মনে হয় বুঝিবা একটা দিনই কেটেছে; তেমনি বছরগুলো জুড়ে মনে হয় বুঝি মোটে একটা বছর।

'আজই আমরা শুরু করবো নাকি?'

'না,' অন্যমনস্ক হয়ে যায় লিলিয়ান। 'শুরু করে কোন লাভ নেই। আমি আর বেশি দিন এখানে থাকছি না।'

'চলে যাচ্ছো?' রিখতেরের গলা ভেঙে আসে।

'হ্যাঁ, আর মাত্র কটা দিন পরেই।'

কি বলছি আমি? গভীর বিস্ময়ে ভাবলো লিলিয়ান। এত সত্যি নয়! অথচ কথাগুলো তবু কানে লেগে থাকে, যেন আর কোনদিনও তারা ফিরে আসবে না। বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়ায় ও।

'তুমি ভালো হয়ে গ্যাছো?' বৃদ্ধের ফ্যাঁসফেসে কণ্ঠস্বর কেমন বিক্ষুব্ধ শোনালো, যেন লিলিয়ান কোন বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করে ফেলেছে।

'চিরদিনের মতো যাচ্ছি না,' দ্রুত উত্তর দিলো লিলিয়ান। 'সামান্য কটা দিনের জন্যে—আবার ফিরে আসবো!'

'সবাই আবার ফিরে আসে,' রিখতের যেন আশ্বস্ত হলেন, 'সবাই।'

'রেইনিয়ের কাছে আপনার চাল নিয়ে যাবো?'

'কোন লাভ নেই,' দাবার গুটিগুলো ছকের ওপরে উলটে দিলেন রিখতের। 'বলতে গেলে ও মাত হয়ে গেছে। ওকে বরং আবার একটা নতুন খেলা শুরু করতে বোলো।'

'আচ্ছা।'

অস্থিরতা লিলিয়ানের সঙ্গ ছাড়ছিলো না। বিকেল বেলা ও একটি অল্পবয়সী নার্সকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ওর রঞ্জনরশ্মি দিয়ে তোলা ছবি দেখাতে রাজী করিয়ে ফেললো। নার্সটি ভেবেছিলো লিলিয়ান ছবি দেখে কিছুই বুঝতে পারবে না, তাই নিয়ে এসেছিলো ওর কাছে।

'এগুলো আমি কয়েক মিনিটের জন্যে একটু রাখতে পারি?' ছবি পেয়ে প্রশ্ন করলো লিলিয়ান।

'সেটা নিয়ম নয়,' নার্স দ্বিধান্বিতা হয়ে বললো। 'আসলে এগুলো আপনাকে দেখানোরই কথা নয়।'

'কিন্তু ডাক্তারবাবু নিজেই তো আমাকে এগুলো দেখান, সব কিছু বুঝিয়ে বলেন। এবারে ওঁর মনে ছিলো না—তাই'···আলমারি থেকে একটা হলদে রঙের পোশাক বের করলো লিলিয়ান, 'গত সপ্তাহে আমি এই পোশাকটাই আপনাকে দেবো বলেছিলাম। এটা আপনি নিয়ে যেতে পারেন।'

'পোশাক?' লাল হয়ে উঠলো মেয়েটি, 'সত্যি বলছেন?'

'কেন বলবো না? আমি এটা আর পরি না। বড্ড রোগা হয়ে গেছি—গায়ে বড় হয়।'

'রেখে দিতে তো পারেন···'

'না, না,' মাথা নাড়লো লিলিয়ান। 'আপনি নিন।'

সাবধানে পোশাকটা তুলে নিলো নার্সটি, যেন ওটা কাচ দিয়ে তৈরী। নিজের কাছে তুলে দেখলো একবার। আয়নার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললো, 'মনে হচ্ছে ঠিক আমার মাপ মতো হবে।' তারপর চেয়ারের ওপরে রেখে বললো, 'আমি কয়েক মিনিটের জন্যে একটু ঘুরে আসি? আমাকে একটু ছাব্বিশ নম্বরে যেতে হবে। ও চলে গেছে।'

'চলে গেছে?'

'হ্যাঁ, এক ঘণ্টা আগে।'

'ছাব্বিশ নম্বর কে?'

'বগোটা থেকে আসা দক্ষিণ আমেরিকার সেই ছোট্ট মেয়েটা।'

মতো চেয়ারে ছড়িয়ে থাকা পোশাকটির দিকে নিবিড় দৃষ্টিতে তাকায় নার্সটি।

'আপনি যান,' ওর দৃষ্টি লক্ষ্য করে আরও শান্ত গলায় বললো লিলি-য়ান। 'ফিরে এসেই ছবিগুলো নিয়ে যাবেন।'

'বেশ।'

দ্রুত হাতে লেফাফা থেকে কালো মসৃণ ছবিগুলো বের করে জানলার দিকে এগিয়ে যায় লিলিয়ান। আসলে এ ছবি দেখে ও কিছুই বোঝে না। আগে মাঝে মধ্যে দলাই লামা কিছু কিছু অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে তিনিও তা করছেন না।...

মসৃণ ধূসর আর কালো কালো দাগগুলোর দিকে তাকায় লিলিয়ান। ওগুলো হয় ওর বিক্রী হয়ে যাওয়া জীবন, নয়তো মৃত্যুর চিহ্ন। ওই তো ওর কাঁধের হাড়, ওর মেরুদণ্ড আর বুকের পাঁজর...তার মাঝে ছায়া ছায়া কিছু অপ্রাকৃত বস্তু, যা সুস্বাস্থ্য অথবা অসুস্থতা বোঝায়।...আগেকার ছবিগুলো মনে করার চেষ্টা করে লিলিয়ান, খুঁজে পাবার চেষ্টা করে সেই ছায়াময় ধূসর চিহ্নগুলোকে। চিহ্নগুলো খুঁজে পেয়েছে বলে মনে হলো ওর, মনে হলো যেন বেড়ে উঠেছে ওগুলো। জানলার কাছ থেকে সরে গিয়ে আলোর কাছাকাছি নিয়ে যায় ছবিগুলোকে। বেশি করে আলো পাবার বাসনায় সরিয়ে দেয় আলোর আবরণী। হঠাৎ মনে হয়, ও যেন মৃত্যুর পরে নিজেকে দেখছে...অনেক বছর কবরে শুয়ে থাকার পর।...শরীরের মেদ-মাংস পচে গলে মিশে গেছে মাটির সঙ্গে, অবশিষ্ট শুধু হাড়গুলো।...ছবিগুলো টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখলো লিলিয়ান। আবার বোকামো করছি আমি, ভাবলো ও, কিন্তু তবুও আয়নার সামনে এগিয়ে গিয়ে তাকালো নিজের দিকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো মুখখানা—যে মুখ একদিন ওর ছিলো, আজ আর ওর নয়। অপরিচিত, তবু ওরই। জানি না আমার মুখটা সত্যি সত্যি দেখতে কেমন, ভাবলো ও। [illegible] আমি জানি না। [illegible] ছবিটা, যে [illegible]

'সেটা নিয়ম নয়,' নার্স দ্বিধান্বিত হয়ে বললো। 'আসলে এগুলো আপনাকে দেখানোরই কথা নয়।'

'কিন্তু ডাক্তারবাবু নিজেই তো আমাকে এগুলো দেখান, সব কিছু বুঝিয়ে বলেন। এবারে ওঁর মনে ছিলো না—তাই'···আলমারি থেকে একটা হলদে রঙের পোশাক বের করলো লিলিয়ান, 'গত সপ্তাহে আমি এই পোশাকটাই আপনাকে দেবো বলেছিলাম। এটা আপনি নিয়ে যেতে পারেন।'

'পোশাক?' লাল হয়ে উঠলো মেয়েটি, 'সত্যি বলছেন?'

'কেন বলবো না? আমি এটা আর পরি না। বড্ড রোগা হয়ে গেছি—গায়ে বড় হয়।'

'রেখে দিতে তো পারেন···'

'না, না,' মাথা নাড়লো লিলিয়ান; 'আপনি নিন।'

সাবধানে পোশাকটা তুলে নিলো নার্সটি, যেন ওটা কাচ দিয়ে তৈরী। নিজের কাছে তুলে দেখলো একবার। আয়নার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললো, 'মনে হচ্ছে ঠিক আমার মাপ মতো হবে।' তারপর চেয়ারের ওপরে রেখে বললো, 'আমি কয়েক মিনিটের জন্য একটু ঘুরে আসি? আমাকে একটু ছাব্বিশ নম্বরে যেতে হবে। ও চলে গেছে।'

'চলে গেছে?'

'হ্যাঁ, এক ঘণ্টা আগে।'

'ছাব্বিশ নম্বর কে?'

'বগোটা থেকে আসা দক্ষিণ আমেরিকার সেই ছোট্ট মেয়েটা।'

'যার তিনজন আত্মীয় ওকে দেখতে এসেছেন? মানে মানুয়েলা?'

'হ্যাঁ। ঘটনাটা খুব তাড়াতাড়ি ঘটে গেলো··· তবে এমনি হবে বলেই তো আশঙ্কা করা হয়েছিলো।'

'কেন এত ঘুরিয়ে কথা বলছি আমরা?' স্বাস্থ্যনিবাসের নরম করে কথা বলার ভঙ্গিমায় বিরক্ত হলো লিলিয়ান, 'ও চলে যায়নি! মারা গেছে ···বলুন, ও শেষ হয়ে গেছে!'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই,' সমুদ্রজাহাজে ওড়ানো হলদে রঙের পতাকার

মতো চেয়ারে ছড়িয়ে থাকা পোশাকটির দিকে নিবিড় দৃষ্টিতে তাকায় নার্সটি।

'আপনি যান,' ওর দৃষ্টি লক্ষ্য করে আরও শান্ত গলায় বললো লিলিয়ান। 'ফিরে এসেই ছবিগুলো নিয়ে যাবেন।'

'বেশ।'

দ্রুত হাতে লেফাফা থেকে কালো মসৃণ ছবিগুলো বের করে জানলার দিকে এগিয়ে যায় লিলিয়ান। আসলে এ ছবি দেখে ও কিছুই বোঝে না। আগে মাঝে মধ্যে দলাই লামা কিছু কিছু অর্থ বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে তিনিও তা করছেন না।···

মসৃণ ধূসর আর কালো কালো দাগগুলোর দিকে তাকায় লিলিয়ান। ওগুলো হয় ওর ডিক্রী হয়ে যাওয়া জীবন, নয়তো মৃত্যুর চিহ্ন। ওই তো ওর কাঁধের হাড়, ওর মেরুদণ্ড আর বুকের পাঁজর···তার মাঝে ছায়া ছায়া কিছু অপ্রাকৃত বস্তু, যা সুস্বাস্থ্য অথবা অসুস্থতা বোঝায়।···আগেকার ছবিগুলো মনে করার চেষ্টা করে লিলিয়ান, খুঁজে পাবার চেষ্টা করে সেই ছায়াময় ধূসর চিহ্নগুলোকে। চিহ্নগুলো খুঁজে পেয়েছে বলে মনে হলো ওর, মনে হলো যেন বেড়ে উঠেছে ওগুলো। জানলার কাছ থেকে সরে গিয়ে আলোর কাছাকাছি নিয়ে যায় ছবিগুলোকে। বেশি করে আলো পাবার বাসনায় সরিয়ে দেয় আলোর আবরণী। হঠাৎ মনে হয়, ও যেন মৃত্যুর পরে নিজেকে দেখছে···অনেক বছর কবরে শুয়ে থাকার পর।···শরীরের মেদ-মাংস পচে গলে মিশে গেছে মাটির সঙ্গে, অবশিষ্ট শুধু হাড়গুলো।···ছবিগুলো টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখলো লিলিয়ান। আবার বোকামো করছি আমি, ভাবলো ও, কিন্তু তবুও আয়নার সামনে এগিয়ে গিয়ে তাকালো নিজের দিকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো মুখখানা—যে মুখ একদিন ওর ছিলো, আজ আর ওর নয়। অপরিচিত, তবু ওরই। জানি না আমার মুখটা সত্যি সত্যি দেখতে কেমন, ভাবলো ও। অন্য লোকে কেমন ছাখে, আমি জানি না। আমি শুধু জানি আয়নায় ভেসে ওঠা ওই অলীক বিপরীত ছবিটা, যে ছবির ডানদিক অন্যেরা বাঁ দিক বলে ছাখে। আমি জানি

করে শীতের দিনে।'

'আর বসন্ত আর গ্রীষ্মের দিনে।'

'আপনার কিন্তু দারুণ রসবোধ,' নার্সটি হাসলো। 'শুধু সব জিনিস আরও একটু সহজভাবে নিন। আর সেই সঙ্গে ডাক্তারবাবুর কথামতো চলুন। আর যাই হোক, এ সমস্ত ব্যাপারে উনিই সব চাইতে ভালো বোঝেন।'

'এখন থেকে তাই চলবো।···হ্যাঁ, আপনার পোশাকটা যেন নিতে ভুলবেন না।'

নার্সটির চলে যাওয়ার জন্যে আর যেন অপেক্ষা করতে পারছিলো না লিলিয়ান। মনে হচ্ছিলো, শুভ্র পোশাকের ভাঁজে করে ও যেন মাহুয়েলার ঘর থেকে এ ঘরে মৃত্যুর বাতাস বয়ে এনেছে। কেন যাচ্ছে না ও?

'শীগ্রিই আপনার কয়েক পাউণ্ড ওজন বেড়ে যাবে,' নার্সটি বললো। 'আসল কথা হচ্ছে, খাবারের তালিকায় ভালো জিনিস বলতে যা থাকবে, সব খাবেন। এই ধরুন না কেন, আজ রাত্তিরে মিষ্টি খাবার রয়েছে ভ্যানিলা সসের সঙ্গে চমৎকার আইসক্রিম পুডিং।'

আমিই জোর করেছিলাম, ভাবছিলো লিলিয়ান। জোর করেছিলাম আমি সাহসী বলে নয়, ভয় পেয়েছিলাম বলে। আমি মিথ্যে বলেছিলাম। আসলে আমি উলটো কথাটা শুনতে চেয়েছিলাম—সব কিছু সত্ত্বেও আমি সর্বদা উলটো কথাটাই শুনতে চাই।

দরজায় টোকা দিয়ে হলমান ভেতরে এসে ঢুকলো, 'ক্লেরফাইত কাল চলে যাচ্ছে। আজ পূর্ণিমা, স্কি লজে পার্টি আছে। আমরা দুজনে মিলে এখান থেকে পালিয়ে ক্লেরফাইতের সঙ্গে গাড়িতে চেপে সেখানে গেলে কেমন হয়?'

'আপনি আবার পালাচ্ছেন?'

'এই শেষ বার। তাছাড়া এটা আলাদা ব্যাপার।'

'মাহুয়েলা মারা গেছে।'

'আমিও সেরকম শুনেছি। এটা সবার পক্ষেই ভালো হলো—ওই

আত্মীয় তিনজনের পক্ষেও, আর হয়তো মানুয়েলার পক্ষেও।'

'আপনি ক্লেরফাইতের মতো কথা বলেন,' রেগে উঠলো লিলিয়ান।

'আমার ধারণা, আর কিছুদিনের মধ্যে আমাদের সকলকেই ক্লেরফাইতের মতো কথা বলতে হবে।' হলমান শান্তগলায় বললো, 'ওর ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের আশা বড় কম, তাই ও যা বলে সব কিছুই কর্কশ শোনায়। এক দৌড়বাজী থেকে অন্য বাজী পর্যন্ত বেঁচে থাকাই ওর জীবন, প্রতি বছরই ওর ঝুঁকি আরও বেশি হয়ে উঠছে।...যাক সে কথা, আজ রাতে আমরা কি ওর সঙ্গে বেরুবো?'

'জানি না।'

'এখানে এটাই ওর শেষ সন্ধ্যা। তাছাড়া আমরা যা-ই করি না কেন, মানুয়েলা তো আর তাতে ফিরবে না।'

'আপনি আবার ওঁর মতো করে কথা বলছেন।'

'বলবো না-ই বা কেন?'

'কখন যাচ্ছেন উনি?'

'কাল বিকেলে। তুষারপাত শুরু হবার আগেই ও পাহাড় থেকে নেমে যেতে চায়। আবহাওয়ার পূর্বাভাষে বলেছে, কাল রাত্তির নাগাদ একটা বড় আকারের তুষার ঝড় উঠবে।'

'উনি কি একাই যাচ্ছেন?' খানিকটা চেষ্টা করে প্রশ্ন করলো লিলিয়ান।

'হ্যাঁ। তুমি তাহলে আজ রাতে আসছো?'

লিলিয়ান কোন উত্তর দিলো না। একযোগে অনেকগুলো জিনিস ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সব কিছুর চিন্তাই এখন ওকে সেরে নিতে হবে। কিন্তু চিন্তা করবার এত আছেই বা কি? মাসের পর মাস চিন্তা করা ছাড়া আর কি করেছে ও? এখন শুধু সিদ্ধান্ত নেওয়াই যা বাকি।

'আপনি যা বলেছেন, এখন থেকে আরও সাবধান হয়ে চলবেন?'

'আজ রাতে নয়।...দলোরেস, মারিয়া আর শার্লও আসছে। দরজায় জোসেফ রয়েছে। আমরা যদি দশটার সময় এখান থেকে কেটে পড়ি, তো সময়মতো ভারগাড়িটা ঠিক পেয়ে যাবো। ওটা আজ রাত একটা অব্দি

চলছে।…আমি তোমাকে নিতে আসবো।' হলমান হাসলো, 'তারপর কাল থেকে স্যানাটোরিয়ামের সব চাইতে ভালো মানুষ আর সাবধানী রোগীটি হয়ে থাকবো। কিন্তু আজ রাতে স্রেফ স্ফূর্তি আর মজা।'

'কিসের জন্যে ?'

'যে কোন কিছুর জন্যে। কারণ আজ পূর্ণিমা, কারণ জুসেপ্পি এসেছে, কারণ আমরা বেঁচে রয়েছি অথবা শুভ বিদায়ের উৎসব উপভোগ করছি, তাই।'

'অথবা আগামী কাল থেকে আমরা আদর্শ রোগী হচ্ছি—তাই ?'

'হ্যাঁ, সে জন্যেও। আমি তোমাকে নিতে আসবো। এটা কিন্তু বিশেষ পোশাক পরে যাবার পার্টি, সে কথা ভোলোনি তো ?'

'না।'

ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা টেনে দিলো হলমান।…কাল, ভাবলো লিলিয়ান, আগামী কালের দিনটা অতীতের সমস্ত আগামী কালের চাইতে আলাদা। আগামী কাল সন্ধ্যার মধ্যে ক্লেরফাইত চলে যাবে এখান থেকে, আর স্বাস্থ্যানিবাসের দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তিকর একঘেয়েমি আবার ছড়িয়ে পড়বে এখানকার সব কিছুর ওপরে—ছড়িয়ে পড়বে বিষণ্ণ বাতাসে ভেসে আসা সিক্ত তুষারের মতো…নরম, কোমল তুষার—যা সব কিছুকে ঢেকে দেয়, ধীরে ধীরে লুকিয়ে ফেলে সব কিছুকে। কিন্তু আমাকে নয়, ভাবলো লিলিয়ান, আমাকে নয় !

· ·

গাঁয়ের অনেক ওপরে স্কি লজ। শীতের দিনে মাসে একবার টর্চের আলোয় স্কি করার জন্যে পূর্ণিমা রাতে লজ খোলা থাকে।…পালাস ওতেল পার্টির জন্যে লজে একটা ছোটোখাটো জিপসী ব্যাণ্ড দল পাঠিয়ে দিয়েছে। দলে রয়েছে দুজন বেহালা আর একজন বীণবাদক। বীণটা তারা সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছে, কিন্তু লজে কোন পিয়ানো নেই।

অভ্যাগতরা এসেছেন স্কিয়ের পোশাকে অথবা অন্য কোন বিশেষ বেশভূষায়। শার্ল নে আর হলমান পরিচয় গোপন রাখার জন্যে আঠা লাগানো গোঁফ পরে এসেছে। শার্ল নে'র পরনে তার সান্ধ্য পোশাক, যেটা

সে সাধারণতঃ পরার কোন সুযোগই পায় না। দলোরেস পামার পরেছে স্প্যানীশ লেসের পোশাক আর সেই সঙ্গে ওড়না—তাতে সেলাই করা রূপোলি চুমকি। লিলিয়ান দানকার্কের পরনে হালকা নীল রঙের স্ল্যাকস, গায়ে ফারের খাটো জ্যাকেট।

সমস্ত লজ লোকে লোকারণ্য, তবু ক্লেরফাইত কোনক্রমে জানলার কাছে একটা টেবিল সংরক্ষণ করে রাখতে পেরেছিলো। লিলিয়ান ভারি উত্তেজিত। নাটকীয়তায় ভরা এই রাতটার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলো ও। পাহাড়ের ওপরে কোথায় যেন দামাল ঝড় গর্জন তুলছিলো, কিন্তু নিচে তার কোন চিহ্নমাত্র নেই। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চাঁদটা মেঘের বুকেই ডুব দিচ্ছিলো বারবার। মেঘের ছায়ায় প্রাণের স্পর্শ পাচ্ছিলো তুষারময় শুভ্র অঞ্চলটুকু, মনে হচ্ছিলো যেন বিশাল ডানা ছড়িয়ে আকাশ-পথে রাক্ষুসে ফ্লেমিংগো পাখির দল ভূতুড়ে শরীর নিয়ে উড়ে চলেছে দূরান্তের পথে।

তাপচুল্লিতে বড়োসড়ো একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলছিলো। পানের বন্দোবস্তও রয়েছে। 'আপনি কি কিছু পান করবেন?' জিজ্ঞেস করলো ক্লেরফাইত। 'এখানে যা দেওয়া হচ্ছে তা সবই গরম পানীয়—পান্‌শ্‌ আর নয়তো মুলেদ ওয়াইন। তবে পরিচারক আমাদের জন্যে কিছু ভদকা আর কোঁইয়াক এনে রেখেছে, চাইলেই দেবে। আজ বিকেলে ওকে জুসেপ্পিতে চাপিয়ে গাঁয়ের মধ্যে এক চক্কর ঘুরিয়ে এনেছি কিনা!' লিলিয়ানের দিকে তাকালো ক্লেরফাইত, 'কোঁইয়াক নেবেন? অবশ্য এটা কিন্তু মুলেদ ওয়াইন নেবার মতোই রাত।'

'বেশ তো, তবে তাই নেবো।'

পরিচারক পানপাত্র নিয়ে এলো। 'কাল আপনি কখন যাচ্ছেন?' প্রশ্ন করলো লিলিয়ান।

'অন্ধকার হবার আগে।'

'কোথায়?'

'প্যারীতে। আপনি কি সঙ্গে আসছেন?'

'হ্যাঁ।'

ক্রেবকাইত হাসলো। কথাটা ওর বিশ্বাস হয়নি : 'বেশ, তবে বেশি মালপত্তর না নিলেই ভালো হয়। জুসেপ্পিতে বেশি মাল নেবার মতো জায়গা নেই কি না!'

'আমার শুধু একটা স্যুটকেস নেওয়ার দরকার। বাকিগুলো পরে ওরা পাঠিয়ে দিলেই চলবে। পথে প্রথমে আমরা কোথায় থামবো?'

'বরফে আপনার বড্ড বিতৃষ্ণা, তাই আগে বরফের দেশ পেরিয়ে যাবো। বেশি দূরে যেতে হবে না। পাহাড় পেরিয়ে তিচিনো নদী ধরে মাগিয়োর হ্রদ অব্দি গেলেই চলবে। ওখানে এখনি বসন্ত শুরু হয়ে গেছে।'

'তারপর?'

'তারপর থামবো জেনেভায়।'

'সেখান থেকে?'

'সেখান থেকে পারী।'

'সোজা পারীতে গেলে হয় না?'

'তাহলে আজ রাত্তিরেই রওনা দিতে হয়। এক দিনের পক্ষে দূরত্বটা খুব বেশি।'

'মাগিয়োর হ্রদ থেকে একদিনে যেতে পারবেন?'

গভীর দৃষ্টিতে লিলিয়ানের দিকে তাকালো ক্রেবকাইত। এতক্ষণ ব্যাপারটাকে সে খেলা বলেই ধরে নিয়েছিলো। কিন্তু প্রশ্নগুলো শুনে এখন আর তা মনে হচ্ছে না। বললো, 'পুরো একটা দিন গাড়ি চালালে পৌঁছোনো যায়। কিন্তু কেন? জেনেভার চারদিকে ফুটন্ত নার্সিসাসে ভরা মাঠ-প্রান্তর দেখতে ইচ্ছে হয় না আপনার? সবাই তো তা দেখতে চায়।'

'গাড়িতে যেতে যেতেই তা দেখা যাবে।'

বাইরের চত্বরে আতস বাজি ফোটানো হচ্ছিলো। ঘুরন্ত চড়কি থেকে ছড়িয়ে পড়ছিলো অজস্র আলোর কণা। হাউইগুলো দূরের আকাশে যাত্রাপথ শেষ করে আচমকা নীল সবুজ আর সোনালি আলোর বৃষ্টি হয়ে নক্ষত্র চূর্ণের মতো আবার ফিরে আসছিলো পৃথিবীর বুকে।...

'হে ভগবান!' হলমান ফিসফিসিয়ে বললো, 'দলাই লামা!'

'কোথায় ?'

'দরজার কাছে। এইমাত্র ভেতরে এসে ঢুকলেন।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ফ্যাকাশে মুখের টেকো মাথা ডাক্তার সাহেব সত্যি সত্যি ঘরের জন-সমাবেশ লক্ষ্য করছিলেন। পরনে ধূসর রঙের স্যুট। কে যেন ওর মাথায় একটা কাগুজে টুপি পরিয়ে দিয়েছিলো। উনি সেটা ফেলে দিয়ে দরজার প্রায় কাছাকাছিই একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'এমন হবে, তা কে ভাবতে পেরেছিলো!' হলমান বললো, 'এখন কি করবো আমরা ?'

'কিচ্ছু না,' লিলিয়ান বললো।

'ভিড়ের সঙ্গে মিশে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে হয় না ?'

'না।'

'আপনার মুখে তো গোঁফ আঁটা রয়েছে,' দলোরেস বললো, 'উনি আপনাকে চিনতে পারবেন না।'

'কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনে ফেলবেন—আর লিলিয়ানকে তো বটেই।'

'আমাদের মুখগুলো উনি দেখতে না পান, এমন ভাবে বসলে হয় কিন্তু,' শার্লে উঠে দাঁড়িয়ে বললো। দলোরেস ওর সঙ্গে জায়গা পালটা-পালটি করে নিলো আর মারিয়া সাভিনি নিলো হলমানের কুর্সিটা। মজা পেয়ে মুচকি হাসলো ক্লেরফাইত। তারপর লিলিয়ানের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইলো, ওরও তার সঙ্গে জায়গা পালটাবার ইচ্ছে আছে কি না। লিলিয়ান মাথা নেড়ে অনিচ্ছা জানালো।

'তুমিও জায়গা পালটে নাও লিলিয়ান,' শার্লে বললো। 'নয়তো উনি তোমাকে দেখে ফেলবেন। আর তাহলে কালকে ভোগান্তির অন্ত থাকবে না।'

দলাই লামার পাংশুল মুখ আর বিবর্ণ চোখের দিকে দৃষ্টি ফেরালো লিলিয়ান। চাঁদের মতো টেবিলের ওপরে ভেসে রয়েছে মুখখানা। লোকের ভিড়ে মাঝে মাঝে আড়াল হয়ে যাচ্ছে, আবার স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে—ঠিক যেমন করে সত্যিকারের চাঁদ মেঘের আড়াল থেকে ফুটে ওঠে।

'না,' লিলিয়ান বললো, 'আমি এখানেই বসে থাকবো।'

স্কি খেলোয়াড়রা যাত্রা শুরু করার জন্যে ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে নিয়েছিলো। ক্লেরফাইতের পরনেও স্কিয়ের পোশাক। 'আপনি ওদের সঙ্গে যাচ্ছেন না?' ওকে প্রশ্ন করলো দলোরেস।

'যাবার স্বপ্নও দেখি না,' উত্তর দিলো ক্লেরফাইত। 'আমার পক্ষে ওটা যথেষ্ট বিপজ্জনক ব্যাপার।'

দলোরেস হাসলো। হলমান বললো, 'ও কিন্তু সত্যি কথাই বলেছে। যে কাজ ঠিকমতো করতে জানেন না, সেটা করতে যাওয়াই বিপজ্জনক ব্যাপার।'

'আর যেটা ঠিকমতো করতে জানেন?' জিজ্ঞেস করলো লিলিয়ান।

'সেটা করা আরও বেশি বিপজ্জনক,' ক্লেরফাইত জবাব দিলো। 'কারণ সে ক্ষেত্রে আপনি অসাবধানী হয়ে উঠবেন।'

স্কি খেলোয়াড়দের ঢালের দিকে নেমে যাওয়া দেখার জন্যে অনেকেই বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিলো। সেই বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে হলমান, শার্ল নে, মারিয়া আর দলোরেস ভিড়ে গা ভাসিয়ে বাইরে চলে গেলো। লিলিয়ান কিন্তু ক্লেরফাইতের পাশাপাশি ধীরে-সুস্থেই ডাক্তার সাহেবের বিবর্ণ চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলো।...বরফের শক্ত ধাপ পেরিয়ে যাত্রা শুরু করার নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌঁছোলো ওরা। মশালের ধূমায়িত আলো জমায়েত হওয়া মানুষগুলোর মুখ আর বরফের প্রান্তরে প্রকম্পিত ছায়া ফেলেছে। স্কি খেলোয়াড়দের প্রথম দলটা এক হাতে মশাল নিয়ে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ঢালের দিকে বিদ্যুৎগতিতে নেমে গেলো। দেখতে দেখতে কতকগুলো আলোকিত বিন্দু হয়ে পরবর্তী ঢালের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেলো ওরা। লিলিয়ানের মনে হলো, আসলে ওরা যেন পরিপূর্ণ জীবনের গভীরে ঝাঁপ দিলো—যেমন করে উচ্চতম শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে হাউইগুলো আবার তারার বৃষ্টির মতো ঝাঁপ দিয়ে নেমে আসে পৃথিবীর বুকে।

'কাল আমরা কখন রওনা হচ্ছি?' জিজ্ঞেস করলো ও।

ওর দিকে তাকিয়েই ওর মনের কথা বুঝে ফেললো ক্লেরফাইত। 'যখন আপনার খুশি,' বললো সে। 'যে কোন সময়ে। অন্ধকার হবার পরে হলেও

আপত্তি নেই, অথবা তার আগে। আর এর মধ্যে যদি আপনি তৈরী হয়ে নিতে না পারেন, তো পরেই একদিন যাওয়া যাবে।'

'দেরি করার কোন দরকার নেই। আমি তাড়াতাড়ি গোছগাছ করে নিতে পারবো।...আপনি কখন যেতে চাইছেন?'

'চারটে নাগাদ।'

'আমি তার মধ্যেই তৈরী হয়ে নেবো।'

'বেশ। আমি তাহলে আপনাকে নিতে আসবো।'

ফের চোখ নামিয়ে স্কি খেলোয়াড়দের যাত্রাপথের দিকে তাকালো ক্লেরফাইত।

'আমার জন্যে আপনাকে কোন চিন্তা করতে হবে না,' লিলিয়ান বললো। 'আমাকে শুধু পারীতে নামিয়ে দেবেন। তারপর আমি...'

'পথ চলতি গাড়ির সাহায্য নেবেন?' ওর মুখে কথা যুগিয়ে দেয় ক্লেরফাইত।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'বেশ।'

লিলিয়ান অনুভব করলো, ও কাঁপছে। ক্লেরফাইতের আচরণ ও ভালো ভাবেই লক্ষ্য করেছে। ওকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেনি ক্লেরফাইত। ওকে আমার কোন কিছুই বিশদ ভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে না, ভাবলো লিলিয়ান। বিনা প্রশ্নে ও আমার সব কথাই মেনে নেয়। যে সিদ্ধান্ত আমার কাছে আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত, ওর কাছে তা অন্য মানুষের আর পাঁচটা সিদ্ধান্তের মতোই সাধারণ। আমি যে বিশেষ ভাবে অসুস্থ, সে কথাও ও হয়তো চিন্তা করে ছাখে না। কেউ যে সত্যি সত্যি অক্ষম, সে কথা ওকে বিশ্বাস করাতে হলে হয়তো কোন মোটর দুর্ঘটনার সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হবে। লিলিয়ান নিজেই অবাক হয়ে ভাবলো, ওর বছরের পর বছর বয়ে নিয়ে বেড়ানো একটা বোঝা যেন কাঁধ থেকে খসে পড়ছে। ক্লেরফাইতই প্রথম মানুষ, যে ওর অসুস্থতা নিয়ে এতটুকুও চিন্তিত নয়। এবং এই কারণেই এক বিচিত্র সুখ অনুভব করছে লিলিয়ান। মনে হচ্ছে, ও যেন এতদিনকার দুর্গম এক সীমান্তপথ এতদিনে অতিক্রম করে

এসেছে। ওর অসুস্থতা, যা ছায়াময় জানলার মতো এতদিন ওকে বাইরের পৃথিবী থেকে আলাদা করে রেখেছিলো, এখন অন্তত এই মুহূর্তের জন্যে তার আর কোন অস্তিত্ব নেই। তার বদলে ওর সামনে এখন সুবিস্তৃত, স্বচ্ছ, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত এক আশ্চর্য জীবন—যে জীবনে আছে মেঘ, আছে উপত্যকা, আর আছে অজস্র রকমারি ঘটনার আশ্বাস। অন্য সকলের সঙ্গে, স্বাস্থ্যবান মানুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ও এখন দাঁড়িয়ে আছে একই সারিতে। ওর হাতে জ্বলন্ত মশাল, যাত্রা শুরুর নির্দিষ্ট বিন্দুতে দাঁড়িয়ে ও প্রস্তুত হয়ে আছে নিচের ঢালের দিকে, পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে ঝাঁপ দেবার জন্যে।...সেদিন কি বলেছিলো ক্লেরফাইত? বলেছিলো জীবনের সব চাইতে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হচ্ছে, নিজের মৃত্যুকে বেছে নেবার সক্ষমতা। কারণ তাহলে মৃত্যু তোমাকে ইঁদুরের মতো শেষ করে ফেলতে পারবে না, নিভিয়ে দিতে পারবে না, কিংবা যখন তুমি প্রস্তুত নও তখন তোমার নিশ্বাসের বাতাসটুকুও কেড়ে নিতে পারবে না।...লিলিয়ান এখন প্রস্তুত।...প্রদীপ শিখার মতো ও কেঁপে কেঁপে উঠছে—কিন্তু তবুও প্রস্তুত।

ছয়

পরদিন সকালে এসে ভলকভ দেখলো, লিলিয়ান স্যুটকেস গুছোতে ব্যস্ত।

'কি ব্যাপার, এই সাত সকালেই গোছগাছ করছো নাকি?'

'হ্যাঁ বরিস, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছি।'

'কেনই বা গুছোচ্ছো? দুদিন বাদে সবই তো আবার খুলতে হবে।'

অনেকবারই ওকে এভাবে গোছগাছ করতে দেখেছে ভলকভ। বসন্ত দিনের উদ্দেশে ডানা মেলে উড়ে যাওয়া যাযাবরী পাখির মতো এ প্রবণতাটা প্রতি বছরই ওকে পেয়ে বসে। তারপর কয়েকদিন, কখনও বা কয়েক সপ্তাহ ধরে স্যুটকেসগুলো ছড়িয়ে থাকে চতুর্দিকে—ছড়িয়ে থাকে যতদিন না মনের [illegible] আবার বাড়ির উদ্দেশ্য ত্যাগ করে লিলিয়ান।

'আমি চলে যাচ্ছি বরিস—এবারে সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছি।'

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে ওকে লক্ষ্য করছিলো ভলকভ। পোশাক আর কোটগুলো বিছানার ওপরে ছড়িয়ে রয়েছে। সোয়েটার আর রাত্রিবাসগুলো ঝুলছে পর্দার লাঠি আর স্নানঘরের দরজার হাতলে। উঁচু গোড়ালির জুতোগুলো সাজগোছ করার টেবিল আর চেয়ারে পড়ে আছে। ঝুল বারান্দার কাছাকাছি ঘরের মেঝেতে একগাদা স্কি করার সাজ-সরঞ্জামের স্তূপ।

'আমি সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছি,' ফের বললো লিলিয়ান। ওর কণ্ঠস্বরে স্পষ্টই বিরক্তির প্রকাশ, কারণ ও অনুভব করছে ভলকভ ওর কথা বিশ্বাস করেনি।

'তুমি কাল যাচ্ছো বলছো,' ঘাড় নাড়লো ভলকভ, 'কিন্তু কাল বাদে পরশু অথবা এক সপ্তাহের মধ্যেই তোমার গোছগাছ করা জিনিসপত্র সবকিছু আবার আমাদের খুলে বের করতে হবে। শুধু শুধু কেন তুমি এমন করো বলো তো?'

'থামো বরিস!' চিৎকার করে ওঠে লিলিয়ান। 'ওসব বলে আর কোন লাভ নেই—আমি যাচ্ছি।'

'আসছে কাল?'

'না, আজই।'

লিলিয়ান বুঝতে পারলো ভলকভ ওর কথা বিশ্বাস করছে না। মাকড়সার দুর্নিবার জালগুলো আবার ওকে ফাঁদে ফেলার জন্যে এগিয়ে আসছে অপ্রতিহতভাবে। দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে ও আবার বললো, 'আজই যাচ্ছি, ক্লেরফাইতের সঙ্গে।'

ভলকভের দৃষ্টি পালটে যেতে দেখলো লিলিয়ান, 'ক্লেরফাইতের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ,' স্থির চোখে ভলকভের দিকে তাকালো ও। বিষয়টা ও দ্রুত শেষ করতে চাইছিলো। 'আসলে আমি নিজেই যাচ্ছি। কিন্তু ক্লেরফাইত আজই যাচ্ছে, আর আমারও ট্রেনে যাবার মতো সাহস নেই—তাই ওর গাড়িতেই যাবো। এ ছাড়া ওর সঙ্গে যাবার অন্য কোন কারণ নেই। এখানকার সব কিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করে পথ পরিষ্কার করে নেবো, একা আমার অতো

শক্তি নেই।'

'লড়াই করে আমাকে সরাবার কথা বলছো?'

'হ্যাঁ, তোমাকেও। তবে তুমি যেভাবে ভাবছো, সেভাবে নয়।'

ঘরের ভেতরে এক পা এগিয়ে এলো ভলকভ, 'তুমি চলে যেতে পারো না লিলিয়ান।'

'হ্যাঁ বরিস, পারি। তোমাকে আমি সব কথা লিখে জানাতে চেয়েছিলাম। ওই ভাখো—' টেবিলের কাছে পেতলের একটা বাজে কাগজের ঝুড়ির দিকে দেখালো লিলিয়ান। 'কিন্তু হলো না···পারলাম না। বুঝিয়ে বলার সব চেষ্টাই ব্যর্থ আর অর্থহীন হয়ে গেলো।'

অর্থহীন, ভাবলো ভলকভ। কি অর্থ এর? মাত্র গতকালও যার কোন অস্তিত্ব ছিলো না, আজই তা অর্থহীন হয়ে যায় কি করে?···লিলিয়ানের পোশাক-পরিচ্ছদ আর জুতোগুলোর দিকে তাকালো সে। একটু আগেও ওই বিশৃঙ্খলাকে মধুর বলে মনে হচ্ছিলো, কিন্তু এখন আচমকা ওগুলোই বিচ্ছেদের চোখ ধাঁধানো তিক্ত আলোয় ভরে উঠেছে—মনে হচ্ছে যেন ওর হৃৎপিণ্ডের দিকে উদ্যত এক একটা শাণিত অস্ত্র। ওগুলোকে দেখে এখন আর ছেলেমানুষী বলে মনে হচ্ছে না, এক অব্যক্ত ব্যথায় সমস্ত মন ভরে উঠছে···কোন প্রিয়জনের সংকার শেষ করে ঘরে ফিরে এসে, অপ্রত্যাশিত ভাবে তার কোন ব্যক্তিগত জিনিসপত্র—যেমন টুপি, জামা অথবা জুতো-জোড়া দেখলে যে নিদারুণ ব্যথায় সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে—এ ব্যথাও ঠিক তেমনি।

'তুমি যেতে পারো না,' ভলকভ বললো।

লিলিয়ান মাথা নাড়লো, 'জানি, আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। তাই ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাবো, পাহাড়-তলিতে পৌঁছে চিঠি লিখবো তোমাকে। কিন্তু তার একটাও হলো না।··· কাজটা তুমি আমার পক্ষে কঠিন করে তুলো না বরিস!'

কঠিন করে তুলো না! সৌন্দর্য, আত্মশ্লাঘা আর অসহায়তার এই খুদে পুলিন্দাগুলো সব সময়েই এ ধরনের কথা বলে। যখনই ওরা তোমার হৃদয় ভেঙে তছনছ করতে প্রস্তুত হয়, তখনই এমনি করে কথা বলে ওরা।···

কাজটা আমার পক্ষে কঠিন করে তুলো না।...ওরা কি একবারও ভেবে ছাখে যে এমনি করে ওরা পুরুষের পক্ষেই ব্যাপারটা বড্ডো কঠিন করে তোলে? কিন্তু সেদিকটা ভেবে দেখলে ব্যাপারটা কি আরও খারাপ হয়ে উঠতো না? বিছুটি বেঁধা হাতে সোহাগের হাত বোলানোর মতো করুণায় মুখ ঢাকতো নাকি প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার মধুর আবেগ?

'তুমি ক্লেরফাইতের সঙ্গে যাচ্ছো?'

'ওর গাড়িতে যাচ্ছি,' কাতর কণ্ঠে উত্তর দিলো লিলিয়ান। 'পথ-চলতি মানুষকে লোকে যেমন করে নিজের গাড়িতে তুলে নেয়, ও-ও আমাকে তেমনি করে নিয়ে যাচ্ছে। পারীতে পৌঁছে আমাদের দুজনের পথ আলাদা হয়ে যাবে। আমি ওখানেই থাকবো, ও চলে যাবে। আমার মামা ওখানে থাকেন। আমার বিষয়-সম্পত্তি বলতে সামান্য যা কিছু আছে, উনিই তাঁর জিম্মাদার। তাই আমি ওখানেই থাকবো।'

'তোমার মামার বাড়িতে?'

'পারীতে।'

লিলিয়ান জানতো, ও যা বলছে তা সত্যি নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে এটাই সত্যি বলে মনে হচ্ছিলো ওর। 'তুমি আমার কথাগুলো একটু বুঝতে চেষ্টা করো বরিস!' অনুনয় করে বললো ও।

ওর স্যুটকেসগুলোর দিকে তাকালো ভলকভ, 'তুমি এমনি করে আমাকে বোঝাতে চাইছো কেন? তুমি চলে যাচ্ছো, সেটুকুই যথেষ্ট।'

'ঠিকই বলেছো,' মাথা নত করলো লিলিয়ান। 'করো—যত খুশি আঘাত করো আমাকে।'

আঘাত করো! মুহূর্তের জন্যে তুমি সামান্য বিচলিত হয়ে উঠলেই ওরা বলে 'যত খুশি আঘাত করো'—যেন তুমিই ওকে ছেড়ে চলে যাচ্ছো। ভলকভ ভাবলো, ওদের যুক্তি কখনও ওদের শেষ উত্তরটাকে পেরিয়ে যেতে পারে না—অতীতের সমস্ত কিছুই ধুয়ে-মুছে নিঃশেষ হয়ে যায় মুহূর্তের ব্যবধানে। কান্নার কারণ নয়, কান্নাটাই আসল হয়ে ওঠে তখন।

'আমি তোমাকে আঘাত করছি না,' ভলকভ বললো।

'তুমি চাও, আমি তোমার সঙ্গেই থাকি।'

'আমি চাই তুমি এখানে থাকো। সেটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।'

আমিও মিথ্যে কথা বলছি, ভাবলো ভলকভ। আমি শুধু চাই, ও আমার কাছেই থাকুক। ও আমার যথাসর্বস্ব···ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই, কিছু নেই। পৃথিবী নামের এই গ্রহটা আমার কাছে ছোট হতে হতে এই গ্রামে এসে ঠেকেছে। এখানকার জনসংখ্যা আমি গুণে ফেলতে পারি, এদের অধিকাংশকেই আমি চিনি। এটাই এখন আমার পৃথিবী আর এই পৃথিবীতে ও-ই আমার একমাত্র প্রার্থিত ধন। ওকে আমি হারাতে পারি না···কিছুতেই হারাব না। অথচ ওকেই আমি হারিয়ে বসে আছি!

'আমি চাই না, অর্থহীন সম্পদের মতো তুমি তোমার জীবনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও।'

'ওটা শুধু কথার কথা বরিস। কিন্তু কোন বন্দী মানুষকে যদি এক বছরের মুক্ত জীবনযাপন করার পরে মৃত্যু, অথবা অনন্তকাল কয়েদখানায় পচে পচে বাঁচা—এ দুয়ের মধ্যে একটাকে বেছে নিতে বলা হয়, তবে সে কোনটা বেছে নেবে বলো তো?'

'তুমি তো কয়েদখানায় নেই সোনা! আর পাহাড়তলীর জীবন সম্বন্ধে তোমার ধারণা সাংঘাতিক রকমের ভুল।'

'আমি তা বুঝি বরিস। তা ছাড়া সে জায়গাটা কেমন, আমি তা কিছুই জানি না। আমি তার শুধু একটা অংশের কথা জানি যেখানটা শুধু যুদ্ধ, হানাহানি বিশ্বাসঘাতকতা আর দুঃখ-কষ্টে ভরা। বাকি অংশটা যদি শুধুমাত্র নিরাশাতেও ভরা থাকে, তাহলেও সেটা আমার জানা অংশটার চাইতে খারাপ হবে না—আর আমি জানি, সে অংশের পুরোটাই ওমনি হবে না। নিশ্চয়ই সেখানে আরও কিছু আছে। আমার অজানা সেই অংশটা—যেখানকার কথা আমি বইতে পড়েছি, ছবি দেখেছি, সুর শুনেছি—সেখানটা আমাকে অস্থির করে তোলে···দু হাত তুলে আমাকে ডাকে···' আচমকা একটু থেমে লিলিয়ান আবার বলতে থাকে, 'আর কথা নয় বরিস। আমি যা বলি, তা সবই ভুল···বলতে গেলেই সব কিছু ভুল হয়ে যায়। কথাগুলো সব মিথ্যে আর আবেগময় হয়ে ওঠে। যা বোঝাতে চাই, বোঝাতে পারি না। আর যদি তা পারি, অন্তত পারার চেষ্টা করি, তাহলে কথাগুলো

ধারালো ছুরির মতো হয়ে তোমাকে আঘাত করবে—কিন্তু আমি তা চাই না বরিস।'

করুণা, বিরোধিতা আর অসহায় হয়ে ওঠা প্রেমের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো ভলকভ। যে কথা লিলিয়ান হাজারবার নিজেকে বলেছে, যে কথা ও ভুলে যেতে চেয়েছে বারবার, সে কথা আবার ভেবে দেখবার জন্যে কেন সে জোর করেছিলো ওকে?

'ক্লেরফাইতকে তুমি একা একাই চলে যেতে দাও লিলিয়ান। কটা দিন গেলেই তুমি বুঝতে পারবে, ওই বাজীকর বাঁশিওয়ালাকে অনুসরণ করলে তুমি কি ভুলই না করতে।'

'বরিস, এটা ক্লেরফাইত বলে নয়,' অসহায় হয়ে লিলিয়ান বললো। 'সব সময় অন্য একজন পুরুষ মানুষকে থাকতেই হবে, এমন কোন কথা আছে কি?'

ভলকভ কোন উত্তর দিলো না। কেন ওকে আমি এ সমস্ত কথা বলছি? ভাবলো সে। আমি বোকা নই, কিন্তু আমি যা করছি তা সবই ওকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্যে। এর বদলে কেন মৃদু হেসে বলছি না, ও যা করছে সেটাই একেবারে সঠিক? কেন পুরনো কৌশলটাই কাজে লাগাচ্ছি না আমি? আমি কি জানি না, একটা মেয়েকে জোর করে বেঁধে রাখতে চাইলেই পুরুষ তাকে হারিয়ে ফেলে? আর যে পুরুষ হাসিমুখে মেয়েদের চলে যেতে দেয়, মেয়েরা তার পেছনেই হন্যে হয়ে ছোটে? এসব কথা কি আমি ভুলে গেছি?

'না, তা নয়।' ভলকভ বললো, 'কিন্তু তা যদি না-ই হবে তাহলে আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই কি না, সে কথা জিজ্ঞেস করছো না কেন?'

'তুমি?'

ভুল, আবার ভুল হলো—ভাবলো ভলকভ। কেন আমি নিজেকে ওর ওপরে জোর করে চাপাতে চাইছি? ও অসুস্থতা থেকে পালাতে চায়, একটা অসুস্থ লোককে কেন ও সঙ্গে নিয়ে যাবে?

'আমার সঙ্গে আমি কিছুই নিয়ে যেতে চাই না বরিস,' বললো লিলিয়ান।

'সব কিছুই কি তুমি ভুলে যেতে চাও ?'

আবার সেই একই ভুল, হতাশ হয়ে ভাবলো ভলকভ।

'জানি না,' নতমুখে বললো লিলিয়ান। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু এখানকার কোন কিছুই আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই না। আমি তা পারবো না। আমাকে তুমি জোর করো না বরিস।'

মুহূর্তের জন্যে একেবারে নিশ্চুপ নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ভলকভ। ও জানতো এখন আর কিছু না বলাই শ্রেয়, কিন্তু সেই সঙ্গে এক আতঙ্কজনক প্রয়োজনীয়তার কথাও মনে হলো তার। মনে হলো, লিলিয়ানকে এ কথাটা বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন যে, ওদের দুজনের মধ্যে কারুর আয়ুই আর বেশিদিন নেই। আজ লিলিয়ান জীবনে যে জিনিসটা সব চাইতে বেশি ঘৃণা করছে, যেটা সর্বদা একটা প্রচণ্ড ওজনের মতো হয়ে ওর ওপরে চেপে আছে বলে ওর মনে হচ্ছে, একদিন যখন ওর জীবনের মেয়াদ আর মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা কয়েকটা দিন বাকি থাকবে, তখন সে জিনিসটাই ওর কাছে সব চাইতে বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। তখন এই সময়টা, যেটা এখন ওর কাছে অন্তহীন একঘেয়েমি ছাড়া আর কিছুই নয়, সেই সময়টাকেই অবহেলায় ছুঁড়ে নষ্ট করার জন্যে অনুতাপ হবে ওর। অথচ ভলকভ জানে, বিষয়টা সে বলতে চেষ্টা করলে তার সমস্তটাই আবেগে ভরে উঠবে, কথাটার গুরুত্ব বা আবেদন কোনদিনই লিলিয়ানের কাছে গিয়ে পৌঁছুবে না।

বড়ো দেরি হয়ে গেছে। এক নিশ্বাস থেকে অন্য নিশ্বাস নেবার মধ্যবর্তী সময়টা আচমকা বড্ড বেশি দেরি হয়ে গেছে। কোন মুহূর্তটা ফসকে ফেলেছে সে ? ভলকভ জানে না। গতকাল সমস্ত কিছুই ছিলো ঘনিষ্ঠতা আর অন্তরঙ্গতায় ভরা, আর এখন লিমুজীন গাড়ির চালক আর তার পেছনের আসনের মধ্যবর্তী কাচের আবরণের মতো ওদের মধ্যেও এক স্বচ্ছ ব্যবধান গড়ে উঠেছে। এখনও ওরা দুজন দুজনকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু পারস্পরিক বোঝাপড়াটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। দুজন দুজনের কথা শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু ওদের ভাষা আলাদা—একজনের কথা অন্যজনের কানের কাছ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে, মনে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে না। এখন আর

কিছুই করার নেই···রাতারাতি এক অকরুণ বিচ্ছিন্নতা এসে ভরে ফেলেছে সব কিছু।

'বিদায় লিলিয়ান,' ভলকভ বললো।

'আমাকে ক্ষমা কোরো বরিস।'

'ভালোবাসায় ক্ষমা বলে কোনদিন কিছু নেই লিলিয়ান।'

চিন্তা করার মতো কোন সময় ছিলো না ওর। একটি নার্স দলাই লামার কাছ থেকে এত্তেলা নিয়ে এসেছিলো।

সুন্দর সাবান আর জীবাণুশূন্য তোয়ালের গন্ধ শুঁকে ডাক্তার কঠিন গলায় বললেন, 'গতকাল রাত্রে আমি আপনাকে স্কি লজে দেখেছিলাম।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলো লিলিয়ান।

'আপনি জানেন, আপনার বেরুবার কথা নয়।'

'জানি।'

দলাই লামার পাংশুল মুখে রক্তের ছোঁয়া লাগলো, 'এ সমস্ত নির্দেশ মানা বা না মানার ব্যাপারে আপনি নিতান্তই নিস্পৃহ বলে মনে হচ্ছে। কাজেই আমি আপনাকে অবশ্যই এ স্বাস্থ্যনিবাস ছেড়ে চলে যেতে বলছি। হয়তো আপনি অন্য কোন জায়গার সন্ধান পেয়ে যাবেন যেখানে আপনার এর চাইতে ভালো পোষাবে।'

লিলিয়ান কোন জবাব দিলো না। ডাক্তারের ব্যঙ্গোক্তিটা বড়ো বেশি তীক্ষ্ণ।

'আমি হেড নার্সের সঙ্গে কথা বলেছিলাম,' স্তব্ধতা ভেঙে দলাই লামা ফের বলতে লাগলেন, 'উনি বললেন, এর আগেও উনি আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন—এবারই প্রথম নয়। কিন্তু আপনি সে সব কথাই অবজ্ঞা করেছেন। এ ধরনের জিনিস স্বাস্থ্যনিবাসের ন্যায় নীতি ধ্বংস করে দেয়। এ সব সহ্য করা···'

'আমি তা বুঝি,' ওকে বাধা দিয়ে বললো লিলিয়ান। 'আজ বিকেলেই আমি স্বাস্থ্যনিবাস ছেড়ে চলে যাবো।'

অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকালেন দলাই লামা। অবশেষে বললেন,

'অতো তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। অন্য একটা জায়গার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকুন। নাকি ইতিমধ্যেই সে বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন?'

'না।'

ডাক্তার ভদ্রলোক সম্পূর্ণ দিশেহারা হয়ে পড়লেন। উনি কান্নাকাটি, আর একবার সুযোগ দেবার জন্যে অনুনয়-বিনয়—এসবই আশা করে-ছিলেন। অবশেষে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা মিস দানকার্ক, আপনি কেন একগুঁয়ের মতো আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কাজগুলো করছেন বলুন তো?'

'যখন প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলতাম, তখনও তো অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি।'

'কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই সঠিক কাজ বন্ধ করার পক্ষে কোন যুক্তি নয়, বিশেষ করে আপনার অবস্থা যখন খারাপের দিকে বাঁক নিয়েছে,' বিরক্তিতে গলার স্বর চড়ে উঠলো ডাক্তারের। 'বরং তার উলটোটাই। এখন বিশেষ ভাবে সাবধানে থাকার সময়।'

যখন খারাপের দিকে বাঁক নিয়েছে, ভাবলো লিলিয়ান। কথাটা এখন আর তত কঠিন আঘাত করলো না, যতটা করেছিলো গতকাল—যখন নার্স মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলো কথাটা। 'যত রাজ্যের বোকামো, নিজেকে শেষ করে ফেলার ফিকির।' দলাই লামা তখনও ধমকে চলেছেন। ওর দৃঢ় ধারণা, কর্কশ আবরণের ভেতরে ওর অন্তঃকরণটি একেবারে খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী। লিলিয়ানের কাঁধ দুটো ধরে আলতো ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'ওসব আজেবাজে ভাবনা মাথাটা থেকে তাড়ান দেখি। যান, নিজের ঘরে ফিরে যান, আর এখন থেকে নিয়মকানুনগুলো একেবারে ষোল আনা মেনে চলবেন।'

'আমি থাকলেই বারবার শুধু নিয়ম ভাঙবো।' দলাই লামার হাত থেকে কাঁধটা সরিয়ে এনে লিলিয়ান বললো, 'তার চাইতে আমার পক্ষে বরং এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো হবে।'

ওর অবস্থা সম্পর্কে দলাই লামা যে কথা বললেন তাতে ভয় পাওয়া

দূরের কথা, নিজের পরিণতির সম্বন্ধে ঠাণ্ডা মাথায় এখন আরও নিশ্চিত হয়ে উঠেছে লিলিয়ান। সেই সঙ্গে বরিসের কথা ভেবে খানিকটা ভালো লাগছিলো ওর, কারণ ওর নিজের পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাটুকুও যেন কি এক বিচিত্র উপায়ে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে এগিয়ে চলার আদেশ পাওয়া সৈনিকের মতো নিজেকে মনে হচ্ছিলো ওর। এখন আদেশ মেনে চলা ছাড়া আর কিছু করার নেই। নতুন পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেলেছে ওকে, যেমন এগিয়ে চলার আদেশ সৈনিকদের ক্ষেত্রে উর্দি এবং যুদ্ধেরই অঙ্গ—এবং হয়তো অন্তও বটে।

'হঠাৎ করে কিছু করে বসবেন না। এখানকার সমস্ত স্বাস্থ্যনিবাস-গুলোই একেবারে ভর্তি। কোথায় যাবেন আপনি?' দলাই লামা আবার ধমকে ওঠেন। 'আমাদের এখানে সামান্য যে কটা নিয়ম-কানুন রয়েছে, তা আপনাদের ভালোর জন্যেই রয়েছে। সবাইকে যদি ইচ্ছে মতো চলতে দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে বলুন তো? আর তা ছাড়া, আমরা তো এখানে কয়েদখানা চালাচ্ছি না। নাকি আপনি তাই মনে করেন?'

'এখন আর তা মনে করি না,' মৃদু হাসলো লিলিয়ান। 'আমি আর এখানকার রোগী নই। আপনি একটি সাধারণ মেয়ের সঙ্গে যেভাবে কথা বলবেন, এখন থেকে আমার সঙ্গে ঠিক তেমনি করে কথা বলতে পারেন—শিশু বা বন্দিনীর মতো করে নয়।'

দলাই লামার মুখে আবার রঙের ছোপ ফুটে উঠতে দেখলো লিলিয়ান। বাইরে বেরিয়ে এলো ও।

গোছগাছ শেষ করে ফেলেছিলো লিলিয়ান। কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রথম ও প্রত্যাশা পূর্ণ হওয়ার আশা অনুভব করছিলো, যে আশা এতদিন শুধু মরীচিকার মতো ক্রমশ দূর থেকে বহু দূরে সরে সরে গেছে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওর সে আশা পূর্ণ হতে চলেছে। অতীত আর ভবিষ্যৎ দুলছে কি এক প্রকম্পিত দোলায়। নিঃসঙ্গতা নয়, নিদারুণ নির্জনতা বোধে সমস্ত মন ভরে উঠছিলো ওর। এখানকার কিছুই ও সঙ্গে

নিয়ে যাচ্ছে না, কোথায় যাচ্ছে সে কথাও ওর অজানা।

লিলিয়ানের ভয় হচ্ছিলো, হয়তো ভলকভ আবার এসে হাজির হবে। অথচ আর একবার ভলকভকে দেখার বাসনায় আকুল হয়ে উঠেছিলো ও। স্যুটকেসের ডালা বন্ধ করে চোখের জলে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো ওর। নিজেকে সামলে নেবার জন্যে অপেক্ষা করে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর স্বাস্থ্যনিবাসের হিসেব মিটিয়ে বিদায় নিলো দলোরেস পামার, মারিয়া সাভিনি আর শার্ল নে'র কাছ থেকে। শার্ল নে ওর দিকে যেভাবে তাকিয়ে রইলো, যুদ্ধের সময় জাপানীরা হয়তো তাদের আত্মঘাতী বৈমানিকদের দিকে সেভাবেই তাকাতো। ঘরে ফিরে এসে প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে এক সময় দরজায় আঁচড়ের শব্দ আর কুকুরের ডাক শুনতে পেলো লিলিয়ান। দরজা খুলতেই ভলকভের মেষ পাহারাদার কুকুরটা ঢুকে পড়লো ভেতরে। জন্তুটা ভারি ভালোবাসে লিলিয়ানকে, মাঝে মাঝে নিজে নিজেই ওর সঙ্গে দেখা করতে চলে আসে এখানে। লিলিয়ান ভেবেছিলো ভলকভই কুকুরটাকে পাঠিয়েছে, একটু পরে সে নিজেও এসে হাজির হবে। কিন্তু ভলকভ এলো না, তার বদলে ঘরের নার্স এসে জানালো মামুয়েলার আত্মীয়রা ওর মৃতদেহটাকে দস্তার শবাধারে করে বগোটায় পাঠাতে যাচ্ছে।

'কবে?' কিছু বলতে হয়, তাই প্রশ্ন করলো লিলিয়ান।

'আজই। ওঁরা যত শীঘ্রি সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে চান। বাইরে এখনই ওঁদের জন্যে শ্লেজ অপেক্ষা করছে। শবাধারগুলো সাধারণত রাত্তির বেলাতেই বাইরে পাঠানো হয়, কিন্তু ওঁরা প্লেনে যাবেন বলে ব্যবস্থাটা অন্য রকম করা হয়েছে।'

'কিন্তু আমাকে এখুনি যেতে হচ্ছে,' অস্ফুট কণ্ঠে বললো লিলিয়ান। ক্লেরফাইতের গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলো ও। 'চলি, বিদায়।'

পেছনে দরজাটা বন্ধ করে পলায়নপর চোরের মতো টানা বারান্দা ধরে এগুতে থাকে লিলিয়ান। ভেবেছিলো সকলের অলক্ষ্যেই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে ও। কিন্তু বৈদ্যুতিক খাঁচাটার পাশেই অপেক্ষা করছিলেন শ্রীমতী কুমির।

'কর্তা আপনাকে আবার বলে পাঠিয়েছেন যে আপনি এখানে থাকতে

পারেন। আর এখানে থাকাই আপনার উচিত।'

'ধন্যবাদ,' এগুতে এগুতে বললো লিলিয়ান।

'একটু বুঝতে চেষ্টা করুন মিস দানকার্ক। আমাদের অবস্থাটা আপনি বুঝতে পারছেন না।...এখন আপনার কিছুতেই পাহাড় ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়—একটা বছরও আপনি বাঁচবেন না।'

'সে জন্যেই তো যাবো।'

এগিয়ে চললো লিলিয়ান। ব্রিজ খেলার টেবিল থেকে কয়েকজন মাথা ঘুরিয়ে তাকালো ওর দিকে, তাছাড়া সম্পূর্ণ লবিটা একেবারে জনশূন্য। বরিস নেই। হলমান দাঁড়িয়ে আছে সদর দরজার কাছে।

'যাবেন বলে যদি একেবারেই মনস্থির করে থাকেন তো অন্তত ট্রেনে করে যান,' কুমির বললেন।

নিঃশব্দে ফারের কোট আর গরম পোশাকগুলো হেড নার্সকে দেখালো লিলিয়ান। কুমির বিদ্বেষের ভঙ্গিমায় বললেন, 'আপনি কি আত্মহত্যা করতে চান?'

'সকলেই তাই করে—কেউ কেউ অন্যদের চাইতে তাড়াতাড়ি করে, এই যা। আমরা সাবধানে গাড়ি চালাবো, বেশি দূরে যাবো না।'

সদর দরজাটা এখন একেবারে কাছাকাছি। বাইরে ঝলমল করছে সুদীপ্ত সূর্য। আর মাত্র কয়েকটা পদক্ষেপ, তারপরেই এই শাসনের গণ্ডি থেকে ছুটে পালাতে পারবে ও।...আর মাত্র এক পা।

'আপনাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, তা সত্ত্বেও আপনি কথা শোনেননি,' হেড নার্স আবার বললেন। 'এখন আমরা এ ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলছি।'

রসিকতা করার মেজাজ না থাকলেও লিলিয়ান হাসি চাপতে পারলো না। 'হাত ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিন,' বললো ও। 'আচ্ছা বিদায়, সব কিছুর জন্যেই ধন্যবাদ রইলো।'

বাইরে বেরিয়ে এলো লিলিয়ান। তুষারে প্রতিফলিত হয়ে সূর্যের আলো এত জোরালো হয়ে উঠেছে যে ও প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না। বললো, 'আবার দেখা হবে হলমান!'

'হবে—আবার দেখা হবে। আমিও তোমার পেছন পেছন এলাম বলে,' ক্যাবের কোট আর পশমী চাদরটা দিয়ে ওকে জড়িয়ে দিলো হলমান। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অন্তত এই একটা লোক স্কুল শিক্ষকদের মতো ব্যবহার করে না—ভাবলো লিলিয়ান।

'আমরা ধীরে সুস্থে গাড়ি চালাবো।' ক্লেরফাইত বললো, 'সূর্য অস্ত গেলেই ওপরের ঢাকনাটা টেনে দেবো। এখন ধারগুলো আপনাকে বাতাস থেকে রক্ষা করবে।'

'হ্যাঁ। তাহলে এখন আমরা যেতে পারি?'

'কিছু নিয়ে আসতে ভুলে যাননি তো?'

'না।'

'ভুললেও ক্ষতি নেই, সেটা পরে পাঠিয়ে দেওয়া যায়।'

কথাটা আদৌ ভেবে দেখেনি লিলিয়ান। ভেবেছিলো, এখান থেকে চলে গেলেই এখানের সঙ্গে ওর সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। 'হ্যাঁ, তা সত্যি,' বললো ও।

বেঁটেখাটো চেহারার একটা মানুষ দ্রুত পায়ে ওদের গাড়ির খুব কাছ দিয়ে স্বাস্থ্যনিবাসের ভেতরে ঢুকে পড়লো। লোকটাকে চিনতে পারলো ক্লেরফাইত। ওর পরনে কালো স্যুট, মাথায় কালো টুপি আর হাতে একটা স্যুটকেস। এই লোকটাই শবাধার নিয়ে দেশ-বিদেশে যেতো এককালে। লোকটা যেন আচমকা পালটে গেছে বলে মনে হলো ক্লেরফাইতের, এখন ওকে আর সে রকম মলিন বিষণ্ণ লাগছে না, বরং বেশ এক একটা খুশি খুশি কর্তৃত্বসুলভ ভাব এসেছে ওর মধ্যে। বগোটার পথে বেরিয়ে পড়েছে লোকটা।

'কে?' জানতে চাইলো লিলিয়ান।

'কেউ না। ভেবেছিলাম লোকটা আমার চেনা।...আপনি তৈরী তো?'

'হ্যাঁ, তৈরী।'

গাড়ি চলতে শুরু করে। হাত নেড়ে বিদায় জানায় হলমান। বরিসের কোন চিহ্ন নেই। কুকুরটা কিছুক্ষণ গাড়ির পেছন পেছন দৌড়ে এক সময় থেমে যায়। চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নেয় লিলিয়ান। স্বাস্থ্যনিবাসে সূর্য

সেবনের ঝুল-বারান্দাটা একটু আগেও শূন্য ছিলো, এখন দীর্ঘ এক সারি মানুষ উঁকি মারছে সেখান থেকে। যে সমস্ত রোগীরা ওখানে কুর্সিতে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তারা সকলেই উঠে দাঁড়িয়েছেন। ওদের দৃষ্টি নিচের দিকে। তীক্ষ্ণ নীল আকাশের পটভূমিকায় কালো কালো ছায়া মূর্তির মতো লাগছে ওদের।

'ঠিক মনে হচ্ছে, ওরা যেন ষাঁড়ের লড়াইতে সব চাইতে ওপরের সারির দর্শক,' ক্লেরফাইত বললো।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু আমরা কি? ষাঁড় না ষাঁড় হন্তারক ম্যাটাডোর?'

'সব সময়েই হতভাগ্য ষাঁড়। কিন্তু আমরা নিজেরা ভাবি, আমরা ম্যাটাডোর।

সাত

তুষারময় গিরিসংকট দিয়ে মন্থর অথচ মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলছিলো গাড়িটা। মাথার ওপরে ঝলমলে স্রোতস্বিনীর মতো অপরাজিতা নীল আকাশ। গিরিপথ প্রায় পেরিয়ে এসেছে ওরা, কিন্তু রাস্তার দুধারে এখনও প্রায় ছ'ফুট উঁচু বরফের স্তূপ। সে বাধা পেরিয়ে অন্য দিকে দৃষ্টি চলে না। বরফের পাঁচিল আর নীল ফিতের মতো এক ফালি আকাশ ছাড়া আর কিছুরই যেন অস্তিত্ব নেই। অনেকটা পেছনে হেলে বসলে বোঝা যায় না, কোনটা আকাশ আর কোনটা পৃথিবী…ওই নিতল নীলিমা না কি ওই নিটোল শুভ্রতা।

কিছুক্ষণ পরেই লার্চ আর দেবদারুর গন্ধ ভেসে আসে, দৃষ্টির দিগন্ত জুড়ে ফুটে ওঠে রৌদ্রদগ্ধ নিঃসঙ্গ এক গ্রামের ছবি।

'এবারে মনে হচ্ছে শেকলগুলো খুলে ফেলা যায়।' গাড়ি থামিয়ে পেট্রল পাম্পের পরিচারকের দিকে তাকালো ক্লেরফাইত, 'এর পরে রাস্তার অবস্থা কি রকম হে?'

'এবড়ো খেবড়ো।'

'আরে!' ছেলেটার দিকে ভালো করে তাকালো ক্লেরফাইত। ওর গায়ে লাল সোয়েটার আর একটা নতুন চামড়ার জ্যাকেট, চোখে নিকেল ডাঁটির চশমা, বড়ো বড়ো দুটো কান। 'আমি তো তোমাকে চিনি হে! হার্বার্ট, না হেলমুট, না কি যেন নাম তোমার?'

'হুবার্ট।' পাম্পে ঝোলানো একটা কাঠের বিজ্ঞাপনের দিকে দেখালো ছেলেটি: এইচ. গোয়েরিং, সার্ভিস স্টেশন ও গ্যারাজ।

'ওটা নতুন, তাই না?' প্রশ্ন করে ক্লেরফাইত।

'একেবারে নতুন।'

'নামের শুধু প্রথম অক্ষরটা দিয়েছো কেন?'

'ওতেই বেশি কাজ হয়, অনেকেই ভাবে নামটা হেরমান।'

'তোমাদের যা উপাধি, তাতে আমি তো ভেবেছিলাম তোমাদের ওটা পালটানো উচিত—অন্তত অত বড়ো করে ওটা লেখাই উচিত নয়।'

'সেটা করলে বোকামো হতো।' ছেলেটি বুঝিয়ে বললো, 'এখন আবার জার্মান গাড়িগুলো আসছে, কি রকম বকশিশ পাই আপনি জানেন না! না স্যার, ওই নামটাই হচ্ছে গে টাকার খনি।'

ওর চামড়ার জ্যাকেটটার দিকে তাকালো ক্লেরফাইত, 'এটাও কি বকশিশে পাওয়া নাকি?'

'অর্ধেকটা বলতে পারেন। তবে বেড়াতে আসার দিনগুলো শেষ হবার আগেই ওদের কাছ থেকে স্কি করার এক জোড়া জুতো আর একটা কোট ঠিক খিঁচে নেবো।'

'সেটা হয়তো তুমি ভুল করছো। শুধু নামের জন্যে সবাই তোমাকে বকশিশ দেবে না।'

মৃদু হেসে গাড়ির মধ্যে শেকলটা ছুঁড়ে দিলো ছেলেটি, 'শীতের খেলা-ধুলো করার জন্যে যারা পয়সা খরচ করে এখানে আসতে পারে, তারা ঠিকই দেবে স্যার। তাছাড়া ওরা এলেও আমি বকশিশ পাই, গেলেও পাই—বকশিশ আসতেই থাকে। বিজ্ঞাপনটা ওখানে ঝোলানোর পর থেকে অনেক মজার মজার ঘটনা ঘটেছে।...পেট্রল কতটা লাগবে স্যার?'

'সতেরো গ্যালন—কিন্তু তোমার কাছ থেকে নেবো না। তার চাইতে বরং এমন কারুর কাছ থেকে কিনবো, যে তোমার মতো এতটা ভালো ব্যবসায়ী নয়। তোমার দৃষ্টিভঙ্গিটাকে এবারে একটু ঝাঁকুনি দেবার সময় এসেছে খোকা।'

এক ঘণ্টা পরে বরফ পেরিয়ে এলো ওরা। রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে জলস্রোত, বাড়ি-ঘরের ছাদ বেয়ে জল ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা, গাছের গুঁড়িগুলোও ভিজে চকচকে হয়ে রয়েছে। জানলার কাচে ঝিলমিল করছে রক্তিম সূর্যাস্ত। গাঁয়ের পথে ঘাটে শিশুরা খেলছে মনের আনন্দে। ভিজে অন্ধকার মাঠে বিবর্ণ হয়ে পড়ে আছে গত বছরের কাটা ঘাস।

'আমরা কি এখানেই কোথাও থামবো?' জিজ্ঞেস করলো ক্লেরফাইত।

'এখুনি না।'

'বরফ এসে আমাদের ধরবে বলে ভয় হচ্ছে নাকি আপনার?'

ঘাড় নাড়লো লিলিয়ান, 'বরফ আমি আর কক্ষনো দেখতে চাই নে।'

'আসছে বছর শীতের আগে আর দেখতে হবে না।'

লিলিয়ান কোন জবাব দিলো না। আসছে বছর শীত—সে তো লুব্ধক অথবা কৃত্তিকা নক্ষত্রের মতো অনেক দূরে! ও তা কোনদিনই দেখবে না।

'একটু পান করে নিলে কেমন হয়?' প্রশ্ন করলো ক্লেরফাইত। 'ধরুন, কফির সঙ্গে কিরশ্ মিশিয়ে? এখনও তো আমাদের অনেকটা দূর যেতে হবে।'

'শুনতে ভালোই লাগছে। আচ্ছা, আমরা মাগিয়োর হ্রদে কখন পৌঁছোবো?'

'আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই, সন্ধ্যের পরে।'

একটা রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি থামিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো দুজনে। পরিচারিকা আলোগুলো জ্বেলে দিলো। দেওয়ালে শিকারী কুকুর আর কালো মোরগের ছবি ঝোলানো।

'খিদে পেয়েছে নাকি?' ক্লেরফাইত প্রশ্ন করলো, 'দুপুরে কিছু খেয়েছিলেন?'

'কিচ্ছু না।'

'আমিও ঠিক তাই ভেবেছিলাম।' পরিচারিকার দিকে তাকালো ক্লেরফাইত, 'আপনাদের এখানে খাবারের জিনিস কি আছে?'

'সালামি, লান্দইরাগের আর শ্যুবলিং। শ্যুবলিংটা গরম হবে।'

'তাহলে ছটো শ্যুবলিং আর ওই যে ওখানে কালো কালো রুটিগুলো রয়েছে, ওরই গোটা কতক এনে দিন—মাখন দিয়ে আনবেন, আর সেই সঙ্গে মদ। ফনদাঁ আছে আপনাদের?'

'ফনদাঁ আর ভাল্‌পোলিচেল্লা—ছুইই আছে।'

'ফনদাঁ আন্নুন। আর আপনার নিজের জন্যে কি পছন্দ?'

'একটা ক্লুমলি, অবশ্য আপনি যদি রাজী থাকেন···'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

জানলার ঠিক পাশের কোণটাতে বসে ক্লেরফাইত আর পরিচারিকার কথাবার্তা শুনছিলো লিলিয়ান। আলোর দ্যুতিতে ছোট্টো পানশালার বোতলগুলো ঝিকিয়ে উঠছিলো। জানলার বাইরে উঁচু উঁচু আবছা গাছ-গুলো মাথা তুলে রয়েছে সবুজের আভা লাগা সন্ধ্যার আকাশে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। চারদিকের সমস্ত কিছুই স্বাভাবিক, নিটোল শান্তিতে ভরা। এ সন্ধ্যায় আতঙ্ক নেই, নেই বিদ্রোহের আগুন—এর সবটুকু স্বাভাবিকত্ব আর শান্তিময়তা নিয়ে লিলিয়ানও আজ এ সন্ধ্যার অংশীদার। জীবনের মাঝে আজ ও মুক্তি পেয়েছে।···নিদারুণ আবেগে প্রায় গলা বুজে আসছিলো লিলিয়ানের।

'শ্যুবলিং হচ্ছে চর্বিওয়ালা সসেজ,' ক্লেরফাইত বললো। 'খেতে খুব ভালো, তবে আপনার হয়তো ভালো লাগবে না।'

'পাহাড়তলির সবকিছুই আমার ভালো লাগে।'

একরাশ চিন্তা নিয়ে ওর দিকে তাকালো ক্লেরফাইত, 'আমার ভয় হচ্ছে, কথাটা হয়তো সত্যি।'

'ভয় পাচ্ছেন কেন?'

'যে মহিলা সব কিছুই পছন্দ করেন, তার চাইতে সাংঘাতিক আর কিছু নেই।' ক্লেরফাইত হাসলো, 'একজন পুরুষ তাহলে কি করে এমন

বন্দোবস্ত করবে, যাতে মহিলা শুধু তাকেই পছন্দ করবেন ?'

'কিচ্ছুটি না করে।'

'ঠিক বলেছেন।'

পরিচারিকা টলটলে স্বচ্ছ সুরা নিয়ে এসেছিলো। জলের ছোট গ্লাস দুটোতে পানীয় ঢেলে নিজের ব্রাণ্ডির গ্লাসটা উঁচিয়ে ধরলো ও, 'আপনাদের স্বাস্থ্য কামনায় !'

ওরা পান করলো। মলিন রেস্তোরাঁটার চতুর্দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো ক্লেরফাইত। মৃদু হেসে বললো, 'এখনও পাহাড়ী আসেনি।'

'হ্যাঁ, এটাই পাহাড়ীর প্রথম গ্রামাঞ্চল।' লিলিয়ান জবাব দিলো, 'এখান থেকেই পাহাড়ীর শুরু।'

গোয়েশেনে গিয়ে ওরা যখন পৌঁছুলো, তখন রাতের সুনির্মল আকাশ লাখ লাখ তারার আলোয় ভরে উঠেছে। অপেক্ষারত একটা চ্যাটালো মালগাড়িতে তোলার জন্যে জুসেপ্পিকে নির্দিষ্ট জায়গা অব্দি চালিয়ে আনলো ক্লেরফাইত। ওর গাড়ি ছাড়া দুখানা সিডান আর একটা লাল রঙা দৌড়বাজ গাড়িও সুরঙ্গপথ পার হবার জন্যে অপেক্ষা করছিলো সেখানে।

'আপনি কি গাড়িতেই থাকবেন, না কি ট্রেনে বসবেন ?' প্রশ্ন করলো ক্লেরফাইত।

'গাড়িতে থাকলে আমরা ভীষণ নোংরা হয়ে যাবো না ?'

'না, ট্রেনটা বৈদ্যুতিক। তাছাড়া আমরা গাড়ির ঢাকনাটা টেনে দেবো।'

অন্য গাড়িগুলোর চালকরাও যে যার গাড়িতে বসেছিলো। সিডান দুটোর ভেতরে আলো জ্বলছিলো। রেলপথের কর্মচারীরা ওদের গাড়ির চাকার নিচে কীলক বসিয়ে বোতাম টিপে দিতেই ট্রেনটা গটহার্ড সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লো। সুড়ঙ্গের দেওয়ালগুলো স্যাঁতসেঁতে। সংকেতের আলোগুলো যেন উড়ে যাচ্ছিলো একের পর এক। সামান্য কয়েক মুহূর্ত পরেই লিলিয়ানের মনে হলো, ও যেন একটা খাদের ভেতর দিয়ে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে নেমে চলেছে। বাতাসটা কেমন যেন ম্যাড়ম্যাড়ে পুরনো গন্ধে ভরা।

ট্রেনের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছিলো হাজারগুণ। লিলিয়ান দেখলো, সামনের আলোকিত সিডান দুখানা যেন পাতালের পথে এগিয়ে যাওয়া নৌকোর মতো প্রচণ্ডভাবে দুলে দুলে উঠছে। 'এ পথ কি কখনও ফুরোবে?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'পনেরো মিনিটের মধ্যেই ফুরোবে। গটহার্দ ইউরোপের দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ পথগুলোর মধ্যে একটা।' রেস্তোরাঁ থেকে নতুন করে ভর্তি করে আনা ফ্লাস্কটা লিলিয়ানের হাতে তুলে দেয় ক্লেরফাইত। 'সুড়ঙ্গে থাকতে অভ্যস্ত হওয়াটা কিন্তু মন্দ নয়! দিন-কাল যেভাবে চলছে, তাতে শীঘ্রিই আমাদের বিমান আক্রমণ থেকে বাঁচবার আশ্রয়ে অথবা মাটির তলাকার শহরে বাস করতে হবে।'

'এ পথ দিয়ে আমরা কোথায় গিয়ে বেরুবো?'

'আইরোলাতে। সেখান থেকেই দক্ষিণের শুরু।'

প্রথম রাতটার সম্বন্ধে ভয় ছিলো লিলিয়ানের। আশঙ্কা ছিলো, অন্ধকারের ভেতর থেকে যত স্মৃতি আর যত অনুতাপ—সবকিছু ইঁদুরের মতো গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসবে ওর দিকে। কিন্তু এখন পৃথিবীর পাথুরে জঠরে এই শব্দসঙ্কুল যাত্রা ওর মনে অন্য চিন্তাগুলোকে জাগিয়ে তুলছিলো। জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ হবার আশঙ্কায় ও এত আকুল হয়ে আলো আর আকাশের জন্যে প্রতীক্ষা করছিলো, যে আর সমস্ত কিছুই মুছে গিয়েছিলো ওর মন থেকে। সমস্ত জিনিসটাই বড় দ্রুত ঘটে যাচ্ছে, ভাবছিলো লিলিয়ান। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও আমি পাহাড়ের চূড়ায় বন্দী হয়ে ছিলাম, সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে চাইছিলাম পাহাড় থেকে নেমে আসতে। আর এখন আমি পৃথিবীর ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছি দুর্দম বেগে, ভাবছি কখন আবার ওপরে গিয়ে উঠবো।

সামনের একটা সিডান থেকে একখণ্ড কাগজ উড়ে এসে চেপটে যাওয়া পায়রার মতো জুসেপ্পির সামনের বাতাস আটকানো কাচে আটকে রইলো। 'এক ধরনের চরিত্র আছে দেখবেন, যাদের সব সময়ে সমস্ত জায়গায় খেতেই হবে,' ক্লেরফাইত বললো, 'ওরা নরকে গেলেও সঙ্গে করে স্যাণ্ডুইচ নিয়ে যাবে।' ঘুরে গিয়ে কাচ থেকে কাগজটা টেনে সরিয়ে দিলো ক্লেরফাইত।

দ্বিতীয় একখণ্ড মোম লাগানো কাগজ বাতাসে উড়ে গেলো। তারপরেই একটা ক্ষেপণাস্ত্র গোছের কিছু এসে আঘাত করলো সামনের কাচের কাঠামোয়। লিলিয়ান হেসে উঠলো। 'একটা রোল,' বললো ক্লেরফাইত। 'আমাদের সামনের মহাপ্রভুরা এখন শুধু মাংসের স্যাণ্ডুইচ চালিয়ে যাচ্ছেন, রুটি নয়। পৃথিবী জঠরের মধ্যে একটা ছোটখাটো বুর্জোয়া হলাগুল্লা চলছে আর কি।'

হাত-পা ছড়িয়ে নিলো লিলিয়ান। অতীতের যে সব স্মৃতি, যে সব অস্থিরতা, যে সব যন্ত্রণা ওকে ঘিরে স্পন্দিত হচ্ছিলো এতদিন, আজ এই সুড়ঙ্গ পথ যেন সে সব কিছু থেকেই ওকে মুক্ত করে দিচ্ছিলো। যেন শব্দের শায়কগুলো তীক্ষ্ণ বুরুশের মতো করে সব কিছু থেকে ঝেড়ে নির্মল করে তুলছিলো ওকে। প্রাচীন সেই গ্রহটা, যেখানে সেই স্বাস্থ্যনিবাসটা রয়েছে, সেটা চিরদিনের মতোই ওর পেছনে পড়ে রইলো। ও আর কোনদিনও সেখানে ফিরে যেতে পারবে না, কারণ দুবার কেউ কখনও বৈতরণী পার হতে পারে না।...অতলান্ত গভীরতা থেকে নতুন এক গ্রহে জেগে উঠবে ও, একটি মাত্র চিন্তা নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে সামনের দিকে। সে চিন্তা এখান থেকে বেরিয়ে আসার চিন্তা, বুক ভরে নিশ্বাস নেবার চিন্তা। ওর মনে হচ্ছিলো, ওকে যেন শেষ মুহূর্তে এক সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে...সুড়ঙ্গের দেওয়ালগুলো খান খান হয়ে ভেঙে পড়ছে ওর পেছনে। ওর সামনে পবিত্র এক আলোর দিব্য জ্যোতি—সে আলো ক্রমশ ছুটে আসছে ওর দিকে। তারপর সেই আলোর দেশে গিয়ে পৌঁছলো লিলিয়ান।

নারকীয় সেই তর্জন গর্জন স্বাভাবিক হতে হতে এক সময় সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে গেলো। মৃদুমন্দ হাওয়ায় শান্ত পরিবেশে স্তব্ধ হয়ে থেমে দাঁড়ালো ট্রেনটা। সুড়ঙ্গের সেই বদ্ধ শীতল প্রাণহীন হাওয়ার পর এ হাওয়া যেন সজীব প্রাণের শ্যামল স্পর্শ।...কিছুক্ষণ কাটবার পর লিলিয়ান অনুভব করলো, বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি, আমার বৃষ্টি! তন্ময় হয়ে গাড়ির চালে বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ শুনলো ও, হাত বাড়িয়ে রইলো বৃষ্টির মাঝে, বুক ভরে টেনে

নিলো ফুরফুরে তাজা নরম বাতাস।···তাহলে রক্ষা পেলাম আমি, ভাবলো লিলিয়ান, পেরিয়ে এলাম বৈতরণীর ঘাট।

'ঠিক উলটোটা হওয়া উচিত ছিলো,' বললো ক্লেরফাইত। 'ওদিকে বৃষ্টি হয়ে এদিকটাতে আকাশ পরিষ্কার থাকা উচিত ছিলো। আপনি কি হতাশ হলেন?'

মাথা নাড়লো লিলিয়ান, 'গত অক্টোবর থেকে আমি বৃষ্টি দেখিনি।'

'চার বছর ধরে আপনি পাহাড় থেকে নিচে নামেননি। এটা নিশ্চয়ই পুনর্জন্ম বলে মনে হচ্ছে আপনার? স্মৃতি সহ পুনর্জন্ম?' ট্যাংক ভর্তি করে নেবার জন্যে রাস্তার ধারের পেট্রল পাম্পে গাড়ি ঢোকালো ক্লেরফাইত, 'আপনাকে আমার হিংসে হয়। যৌবনের দুর্বলতা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আবেগটুকু নিয়ে আপনি আবার সব কিছু গোড়া থেকে শুরু করছেন।'

ট্রেনটা ছেড়ে গিয়েছিলো, বৃষ্টিতে ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে উঠছিলো ট্রেনের লাল আলোগুলো। পাম্পের লোকটা ক্লেরফাইতকে গাড়ির চাবি ফিরিয়ে দিলো। রাস্তা ধরে খানিকটা পেছন দিকে গড়িয়ে গেলো গাড়িটা। ঘুরিয়ে নেবার জন্যে গাড়িটা থামালো ক্লেরফাইত। সেই মুহূর্তে পলকের জন্যে সে লক্ষ্য করলো, বাইরে আকাশ ঝামরে বৃষ্টি ঝরছে আর ভেতরে নীরব নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে লিলিয়ান। কেমন যেন অন্য রকম লাগছে ওকে। ক্লেরফাইত কখনও ওকে এত শান্ত হয়ে থাকতে দেখেনি। স্পিডোমিটার, ঘড়ি এবং গতি ও সময় পরিমাপের অন্যান্য যন্ত্রপাতির আবছা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে ওর কৃশ মুখখানি। কিন্তু ও যেন এ সব কিছুর স্পর্শের বাইরে। ক্লেরফাইত অনুভব করলো, মৃত্যু ওই মুখখানির সঙ্গে যে দৌড়বাজি শুরু করেছে, তার কাছে সমস্ত মোটর দৌড় প্রতিযোগিতাই ছেলেমানুষী মাত্র। ওকে আমি প্যারীতে নামিয়ে দিলে চিরদিনের মতো হারিয়ে ফেলবো, ভাবলো ক্লেরফাইত। না না, ওকে আমি ধরে রাখতে চেষ্টা করবো। তা না করলে নেহাতই বোকামো করবো আমি।

'প্যারীতে আপনি কি করবেন, কিছু ভেবেছেন?' প্রশ্ন করলো ক্লের-ফাইত।

'আমার এক মামা ওখানে আছেন। তিনিই আমার টাকা পয়সার

তত্ত্বাবধান করেন। এতদিন অব্দি উনি আমাকে মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে এসেছেন। এবারে গিয়ে সব কিছুই ওঁর কাছ থেকে নিয়ে নেবো। খুব একখানা নাটক হবে যা হোক! উনি এখনও মনে করেন, আমি সেই চোদ্দো বছরের খুকীটিই আছি।'

'আপনার সত্যিকারের বয়েস কতো?'

'চব্বিশ এবং আশী।'

'সংখ্যা দুটো মিলিয়েছেন ভালো!' ক্লেরফাইত হাসলো। 'এক সময়—যখন আমি যুদ্ধ থেকে ফিরলাম, তখন আমার বয়স ছিলো একত্রিশ এবং আশী।'

'তারপর কি হলো?'

'বয়েসটা চল্লিশ হয়ে গেলো,' গাড়িটা প্রথম গিয়ারে দিয়ে ক্লেরফাইত বললো। 'সেটা অবিশ্যি খুবই দুঃখের ব্যাপার।'

ট্রেন-রাস্তা থেকে চড়াই ভেঙে বড় রাস্তায় উঠে দীর্ঘ পথ ধরে চলতে শুরু করেছিলো গাড়িটা। ঠিক তখুনি অন্য একটা গাড়ি ওদের পেছন থেকে গর্জন করে উঠলো। এটা সেই লাল রঙা দৌড়বাজ গাড়িটা, যেটা ওদের সঙ্গে একত্রে সুড়ঙ্গ পথ পেরিয়ে এসেছে। চালক এতক্ষণ একটা ছাউনির আড়ালে অপেক্ষা করছিলো। এখন তার চার সিলিণ্ডারের গাড়ি নিয়ে এমন ভাবে পেছন থেকে তেড়ে এসেছে, যেন আসলে ওটার বোলটা সিলিণ্ডার!

'এ ধরনের মানুষের সঙ্গে দেখা না হয়ে উপায় নেই।' ক্লেরফাইত বললো, 'ও আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে চাইছে। একটু শিক্ষা দিয়ে দেবো নাকি বাছাধনকে? নাকি ওকে এই ধারণা নিয়েই থাকতে দেবো যে পৃথিবীর দ্রুততম গাড়িটা ওরই।'

'আজ সবাইকেই যার যার ধারণা নিয়ে থাকতে দিন।'

'বেশ।'

জুসেপ্পিকে থামিয়ে দিলো ক্লেরফাইত। লাল গাড়িটাও থেমে গেলো ওদের পেছনে, বারবার ভেঁপু বাজাতে শুরু করলো চালকটা। পাশ দিয়ে যাবার মতো অনেকটা জায়গাই ছিলো, কিন্তু ওর মতলবটা তা নয়।

'এই হচ্ছে সে ব্যাপার,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাড়িটা আবার চালিয়ে দিলো ক্লেরফাইত, 'ওই লোকটা নেহাতই একটা মানুষ, ও নিজেই নিজের ধ্বংস চাইছে।'

ফায়দো পর্যন্ত লাল গাড়িটা ওদের অনুসরণ করে এলো। চালক বারবার প্রাণপণে ওদের নাগাল পাবার চেষ্টা করছিলো। অবশেষে ক্লেরফাইত বললো, 'শেষ অব্দি লোকটা নিজেই নিজেকে খুন করে ফেলবে। শেষ বার বাঁক নেবার সময় ও তো প্রায় বিফলই হয়েছিলো বলা চলে। আমরা বরং ওকে পাশ কাটিয়ে যাবার জায়গা ছেড়ে দিই।'

ব্রেক কষে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার গ্যাস প্যাডেলে চাপ দিলো ক্লেরফাইত, 'হারামজাদা! পাশ কাটিয়ে যাবার বদলে হতভাগা আর একটু হলেই আমাদের পেছন দিকটা গুঁড়ো করে দিচ্ছিলো আর কি! লোকটা আমাদের পেছনে থাকা যেমন বিপজ্জনক, সামনে থাকাও ঠিক তাই।'

রাস্তার ডান ধারে গাড়িটা নিয়ে এলো ক্লেরফাইত। কাছেই কোনো একটা কাঠ চেরাই করার জায়গা থেকে চেরা কাঠের গন্ধ ভেসে আসছিলো। এক জায়গায় ঢাই করে রাখা কতকগুলো তক্তার কাছে জুসেপ্পিকে থামালো ক্লেরফাইত। লাল গাড়িটা এবারে আর থামলো না, গর্জন করতে করতে এগিয়ে গেলো। যাবার সময় অবজ্ঞার হাসি হেসে ওদের দিকে হাত নেড়ে গেলো লোকটা।

আচমকা সমস্ত পরিবেশটা ভীষণ নিথর নিস্তব্ধ হয়ে উঠলো। শুধু নদীর কলতান আর বৃষ্টির মৃদু রিমঝিম শব্দ শোনা যায়। এরই নাম সুখ, অনুভব করলো লিলিয়ান। ক্ষণিকের এই স্তব্ধতাটুকু যেন আবছা আঁধার আর জলভরা উর্বর আকাঙ্ক্ষা দিয়ে ঘেরা। এই রাত, বৃষ্টির এই আবেশ ভরা মৃদঙ্গ, গাড়ির জোরালো আলোয় ভিজে রাস্তার ঝিলমিলিয়ে ওঠা— এ সব ও ভুলবে না, কোন দিনও ভুলবে না।...

সিকি ঘণ্টা পরে কুয়াশা এসে ঘিরে ফেললো ওদের। অতি ধীরে গাড়ি চালিয়ে এগিয়ে চললো ক্লেরফাইত। একটু পরেই রাস্তার ধারগুলো পরিষ্কার হয়ে উঠলো ওদের কাছে। বৃষ্টি এসে কয়েকশো গজ পর্যন্ত ঠেলে

সরিয়ে দিলো কুয়াশার আবরণ। কিন্তু তারপরেই আবার নিচ থেকে উঠে আসা মেঘের আড়ালে ঢুকে পড়তে হলো ওদের।

কুয়াশার আড়াল থেকে ফের বেরিয়ে এসেই সজোরে ব্রেক কষলো ক্লেরফাইত। ওদের ঠিক সামনেই মাইল স্টোনটার কাছে, লাল রঙা দৌড়বাজ গাড়িটা খাদের গায়ে ঝুলে রয়েছে। গাড়িটার পাশেই তার চালক, আপাত দৃষ্টিতে তাকে অনাহত বলেই মনে হয়।

'একেই আমি ভাগ্য বলি,' ক্লেরফাইত বললো।

'ভাগ্য?' তেড়িয়া হয়ে জবাব দিলো লোকটা, 'আর আমার গাড়িটা? একবার ওটার দিকে তাকিয়ে দেখুন! গাড়িটার আবার ধাক্কা লাগার জন্যে বীমা করা নেই।...তাছাড়া আমার হাত?'

'হাতটা বড় জোর একটু মুচকে গেছে—আর যাই হোক, নাড়াচাড়া তো করতে পারছেন। আরে মশাই এখনও যে আপনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সেজন্যে আনন্দ করুন।' জুসেপ্পি থেকে বেরিয়ে এসে ধ্বংসস্তূপটা পরীক্ষা করে দেখলো ক্লেরফাইত। মাঝে মধ্যে মাইল স্টোনগুলো দেখছি সত্যিই কাজে আসে।'

'দোষ আপনার, আমি আপনাকেই দায়ী করছি!' খেঁকিয়ে উঠলো লোকটা, 'আপনিই আমাকে অত জোরে গাড়ি চালাতে বাধ্য করেছিলেন। আপনি যদি আমাকে এগিয়ে যাবার জন্যে পথ ছেড়ে দিতেন, আর যদি আমার সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা দিতে শুরু না করতেন, তাহলে...'

লিলিয়ান হেসে উঠলো।

'মহিলাটি এর মধ্যে মজার বস্তু কি পেলেন?' ক্ষেপে উঠলো লোকটা।

'সেটা আপনার দেখার দরকার নেই। তবে কিনা আজ আবার বুধবার, তাই ব্যাপারটা আপনাকে খুলেই বলি। মহিলাটি অন্য এক গ্রহ থেকে এসেছেন, এখানকার হাল-চাল-রীতি কিছুই উনি জানেন না। আপনি যে এখনও বেঁচে রয়েছেন সে জন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ না দিয়ে উলটে আপনি যে গাড়িটার জন্যে বিলাপ করছেন, তা দেখেই উনি হাসছেন। আবার এই একই কারণে আমি যে কেন আপনাকে প্রশংসা করছি, তা-ও উনি বুঝতে পারছেন না। যাক, প্রশংসা করছি বলেই আপনার গাড়িটাকে

টেনে নিয়ে যাবার জন্যে আমি পরের গ্রাম থেকে একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেবো'খন।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান। অত সহজে আপনি রেহাই পাবেন না। আপনি যদি আমাকে পাল্লা দেবার জন্যে উস্কে না দিতেন, তাহলে আমি ধীরে সুস্থেই গাড়ি চালাতাম...'

'বেশি শর্ত আসল ঘটনাটাকেই পালটে দেয়।' ক্লেরফাইত বললো, 'যুদ্ধে হেরে গেছেন, এখন আপনি বরং নিজেকেই দোষারোপ করুন।'

ক্লেরফাইতের লাইসেন্স প্লেটের দিকে তাকালো লোকটা, 'ওহ্ এ দেখছি ফরাসী! তাহলে তো আমার টাকা বের করে আনতে কম ঝামেলা হবে না।' বাঁ হাতে একটা পেন্সিল দিয়ে একখণ্ড কাগজে কিছু লেখার বৃথা চেষ্টা করে লোকটা বললো, 'আপনার নম্বরটা একটু লিখে দিন না? দেখছেন না—এ হাত দিয়ে কি লেখা যায়?'

'শিখুন। আপনাদের দেশে আমাকে এর চাইতে অনেক কঠিন জিনিস শিখতে হয়েছে।'

ফের গাড়িতে উঠে বসলো ক্লেরফাইত। লোকটা অনুসরণ করলো তাকে, 'আপনি কি ভেবেছেন পালিয়ে রেহাই পাবেন?'

'ঠিক তাই। যাই হোক, আপনার গাড়িটা টেনে নিয়ে যাবার জন্যে আমি একটা গাড়ি পাঠিয়ে দেবো।'

'তার মানে? আপনি কি বলতে চাইছেন, এই বৃষ্টির মধ্যে আমাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে আপনারা কেটে পড়বেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার গাড়িতে আসন মোটে দুটি। আপনি বরং একটা গভীর নিশ্বাস নিয়ে পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে, আপনি যে এখনও বেঁচে রয়েছেন সে জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান। আর মনে মনে ভাবুন, আপনার চাইতে ভালো মানুষদেরও মরতে হয়।'

বিয়াসকাতে এসে একটা গ্যারাজ খুঁজে পেলো ওরা। মালিক তখন নৈশ আহার সেরে নিচ্ছিলো। বায়রেরা মদের একটা বোতল নিয়ে বেরিয়ে এসে বললো, 'গাড়ির মালিকের নির্ঘাৎ খানিকটা অ্যালকোহলের দরকার

হবে। তাছাড়া হয়তো আমারও লাগবে।'

বাঁকের পর বাঁক পেরিয়ে আবার পাহাড়ী পথ বেয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে জুসেপ্পি। 'ভারি একঘেয়ে রাস্তা', এক সময় বলে ওঠে ক্লেরফাইত। 'এটা সোজা লোকার্নোতে চলে গেছে। তারপরেই হ্রদ।··· আপনি কি ক্লান্ত?'

মাথা নাড়লো লিলিয়ান। ক্লান্ত! একঘেয়ে! জীবনের এই স্বাস্থ্যবান প্রতিমূর্তিটি কি দেখতে পাচ্ছে না, আমার সর্বাঙ্গ শীতে কাঁপছে? বুঝতে পারছে না, এখন কি হচ্ছে আমার ভেতরটায়? বুঝতে পারছে না, আমার পৃথিবীর হিমস্তব্ধ ছবিটা আচমকা গলে গিয়ে এখন নড়ছে, কথা বলছে—যে কথা বলছে এই ঝরো ঝরো বৃষ্টির মাদল, বলছে এই ভেজা রাস্তা আর শিলা পাথর, বলছে এই উপত্যকা তার ছায়া আর আলোর সঙ্গে? ওর কি কোন ধারণা নেই, এখন আমি যেমন ওদের একজন হয়ে আছি···যেন এক অজানা ঈশ্বরের দু হাতে একটা দোলনায় শুয়ে আছি, ভয় পেলেও একটা ছোট্ট পাখির মতো আমারও বুকভরা চরম আস্থা—তেমন আর কোনদিনও থাকবো না? অথচ আমি জেনে গেছি, আমার কাছে এসব কিছুর অস্তিত্ব শুধুমাত্র এই একটি বারের জন্যে। আজ যদিও ওরা আমাকে আবিষ্ট করে রেখেছে তবু ক্লেরফাইত কি বুঝতে পারছে না, আমি ওদের হারিয়ে ফেলছি—হারিয়ে ফেলছি এই পথ, এই সব গ্রাম, পথের ধারে সরাইখানার সামনে অন্ধকার গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে থাকা এই ট্রাকগুলো, পেছনের দিকে সরে যাওয়া এইসব গান গাওয়া আলোকিত বাতায়ন, ধূসর আর রুপোলি রঙের ওই আকাশ, আর এইসব নাম—ওসোন্না, ক্রেসিয়ানো, ক্লারো, কাসতিয়োন, বেলিনজোনা—যাদের কথা আমি শুধু পড়েছি মাত্র, অথচ যারা ইতিমধ্যেই ছায়া ছায়া ছবির মতো হয়ে পেছনের দিকে সরে সরে যাচ্ছে, যেন কোনদিন ওরা ছিলো না পর্যন্ত? ওকি দেখছে না আমি সঞ্চয়ের সাজি নই, আমি সব হারানোর চালনি? ওকি লক্ষ্য করছে না আমি কথা বলতে পারছি অল্পই, তার কারণ আমার হৃৎপিণ্ডটা আয়তনে বেড়ে উঠেছে? আর সামান্য যে কটা নাম আমার প্রাণে বেজে বেজে উঠছে ও তাদের মধ্যে একজন? কিন্তু এসব কিছু মিলেমিশে বারবার

এর অর্থ হয় শুধু একটাই—যার নাম জীবন ?

'প্রথম দেখায় পাহাড়গুলির এ জায়গাটা আপনার কেমন লাগছে ?' জানতে চাইলো ক্লেরফাইত। 'এখানে মানুষ নিজের জীবনটাকে মেনে নেয়, সম্পত্তির জন্যে বিলাপ করে। এমন লোক এখানে আপনি অনেক পাবেন।'

'সেটা খানিকটা পরিবর্তন তো বটেই! পাহাড়ের ওপরে সবাই নিজের জীবনকে ভয়ঙ্কর রকমের প্রয়োজনীয় জিনিস বলে মনে করে। আমিও তাই করতাম।'

পথের দু ধারের দৃশ্য ক্রমশ পালটে যাচ্ছিলো। আলো, ঘর-বাড়ি, ব্যস্ততা। ক্লেরফাইত বললো, 'আর দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাবো। এই তো, লোকার্নো এসে গেছে।'

ঘর্ঘর শব্দ তুলে যেতে যেতে একটা ট্রাম শেষ মুহূর্তে ওদের গতিরোধ করে দাঁড়ালো। লিলিয়ান এমনভাবে ট্রামটার দিকে তাকিয়ে রইলো, যেন ওটা একটা গির্জা—তাই দেখে হেসে ফেললো ক্লেরফাইত। আসলে লিলিয়ানকে দোষ দেওয়া চলে না, গত চার বছর ও কোন ট্রাম দেখেনি··· পাহাড়ে ট্রাম বলতে কোন পদার্থ ই নেই।

এখন ওদের চোখের সামনে অশান্ত রুপোলি জলের সেই প্রশস্ত হ্রদ। বৃষ্টি থেমে গেছে। সমস্ত চত্বরটা জুড়ে এখন শুধু এক সুমহান নিবিড় প্রশান্তি।

'কোথায় থাকছি আমরা ?' প্রশ্ন করলো লিলিয়ান।

'হ্রদের পাশেই—ওতেল তামারোতে।'

'আপনি এ জায়গাটার সম্পর্কে জানলেন কি করে ?'

'যুদ্ধের পরে দুটো বছর আমি এখানেই ছিলাম। কাল সকালে বুঝতে পারবেন, কেন ছিলাম।' ছোটখাটো একটা হোটেলের সামনে গাড়ি থামিয়ে ব্যাগগুলো নামিয়ে ফেললো ক্লেরফাইত। 'হোটেলের মালিকের চমৎকার একটা পাঠাগার আছে। লোকটা রীতিমতো পণ্ডিত। আর এক ভদ্রলোকের একটা হোটেল আছে পাহাড়ের আরও খানিকটা ওপরের

দিকে—তার দেওয়ালে আবার সেজান, উত্রিলো আর লোত্রাকের ছবি ঝোলানো।···কিন্তু সে কথা এখন থাক, খাওয়াদাওয়া সেরে নেবার জন্যে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে কেমন হয়?'

'কোথায়?'

'ইতালির সীমান্তে—ব্রিসাগোতে। এখান থেকে দশ মিনিটের পথ সেখানকার জিয়ারদিনো রেস্তোরাঁয়।'

বাড়িটার সাদা দেওয়ালের গায়ে থোকা থোকা ল্যাভেণ্ডার ফুল গা এলিয়ে রয়েছে। বাগানের দেওয়ালে দোল খাচ্ছে মিমোসার সোনালি ফুল আর পালকের মতো নরম পত্রালি। 'এত ফুলের বাহার কেন এখানে?' চারদিকে চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করলো লিলিয়ান।

'এখন তো এখানে বসন্ত,' জবাব দিলো ক্লেরফাইত। 'ঈশ্বর জুসেপ্পির মঙ্গল করুন, ও ঋতু পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে।'

হ্রদের ধার দিয়ে ধীর গতিতে গাড়ি চালাতে চালাতে পাশের ফুলগাছগুলোকে দেখালো ক্লেরফাইত, 'ওই দেখুন কত মিমোসা। ওদিকে একটা পাহাড় আছে শুধু ওয়ারিস আর ড্যাফোডিলে ভরা। এ গ্রামটাকে বলা হয় পোর্তো রঙ্কো। আর পাহাড়ের ওপরে যে গ্রামটা রয়েছে, তার নাম রঙ্কো। রোমানরা এটা গড়ে তুলেছিলো।'

পাথরের একটা দীর্ঘ সিঁড়ির পাশে গাড়ি থামিয়ে ছোট্ট রেস্তোরাঁটায় উঠে পড়লো ওরা। ক্লেরফাইত এক বোতল স্তোভ, ভাত, বাগদা চিংড়ি আর সেই সঙ্গে ভালো মাগিয়ার পনির আনতে বললো পরিচারককে। রেস্তোরাঁয় লোকজন নেই বড় একটা। জানলাগুলো খোলা, ফুরফুরে হাওয়া আসছে ভেতরে। টেবিলের ওপরে একটা পাত্রে একগুচ্ছ সাদা ক্যামেলিয়া ফুল।

'আপনি কি এই হ্রদের কাছেই থাকতেন?' জানতে চাইলো লিলিয়ান।

'প্রায় এক বছর ছিলাম—পালিয়ে আসার পরে আর যুদ্ধের পরে। ভেবেছিলাম সামান্য কটা দিন এখানে কাটিয়ে যাবো, কিন্তু থেকেছিলাম তার চাইতে অনেক বেশিদিন। থাকাটা আমার প্রয়োজন ছিলো।'

হালকা ইতালিয়ান সুরা পান করে লিলিয়ান হঠাৎ বলে উঠলো, 'আমি

কি ভুল করছি, নাকি এখানকার খাবারদাবার সত্যিই খুব ভালো?'

'সত্যিই খুব ভালো। এখানকার মালিক যে কোন বড় হোটেলের সর্দার বাবুর্চি হতে পারতো।'

'হয় নি কেন?'

'হয়েছিলো। কিন্তু নিজের গাঁয়ে বাস করাটাই তার বেশি পছন্দ।'

'ও ফিরে আসতে চেয়েছিলো?' চোখ তুলে তাকালো লিলিয়ান, 'বাইরের পৃথিবীতে যেতে চায়নি?'

'বাইরেই ছিলো, তারপরে ফিরে এসেছে।'

'আমি সুখী ক্লেরফাইত,' গ্লাসটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখলো লিলিয়ান। 'যদিও স্বীকার করতেই হবে, সুখ কথাটার সঠিক অর্থ কি, সে বিষয়ে আমার নিজেরই কোন ধারণা নেই।'

'আমিও তা জানি না!'

'তুমি কি কোনদিনও সুখী হওনি?'

'প্রায়ই হয়েছি।'

ক্লেরফাইতের দিকে তাকালো লিলিয়ান, 'সব চাইতে বেশি সুখী হয়েছো কখন?'

'জানি না—এক এক বার এক এক রকম?'

'তবু?'

'যখন একা হই।'

হেসে ফেললো লিলিয়ান, 'বুঝেছি। তা এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি? এখানে কি আরও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত রেস্তোরাঁ আর হোটেলের মালিক আছে নাকি?'

'অনেক আছে। পূর্ণিমার সময়ে রাত্রিবেলা একটা কাচের রেস্তোরাঁ হ্রদের ভেতর থেকে জেগে ওঠে। সেটার মালিক স্বয়ং বরুণ দেবের পুত্র। সেখানে প্রাচীন রোমান মদ পরিবেশন করা হয়। কিন্তু এখন আমরা একটা প্রাচীন পানশালায় যাচ্ছি—সেখানে যে মদ আছে তা প্যারীতেও নেই।'

গাড়ি নিয়ে আস্কোনাতে ফিরে এলো ওরা। হোটেলের সামনে গাড়ি রেখে নেমে এলো পানশালার ভেতরে।

'আমার আর পানীয়ের দরকার নেই,' লিলিয়ান বললো। 'আমি মিমোসার গন্ধেই মাতাল হয়ে গেছি। বাতাসটা ছাখো তারই গন্ধে ভরে রয়েছে।...আচ্ছা, হ্রদের মধ্যে ওই দ্বীপগুলো কি বলো তো?'

'লোকে বলে, রোমানদের সময়ে ওরই একটাতে ভেনাসের মন্দির ছিলো। এখন সেখানটাতে একটা রেস্তোরাঁ হয়েছে। কিন্তু পূর্ণিমার রাতে এখনও ওখানে প্রাচীন যুগের ঈশ্বরেরা আনাগোনা করে থাকেন। পরদিন সকাল বেলা মালিক এসে দেখতে পান, অনেকগুলো বোতলই শূন্য হয়ে আছে—অথচ সেগুলোর ছিপিই স্পর্শ করা হয় নি। প্রায়ই বনভূমির সঙ্গীতপ্রিয় অধিদেবতা 'প্যান' ওখানে মদোন্মত্ততার পরে ঘুমিয়ে পড়েন, জেগে ওঠেন দুপুর বেলায়। তারপর খানিকক্ষণ তিনি বাঁশি বাজান, সমস্ত বেতার-বাণী তখন এলোমেলো গোলমালে ভরে ওঠে।'

'মদটা কিন্তু দারুণ! কি জিনিস এটা?'

'পুরনো শ্যাম্পেন, ঠিকমতো মজুত করা জিনিস। ভাগ্য ভালো, ঠাকুর-দেবতারা এ জিনিসের খোঁজ রাখেন না—নয়তো অনেক আগেই তাঁরা এসব খেয়ে সাবার করে দিতেন মধ্যযুগ পর্যন্ত শ্যাম্পেন বলে তো কোন জিনিসের অস্তিত্বই ছিলো না!'

পায়ে পায়ে ফিরে এলো ওরা। একটা বাড়ির দেওয়ালে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর প্রতিমূর্তি ঝুলছে। উলটো দিকের দরজাটাই রেস্তোরাঁর। পরিত্রাতা যীশু নিঃশব্দে তাকিয়ে রয়েছেন আলোকিত ঘরখানার দিকে, যেখান থেকে অসংলগ্ন গোলমাল আর হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে। লিলিয়ান অনুভব করলো, ওর কোন মন্তব্য করা উচিত। অথচ কিছুই বলার নেই। এ-সবই একে অন্যের অংশ স্বরূপ।

নিজের ঘরে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো লিলিয়ান। বাইরে চাঁদের আলোয় ঝিলমিলে হ্রদ, নিথর রাত্রি আর এলোমেলো বাউল বাতাস। ঋতুরাজ বসন্ত ব্যস্ত হয়ে আছেন আকাশের মেঘ আর বাগানের প্লেইন গাছগুলোকে নিয়ে।

ক্লেরফাইত ঘরে এসে ঢুকলো, এক হাত বাড়িয়ে কোমর জড়িয়ে

ধরলো ওর। ঘুরে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে তাকালো লিলিয়ান। ওর ঠোঁটে ঠোঁট রাখলো ক্লেরফাইত।

'তোমার ভয় করে না?' প্রশ্ন করলো লিলিয়ান।

'কিসের ভয়?'

'আমার থেকে তোমার মধ্যে যদি অসুখ ছড়িয়ে পড়ে?'

'আমার একমাত্র ভয়, ঘণ্টায় একশো কুড়ি মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় সামনের চাকা ফেটে যাওয়ার ভয়।'

আচমকা একটা গভীর নিশ্বাস নেয় লিলিয়ান। আমরা দুজনেই এক রকম, ভাবলো ও। আমাদের কারুরই ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই। ওর নাগাল শুধুমাত্র পরবর্তী দৌড় প্রতিযোগিতা পর্যন্ত, আর আমার পরবর্তী রক্তক্ষরণ পর্যন্ত।···মৃদু হাসলো লিলিয়ান।

'এ ব্যাপারে একটা গল্প আছে,' ক্লেরফাইত বললো। 'গিলোটিনের সময় পারীতে একটা লোককে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন শীতের দিন, পথও ছিলো অনেকটা দীর্ঘ। মাঝরাস্তায় পাহারাদারেরা একটু থেমে একটা বোতল থেকে সকলে কয়েক চুমুক করে মদ খেয়ে নিলো। তারপর বোতলটা এগিয়ে দিলো বন্দীর দিকে। বোতলটা নিয়ে কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে রইলো লোকটা, তারপর বললো, 'আশা করি আমাদের মধ্যে কারুর কোন সংক্রামক ব্যাধি নেই?' লোকটা সেই মদই পান করছিলো এবং আধঘণ্টা পরেই তার কাটা মণ্ডুটা গড়িয়ে পড়েছিলো ঝুড়ির মধ্যে।···আমার যখন দশ বছর বয়স তখন ঠাকুমা আমাকে গল্পটা বলেছিলেন। বুড়ির দিনে পুরো এক বোতল কালভাদো পান করার অভ্যেস ছিলো। সবাই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলো, উনি অল্প বয়সেই মারা যাবেন। উনি কিন্তু এখনও বেঁচে রয়েছেন, আর যারা ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলো তারা বহুদিন আগেই মরে ভূত হয়ে গেছে।···যাক সে কথা, আমি এক বোতল পুরনো শ্যাম্পেন নিয়ে এসেছি। লোকে বলে, বছরের অন্য সময়ের তুলনায় বসন্তের দিনে শ্যাম্পেন আরও বেশি করে ফেনিল হয়ে ওঠে। বোতলটা আমি তোমার জন্যে এখানে রেখে যাবো।'

বোতলটা জানলার তাকে রেখে আবার তক্ষুণি তুলে নিলো ক্লেরফাইত,

'মদ কখনও জ্যোৎস্নায় রাখতে নেই। ঠাকুমা বলতেন, চাঁদের আলো মদের সুগন্ধ নষ্ট করে দেয়।'

দরজার দিকে এগিয়ে যায় ক্লেরফাইত।

'ক্লেরফাইত,' লিলিয়ান ডাকলো।

ঘুরে দাঁড়ালো ক্লেরফাইত।

'আমি একা থাকবো বলে ওখান থেকে চলে আসিনি ক্লেরফাইত!'

আট

ধূসর, হতশ্রী আর বৃষ্টিসিক্ত হয়ে শরীর এলিয়ে ছিলো পারীর গ্রামাঞ্চল। কিন্তু আরও কিছুটা এগুতেই শহরের যাদুকরী আকর্ষণ শুরু হয়ে গেলো। উত্রিলো আর পিসারোর আঁকা ছবির মতো জেগে উঠলো প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি কোণ আর প্রতিটি রাজপথ। জেগে উঠলো নদী, সাঁকো, নৌকো ...পুষ্পিত গাছগাছালি...স্যেন নদীর ডানকূল জুড়ে বর্ণময় পুরনো বইয়ের দোকান আর প্রাচীন অট্টালিকার সারি।

'ওই জায়গাটা থেকে মারি আঁতোয়ানেৎকে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো।' ক্লেরফাইত বললো, 'এখন তার ঠিক উলটো দিকেই একটা অসাধারণ রেস্তোরাঁ রয়েছে। এ শহরের সর্বত্রই তুমি ক্ষুধার সঙ্গে ইতিহাসকে মিলিয়ে নিতে পারো।...হ্যাঁ ভালো কথা, তুমি কোথায় থাকতে চাইছো?'

'ওখানে,' নদীর বিপরীত দিকে একটা ছোটখাটো হোটেলের আলোকিত প্রবেশ পথের দিকে দেখালো লিলিয়ান।

'জায়গাটা কেমন, তুমি জানো?'

'কেমন করে জানবো?'

'কেন, গতবারের অভিজ্ঞতায়?'

'গতবার অধিকাংশ সময়েই আমি একটা সবজি গুদোমে লুকিয়ে থাকতাম।'

'তাহলে ষোল নম্বর এলাকার কোথাও থাকলেই পারো? কিংবা তোমার মামার কাছে?'

'মামা প্রচণ্ড কিপটে, সম্ভবত উনি একখানা ঘর নিয়েই থাকেন। তার চাইতে চলো, গাড়ি নিয়ে সাঁকোটা পেরিয়ে ওখানে যাই—জিজ্ঞেস করে দেখি, ঘরটর ফাঁকা আছে কিনা।···তুমি কোথায় থাকছো?'

'রিংজে।'

'তা বটেই তো,' বললো লিলিয়ান।

ক্লেরফাইত ঘাড় নাড়লো, 'আমি এত বড়লোক নই যে অন্য কোথাও থাকবো।'

সাঁকো পেরিয়ে ব্যুলেভা সাঁ মিশেল দিয়ে ওরা কে দে গ্রঁ অগুস্তাঁয় ওতেল বিসঁর সামনে এসে থামলো। গাড়ি থেকে নেমেই দেখলো হোটেলের একজন কর্মচারী কতকগুলো ব্যাগ নিয়ে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

'যাক্‌, তাহলে আমি ঘর পেয়ে যাবো।' লিলিয়ান বললো, 'কেউ এক-জন এইমাত্র ঘর ছেড়ে দিয়েছে।'

'তুমি কি সত্যি সত্যি এখানেই থাকতে চাও? নদীর ওপার থেকে হোটেলটা দেখেছো বলেই একেবারে মনস্থির করে ফেললে?'

'ঠিক তাই,' ঘাড় নাড়লো লিলিয়ান। 'ঠিক এভাবেই আমি বাঁচতে চাই—কোন রকম পক্ষপাতিত্ব বা সুপারিশ ছাড়া।'

হোটেলে কোন লিফট নেই, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনতলাতে ঘর পেয়ে গেলো লিলিয়ান। ঘরটা ছোট, আসবাবপত্র সামান্যই। তবে বিছানাটা ভালো বলেই মনে হয়, তাছাড়া একটা স্নানঘরও রয়েছে। আসবাবপত্র-গুলো সবই সস্তা আধুনিক জিনিস, শুধু ছোট্ট একটা সুন্দর টেবিল চাকর-বাকরদের মধ্যে বসে থাকা রাজপুত্তুরের মতো ঘর আলো করে রেখেছে। দেওয়াল-কাগজগুলো পুরনো, বৈদ্যুতিক আলোটাও অপর্যাপ্ত। কিন্তু জানলার সামনে দাঁড়ালেই সবকিছু পুষিয়ে যায়—ঝলমল করে ওঠে নদী, ফেরিঘাট আর নতরদামের মিনার।

'তুমি যখন খুশি এখান থেকে চলে আসতে পারো,' বললো ক্লেরফাইত।

'কোথায়? রিংজে—তোমার কাছে?'

'আমার কাছে নয়, রিৎজে,' জবাব দিলো ক্লেরফাইত। 'যুদ্ধের সময় ছটা মাস ওখানে ছিলাম। তখন দাড়ি রাখতাম, পরিচয় ছিলো অন্য নামে। হোটেলের সস্তা দিকটা রু্য কাম্‌বঁর দিকে মুখ করা। অন্য দিকটার মুখ প্লাস ভাঁদোমের দিকে—সেখানে হোমরা চোমরা জার্মানরা থাকতো। সেদিনের কথাগুলো সত্যিই মনে রাখার মতো!'

কুলি ব্যাগগুলো নিয়ে এসেছিলো। ক্লেরফাইত দরজার দিকে এগিয়ে গেলো, 'আজ সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে ডিনারে যাবে?'

'কখন?'

'ধরো নটা নাগাদ?'

'বেশ, তাহলে নটায়।'

ক্লেরফাইতের চলে যাওয়া লক্ষ্য করলো লিলিয়ান। আজ সারাদিন গাড়িতে আসার পথে আস্কোনার সন্ধ্যা নিয়ে ওরা একটি কথাও আলোচনা করেনি। ফরাসী ভাষাটা ভারি সুবিধের, ভাবলো লিলিয়ান। 'তুমি থেকে আপনি' অথবা 'আপনি থেকে তুমি'—অন্তরঙ্গতার ধাপগুলো কেমন স্বচ্ছন্দে খেলার মতো করে পেরিয়ে আসা যায়!···জুসেপ্পির আওয়াজ শুনে জানলার কাছে এগিয়ে যায় লিলিয়ান। ক্লেরফাইত ফিরে আসবে, হয়তো আসবে না। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা হচ্ছে লিলিয়ান এখন পারীতে, এখন সন্ধ্যা আর এখনও ওর নিশ্বাস বইছে।···ব্যুলেভা সাঁ মিশেলের যান নিয়ন্ত্রণের আলোটা রঙ পালটে আচমকা সবুজ হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের মতো জুসেপ্পির পেছন পেছন দলে দলে সিত্রোঁ, রেনো আর ট্রাকগুলো হুড়মুড় করে পেরিয়ে যায় সাঁকোটা। জীবনে আর কোনদিন এত গাড়ি দেখেছে বলে মনে পড়ে না লিলিয়ানের। যুদ্ধের সময় রাস্তায় গাড়ি থাকতো খুবই কম।···আওয়াজটা রীতিমতো প্রচণ্ড, অথচ সেটা কেন যেন ওকে অর্গানের দীপ্ত ধ্বনির কথা মনে করিয়ে দিলো।

ব্যাগ থেকে জিনিসপত্রগুলো বের করে নেয় লিলিয়ান। বেশি কিছু ও সঙ্গে করে আনেনি, টাকা পয়সাও খুব একটা নেই।···মামাকে টেলিফোন

করলো। কোন জবাব নেই। আবার টেলিফোন করলো। অপরিচিত একটি কণ্ঠস্বর জবাব দিলো। মামা বোধহয় কয়েক বছর আগেই টেলিফোন ছেড়ে দিয়েছেন।

এক সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের জন্যে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো লিলিয়ান। বহুদিন ধরে মামার সঙ্গে ওর কোন যোগাযোগ নেই, শুধু মাত্র ব্যাঙ্কের মাধ্যমে চেকটা ওর কাছে এসে পৌঁছয়। নিশ্চয়ই উনি মারা যাননি, হয়তো বাসস্থান পালটেছেন।···হোটেল কেরানীর কাছে শহরের নির্দেশিকাটা চাইলো লিলিয়ান। কিন্তু বইটা পুরনো, যুদ্ধের প্রথম বছর থেকে টেলিফোনের নতুন কোন বই হয়নি।···কয়লার যোগান পর্যন্ত এখন অব্দি কম।···সন্ধ্যা-বেলাতেই ঘরটা হিম হয়ে উঠেছে। কোটটা পরে নিলো লিলিয়ান। সাব-ধানতার জন্যে ও কয়েকটা ভারি সোয়েটার আর পশমী অন্তর্বাস সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো, ভেবেছিলো পারীতে এগুলো বেশি বলে মনে হলে কাউকে বিলিয়ে দেবে। এখন এগুলো সঙ্গে আছে বলে খুশিই হলো।

গোধূলির ধূসর অন্ধকার জানলা দিয়ে চুপিচুপি ঘরে ঢুকতে শুরু করে-ছিলো। উষ্ণতার আমেজ অনুভব করার বাসনায় স্নান সেরে বিছানায় উঠে পড়লো লিলিয়ান। স্বাস্থ্যনিবাস ছেড়ে আসার পর থেকে এই প্রথম নিজেকে ভারি নিঃসঙ্গ বলে মনে হচ্ছিলো ওর। কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রথম ও সত্যিকারের নিঃসঙ্গ।···টাকা পয়সা সঙ্গে যা আছে, তার আয়ু বড় জোর এক সপ্তাহ। হয়তো মামার কোন দুর্ঘটনা হয়েছিলো, হয়তো উনি আর বেঁচে নেই। ইতিমধ্যে ক্লেরফাইতও হয়তো এই অচেনা শহরে কোথায় হারিয়ে গেছে, হয়তো অন্য কোন হোটেলে উঠে গেছে, হয়তো আর কোনদিনও তার সঙ্গে দেখা হবে না। কথাটা মনে হতেই শিউরে ওঠে লিলিয়ান। সামান্য কটি ঘটনা, শীত আর নিঃসঙ্গতার মুখোমুখি হয়ে দুঃসাহসিকতা কল্পবিলাস অতিক্রান্ত মিলিয়ে যায় ওর মন থেকে।···স্বাস্থ্য-নিবাসের উষ্ণ খাঁচায় রেডিয়েটারগুলো এখন নিশ্চয়ই ভ্রমরের মতো গুন-গুন করছে একটানা।···

দরজায় করাঘাত শোনা যায়। হোটেলের কুলি ছুটো প্যাকেট নিয়ে ফিরে এসেছে। লিলিয়ান দেখলো, ছোটো প্যাকেটটার মধ্যে শুধু ফুল।

ফুল একমাত্র ক্লেরফাইত পাঠাতে পারে। কৃতজ্ঞতার প্রকাশ স্বরূপ আবছা ঘরে লোকটাকে একটু অতিরিক্ত বকশিশই দিয়ে ফেললো লিলিয়ান। তারপর দ্রুত হাতে দ্বিতীয় বাক্সটা খুলে ছাখে, ভেতরে একটা পশমী কম্বল। 'মনে হয় এটা তোমার প্রয়োজন হবে,' ক্লেরফাইত লিখেছে, 'পারীতে এখনও কয়লার যথেষ্ট যোগান নেই।' কম্বলের ভাঁজ খুলতেই ছোট ছোট ছুটো কাগজের বাক্স বেরিয়ে এলো। আলোর বালব। 'ফরাসী হোটেল-গুলো সর্বদাই আলোর ব্যাপারে খরচ বাঁচিয়ে চলে,' লিখেছে ক্লেরফাইত, 'তোমার ঘরে এগুলো লাগিয়ে নিও, দ্বিগুণ ঝলমলে হয়ে উঠবে সব কিছু।'

ওর পরামর্শ মতোই কাজ করলো লিলিয়ান। আর যা হোক, এখন পড়াশুনোটা অন্তত করা যাবে। কুলি একটা খবরের কাগজ নিয়ে এসেছিলো। সেটাতেই চোখ বোলাতে লাগলো ও, কিন্তু একটু পরেই সরিয়ে রাখলো একধারে। এ সব খবরে ওর আর কোন প্রয়োজন নেই। ওর সময় বড় বেশি সংক্ষিপ্ত। পরের বছর কে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন, তা ও কোনদিনই জানতে পারবে না, জানতে পারবে না চেম্বার অফ ডেপুটিসে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো। অতো দূরের ঘটনা ওর মনে আর কোন আগ্রহই জাগিয়ে তুলতে পারে না। ওর সমস্ত অস্তিত্ব এখন শুধু বেঁচে থাকার বাসনায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে।···

পোশাক পরে নিলো লিলিয়ান। মামার শেষ চিঠিটা ওর সঙ্গেই আছে, ছ মাস আগে ওই ঠিকানা থেকেই তিনি চিঠিটা লিখেছিলেন। ওখানে গিয়েই খোঁজ করে দেখবে ও।

খোঁজাখুঁজির কোন প্রয়োজন হলো না। মামা পুরনো ফ্ল্যাটেই ছিলেন, শুধু টেলিফোনটা ছেড়ে দিয়েছেন—এই যা।

'তোমার টাকা?' উনি বললেন, 'সে তোমার যেমন খুশি, নেবে! এতদিন মাসে মাসে সুইটজারল্যাণ্ডে পাঠিয়ে এসেছি। বাইরে টাকা পাঠানোর অনুমতি-পত্র পাওয়া রীতিমতো শক্ত ব্যাপার। কাজেই তুমি চাইলে ফ্রান্সেই পাঠাতে পারি। কিন্তু কোন ঠিকানায় পাঠাবো?'

'আমি মাসিক কিস্তিতে টাকা চাই না। সব টাকা এক সঙ্গে চাই—

এক্ষুণি, এই মুহূর্তে।'

'কিসের জন্যে?'

'পোশাক কেনার জন্যে।'

বৃদ্ধ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে, 'তুমি ঠিক তোমার বাবার মতো। তিনি যদি···'

'তিনি মারা গেছেন গাসর্ত মামা।'

নিজের বড়সড় ফর্সা হাতদুটির দিকে চোখ নামালেন গাসর্ত, 'তোমার টাকা-কড়ি বলতে আর বিশেষ কিছুই বাকি নেই। তুমি এখানে এলেই বা কি করতে? ইস, আমি যদি সুইটজারল্যাণ্ডে থাকতে পেতাম!'

'আমি সুইটজারল্যাণ্ডে থাকতাম না, হাসপাতালে থাকতাম।'

'টাকা-কড়ি কি করে সামলে রাখতে হয়, তুমি তার কিছুই জানো না। হাতে পেলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সব কিছু খরচ করে ফেলবে।'

'হয়তো তাই।'

এক রাশ আতঙ্ক নিয়ে ওর দিকে তাকালেন গাসর্ত, 'সব শেষ হয়ে গেলে, তখন কি করবে?'

'আর যাই করি, তোমার বোঝা হয়ে বসবো না।'

'তোমার বিয়ে করা উচিত। এখন তুমি কি একেবারে সুস্থ?'

'সুস্থ না হলে কি এখানে আসতাম?'

'তাহলে তোমার বিয়ে করাই উচিত।'

লিলিয়ান হাসলো। ব্যাপারটা খুবই স্পষ্ট। নিজের দায়িত্বের বোঝা অন্য কারুর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত।

'উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে আমি তোমার দেখা করার বন্দোবস্তও করে দিতে পারি,' গাসর্ত বললেন।

আবার হাসলো লিলিয়ান। বৃদ্ধ আর কতদূর এগুবেন দেখার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলো ও। ভদ্রলোকের উট পাখির মতো মাথাটার দিকে তাকিয়ে লিলিয়ান ভাবলো, ওর বয়স নিশ্চয়ই প্রায় আশি বছর, কিন্তু এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন আরও আশি বছর ওকে বেঁচে থাকতে হবে।

'বেশ। কিন্তু এবারে তুমি আমাকে একটা কথা বলো তো—তুমি যখন একা থাকো, তখন কি করো?'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালেন গাসতঁ, 'সব কিছুই করি—মানে কি আর বলবো—ব্যস্ত থাকি। কি অদ্ভুত প্রশ্ন তোমার···কিন্তু কেন বলো তো?'

'তোমার কি কখনও প্রচণ্ড ইচ্ছে হয় না, তোমার যা কিছু আছে সব নিয়ে বাইরের পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়তে? ইচ্ছে মতো সব কিছু দু হাতে উড়িতে দিতে?'

'ঠিক তোমার বাপের মতো কথা!' অবজ্ঞা আর ঘৃণার ভঙ্গিতে বৃদ্ধ বললেন, 'সে লোকটার না ছিলো কোন দায়িত্ববোধ, না ছিলো দূরদৃষ্টি। নেহাৎ আমার মনটা খুব ভালো, তাই যেচে তোমার অভিভাবক হয়েছি।'

'তুমি ওসব পারো না মামা। তুমি ভাবছো আমি আমার টাকাগুলো সব নষ্ট করে ফেলবো। আর আমার ধারণা, তুমি তোমার জীবনটাকেই নষ্ট করে ফেলছো। কিন্তু ওসব থাক—দেখো, কাল যেন আমি টাকাগুলো পেয়ে যাই। ওই পোশাকগুলো আমি খুব তাড়াতাড়ি কিনে ফেলতে চাই।'

'কোথেকে?' দ্রুত প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ।

'ভাবছি বালেঁসিয়াগা থেকেই কিনবো। তুমি ভুলে যেও না, টাকাগুলোর মালিক আমি।'

'তোমার মা···'

'টাকা কিন্তু আমি কালকেই চাই,' গাসতঁর কপালে আলতো করে একটা চুমু দেয় লিলিয়ান।

'শোনো লিলিয়ান, দুম করে কোন কিছুর মাত্রা ছাড়িয়ে যেও না। তোমার পোশাক-আশাক তো দিব্যি ভালোই দেখছি। ওসব কায়দা-দোরস্ত জায়গা থেকে পোশাক কেনা অনেকগুলো টাকার ব্যাপার!'

'হয়তো তাই,' অন্ধকার চত্বর পেরিয়ে ও ধারের বাড়িগুলোর আবছা জানলার দিকে চোখ মেলে তাকায় লিলিয়ান। শেষ বিকেলের অবশিষ্ট আলোর আভায় শ্লেট পাথরের মতো ধূসর বলে মনে হচ্ছে ওগুলোকে।

'ঠিক বাপের মতো !' বৃদ্ধ সত্যি সত্যি আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন, 'একেবারে বাপ কী বেটী !' তোমার বাবার মাথায় যদি ওই উদ্ভট পরিকল্পনাগুলো না থাকতো, তবে তুমি দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতে…'

'গাসর্তঁ মামা, শুনেছি আজকালকার দিনে দুভাবে টাকা পয়সা হাত ছাড়া করা যায়। একটা হচ্ছে সঞ্চয় করে মুদ্রাস্ফীতির কবলে সেগুলোকে বিসর্জন দেওয়া, আর একটা হচ্ছে খরচ করে ফেলা।…ভালো কথা, বলো তুমি কেমন আছো ?'

'দেখতেই তো পাচ্ছো। এখন দিনকাল বড় কঠিন…আমি গরীব মানুষ—'

চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয় লিলিয়ান। ঘরের সর্বত্র পুরনো আমলের সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র। সোফা আর চেয়ারগুলোতে ধুলোর আস্তরণ। কাচের একটা ঝাড়বাতি। চমৎকার কয়েকখানা ছবি।

'চিরটা কাল তুমি কিপটেমি করে কাটিয়ে দিলে গাসর্তঁ মামা,' লিলিয়ান বললো। 'কিন্তু এখনও কেন কিপটেমি করছো বলো তো ?'

খুদে খুদে কালো চোখে ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেন বৃদ্ধ, 'তুমি কি এখানেই থাকতে চাও ? দেখতেই পাচ্ছো, এখানে বেশি জায়গা নেই।'

'যথেষ্ট জায়গা আছে। তবে আমি এখানে থাকতে চাই না। আচ্ছা, তোমার বয়স কতো হলো বলো তো ? তুমি তো আমার বাবার চাইতে বিশ বছরের বড়, তাই না ?'

'জানোই যদি, তবে আর জিজ্ঞেস করছো কেন ?' বৃদ্ধ বিরক্ত হয়ে ওঠেন।

'আচ্ছা মামা, মৃত্যুর কথা ভেবে তোমার ভয় হয় ?'

এক মুহূর্তের জন্যে নিশ্চুপ হয়ে রইলেন গাসর্তঁ। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'তোমার আচার ব্যবহার একেবারে ভয়ঙ্কর।'

'তা সত্যি। কথাটা তোমাকে আমার জিজ্ঞেস করা উচিত হয়নি। কিন্তু প্রশ্নটা আমি নিজেই নিজেকে এতবার করি যে ভুলে যাই, অন্যেরা এতে ভয় পায়।'

'আমার স্বাস্থ্য এখনও চমৎকার রয়েছে। তুমি যদি আমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু পাওয়ার আশায় দিন গুনে থাক, তাহলে হয়তো আরও দীর্ঘদিন ধরে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

'আমি সে জন্যে দিন গুনছি না,' লিলিয়ান হাসলো। 'এখন আমি একটা সরাইখানায় রয়েছি—এখানে তোমার বোঝা হয়েও থাকছি না।'

'কোন সরাইখানায়?' দ্রুত প্রশ্ন করলেন গাসর্ত।

'বির্সঁতে।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! তবে কিনা তুমি রিৎজে উঠলেও, আমি অবাক হতাম না।'

'আমিও না', উত্তর দিলো লিলিয়ান।

ক্লেরফাইত নিতে এসেছিলো ওকে। রেস্তোরাঁ লে গ্রঁ ভেফুতে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'পৃথিবীর সঙ্গে তোমার প্রথম সংঘর্ষটা কেমন হলো বলো?'

'মনে হচ্ছে আমি এমন সব লোকের মাঝখানে এসে পড়েছি, যাদের ধারণা তারা চিরকালই বেঁচে থাকবে। অন্তত এদের হাবভাব ঠিক সেই রকম। এরা নিজের সম্পত্তি আগলে থাকে, অথচ জীবন বয়ে যায়।'

'অথচ যুদ্ধ চলার সময় এরাই প্রতিজ্ঞা করেছিলো, এ যাত্রায় বেঁচে গেলে এমন ভুল ওরা আর জন্মেও করবে না,' ক্লেরফাইত হাসলো। 'মানুষ ভুলে যেতে বড় ওস্তাদ।'

'তুমিও কি তা ভুলে গেছো?' প্রশ্নালু চোখে তাকায় লিলিয়ান।

'অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পুরোটা সফল হইনি।'

'সে জন্যেই কি আমি তোমাকে ভালবাসি?'

'বাসো না। যদি বাসতে, তাহলে কথাটা এত হালকা ভাবে ব্যবহার করতে না—আর আমাকে বলতেও না।'

'তবে কি তুমি ভবিষ্যতের কথা ভাবো না, সে জন্যে তোমাকে ভালবাসি?'

'তাহলে তো স্বাস্থ্যনিবাসের সবকটা মানুষকেই তোমার ভালবাসতে

হয়। শোন—এখন আমরা শুধু বাদাম ভাজার সঙ্গে নতুন মঁত্রাশে পান করবো।'

'তাহলে আমি কেন তোমাকে ভালবাসি?'

'কারণ আমি ঘটনাচক্রে এসে পড়েছি। কারণ তুমি জীবনকে ভাল বাসো।···তোমার কাছে আমি এক অজ্ঞাত জীবনের নমুনা। প্রচণ্ড বিপজ্জনক।'

'আমার কাছে?

'যে অজ্ঞাত, অপরিচিত—তার কাছে। ইচ্ছে মতো তাকে পালটে নেওয়া চলে।'

'আমি তা পারি।' লিলিয়ান বললো, 'আমি তা পারি ক্লেরফাইত।'

'সে ব্যাপারে এখন আর আমি অতটা নিশ্চিত নই। আমার যদি বিবেচনা বলে কিছু থাকতো, তাহলে যত শীঘ্রি সম্ভব দূরে সরে যেতাম।'

'সবে তো এলে তুমি।'

'কালকেই চলে যাবো '

'কোথায়?' ওর কথায় বিশ্বাস হয় না লিলিয়ানের।

'অনেক দূরে। আমাকে রোমে যেতে হবে।'

'আর আমাকে পোশাক কিনতে বালেঁসিয়াগাতে যেতে হবে। সেটা রোমের চাইতেও দূরে।'

'আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই যাচ্ছি, একটা চুক্তির ব্যাপারে খবরাখবর নিতে হবে।'

'চমৎকার! তাতে আমার কায়দাদোরস্ত দোকানগুলোতে ঘুরে ঘুরে রোমাঞ্চ অনুভব করার অনেক সময় মিলবে।···গাসতঁ মামা ইতিমধ্যেই আমাকে অভিভাবকত্বে রাখার কথা বলেছেন—নয়তো বিয়ে দিয়ে বিদেয় করবেন।'

ক্লেরফাইত হেসে ওঠে, 'তার মানে মুক্তি জিনিসটা কি, তা তুমি বোঝার আগেই তোমাকে দ্বিতীয় এক কয়েদখানায় ওর পুরে দেবার ইচ্ছে।'

'আচ্ছা, মুক্তি মানে কি?'

'তা আমিও জানি না। শুধু জানি, সেটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা অথবা

উদ্দেশ্যহীনতা নয়। সেটা কি, তা বলার চাইতে বরং সেটা কি নয়—তা বলা সহজ।'

'তুমি কবে ফিরছো?'

'কয়েক দিনের মধ্যেই।'

'রোমে কি তোমার কেউ আছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি সে রকমই ভেবেছিলাম।'

'কেন?'

'তোমার পক্ষে একা থাকাটাই বিস্ময়কর হতো। তুমি যখন এলে, তখন আমিও একা ছিলাম না।'

'আর এখন?'

'এখন আমি জীবনপাত্র পান করে বুঁদ হয়ে আছি, ওসব কথা চিন্তা করার ক্ষমতাও এখন আমার নেই।'

পরদিন বিকেলেই বার্লেসিয়াগাতে গিয়ে হাজির হলো লিলিয়ান। স্বাস্থ্যনিবাসের উপযোগী কয়েকটা পোশাক ছাড়া, ভালো পোশাক বলতে ওর প্রায় কিছুই ছিলো না। কতকগুলো পোশাক আবার সেই আদ্যিকালের, যুদ্ধের সময়কার। বাকিগুলো ওর মায়ের ছিলো, স্বাস্থ্যনিবাসের একটি মেয়ে-দরজিকে দিয়ে সেগুলোকে ও নিজের মাপ মতো তৈরি করে নিয়েছিলো।

চারধারে বসে থাকা মহিলাদের লক্ষ্য করলো লিলিয়ান। যে বিশেষ উত্তেজনা ওকে ভরে রেখেছিলো, তাকে খুঁজে পাবার জন্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলো ওদের মুখ আর পোশাক-আশাক। কিন্তু পেলো না। দেখলো কতকগুলো আক্রোশময়ী মোটাসোটা বুড়ী তোতাপাখি যেন পলকহীন চোখে তাকিয়ে রয়েছে সেই সব ভঙ্গুর সৌষ্ঠবময় তরুণীদের দিকে, যাদের হতাশদৃষ্টিতে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার বোধাতীত নিবিড় আকর্ষণ। এদের মধ্যেই একদল সুদর্শন অ্যামেরিকান নিজেদের মধ্যে খলবল করে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু এখানে সেখানে, কর্মব্যস্ত শূন্যতার বহ্নিমান নশ্বরতায়

অলঙ্কৃত জানলার মাঝামাঝি সাজানো জ্বলন্ত মোমের শিখার মতো জাদু মাখানো এক একটি মুখ—যে মুখে বয়স কোন আতঙ্কের ছায়া ফেলেনি—প্রাচীন পাত্রের গায়ে মরচের বদলে স্বচ্ছ সবুজ আবরণের মতো সময় সে সব মুখের সৌন্দর্য আরও স্নিগ্ধ আরও সুন্দর করে তুলেছে।

পোশাক প্রদর্শনীর মিছিল শুরু হয়ে গিয়েছিলো। লিলিয়ান শুনলো, বাইরে থেকে শহরের গোলমাল ভেসে আসছে। যেন ইস্পাত, কংক্রিট আর যন্ত্রের আধুনিক জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে স্বেচ্ছাকৃত দুরন্ত দামামা। হরেক রঙের পোশাক দেখানো হালকা পায়ে ভেসে বেড়ানো মেয়েগুলো যেন কোন কৃত্রিম জন্তু—বহুরূপী গিরগিটির মতো ওদের গায়ের রঙ পালটে যাচ্ছে অনবরত।

পাঁচটা পোশাক বেছে রেখেছিলো লিলিয়ান। দোকানি মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, 'এগুলো এখুনি একবার পরে দেখবেন নাকি?'

'দেখতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই! এই তিনটে যেমন আছে, ঠিক আপনার গায়ে হয়ে যাবে। বাকিগুলো অবশ্য একটু বড়।'

'আচ্ছা, ওগুলো আমি কখন পেতে পারি?'

'কখন আপনার দরকার?'

'এক্ষুণি।'

মেয়েটি হাসলো, 'এখানে এক্ষুণি বলতে, খুব তাড়াতাড়ি হলে তিন-চার সপ্তাহ।'

'কিন্তু আমার যে এগুলো এক্ষুণি দরকার!'

'তা সম্ভব নয় মাদমোয়াজেল। আমাদের বড্ড কাজের চাপ। আমরা যদি ফরমাশ মতো কাজগুলো পর পর করে যাই, তাহলে আপনাকে পুরো ছটা সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। এখন কি সান্ধ্য-পোশাকটা পরে দেখবেন?'

সার দেওয়া আয়না লাগানো একটা ঘরে পোশাক প্রদর্শনীর মেয়েদের নিয়ে আসা হয়েছিলো। সেই সঙ্গে মাপ নেবার জন্যে একজন মেয়ে-দরজি। মেয়ে দোকানিটি বললো, 'আপনি খুব চমৎকার পছন্দ করেছেন মাদমো-

য়াঞ্জেল। পোশাকগুলোতে আপনাকে যে রকম মানাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে ওগুলো যেন আপনার জন্যেই তৈরী হয়েছিলো। পোশাকগুলো আপনার গায়ে দেখলে মঁ্যাসিয় বার্লেসিয়াগা নিশ্চয়ই খুব খুশী হতেন। দুঃখের বিষয়, তিনি এখন এখানে নেই।'

'উনি কোথায়?' পোশাক খুলতে খুলতে নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে প্রশ্ন করে লিলিয়ান।

'পাহাড়ে।' লিলিয়ানের স্বাস্থ্যনিবাসটা যেখানে, সেখানকার কথা বললো মেয়েটি। লিলিয়ানের কাছে নামটা যেন হিমালয়ের কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলের নাম বলে মনে হলো। 'উনি ওখানে স্বাস্থ্যোদ্ধার করছেন,' মেয়ে দরজিটি বললো।

'হ্যাঁ, ওটা তারই জায়গা।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আয়নার দিকে তাকালো লিলিয়ান।

• 'দেখেছেন তো, আমরা ঠিক এই জিনিসটাই বলতে চেয়েছিলাম,' দোকানি মেয়েটি বললো। 'অধিকাংশ মহিলারা যেটা পছন্দ, সেটাই কিনে বসেন। কিন্তু আপনাকে যেটা মানায়, আপনি সেটাই কিনেছেন।··· তোমারও একই মত তো?' মেয়ে দরজিটিকে প্রশ্ন করলো মেয়েটি।

ঘাড় নেড়ে সায় দিলো সেও, 'এবারে কোটটা দেখি?'

সান্ধ্য পোশাকটা আঁটসাট, নিখাদ কালো রঙের। কিন্তু হাতাবিহীন কোটটা ঢিলেঢালা, আধো-স্বচ্ছ কাপড়ে তৈরী—দেখে মনে হয় যেন মাড় দিয়ে খাড়া করে রাখা হয়েছে।

'কি দারুণ!' দোকানি মেয়েটি বললো, 'স্বর্গভ্রষ্ট দেবদূতীর মতো লাগছে আপনাকে!'

নিজের দিকে ফিরে তাকালো লিলিয়ান। সঙ্গে সঙ্গে সামনের তিন-পাতা ওয়ালা আয়না থেকে তিনটি মেয়ে ওর সে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলো—একটি পূর্ণ মুখ আর দুটি মুখের পাশের অংশ। ও একধারে একটু সরতেই পেছনের দেওয়াল-আয়নায় প্রতিবিম্বিত হলো চতুর্থ ছায়া—ওর দিকে পেছন ফেরানো, যেন এখুনি চলে যাবে।

'দুর্দান্ত!' ফের বললো দোকানি মেয়েটি 'লুসিল কেন এভাবে পোশাক

পরতে পারে না ?'

'লুসিল কে ?'

'আমাদের সব চাইতে সেরা মডেল, যে এই পোশাকটা দেখালো।'

কেন ও এভাবে পরবে ? ভাবলো লিলিয়ান। ও আরও হাজারটা পোশাক পরবে, আরও অনেক বছর ধরে পোশাকের মডেলিং করবে, তারপর বিয়ে থা করবে, ছেলেপুলে হবে, বুড়ো হবে। কিন্তু আমি এটা পরবো শুধু এই গ্রীষ্মকালটা।...

'এ পোশাকটা আপনারা চার সপ্তাহের কম সময়ে ঠিক ঠাক করে দিতে পারেন না ?' লিলিয়ান বললো, 'এটা আমার দরকার, কিন্তু আমার হাতে সময় বড় কম।'

'আপনার কি মনে হয়, মাদমোয়াজেল ক্লোদ ?' দরজি মেয়েটি প্রশ্ন করলো।

দোকানি মেয়েটি ঘাড় নাড়লো, 'বেশ, আমরা এক্ষুণি এটার কাজ শুরু করে দেবো।'

'কবে পাবো ?' জিজ্ঞেস করলো লিলিয়ান।

'দু-সপ্তাহের মধ্যে তৈরী হয়ে যাবে।'

'দু-সপ্তাহ...' যেন দুটো বছর।

'সব ঠিক মতো চললে দশ দিনেই হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে! যদি সত্যিই আর কোন উপায় না থাকে—'

'সত্যিই আর কোন উপায় নেই।'

পোশাকগুলো মানানসই করে নেবার জন্যে প্রতিদিন দোকানে যেতো লিলিয়ান। ছোট্ট খুপরি ঘরটার নিবিড় স্তব্ধতা এক আশ্চর্য জাদুর মায়া ছড়িয়ে দিতো ওর সমস্ত অস্তিত্বে। মাঝে মাঝে খুপরির বাইরে অন্য মহিলাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেতো ও, কিন্তু নিজের খুপরির ধূসর-রুপোলি স্বর্গে ও থাকতো শহরের সমস্ত কর্ম-কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। উপাস্য প্রতিমাকে প্রদক্ষিণরত পুরোহিতের মতো দরজি-মেয়েটি ঘুরে বেড়াতো ওর চারদিকে। চির পুনরাবৃত্তিময় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মতো মেয়েটি

ওর পোশাকে আলপিন আঁটকাতো, ভাঁজ করতো, গুছিয়ে নিয়ে কাপড় কাটতো হাঁটু মুড়ে বসে পিন গোঁজা মুখে কোন মন্তব্য করতো অস্ফুট স্বরে। কখনও কখনও অন্য কোন মেয়ে খদ্দের খুপরির পর্দা তুলে ভেতরের দিকে তাকাতো—চিরন্তন প্রতিযোগীর তীক্ষ্ণ কৌতূহলী দৃষ্টিতে দ্রুত পরখ করে নিতো ওকে। সেই সব মুহূর্তে লিলিয়ানের মনে হতো, ওদের সঙ্গে ওর নিজের কোন মিল নেই। কোন পুরুষকে জিতে নেবার বাসনা ওর নেই, ওর উদ্দেশ্য শুধু জীবনকে দখল করে রাখা।···নিশ্চল হয়ে ও তাকিয়ে থাকতো আয়নায় তিনটি মেয়ের দিকে—যারা দেখতে ওরই মতো, অথচ ওর সঙ্গে যাদের অনেক অমিল। আস্তে আস্তে ওই মেয়েদের সঙ্গে ওর এক আশ্চর্য নিস্পৃহ অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। কথা না বলেও ওদের সঙ্গে কথা বলে লিলিয়ান, ছায়াগুলোও না হেসে হাসে ওর দিকে তাকিয়ে। ছায়াগুলো বড় গম্ভীর, একের সঙ্গে অন্যের ভীষণ মিল—ঠিক যেন তিনটি বোন, যাদের দেহ থেকে প্রাণ বিদায় নিয়েছে, যারা কখনও ভাবেনি আর কোনদিন ওদের দেখা হবে আবার। এখন যেন স্বপ্নে দেখা হয়েছে ওদের। ভাষাহীন এই মিলন এখনই ভরে উঠেছে নিবিড় বেদনায়—ওরা জেনে গেছে এখুনি আবার বিচ্ছেদ আসবে, আর এবারকার এ বিচ্ছেদ হবে চিরদিনের মতো। এমন কি ওদের পোশাকেও সেই বিচ্ছেদের ছায়া—ঘন কালো মখমল, রক্ত লাল রেশম, শরীরকে প্রায় অলীক করে তোলা ঢিলে কোট, ভারি জরির বুটি তোলা ষাঁড় লড়ায়ের খাটো জ্যাকেট—সব কিছুই যেন বালি, সূর্য আর আকস্মিক মৃত্যুর ইঙ্গিত।

বালেঁসিয়াগা ফিরে এসেছিলেন। একদিন উনি লিলিয়ানকে লক্ষ্য করলেন, একটি কথাও বললেন না। পরদিন দোকানি-মেয়েটি রুপোলি রঙের কি একটা জিনিস এনে হাজির করলো। দেখতে অনেকটা সূর্যের স্পর্শহীন মাছের চামড়ার মতো। বললো, 'আপনি এ পোশাকটা নিলে ম্যঁসিয় বালেঁসিয়াগা অত্যন্ত খুশী হবেন।'

'কিন্তু এবারে আমাকে থামতে হবে। এর মধ্যেই আমি যতো পোশাক কেনা উচিত, তার চাইতে বেশি কিনে ফেলেছি। প্রতিদিনই আরও বেশি জিনিসের ফরমাশ করেছি।'

'পরে দেখুন না ! খুশী হবেন,' মুচকি হাসলো মেয়েটি, 'আর দামটাও আপনার মন মতো হবে।'

পোশাকটা পরে ফেললো লিলিয়ান। রঙটা প্রায় মুক্তোর মতো। অথচ পোশাকটা ওকে ফ্যাকাশে করে তোলার বদলে মুখের রঙ গাঢ় করে তুললো, কাঁধ দুটিতে ফুটিয়ে তুললো সোনালি ব্রোঞ্জের ছোঁয়া। দীর্ঘশ্বাস ফেললো লিলিয়ান, 'এটা আমি নেবো। ডন জুয়ান আর অ্যাপোলোর স্তুতি করার চাইতে, এমন পোশাক নেবো না বলা অনেক বেশি শক্ত।'

সব সময়ে নয়, লিলিয়ান ভাবলো, কিন্তু অন্তত এই মুহূর্তে ঘটনাটা ঠিক তাই। ধূসর আর রুপোলি রঙের এক ভারহীন পৃথিবীতে এখন বাস করছে ও। ভোর বেলা দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে, বালেঁসিয়াগাতে আসে, এখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়ায় ইতস্তত। তারপর সন্ধ্যার সময় হোটেলের রেস্তোরাঁয় একা একাই রাতের খাবার খেয়ে নেয়। ঘটনাচক্রে সেটা পারীর অন্যতম সেরা রেস্তোরাঁ। কিন্তু লিলিয়ান জানতো না। সঙ্গী পাবার এতটুকুও বাসনা নেই ওর, শুধু মাঝে মাঝে ক্লেরফাইতের কথা ভেবে মনের কোণে সামান্য অভাববোধ জেগে ওঠে। নতুন জীবন যেন তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ওকে। জনতার ভিড় ওকে শক্তি যোগায়, আঘাত বা বেদনা দেয় না। ওর ভালো লাগে, কারণ এর নাম জীবন—অপরিচিত, চিন্তাহীন, মূর্খতাময় জীবন—যে জীবন চিন্তাহীন অর্থহীন উদ্দেশ্যেই নিবেদিত, যার বাইরের স্তর শান্ত সমুদ্রে রঙিন বয়ার মতো বার বার ঝিকিয়ে ওঠে।

'আপনি খুব বুদ্ধি রেখে পোশাকগুলো কিনেছেন,' পোশাক পরখের শেষদিন দোকানি মেয়েটি বললো। 'এগুলো কোনদিনই পুরনো হবে না, অনেক বছর ধরে পরতে পারবেন।'

বছর ! শিউরে উঠে মৃদু হাসলো লিলিয়ান, 'আমার শুধু এবারের এই গ্রীষ্মটাতেই পোশাকগুলোর দরকার হবে।'

এ যেন মৃদু প্রমত্ততা থেকে জেগে ওঠা। সুরার ভাণ্ডারে মুখ গুঁজে থাকা মদ্যপের মতো প্রায় দুটো সপ্তাহ পোশাক, টুপি আর জুতোর নেশায় নিজেকে বুঁদ করে রেখেছিলো লিলিয়ান। প্রথম পর্যায়ের পোশাকগুলো পাবার পর বিলগুলো ও গাসর্তঁ মামার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। এত কাণ্ডের পরেও গাসর্তঁ মামা কিন্তু ওকে শুধু মাসিক টাকাটাই পাঠিয়েছিলেন। ওজর দেখিয়েছিলেন, এসব অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসে অনেকটা সময় লেগে যায়।

পরদিনই প্রচণ্ড উত্তেজিত অবস্থায় মামা এসে হাজির হলেন ওর কাছে। হোটেলের চারদিকে গন্ধ শুঁকে তিনি বললেন, লিলিয়ান একেবারেই কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং কিমাশ্চর্যমতঃপরম্, ওকে তিনি নিজের ফ্ল্যাটেই নিয়ে যেতে চাইলেন।

'কেন, যাতে তুমি আমাকে নিজের শাসনে রাখতে পারো—সেজন্যে?' প্রশ্ন করলো লিলিয়ান।

'যাতে তুমি আরও কম খরচে থাকতে পারো, সেজন্যে। পোশাক-পরিচ্ছদে এত পয়সা খরচ করা রীতিমতো অপরাধ। যে দাম নিয়েছে, তাতে ওগুলো সোনা দিয়ে তৈরী হওয়া উচিত ছিলো।'

'সোনা দিয়েই তো তৈরী! দুঃখের বিষয় তুমি তা দেখতে পাও না।'

'সামান্য কয়েক টুকরো কাপড়ের জন্যে অতো ভালো সুদ আনা কাগজগুলো বিক্রি করে দেওয়া···' গাসর্তঁ কঁকিয়ে উঠলেন। 'তোমাকে দেখছি আমার অভিভাবকত্বেই রাখতে হবে!'

'চেষ্টা করে ছাখো। ফ্রান্সের প্রতিটি বিচারকই আমার কাজকর্মের মর্ম বুঝবেন। শেষটায় দেখো, তোমাকেই ভালো করে লক্ষ্য করার জন্যে মানসিক রোগের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তুমি যদি শীঘ্রি আমার টাকা আমাকে ফিরিয়ে না দাও, তো আমি যা কিনেছি তার দ্বিগুণ জিনিস কিনবো—আর বিলগুলো সব তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো,

এই বলে দিলাম।'

'এই নেকড়াগুলোর দ্বিগুণ! তুমি···তুমি একটা···'

'না গাসর্ত মামা, আমি পাগল নই। পাগল তুমি। তুমি সবকিছু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছো, যাতে তোমার সমস্ত টাকাকড়ি গুচ্ছের উত্তরাধিকারীর ভোগে লাগে—যাদের তুমি মন থেকে অপছন্দ করো, যাদের ভালো করে চেনো না পর্যন্ত। কিন্তু ও-সব কথাবার্তা বলে আর কাজ নেই। তার চাইতে তুমি আমার সঙ্গেই রাতের খাবারটা খেয়ে যাও, এখানকার রেস্তোরাঁয় খাবার-দাবারগুলো চমৎকার।···তোমার জন্যে আমি একটা নতুন পোশাক করবো।'

'নিকুচি করেছে এখানে খাওয়ার! কোন কথাই উঠতে পারে না। শুধু শুধু টাকাগুলো জলে···'

'কিন্তু তুমি আমার অতিথি হবে। এখানে আমি ধারের সুযোগ পাই, আর খেতে খেতে তুমি আমাকে আরও শোনাবে, বুদ্ধিমান মানুষেরা কি-ভাবে জীবন চালান। কিন্তু এই মুহূর্তে টানা ছ' ঘণ্টা অভ্যেস করে আসা স্কি খেলোয়াড়দের মতো আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত। না, তার চাইতেও বেশি।···যাও, নিচতলায় গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করোগে। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে নেবো।'

এক ঘণ্টা বাদে নিচে নেমে এলো লিলিয়ান। অপেক্ষাক্লান্ত গাসর্ত মামা এ হেন বদ রসিকতায় পাংশুল হয়ে লবিতে একটা ছোট্ট টেবিল নিয়ে বসেছিলেন। টেবিলের ওপরে একগাদা সাময়িক পত্র ছড়ানো। এমন কি নিজের জন্যে একটা আপেরিতিফও দিতে বলেননি উনি।···লিলিয়ান লক্ষ্য করে খুশী হলো, প্রথম দেখাতে ওকে চিনতে পারেননি গাসর্ত মামা। ও যখন স্বল্প আলোকিত সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিলো, উনি তখন আপন মনে গোঁফে তা দিচ্ছিলেন। ওকে দেখেই সোজা হয়ে বসে পুরনো ঢঙের লম্পট মানুষদের মতো এক ঝলক দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলেন ওর দিকে।

'এটা আমি গাসর্ত মামা!' লিলিয়ান মুচকি হাসলো, 'আশা করি তুমি কোন নোংরা চিন্তা করছিলে না!'

'বাজে বোকো না,' একটু কেশে গলা সাফ করে নিলেন উনি। 'আসলে আমার চোখদুটো গ্যাছে। আচ্ছা, শেষ বার আমি তোমাকে কবে দেখেছিলাম বলো তো?'

'দু সপ্তাহ আগে।'

'আমি সে কথা বলিনি—তার আগে।'

'এই ধরো বছর পাঁচেক আগে। তখন অর্ধেক খেয়ে খেয়ে আমার এই রোগা চেহারা।'

'আর এখন?'

'এখনও আমি অর্ধেক উপোসী, তবে মনটা তৈরী হয়ে গেছে।'

একজোড়া ডাঁটি বিহীন চশমা পকেট থেকে বের করলেন গাসর্ত, 'এই পোশাকগুলো তুমি কার জন্যে কিনেছো?'

'আমার জন্যে!'

'তোমার কোন···ইয়ে নেই?'

'পাহাড়ে বিয়ের একমাত্র যোগ্য পাত্র ছিলো স্কি নির্দেশকরা। স্কিয়ের পোশাক যতক্ষণ পরা থাকে ততক্ষণ তারা মন্দ নয়, কিন্তু খুললেই কেমন যেন চাষা চাষা মনে হয়।'

'তুমি তাহলে একেবারে নিঃসঙ্গ?'

'হ্যাঁ, তবে তোমার মতো নিঃসঙ্গ নই,' রেস্তোরাঁয় ঢুকতে ঢুকতে উত্তর দেয় লিলিয়ান।

'আমার কিন্তু খিদে পায়নি,' গাসর্ত বললেন। 'তুমি কি খাবে? হালকা পুষ্টিকর জিনিস নিশ্চয়ই? এই ধরো একটা ওমলেট, ফ্রুট স্যালাড, ভিশি ওয়াটার···'

'আমি সামুদ্রিক শুক্তি নেবো,' লিলিয়ান বললো, 'গোটা বারো শুক্তি, আর ভদকা।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মূল্য তালিকার দিকে তাকালেন গাসর্ত, 'সামুদ্রিক শুক্তি খাওয়া তোমার পক্ষে ভালো নয়।'

'কিপটেদের পক্ষে ভালো নয়—গলায় আঁটকে থাকে। তাহলে গাসর্ত মামা, একটা কিলে পোয়াভ্র···'

'তার চাইতে সেদ্ধ মুরগী নিলে হয়। আচ্ছা, স্বাস্থ্যনিবাসে তুমি ওট্ খেতে না?'

'হ্যাঁ গাসর্ত মামা, পাহাড়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বেঁচে থাকার বাসনায় আমি যথেষ্ট ওট্ আর মুরগী সেদ্ধ খেয়েছি। যথেষ্ট! এখন স্টেকের সঙ্গে শাতো লাফিত্ পান করি এসো। নাকি তুমি মদ পছন্দ করো না?'

'সামর্থ্যে কুলোয় না। আমি বড় গরীব হয়ে গেছি লিলিয়ান।'

'জানি। আর সেজন্যেই তো তোমার সঙ্গে খেতে এত রোমাঞ্চ লাগছে।'

'তার মানে?'

'প্রতি ফোঁটা মদের সঙ্গে আমি তোমার হৃৎপিণ্ডের এক ফোঁটা করে রক্ত পান করছি।'

'ওঃ, কি সব অলক্ষুণে কথা!' এক ঝটকায় নিজের অভাব-পীড়িত পরিবেশটা কাটিয়ে ফেলেন গাসর্ত। 'তা আবার এমন একটা মদের প্রসঙ্গে! তার চাইতে এসো, আমরা অন্য কোন কথাবার্তা বলি।···দেখি, তোমার শুক্তিগুলো একটু চেখে দেখবো?'

প্লেটটা ঠেলে এগিয়ে দেয় লিলিয়ান। গপগপ করে তিনটে শুক্তি নামিয়েও ক্ষান্ত হন না গাসর্ত। পানীয়ের দিকেও তার সজাগ দৃষ্টি। দামটা যদি তাকেই মেটাতে হয়, তবে কিছুটা উশুল তিনি করে নেবেনই। বোতল শূন্য হতে গাসর্ত বললেন, 'সময় কিভাবে উড়ে চলে দেখেছো? মনে পড়ে বাছা, যখন তুমি···'

তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণা অনুভব করলো লিলিয়ান, 'আমি ওসব মনে করতে চাই না গাসর্ত মামা। শুধু একটা কথা, আমার নাম লিলিয়ান হয়েছিলো কেন বলোতো? ওই নামটাকে আমি ঘেন্না করি।'

'ও নামটা তোমার বাবা পছন্দ করেছিলেন।'

'কেন?'

'তুমি কফির সঙ্গে একটু মদ মিশিয়ে খাবে? কোঁইয়াক, শারত্রুজ কিংবা আরমাঁইয়াক?···এটা আমার আগেই অনুমান করা উচিত ছিলো।' গাসর্ত স্পষ্টই নরম হয়ে উঠলেন, 'ঠিক আছে—ওহে, দুটো আরমাঁইয়াক

দেখি ! হ্যাঁ যা বলছিলাম, তোমার বাবা…'

'আমার বাবা—কি ?'

উট পাখিটা চোখ পিটপিট করে তাকালো, 'কম বয়সে তোমার মাকে ছেড়ে উনি অল্প কিছুদিনের জন্যে নিউ ইয়র্কে ছিলেন। পরে উনি মেয়ের নাম লিলিয়ান রাখবেন বলে ইচ্ছে প্রকাশ করেন। তোমার মাও তাতে আপত্তি করেননি। আমি অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে জেনেছিলাম যে নিউ-ইয়র্কে থাকার সময় লিলিয়ান নামের একটি মেয়ের সঙ্গে তার নাকি—কি বলবো—খুব ভাবসাব হয়েছিলো।…তুমি কিছু মনে করো না বাছা, তুমি জানতে চাইলে বলেই…'

'আমি ভীষণ খুশী হয়েছি !' লিলিয়ান বললো, 'এতদিন আমি ভাবতাম, মা নিশ্চয়ই নামটা কোন বই থেকে নিয়েছে। মা তো খুব বইটই পড়তো।'

'হ্যাঁ, তা পড়তো,' উটপাখি মাথা নাড়লো। তবে তোমার বাবা কক্ষনো বইয়ের ধার মাড়াতেন না।…আচ্ছা লিলি, তুমি কি সত্যি সত্যিই এ জায়গাটায় থাকতে চাও ? তোমার কি মনে হয় না, সেটা করলে ভুল করবে ?'

'আমি এখুনি ঠিক এই কথাটাই তোমাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। মদ পেটে পড়ার পরে দেখছি তুমি প্রায় মানুষের মতো হয়ে এসেছো।'

নিজের আরমাঁইয়াকের পাত্রে চুমুক দিলেন গাসতঁ, 'আমি তোমাকে একটা ছোটখাটো ভোজ দেবো।'

'সে ভয় তো তুমি আমাকে আগেও একবার দেখিয়েছিলে।'

'তুমি কি তা চাও না ?'

'চা বা মদের নেমন্তন্ন হলে চাই না।'

'না, রাত্তিরের খাবার। এখনও আমার সামান্য কয়েকটা মদের বোতল আছে। সংখ্যায় মোটে কটা, কিন্তু গুণে এদের সমান।'

'বেশ।'

'তুমি ভারি সুন্দরী হয়েছো লিলি, কিন্তু বড্ড কঠিন ! তোমার বাবা কিন্তু এমন ছিলেন না।'

কঠিন ! লিলিয়ান ভাবলো, কঠিন বলতে উনি কি বোঝাতে চাইছেন ?

আমি কি সত্যিই সেরকম? নাকি তথাকথিত সুসংস্কৃত আচরণ দেখানোর মতো সময় আমার নেই—যে আচরণ আসলে শুধু প্রতারণা মাত্র, যা কালো সত্যের ওপরে একটা ঝিলমিলে আবরণ ছড়িয়ে সত্যিকারের রূপটাকে উধাও করে দেয়।

ঘরের জানলা দিয়ে সাংশাপেলের চূড়োটা স্পষ্ট দেখতে পায় লিলিয়ান। কঁসিয়েজেরির ধূসর দেওয়াল পেরিয়ে সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে চূড়োটার অলঙ্কৃত তীক্ষ্ণতা। অতীতের সাংশাপেলের কথা মনে পড়লো লিলিয়ানের। তাই প্রথম যেদিন ঝলমলে রোদ উঠলো, সেদিনই ওটা দেখার জন্যে বেরিয়ে পড়লো ও।

তখন বেলা প্রায় দুপুর। উঁচু উঁচু জানলার রঙিন কাচের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়া আলোর প্লাবনে ঘরটাকে মনে হচ্ছিলো যেন একটা স্বচ্ছ আলোর মিনার। শুধু আলো আর আলো—ফিরোজা নীল, ঝলমলে লাল, হলুদ আর সবুজ আলোর রূপদী ঐশ্বর্য। আলোর তীব্রতা এতো বেশি যে ও যেন নিজের আবৃত শরীরেও বর্ণালীর স্পর্শ অনুভব করছিলো, মনে হচ্ছিলো যেন রঙিন জলের ধারায় স্নান করছে ও। লিলিয়ান ছাড়া গির্জায় জনা কয়েক অ্যামেরিকান সৈনিকও ছিলো, কিন্তু একটু পরেই ওরা চলে গেলো।····সারা গায়ে আলো মেখে একটা বেঞ্চিতে বসলো লিলিয়ান—এ আলো ওর সব কটা পোশাকের চাইতে বেশি স্বচ্ছ অথচ সব চাইতে বেশি জাঁকালো। ওর ইচ্ছে করছিলো নিজেকে অনাবৃত করে ছাখে, রঙের স্বচ্ছ জরিদারবুটিগুলো কেমন করে ওর ত্বকের ওপর দিয়ে পিছলে নেমে আসে। ···এ যেন আলোর প্রপাত, একটা ভারহীন পরম আবেশ, একই সঙ্গে পতন ও নিলম্বন। লিলিয়ানের মনে হচ্ছিলো, ও যেন নিশ্বাসের সঙ্গে এই অনন্ত আলো শরীরে গ্রহণ করছে, যেন নীল লাল আর হলুদের প্রবাহ বয়ে চলেছে ওর ফুসফুস আর রক্তের গভীরে, যেন ওর ত্বক আর অনুভূতি বোধের সীমারেখাটা লুপ্ত হয়ে গেছে আর এই আলো ওর শরীরে এসে ঢুকছে রঞ্জনরশ্মির মতো। দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ শুধু এই যে রঞ্জনরশ্মি অস্থি পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর এ আলো যেন সেই রহস্যময় শক্তিকেই

আলোকিত করে তোলে যা হৃদয়ে স্পন্দন তোলে, রক্তের প্রবাহকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে প্রতিটি সূক্ষ্ম উপশিরায়। এরই নাম জীবন—ধীর স্থির হয়ে বসে থাকা আলোকস্নাতা লিলিয়ান এই মহাজীবনেরই অংশ, তা থেকে বিচ্ছিন্ন বা নিঃসঙ্গ নয়। লিলিয়ানের মনে হলো যতদিন ও এই আলো গ্রহণ করবে, এই আলোকসুধা ওকে আশ্রয় দেবে, ততদিন ও কিছুতেই মরবে না—ওর ভেতরকার একটা জিনিস চির অমর হয়ে থাকবে। এটাই ওর পরম সান্ত্বনা। নিজের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হলো লিলিয়ান, একথা ও কোনদিনও ভুলবে না। অনুভব করলো, ওর জীবনের যে কটা দিন বাকি রয়েছে তা ঠিক এমনিই রইবে—এই স্বর্গীয় আলোকসুধায় ভরা মধুচক্রের মতো। ছায়াহীন আলো, দুঃখহীন জীবন আর ভস্মহীন বহ্নিশিখার মতো।

শেষবার সাংশাপেলে থাকার দিনগুলোর কথা মনে পড়লো লিলিয়ানের। ওরা তখন ওর বাবাকে খোঁজ করছিলো।···সব চাইতে নিরাপদ আশ্রয় বলে ও আর ওর মা তখন দিনের বেলাটা বিভিন্ন গির্জায় কাটাতো, প্রার্থনার ভান করে গির্জার অন্ধকার কোণটিতে মুখ গুঁজে থাকতো। এভাবে পারীর অধিকাংশ গির্জাই ওর চেনা হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু কিছুদিন পরে গির্জাগুলোতেও 'ওরা' গুপ্তচর পাঠাতে শুরু করলো--নতরদামের আধো আলোকিত গলি-ঘুপচিগুলোও তখন আর নিরাপদ রইলো না। সেই সময় বন্ধুবান্ধবেরা ওর মাকে সাংশাপেলে দিনের বেলাটা কাটাবার পরামর্শ দিয়েছিলো, কারণ ওখানকার পরিচারকরা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। তখন আলোর তীব্রতা থেকে নিজেকে গুটিয়ে আনতো লিলিয়ান—নিজেকে ওর মনে হতো অন্ধকার গুপ্ত আশ্রয় থেকে পুলিসের সন্ধানী আলোর নিষ্ঠুর তীক্ষ্ণতায় হিঁচড়ে নিয়ে আসা অপরাধীর মতো, অস্ত্রোপচার কক্ষের নিটোল উজ্জ্বলতায় অনাবৃত কুষ্ঠরোগীর মতো। এ অনুভূতিকে ও ঘৃণা করতো, কিন্তু ভুলতে পারেনি কোনদিনও। অথচ এখন কোথায় উধাও হয়ে গেছে সেদিনের সে তিক্ত অনুভূতি। আলোর প্রথম কোমল স্পর্শে শিশিরের মতো শুকিয়ে গেছে অতীতের যতো ছায়া, যতো অন্ধকার। এ আলোয় শুধু সুখ আর সুখ।···আলোর ঢেউয়ে সমস্ত শরীর ছড়িয়ে দিলো লিলিয়ান। মনে হলো, ও যেন আলোর বাণী শুনতে পাচ্ছে। নিশ্বাস নিলো বুক ভরে—

গ্রহণ করলো সোনালি, সবুজ আর আরক্তিম বর্ণালী। অনুভব করলো স্বাস্থ্যনিবাস আর তার শেষ ছায়াগুলোও মিলিয়ে যাচ্ছে এ আলোর বন্যায়, জ্বলে উঠছে এক্স-রে ছবির ধূসর কালো কাগজগুলো। এর জন্যেই এতদিন অপেক্ষা করছিলো লিলিয়ান, এর জন্যেই ও এসেছে এখানে। এখন ও জানে, উজ্জ্বলতার সুখ পৃথিবীতে সব চাইতে অবাস্তব জিনিস।···

পরিচারককে ওর কাঁধে টোকা দিতে হলো, 'বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে মাদমোয়াজেল।'

উ'ঠে দাঁড়িয়ে লোকটার ক্লান্ত চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানার দিকে তাকালো লিলিয়ান। মুহূর্তের জন্যে ও বুঝতে পারছিলো না, লোকটা কেন ওর অনুভূতির কথা বুঝতে পারছে না। কিন্তু অলৌকিক ঘটনা অহরহ ঘটলে মানুষ হয়তো সেটাকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়।

'তুমি কতদিন ধরে এখানে আছো?' জানতে চাইলো লিলিয়ান।

'দু বছর।'

'যুদ্ধের সময়ে এখানে যে ছিলো, তাকে তুমি চেনো?'

'না।'

'দিন কাটানোর পক্ষে এ জায়গাটা নিশ্চয়ই খুব চমৎকার?'

'টেনেটুনে কোনরকমে দিন যায়। টাকা-পয়সার দাম যে হারে কমে যাচ্ছে তাতে আর···'

ব্যাগ থেকে একটা নোট তুলে নেয় লিলিয়ান। লোকটার চোখ দুটো আলোকিত হয়ে ওঠে। এটাই ওর কাছে অলৌকিক ঘটনা, ভাবলো লিলিয়ান। এতে ও আপত্তি করতে পারে না। কারণ ওর কাছে এটার অর্থ—রুটি, মদ, জীবন এবং সুখও বটে।···বাইরের আবছা চত্বরে বেরিয়ে আসে লিলিয়ান। কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে উঠলে অলৌকিক ঘটনাও কি একঘেয়ে হয়ে ওঠে? লিলিয়ান ভাবলো, তখন কি সেসব ঘটনাও এখানকার জীবনযাত্রার মতো সাদা মাঠা বলে মনে হয়—যে জীবন পাহাড়ে থাকতে মনে হতো অসাধারণ, অথচ আসলে যে জীবন শাপেলের বর্ণময় আলোর দীপ্তি নয়···ছকবাঁধা জীবনের ক্লান্তিকর স্তিমিত প্রদীপ শিখামাত্র?

চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয় লিলিয়ান। শাপেলের লাগোয়া কয়েদ-

খানার ছাদগুলোতে ঝলমলে সূর্যকিরণের নিবিড় অন্তরঙ্গতা। এই আলোতেই লুকিয়ে আছে সেই সব রশ্মিগুলি যারা শাপেলের গর্ভে রঙের উৎসবে মেতে উঠেছিলো।···একজন সেপাই ধীরে সুস্থে চত্বরটা পেরিয়ে গেলো। গরাদের আড়ালে কতকগুলো মুখ নিয়ে সশব্দে চলে গেলো একটা টহলদার গাড়ি।···আলোর ওই অলৌকিকত্ব পুলিস আর বিচারবিভাগের বাড়িগুলো দিয়ে ঘেরা। অপরাধ, খুন-জখম, রাহাজানি, মামলা-মোকদ্দমা আর ঈর্ষাময় এক কুৎসিত পরিবেশের মধ্যে, 'বিচার' নামক মানবতার সমস্ত ছায়াঘন বিষণ্ণতার মধ্যে সেই আশ্চর্য আলোর অবস্থান। বিদ্রূপটা খুবই তীক্ষ্ণ—কিন্তু অলৌকিক ঘটনাকে অলৌকিক হতে গেলে এর আরও কোন গভীর অর্থ থাকা সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত নয় লিলিয়ান। আচমকা ক্লেরফাইতের কথা মনে হলো ওর। মৃদু হাসি ফুটে উঠলো ওর ঠোঁটের পাতায়। এখন ও প্রস্তুত। পারী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর, তার কাছ থেকে আর কোনও খবর পায়নি লিলিয়ান। তাতে ও অবশ্য আঘাত পায়নি, কারণ তার কাছ থেকে কোনও খবর আসবে বলে আশাও করেনি ও। এখন তাকে আর ওর কোন প্রয়োজন নেই, তবু সে বেঁচে আছে—এটুকু জানলেই ভালো লাগতো।

রোমে বিভিন্ন অফিস, কারখানা আর কাফেগুলোতে বসে বসে সময় কাটাচ্ছিলো ক্লেরফাইত। সন্ধ্যেগুলো কাটাচ্ছিলো লিদিয়া মোরেলির সঙ্গে। প্রথমদিকে মাঝে মাঝে সে লিলিয়ানের কথা ভাবতো। তারপর ভুলেই গেলো ওর কথা। লিলিয়ান ওর মনে দাগ কেটে দিয়েছিলো, অথচ মেয়েদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা ওর খুব সহজে হয় না। ক্লেরফাইতের কাছে ও একটা মিষ্টি কুকুরছানা, যার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি ভাব। যা কিছু থেকে ও বঞ্চিত থেকেছে তার সব কিছুই ওকে পেতে হবে—এমনি একটা অসম্ভব ধারণার পেছনে ছুটছে মেয়েটা। অবশ্য খুব শীঘ্রিই ও বুঝে ফেলবে, আসলে ও কিছুই হারায়নি। তখন অন্যদের মতো—যেমন লিদিয়া, বা লিদিয়ার চাইতেও নিকৃষ্ট কোন সংস্করণ হয়ে উঠবে ও। লিদিয়ার মতো তিক্ত চাতুর্য অথবা মেয়েলি নিষ্ঠুরতা, কোনটাই ওর নেই। সব মিলিয়ে

ওর জন্যে অনেকটা সময় দিতে পারবে, এমন কোন আবেগময় কবি-স্বভাবের পুরুষের সঙ্গেই লিলিয়ানের মিল হয়—তার সঙ্গে নয়। ভলকভের সঙ্গেই ওর থাকা উচিত ছিলো। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় লোকটা শুধু ওর জন্যেই বেঁচে ছিলো, আর সে জন্যেই ওকে সে হারিয়ে বসেছে। এটাই জীবনের নিয়ম। ক্লেরফাইতও অন্য ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিলো। সে কোন কিছুরই গভীরে যেতে চাইতো না। লিদিয়া মোরেলির মতো মেয়েরাই ওর মানসিকতার সঙ্গে খাপ খায়। সংক্ষিপ্ত ছুটির দিনের অভিজ্ঞতার পক্ষে লিলিয়ান চমৎকার সন্দেহ নেই। কিন্তু পারীর জীবনের পক্ষে মেয়েটা বড্ড গেঁয়ো, ওর দাবি বড্ড বেশি আর ভীষণ অনভিজ্ঞা। অমন মেয়ের জন্যে সময় দেবার মতো যথেষ্ট অবসর ক্লেরফাইতের নেই।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোনর পর খানিকটা স্বস্তি পেলো ক্লেরফাইত। ঠিক করলো, জিনিসটা বুঝিয়ে বলার জন্যে পারীতে লিলিয়ানকে টেলিফোন করবে সে, আবার দেখা করবে ওর সঙ্গে। হয়তো বুঝিয়ে বলার মতো তেমন কিছুই নেই। তবু সমস্ত ব্যাপারটা ওর নিজেরই অনেক আগে থেকে বোঝা উচিত ছিলো। কিন্তু তাহলে ক্লেরফাইতই বা আবার ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে কেন? কথাটা ভেবে বেশি সময় নষ্ট করলো না ক্লেরফাইত। কেনই বা করবে, বলতে গেলে ওর সঙ্গে তার তো প্রায় কোন সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি!···চুক্তিপত্রে সই করে আরও দুটো দিন রোমে রইলো ক্লেরফাইত। যে দিন সে পারীতে রওনা হলো, লিদিয়া মোরেলিও রওনা হলো ঠিক সেদিন। ক্লেরফাইত চললো জুসেপ্পিতে চেপে, লিদিয়া গেলো ট্রেনে। মোটরে বা উড়োজাহাজে চেপে কোথাও যেতে ভারি বিশ্রী লাগে লিদিয়ার।

দশ

রাতগুলোকে নিয়ে চিরদিনই ভারি ভয় লিলিয়ানের। রাতের সঙ্গে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার সেই নিবিড় আতঙ্ক, গলার দিকে এগিয়ে আসা

কতকগুলো আবছা হাত, মৃত্যুর ভীতিকর আর অসহনীয় সেই নিঃসঙ্গতা— সব কিছু যেন একসঙ্গে জড়িয়ে থাকে। স্বাস্থ্যনিবাসে থাকার সময় রাত্রি-বেলায় ঘরের আলো জ্বেলে রাখতো লিলিয়ান, সরিয়ে দিতে চাইতো বহু দূরের আদিম অকলঙ্ক তুষার প্রান্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসা পূর্ণিমার অনাবিল জ্যোৎস্নাধারা অথবা চাঁদহীন রাতের বিষণ্ণ আবছা অন্ধকার— যখন তুষারের ম্লানিমা জানলার বাইরে পৃথিবীর সব চাইতে বর্ণহীন অস্তিত্বের মতো শরীর বিছিয়ে থাকতো। প্যারীর রাতগুলো সেই তুলনায় অনেক ভালো। এখানে জানলার বাইরেই নদী, নতরদাম। মাঝে মাঝে রাস্তা থেকে ভেসে আসে মাতালের অসম্বৃত প্রলাপ, অথবা দূরাগত কোন গাড়ির ঘূর্ণায়মান চাকার আওয়াজ।

বালেঁসিয়াগা থেকে প্রথম পর্যায়ের পোশাকগুলো এসে পৌঁছোনর পর লিলিয়ান সেগুলোকে আলমারিতে তুলে না রেখে ঘরের চারদিকে ঝুলিয়ে রেখেছিলো। মখমলের পোশাকটা ঝুলছিলো বিছানার ওপরে, আর তার একেবারে পাশেই রুপোলি রঙের পোশাকটা—যাতে অতল গহ্বরে পড়ে যাওয়ার কোন ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে এক অতলান্ত অন্ধকার থেকে আর এক নিঃসীম অন্ধকারে আচমকা চিৎকার করে জেগে ওঠার সময় ও সহজেই হাত বাড়িয়ে পোশাকগুলোকে ছুঁতে পারে। পোশাক-গুলো তখন যেন রুপোলি-মখমলের দড়ি হয়ে ওঠে, যেগুলোকে ও অবয়ব-হীন ধূসর গভীরতা থেকে দেওয়াল, সময়, সম্পর্ক আর জীবনের মাঝে ফিরে আসার কাজে লাগাতে পারে। হাত বুলিয়ে তখন পোশাকগুলোকে অনুভব করে লিলিয়ান, বিছানা ছেড়ে উঠে প্রায়ই নগ্ন শরীরে পায়চারি করে ঘরের সর্বত্র। অনুভব করে, দেওয়ালের গায়ে বা আলমারির পাল্লায় হ্যাঙ্গারে ঝোলানো ওই পোশাকগুলো যেন বন্ধুর মতো ঘিরে রেখেছে ওকে।...জুতোর তাকে সারি সারি সাজানো সোনালি, কালো আর বাদামি রঙের উঁচু গোড়ালি লাগানো জুতোগুলো দেখে মনে হয়, বত্তিচেল্লির আঁকা একদল চরম আনন্দ মুখর দেবদূতী মাঝরাতের বিশেষ উৎসবে স্যাংশাপেলে উড়ে যাওয়ার সময় যেন তাড়াতাড়িতে ওগুলোকে এখানে ফেলে গেছে—ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ফিরে

যাবে ওরা।…ছোট্ট একটা টুপি মাথায় দিয়ে যে কতো আয়েশ অনুভব করা যায় তা একমাত্র মেয়েরাই বুঝতে পারে, ভাবে লিলিয়ান।…রাত্রি বেলায় নিজের অর্জিত ওই সব সামগ্রীর মধ্যে হেঁটে বেড়ায় ও—চাঁদের আলোয় তুলে ধরে জরির বুটিগুলোকে, টুপি দিয়ে ঢেকে দেয় চুলের রাশি, পায়ে ঢুকিয়ে পরখ করে ছাখে এক জোড়া জুতো অথবা গায়ে চড়ায় নতুন কোন পোশাক। ম্লান আলোয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে নিজেকে ছাখে, মুখ বা কাঁধে শীর্ণতার ছোঁয়া লেগেছে কিনা, শ্লথ হয়েছে কিনা বুকের বাঁধন অথবা ভাঁটার টান লেগেছে কিনা উরুর নিটোল বক্রতায়। না এখনও তেমন কিছু হয়নি, ভাবে লিলিয়ান। ভাবতে ভাবতে এক নিঃশব্দ জাদুর খেলায় মেতে উঠে পায়ে গলিয়ে নেয় আর এক জোড়া জুতো, মাথায় পরে আর একটা ছোট্ট টুপি, নিজেকে সাজিয়ে তোলে নিজেরই সামান্য কটি মণিময় অলঙ্কারে…সামান্য হলেও রাত্রিবেলা যা সম্মোহনী মায়া ছড়ায় দৃষ্টির প্রাঙ্গণে—আয়নার প্রতিবিম্ব তখন মৃদু হাসে, প্রশ্ন ছড়ায়, এমন ভাবে তাকায় যেন লিলিয়ানের চাইতে সে অনেক বেশি জানে।

আবার যখন দেখা হলো ক্লেরফাইত অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলো, সামান্য কটা দিনেই কি অসামান্য পরিবর্তন হয়েছে ওর। প্যারীতে ফিরে দ্বিতীয় দিনেই নেহাৎ কর্তব্যের খাতিরে ওকে টেলিফোন করেছিলো ক্লেরফাইত, ভেবেছিলো ঘণ্টাখানেক সময় কাটাবে ওর সঙ্গে। সন্ধ্যের সময়টা এক সঙ্গে কাটিয়ে বুঝলো, পরিবর্তনটা শুধু ওর পোশাকেরই নয়। সুবেশী মহিলা অনেক দেখেছে ক্লেরফাইত। তাছাড়া সৈন্যবাহিনীর একজন সার্জেন্ট ড্রিলের ব্যাপারে যতটা জানে, লিদিয়া মোরেলি বেশভূষার ব্যাপারটা বোঝে তার চাইতেও বেশি। আসলে লিলিয়ানের পরিবর্তনটা আরও গভীর। ক্লেরফাইতের মনে হলো কয়েক সপ্তাহ আগে সে যে আধ *ফোঁটা মেয়েটিকে রেখে গিয়েছিলো, এখন সে মেয়েটিই যেন বয়ঃসন্ধির রহস্যময় সীমারেখাটা সত্য সত্য পেরিয়ে এসেছে—কৈশোরের মায়াময়তা যৌবনের জাদুকরী সোহাগ এখন এক সঙ্গে খেলা করছে ওর সর্বাঙ্গে।*

ক্লেরফাইত স্থির করেছিলো, স্পষ্ট ভাষায় লিলিয়ানের সঙ্গে সে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবে। কিন্তু এখন খুশী হয়ে অনুভব করলো, একটু দেরি হলেও এখনও ওকে ধরে রাখার সুযোগ তার আছে। দূরে থাকার সময় ক্লের-ফাইত ওর গ্রাম্যতাকেই বড় করে দেখেছিলো, ভেবেছিলো সামাজিক অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ওকে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। কিন্তু এখন সে সিদ্ধান্তের কোন প্রমাণই ওর মধ্যে নেই। ও যেন শান্ত অথচ জোরালো এক অগ্নিশিখা—ক্লেরফাইত জানে, এ জিনিস কতো দুর্লভ। রুপোর ঝাড়দানিতে অসংখ্য মোমবাতি আলোর শিখা ছড়ায়, আর ভুল করে যৌবনকেও অনেক সময় আলোকিত শিখার সঙ্গে তুলনা করা হয়। হয়তো যৌবনেও থাকে অস্থিরতা, দীপশিখার মতো কেঁপে কেঁপে ওঠা। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। কেন এ জিনিস সে আগে দ্যাখেনি? ক্লেরফাইত ভাবে, কিন্তু এর কোন উত্তর তার জানা নেই। ওর মনে হয়, কাচের আধারে রাখা একটা অল্পবয়সী ট্রাউট মাছ এতদিন যেন মুক্তির বাসনায় বারবার কাচের দেওয়ালে নিষ্ফল মাথা খুঁড়েছে, জলজ উদ্ভিদগুলোকে তছনছ করে ঘোলাটে করে তুলেছে সমস্ত জল। কিন্তু নদীতে আশ্রয়ের সন্ধান পেয়ে এখন সে পাগলামো ভুলে শান্ত আর স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে, রুপোলি শরীরে ইন্দ্রধনুর ঝলক তুলে খেলে বেড়াচ্ছে নিজের ইচ্ছে সুখে।

'গাসতঁ মামা আমার জন্যে একদিন পার্টি দিতে চান,' কয়েক সন্ধ্যা পরে লিলিয়ান বললো।

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ওঁর ইচ্ছে, আমাকে বিয়ে দিয়ে বিদেয় করবেন।'

'এখনও সে ইচ্ছে ওঁর আছে?'

'আগের চাইতে ইচ্ছেটা এখন আরও বেশি। উনি ভীষণ চিন্তিত। কারণ আমি যে হারে পোশাক-টোশাক কিনছি তাতে শুধু আমারই সর্ব-নাশ হবে না, উনিও তাতে জড়িয়ে পড়বেন।'

আবার ঐ ভেফুতে এসে বসেছিলো দুজনে। প্রথম সন্ধ্যার মতো পান

করছিলো তাজা মঁত্রাশে। লিলিয়ান বললো, 'মনে হচ্ছে তুমি জিভের স্বাদটা রোমে হারিয়ে ফেলেছো।'

চোখ তুলে তাকালো ক্লেরফাইত, 'কেন?'

লিলিয়ান হাসলো, 'একটু আগে যে মেয়েটি রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকলো, ও কে?'

'কোন মেয়েটি?'

'দেখিয়ে দিতে হবে?'

লিদিয়া মোরেলি কখন ভেতরে এসে ঢুকেছে, লক্ষ্য করেনি ক্লেরফাইত। এখন দেখলো। এত জায়গা থাকতে ও আবার এখানে কেন মরতে এলো? সঙ্গের লোকটাকে ক্লেরফাইত চেনে না, শুধু জানে লোকটার নাম জনসন এবং প্রচণ্ড ধনী বলে ওর নাকি নামডাক আছে।...তার মানে লিদিয়া এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করেনি। কারণ সকাল বেলাই ক্লেরফাইত ওকে বলেছিলো, আজ সন্ধ্যায় সে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। মেয়েটা কি করে ওর গন্ধ শুঁকে শুঁকে এখানে এসে হাজির হয়েছে, সে কথাও বুঝতে পারলো ক্লেরফাইত। এক বছর আগে ওকে নিয়ে সে এ রেস্তোরাঁয় বেশ কয়েকবারই এসেছে।...পছন্দ মতো রেস্তোরাঁগুলোর ব্যাপারে আমার সতর্ক হয়ে চলা উচিত, বিরক্ত হয়ে ভাবলো ক্লেরফাইত।

'মেয়েটিকে তুমি চেনো?'

'ভালো ভাবেই চিনি, তবে বিশেষ ভাবে চিনি না।'

ক্লেরফাইত দেখলো, লিলিয়ানকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে লিদিয়া। লিলিয়ান কি পোশাক পরে আছে, সেটা কোত্থেকে কেনা হয়েছে, তার দাম কতো—ইতিমধ্যে এ সব কিছুই ওর জানা হয়ে গেছে। ক্লেরফাইত অনুমান করলো, ওখান থেকে দেখতে না পেলেও লিদিয়া নিশ্চয়ই ওর জুতোজোড়ারও প্রশংসা করছে। কারণ এ সব ব্যাপারে চোখে না দেখেও কল্পনা করে নেওয়ার দুর্লভ ক্ষমতা আছে লিদিয়ার। আগে থেকে চিন্তা করলে এ ঘটনাটাকে ঘটতে দিতো না ক্লেরফাইত। কিন্তু ঘটেই যখন গেছে, তখন এটাকেই কাজে লাগাবে বলে স্থির করলো সে। সহজ আবেগ দিয়েই সব চাইতে বেশি কাজ হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা এসব আবেগেরই একটা।

লিলিয়ানকে ও যত বেশি ঈর্ষাতুরা করে তুলতে পারবে, ততই লাভ।

'সুন্দর পোশাক পরেছে মেয়েটি,' লিলিয়ান বললো।

'এ ব্যাপারে ওর যথেষ্ট নাম,' ঘাড় নেড়ে সায় দিলো ক্লেরফাইত।

লিদিয়ার বয়স চল্লিশ। কিন্তু দিনের বেলায় ওকে দেখে মনে হয় তিরিশ আর সন্ধ্যার পরে পঁচিশ। ক্লেরফাইত আশা করেছিলো, ওর বয়স সম্পর্কে কোন মন্তব্য করবে লিলিয়ান। কিন্তু তার বদলে বললো, 'মেয়েটি কিন্তু ভারি সুন্দরী। ওর সঙ্গে তোমার কোন ব্যাপার আছে নাকি?'

'না।'

'তাহলে তুমি কিন্তু বোকামো করেছো!'

'কেন?' অবাক চোখে তাকালো ক্লেরফাইত।

'এত মিষ্টি দেখতে! ও কোথেকে এসেছে? রোম থেকে?'

'হ্যাঁ। কেন, তোমার হিংসে হচ্ছে?'

'বেচারী!' হলদে শারক্রুজের গ্লাসটা আলতো হাতে টেবিলে নামিয়ে রাখে লিলিয়ান, 'হিংসে করার মতো সময় কোথায় আমার!'

ওর দিকে চোখ তুলে তাকায় ক্লেরফাইত। অন্য কোন মেয়ে বললে কথাটা ও বিশ্বাস করতো না। কিন্তু ও জানে, লিলিয়ান মিথ্যে বলছে না। আচমকা অকারণে প্রচণ্ড রাগ হয় ক্লেরফাইতের।

'অন্য কোন বিষয় নিয়ে কথা বললে হয় না?'

'কেন? তুমি অন্য একটি মেয়েকে নিয়ে পারীতে ফিরে এসেছো বলে?'

'ওটা বাজে কথা। এমন অদ্ভুত কথা তোমার মনে হয় কেন?'

'কথাটা কি সত্যি নয়?'

'হ্যাঁ, সত্যি,' এক মুহূর্ত চিন্তা করে উত্তর দেয় ক্লেরফাইত।

'তোমার রুচিটা বেশ ভালো।'

পরবর্তী প্রশ্নের অপেক্ষায় নিশ্চুপ হয়ে রইলো ক্লেরফাইত। সত্যি কথা বলতে সে প্রস্তুত। সে নিজে যেচে এ ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে, রেগে উঠেছে নিজের ওপরে। কিন্তু এখন আর কিছুতেই কিছু হবার নয়, যুক্তিতর্কে তো নয়ই। লিলিয়ান তার হাত ছাড়া হয়ে গেছে···হাতছাড়া হয়েছে সব চাইতে মর্মান্তিক ভাবে—বিনা যুদ্ধে। এখন ওকে ফিরে পেতে

হলে চরম কোন ঝুঁকি, হয়তো সব হারানোর ঝুঁকি, নেওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই।

'আমি তোমার প্রেমে পড়তে চাইনি লিলিয়ান,' ক্লেরফাইত বললো।

'এর কোন প্রতিকার নেই,' মৃদু হাসলো লিলিয়ান। 'স্কুলের ছেলে-পুলেরাই না বুঝে শুনে কাজ করে।'

'ভালোবাসার ব্যাপারে সবাই ছেলেমানুষ।'

'ভালোবাসা! কি সাংঘাতিক জোর কথাটার! আর কত জিনিসই না লুকিয়ে থাকে এই ছোট্ট কথাটার মধ্যে!' লিদিয়া মোরেলির দিকে এক-ঝলক তাকিয়ে লিলিয়ান প্রশ্ন করে, 'এবারে কি আমরা উঠবো?'

'কোথায় যাবো?'

'আমি আমার হোটেলেই ফিরে যেতে চাই।'

বিনা বাক্যে রেস্তোরাঁর পাওনা মিটিয়ে দিলো ক্লেরফাইত। সে যতটা ভেবেছিলো, খরচা তার চাইতে কিছুটা বেশিই পড়লো। লিদিয়ার টেবি-লের পাশ দিয়ে রেস্তোরাঁর মাঝখানকার দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো ওরা। লিদিয়া কিন্তু সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করলো ক্লেরফাইতকে, যেন দেখেও দেখলো না।…যে লোকটা রেস্তোরাঁর খদ্দেরদের গাড়িগুলো দেখাশুনো করে, ক্লেরফাইতের গাড়িটা সে সদর দরজার একেবারে কাছেই পাশপথের ওপরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলো। জুসেপ্পির দিকে দেখিয়ে লিলিয়ান বললো, 'আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে যাও।'

'এখুনি হোটেলে নয়। আগে চলো পালে রোয়াল দিয়ে খানিকটা হেঁটে বেড়াই।' লোকটার দিকে তাকালো ক্লেরফাইত, 'বাগানটা কি এখনও খোলা আছে?'

'না স্যার, শুধু পালে আর্কেড খোলা আছে।'

'বাগানটা আমি দেখেছি,' লিলিয়ান বললে। 'কিন্তু তুমি ভেতরে যেতে চাইছো কেন বলো তো? একজন সঙ্গিনী থাকতেও আর একজনকে নিয়ে খেলার ইচ্ছে নাকি?'

'বাজে কথা রাখো। এসো আমার সঙ্গে—'

পালে আর্কেড দিয়ে এগিয়ে চললো ওরা। সন্ধ্যার হিমেল বাতাসে

মাটি আর বসন্তের তীব্র সুগন্ধ। কিন্তু বনস্পতির শিখরে শিখরে আশ্রয় নেওয়া রাত্রির তুলনায় সে বাতাস অনেক বেশি উষ্ণ।…চলতে চলতে আচমকা থমকে দাঁড়ায় ক্লেরফাইত অস্ফুট সুরে বলে, 'কোন কথা বোলো না। কিচ্ছু বুঝিয়ে বলতে বোলো না আমাকে, আমি তা পারবো না।'

'বুঝিয়ে বলার এমন কিই বা আছে?'

'সত্যিই কি কিছু নেই?'

'সত্যিই নেই।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি লিলিয়ান।'

'কারণ আমি কোন নাটকীয় দৃশ্য গড়ে তুলিনি বলে?'

'না, সেটা কোন কারণ নয়। ভালোবাসি তার কারণ, তুমি একটা অসাধারণ নাটকীয় দৃশ্য গড়ে তুলেছো বলে।'

'কিন্তু আমি তো কিছুই করছি না,' জ্যাকেটের সরু রোমশ কলারটা শক্ত করে জড়িয়ে নিলো লিলিয়ান। 'কি করে কি করলাম, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

অশান্ত দামাল হাওয়া ওর চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিচ্ছিলো। সহসা ওকে যেন সম্পূর্ণ অচেনা একটি মেয়ে বলে মনে হলো ক্লেরফাইতের। মনে হলো, ওকে সে এতটুকুও বোঝেনি, অথচ হারিয়ে বসেছে এরই মধ্যে। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি,' আবার বললো ক্লেরফাইত। দুবাহুর মধ্যে টেনে নিয়ে চুমু দিলো ওকে। অনুভব করলো ওর চুলের মৃদু সুগন্ধ আর কণ্ঠের তিক্ত সৌরভ।…এতটুকুও বাধা দিলো না লিলিয়ান। স্তব্ধ হয়ে রইলো ওর আলিঙ্গনের মধ্যে—চোখ দুটি সম্পূর্ণ খোলা, অথচ তাতে উদাসী দৃষ্টি…যেন বাতাসের সুর শুনছে আনমনা হয়ে।

'কিছু একটা বলো! কিছু একটা করো!' ওকে মৃদু ঝাঁকুনি দেয় ক্লেরফাইত। 'যদি তোমার ইচ্ছে হয় তো আমাকে চলে যেতে বলো, চড় মারো! কিন্তু এমন পাথরের মূর্তি হয়ে থেকো না।'

লিলিয়ান শক্ত হয়ে উঠেছিলো, ওকে মুক্ত করে দেয় ক্লেরফাইত।

'চলে যাবে কেন?' প্রশ্ন করে লিলিয়ান।

'তাহলে কি তুমি চাও, আমি থাকি?'

'আজকের রাতে চাওয়াটা বড় ঠুনকো কথা ক্লেরফাইত, অতি সহজেই ওতে ফাটল ধরে যায়। তুমি কি এই বাতাসকে অনুভব করতে পারছো? বলো তো, বাতাসটা কি চায়?'

ওর দিকে তাকালো ক্লেরফাইত, 'মনে হচ্ছে তোমার যা কিছু বলার, সবই বললে।'

'তাই তো!' মৃদু হাসলো লিলিয়ান, 'আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, তুমি যেরকম মনে করছো সমস্ত কিছুই তার চাইতে অনেক বেশি সহজ আর সরল।'

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে রইলো ক্লেরফাইত, বুঝতে পারছিলো না কি বলবে। অবশেষে বললো, 'ঠিক আছে, চলো তোমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

ওরা গাড়ির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছুতেই রেস্তোরাঁ থেকে লিদিয়া মোরেলি আর তার দেহরক্ষীটি বেরিয়ে এলো। লিদিয়া হয়তো এবারেও ক্লেরফাইতকে উপেক্ষা করে চলে যেতো, কিন্তু লিলিয়ানের সম্পর্কে ওর কৌতূহল ছিলো অনেক বেশি তীব্র। তাছাড়া ওই সঙ্কীর্ণ রাস্তায় ওদের অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় ছিলো না—গাড়ির জটলা থেকে ওদের গাড়িকে বের করে আনতে হলে, আগে ক্লেরফাইতের গাড়িটার বেরিয়ে আসা দরকার। শান্ত ভাবেই ক্লেরফাইতকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দেহরক্ষীটির সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলো লিদিয়া। তারপর চমকপ্রদ চাতুর্যে লিলিয়ানের কাছ থেকে ওর সমস্ত খবরাখবর আদায় করার চেষ্টা চালাতে শুরু করলো। ক্লেরফাইত একবার ভাবলো, ওদের কথাবার্তায় মাথা গলাবে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবিষ্কার করে ফেললো, লিলিয়ান নিজেকে বাঁচাতে জানে। লিদিয়া ওর চাইতে বয়সে বড়ো, তাছাড়া অনেক বেশি চালাক চতুর। কিন্তু লিলিয়ান এমন আশ্চর্য সাদাসিধে অথচ অপমানকর শিষ্টাচার নিয়ে কথাবার্তা চালাতে লাগলো যে ওর সমস্ত আক্রমণই অর্থহীন হয়ে উঠলো। এমন কি ওর রক্ষীটিরও লক্ষ্য না করে উপায় রইলো না যে দুজনের মধ্যে লিদিয়াই বেশি উত্তেজিত।...ক্লেরফাইত লোকটার সঙ্গে গাড়ি সংক্রান্ত কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলো। ইতিমধ্যে একজন দরোয়ান এসে বললো, 'আপনার

গাড়ি এসে গেছে স্যার।'

'দারুণ ছ্যাখালে কিন্তু.' গাড়ি চালাতে চালাতে বললো ক্লেরফাইত। 'তুমি কে, কোত্থেকে এসেছো, কোথায় থাকো—ও কিন্তু তার কিছুই জানে না।'

'ইচ্ছে হলে কালই জেনে যাবে,' শান্ত গলায় জবাব দেয় লিলিয়ান।

'কোত্থেকে জানবে ? আমার কাছ থেকে ?'

'দরজির দোকান থেকে। আমার পোশাকটা ও দেখেছে।'

'তোমার বিরক্তি লাগছে না ?'

'ওতে আমার কিছু এসে যায় না,' একটা গভীর নিশ্বাস নেয় লিলিয়ান। 'আর একবার প্লাস ছ্য লা কঁকর দিয়ে চলো। আজ রোববার, ফোয়ারাগুলোতে আলো জ্বলবে।'

'তোমার বোধহয় কিছুতেই কিছু এসে যায় না?' প্রশ্ন করে ক্লেরফাইত।

ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো লিলিয়ান, 'গভীর ভাবে তলিয়ে দেখলে কথাটা সত্যি।'

'আমি সে রকমই ভেবেছিলাম। কিন্তু কি করে তোমার এমন হলো বলো তো ?'

লিলিয়ান অনুভব করলো, রাস্তার আলোগুলো ওর মুখের ওপর দিয়ে পিছলে যাচ্ছে। ভাবলো, আমি জানি আমি মরতে বসেছি। কথাটা আমি তোমার চাইতে আরও অনেক নিশ্চিত ভাবে জানি। তাই তোমার কাছে যে সব আওয়াজ নিছক কোলাহল মাত্র, আমার কাছে তা আনন্দময় অমৃতের বাণী। তোমার কাছে যে ঘটনা অতি তুচ্ছ সাধারণ, আমার কাছে তা অনেক প্রেম আর করুণার উপহার!…

'ফোয়ারাগুলোকে একবারটি ছ্যাখো!' বললো লিলিয়ান।

অতি ধীরে গাড়ি চালাচ্ছিলো ক্লেরফাইত। দেখলো, প্যারীর রুপোলি-ধূসর আকাশের নিচে স্ফটিক স্বচ্ছ জলধারার নিবিড় উল্লাস—একের মাঝে অন্য ধারার উচ্ছ্বসিত আত্মবিলুপ্তি। পৃথিবীর সব চাইতে ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি ওই উচ্ছ্বসিত জলধারাগুলোর মাঝখানে আলোকিত লম্বের মতো হাজার

বছরের সহনশীলতার চিহ্ন আঁকা এক মহামৌন পাথরের স্তম্ভ। মাধ্যাকর্ষণের বাধা ভুলে জলধারাগুলো আকাশের দিকে উঠে গিয়ে ক্ষণেকের জন্যে ভারসাম্য বজায় রেখে স্থির হয়ে থাকছে, তারপরেই নেমে আসছে পৃথিবীর প্রাচীনতম ঘুম পাড়ানি গান গাইতে গাইতে—সে গান শুধু অনন্ত আসা-যাওয়ার গান, আলো-আঁধারে স্রোতে ভাসার গান।

'কি সুন্দর জায়গাটা!' লিলিয়ান বললো।

'হ্যাঁ।' ক্লেরফাইত বললো, 'এখানেই কিন্তু গিলোটিন তৈরি করা হয়েছিলো। মারি আর্তোঁয়ানেতের শিরচ্ছেদ করা হয়েছিলো ঠিক ওই-খানটাতে—এখন সেখানে ফোয়ারা ছুটছে।'

'একবার রঁ পোইঁর দিকে চলো। আমি ওখানকার ফোয়ারাগুলোও একটু দেখতে চাই।'

শাঁজেলিজে ধরে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চললো ক্লেরফাইত।...রঁ পোইঁর গীতিমুখর জলোচ্ছ্বাসগুলো 'সাবধান' হয়ে দাঁড়ানো সঙ্গীন তোলা একদল শিক্ষিত প্রুশিয়ান সৈনিকদের মতো হলদে রঙের টিউলিপ ফুল দিয়ে ঘেরা 'এগুলো দেখেও কি তোমার কিছু এসে যায় না?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করতে হলো লিলিয়ানকে। উচ্ছ্বসিত ফোয়ারা আর রাত্রির শোভা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো ও। ভাবলো, ক্লেরফাইত নিজেই নিজেকে অসুখী করে তুলছে। 'এগুলো আমাকে নিভিয়ে দেয়,' বললো ও, 'তুমি কি তা বোঝো না?'

'না, আমি নিভে যেতে চাই না। আমি আরও বেশি করে অনুভব করতে চাই নিজেকে।'

'আমিও সে কথাই বলতে চাইছি। কিন্তু এগুলো বাধা না দিতে সাহায্য করে।'

গাড়ি থামিয়ে ওকে চুমু দিতে ইচ্ছে করছিলো ক্লেরফাইতের। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কি হবে, তা সে জানে না। আশ্চর্য হলেও নিজেকে কেমন যেন প্রবঞ্চিত বলে মনে হচ্ছিলো তার। ইচ্ছে করছিলো, গাড়ির চাকা দিয়ে ওই হলদে টিউলিপের সুবিন্যস্ত কেয়ারীগুলোকে দলে পিষে তছনছ করে দেয়...তীব্র কশাঘাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় পারিপার্শ্বিকের সব কিছুকে।

তারপর লিলিয়ানকে ছিনিয়ে নিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে সে। কিন্তু কোথায়? কোন গুহার গহ্বর, কোন গুপ্ত আশ্রয়, অথবা কোন নিরালা ঘরে—নাকি ওর সেই আলোকিত চোখদুটির নিস্পৃহ প্রশ্নের কাছেই ফিরে আসবে আবার, যে চোখের দৃষ্টি হয়তো কখনও সরাসরি ভাবে ওর দিকে পড়েনি?

'তোমাকে আমি ভালোবাসি লিলিয়ান,' বললো ক্লেরফাইত। 'আর সবকিছুর কথা ভুলে যাও, ভুলে যাও ওই মেয়েটির কথা।'

'কেন? তোমার অন্য কেউ থাকবে না কেন? তুমি কি ভাবো, আমি এতদিন একলা ছিলাম?'

জুসেপ্পি একটু লাফিয়ে উঠে সামনের দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। 'তুমি কি স্যানাটোরিয়ামের কথা বলছো?' গাড়িটা আবার চালু করে প্রশ্ন করলো ক্লেরফাইত।

'আমি পারীর কথা বলছিলাম।'

ওর দিকে তাকালো ক্লেরফাইত। লিলিয়ান মৃদু হাসলো, 'আমি একা থাকতে পারিনে ক্লেরফাইত! যাক সে কথা, এবারে আমাকে হোটেলে নিয়ে চলো—আমি ক্লান্ত।'

'বেশ।'

ল্যুভরের পাশ দিয়ে কঁসিয়েজেরি পেছনে ফেলে রেখে সেতু পেরিয়ে ব্যুলেভা সাঁ মিশেলে গাড়ি নিয়ে এলো ক্লেরফাইত। প্রচণ্ড ক্রোধে শরীর জ্বলছিলো তার, অথচ আসলে সে অসহায়। লিলিয়ানকে চড় মারতে ইচ্ছে করছিলো, কিন্তু তা একেবারেই প্রশ্নাতীত। লিলিয়ান একটু আগে যা বলেছে, নিজের সম্পর্কে ক্লেরফাইতও সে কথা আগেই স্বীকার করে নিয়েছে, মুহূর্তের জন্যেও ওকে সে এতটুকু সন্দেহ করেনি। তবু এখন সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে শুধু লিলিয়ানকে ফিরে পাবার বাসনা। আচমকা লিলিয়ান যেন তার কাছে সব কিছুর চাইতে বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে, লিলিয়ানই যেন তার সমস্ত বাসনার অন্তিম লক্ষ্য। ক্লেরফাইত জানে না, বুঝতে পারছে না, এখন কি করা উচিত—কিন্তু একটা কিছু অবশ্যই করা দরকার। ওকে শুধু হোটেলের সদর দরজায় নামিয়ে দিলেই চলবে না।

এই শেষ সুযোগ, এখন ওকে চিরদিনের মতো ধরে রাখার জন্যে কোন জাদুকরী শব্দ খুঁজে পেতে হবে—নয়তো গাড়ি থেকে নেমে লিলিয়ান ওকে মৃদু হেসে অন্যমনস্ক ভাবে একটা চুমু দেবে, ঢুকে পড়বে মাছ রসুনের গন্ধে ভরা সরাইখানার ভেতরে। তারপর লিঁয় সসেজ আর ভ্যাঁ অরদিনার পাশে নিয়ে বসে থাকা তন্দ্রাচ্ছন্ন পোর্টারকে পেরিয়ে জীর্ণ প্রাচীন সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাবে ওপরের দিকে।···কোন সন্দেহ নেই, একবার ও নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেই ওর গায়ের সোনালি জ্যাকেট থেকে দুটি ডানা বেরিয়ে আসবে—খোলা জানলা দিয়ে চকিত গতিতে বাইরে উধাও হয়ে যাবে ও, না সাঁ্যৎশাপেলে নয়, উড়ে যাবে কোন কায়দা দোরস্ত ডাইনীর ঝাড়ুতে চেপে বালেঁসিয়াগা থেকে দিয়ঁতে, সেখান থেকে ডাকিনীদের কোন মাঝ রাতের মজলিসে—যেখানে অংশ গ্রহণ করে শুধু সান্ধ্য পোশাক পরা শয়তানের দল, যারা গতিবেগের সমস্ত প্রাচীন ইতিহাসকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে, যারা ছটা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে, প্লাটো থেকে শুরু করে হেইদেগার পর্যন্ত সমস্ত দর্শনতত্ত্ব যাদের জানা অথচ অন্যদিকে তারাই আবার পিয়ানোবিদ, কবি ও মুষ্টিযুদ্ধে বিশ্ববিজয়ী।···

রাত-রক্ষীটি হঠাৎ ভুলে জেগে উঠেছিলো। ক্লেরফাইত তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'রান্নাঘর থেকে আমাদের জন্যে কিছু নিয়ে আসতে পারো?'

'আলবৎ পারি স্যার! কি আনতে হবে বলুন—শ্যাম্পেন না বিয়ার?'

'সব চাইতে আগে চাই খানিকটা কাভিয়ার। তোমাদের বরফের বাক্সে নিশ্চয়ই কিছুটা কাভিয়ার আছে?'

'কিন্তু সেটা তো আমি খুলতে পারবো না স্যার, চাবিটা মাদামের কাছে রয়েছে।'

'তাহলে এক কাজ করো, এক ছুটে কোণের ওই রেস্তোরাঁ লাপেরুজ থেকে নিয়ে এসো গে—ওটা এখনও খোলা রয়েছে। আমি ততক্ষণ তোমার টেবিলের দিকে নজর রাখবো'খন।' পকেট থেকে টাকা বের করলো ক্লেরফাইত।

'আমার কিন্তু এখন কাভিয়ার পান করার মতো মেজাজ নেই,' লিলিয়ান বললো।

'তাহলে কিসের মেজাজ আছে ?'

'ক্লেরফাইত,' সামান্য ইতস্তত করে লিলিয়ান বললো, 'সাধারণতঃ এত রাতে আমি কোন পুরুষ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরি না। সেটাই তো তোমার আসল চিন্তা, তাই নয় কি ?'

'ঠিক কথা, মাদাম সব সময়ে একা একাই ঘরে ফিরে আসেন,' লোকটা আচমকা নাক গলিয়ে বললো। 'এটা কিন্তু স্বাভাবিক ব্যাপার নয় ম্যঁসিয়, হ্যাঁ, তাহলে কি শ্যাম্পেন নিয়ে আসবো ? আমাদের এখনও কিছুটা দঁ পেরিনঁ।—১৯৩৪ রয়েছে।'

'তবে তাই নিয়ে এসো। আর খাওয়ার মতো কি আছে বলো তো ?'

'ওই সসেজগুলোর খানিকটা আমার চাই,' রাতরক্ষীর ভাণ্ডারের দিকে দেখালো লিলিয়ান।

'ওখানে যা আছে আপনি নিয়ে নিন মাদাম, রান্নাঘরে আরও যথেষ্ট রয়েছে।'

'তাহলে আমাদের জন্যে বড়দেখে একটা টুকরো নিয়ে এসো,' বললো ক্লেরফাইত। 'আর সেই সঙ্গে রুটি আর এক টুকরো নরম ব্রি পনির।'

'আর এক বোতল বিয়ার,' লিলিয়ান বললো।

'তাহলে শ্যাম্পেন আনবো না মাদাম ?' লোকটার মুখটা ঝুলে পড়লো। বেচারী এতক্ষণ তার লাভের অংশের কথা চিন্তা করছিলো।

'আর যা আসে আসুক, দঁ পেরিনঁও আসবে।' ক্লেরফাইত বললো, 'আমার একার জন্যে হলেও আসবে। একটা কারণে আমি একটু উৎসব করতে চাই।'

'কিসের উৎসব ?'

'কিছু অনুভূতির ব্যূহভেদের উৎসব।' রাতরক্ষীর জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো ক্লেরফাইত, 'তুমি যাও, আমি ততক্ষণ এদিকটাতে নজর রাখবো।'

'তুমি সুইচ বোর্ড সামলাতে পারো ?' প্রশ্ন করলো লিলিয়ান।

'নিশ্চয়ই, যুদ্ধের সময় শিখেছিলাম !'

লিলিয়ান কাউন্টারে কনুই রেখে ঝুঁকে দাঁড়ালো, 'তুমি দেখছি যুদ্ধে অনেক কিছুই শিখেছিলে, তাই না ?'

'যেটুকু জানি, তার অধিকাংশই। তাছাড়া প্রায় সব সময়ই তো যুদ্ধের সময়।'

একজনকে এক পাত্র জল দিয়ে আসার নির্দেশ আর অন্য একজন ভ্রমণার্থীকে ভোর ছটায় জাগিয়ে দেবার অনুরোধ টুকে রাখলো ক্লেরফাইত। টেকো মাথা এক ভদ্রলোককে বারো নম্বর আর দুটি ইংরেজ তরুণীকে চব্বিশ আর পঁচিশ নম্বর ঘরের চাবি এগিয়ে দিলো। একটা মজুর ধরনের লোক রাস্তা থেকে ভেতরে ঢুকে জানতে চাইলো লিলিয়ান ফাঁকা আছে কিনা, ওর পারিশ্রমিকই বা কতো। 'হাজার ডলার' লোকটাকে জানালো ক্লেরফাইত।

'যাঃ বাওয়া, মেয়েছেলের কখনও অতো দাম হয় নাকি,' বিড়বিড় করতে করতে রাতের কল্লোলিত জেটির কাছ বরাবর হেঁটে গেলো লোকটা।

ইতিমধ্যে জিনিসপত্র নিয়ে রাতরক্ষীটি ফিরে এসেছে। আর কিছুর দরকার হলে সে তুার গুরজা বা লাপেরুজে যেতেও সম্পূর্ণ রাজী। এমন কি একটু দূরের পথে যেতে হলে, ওর একটা সাইকেলও রয়েছে—সে কথাও জানিয়ে দিলো।

'নাঃ, আমাদের আর কিছুর দরকার আছে বলে মনে হচ্ছে না,' ক্লেরফাইত বললো। 'তোমাদের আর কোন ঘর ফাঁকা আছে?'

লোকটা আকাশ থেকে পড়লো, 'কিন্তু মাদামের তো ঘর রয়েছে!'

'মাদাম বিবাহিতা। আমার জন্যে বলছিলাম,' বুঝিয়ে বলে লোকটাকে আরও হতভম্ব করে তুললো ক্লেরফাইত। দঁ পেরিনঁ। কেন আনতে বলা হলো, তা বেচারী এখন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলো না।

'ছ নম্বরটা ফাঁকা আছে,' অনিশ্চিত সুরে লোকটা বললো। 'মাদামের ঠিক পাশের ঘর।'

'চমৎকার। তাহলে সব কিছু সেখানে নিয়ে চলো।'

খাবার-দাবারগুলো ওই ঘরেই নিয়ে এলো লোকটা। বকশিশের প্রত্যাশায় আর একবার সাইকেলের কথাটা তুললো। প্রয়োজন হলে সারা

রাত সে ঘুরে বেড়াতে পারবে, সে কথাও জানালো। দাঁত মাজার ব্রাশ, সাবান এবং আরও কয়েকটা টুকিটাকি জিনিসের একটা ছোট্ট তালিকা লিখে সকাল বেলা সেগুলোকে দরজার কাছে রেখে দিতে বললো ক্লেরফাইত। লোকটা কথা মতো কাজ হবে জানিয়ে চলে গেলো, কিন্তু একটু বাদেই শ্যাম্পেনের জন্যে খানিকটা বরফ নিয়ে এলো। তারপর একেবারেই বিদেয় হলো।

'আমার ভয় হচ্ছিলো, যদি আজ রাতে তোমাকে একা রেখে চলে যাই তাহলে হয়তো আর কোনদিনও দেখতে পাবো না,' ক্লেরফাইত বললো।

'আমি প্রতি রাতেই অমনি একটা কথা ভাবি,' জানলার তাকে বসলো লিলিয়ান।

'কি কথা?'

'ভাবি, যা দেখছি হয়তো আর কোনদিনও তা দেখতে পাবো না।'

একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করলো ক্লেরফাইত। রাতের এই নির্জন পটভূমিকায় কি ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে লিলিয়ানের অনিন্দ্য দেহরেখাখানি। নিঃসঙ্গ—নির্জন নয়। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি লিলিয়ান,' ক্লেরফাইত বললো। 'জানি না তাতে আদৌ তোমার কোন লাভ আছে কি না, কিন্তু কথাটা সত্যি।'

কোন উত্তর দেয় না লিলিয়ান।

'তুমি তো জানো, আজকের এই সন্ধ্যের জন্যেই আমি তোমাকে কথাটা বলছি—তা নয়,' নিজের অজান্তেই মিথ্যে বললো ক্লেরফাইত। 'ভুলে যাও এ সন্ধ্যেটার কথা—এটা একটা বিভ্রান্তি কিংবা বোকামো, একেবারে হঠাৎ হয়ে গেছে। পৃথিবীতে কোন কিছুর জন্যেই আমি তোমাকে আঘাত দিতে চাইবো না।'

বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইলো লিলিয়ান। তারপর চিন্তিত মুখে বললো, 'আমি বোধহয় কিছুতেই আঘাত পাবো না, আমার কিন্তু সত্যি সত্যিই তাই মনে হয়। হয়তো তাতেই অন্য ক্ষতিগুলো পুষিয়ে যায়।'

এ কথার কোন উত্তর জানা ছিলো না ক্লেরফাইতের। অস্পষ্টভাবে অনুভব করছিলো ও কি বলতে চায়—কিন্তু বিশ্বাস করতে চাইছিলো না,

ভাবতে চাইছিলো না সে কথা। ওর দিকে তাকালো ক্লেরফাইত, 'রাত্রি-বেলা তোমার শরীরের ত্বক দেখে মনে হয় যেন সমুদ্র-ঝিনুকের ভেতর-কার অংশ—যা আলো গ্রাস করে না, আলো ফিরিয়ে দেয়।...তুমি কি সত্যি সত্যি বিয়ার পান করতে চাও?'

'হ্যাঁ। আর খানিকটা লিয়ঁ সসেজ দাও, আর সেই সঙ্গে রুটি। আমার কথায় তুমি কি বিচলিত হয়ে উঠেছো?'

'কিছুই আমাকে আর বিচলিত করে তুলতে পারে না। মনে হচ্ছে আমি যেন অনন্তকাল ধরে এই রাত্রিটার জন্যেই অপেক্ষা করে ছিলাম। নিচে ওই ঘুম আর রসুনের গন্ধ ভরা জায়গাটা, যেখানে ওই রাতরক্ষীটির আসন—সেখানে এসেই যেন পৃথিবীটা শেষ হয়ে গেছে।...আমরা খুব সময় মতো এসে পৌঁছেছি।'

'তাই কি?'

'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছো না পৃথিবীটা কেমন শান্ত নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছে?'

'শান্ত হয়েছো তুমি, কারণ তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষিত জিনিস পেয়ে গেছো।'

'তাই নাকি? আমার তো মনে হচ্ছে আমি একটা ফ্যাশন শোতে এসে ঢুকে পড়েছি।'

'ওরা আমার বাণীহীন বন্ধুর দল,' ঘরে ঝোলানো পোশাকগুলোর দিকে তাকালো লিলিয়ান। 'ওরা আমাকে সঙ্গ দেয়, মুখোশ পরা বল নাচের কথা বলে। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় ওদের আর আমার দরকার নেই। গোছগাছ করে আলমারিতে তালা বন্ধ করে রাখবো নাকি?'

'ঝুলুক না ওমনি। আর কি বলে ওরা?'

'অনেক কথাই বলে। বলে উৎসব, শহর আর ভালোবাসার কথা। আর সমুদ্রের কথাও অনেক বলে। আমি কখনও সমুদ্র দেখিনি।'

'গাড়ি নিয়ে গেলেই হয়।' লিলিয়ানের গ্লাসে বিয়ার ঢেলে দিলো ক্লেরফাইত। আর কদিনের মধ্যেই আমাকে সিসিলিতে যেতে হবে। একটা মোটর-দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগ দেবো, তবে জিতবো না। তুমি আমার সঙ্গে চলো!'

'তুমি কি সব সময়েই শুধু জিততে চাও ?'

'মাঝে মধ্যে সেটা মন্দ লাগে না। ভাববাদীরা টাকা দিয়ে অনেক কিছুই করতে পারে কিনা !'

লিলিয়ান হাসলো, 'গাসতঁ মামাকে আমি কথাটা বলবো।'

বিছানার শিয়রে ঝোলানো পাতলা রুপোলি জরিদার পোশাকটার দিকে তাকালো ক্লেরফাইত, 'এটা একেবারে সিসিলির পালেরমোতে পরার মতো পোশাক।'

'কদিন আগে রাত্তিরবেলা আমি ওটা পরেছিলাম।'

'কোথায় ?'

'এখানে।'

'একা একা ?'

'তোমার ইচ্ছে হলে একাই বলতে পারো। তবে তখন আমি এক বোতল পুঁ নিয়ে স্যাংশাপেল, স্যেন নদী আর চাঁদের সঙ্গে উৎসবে মেতেছিলাম।'

'এখন থেকে তুমি আর একা থাকবে না।'

'তুমি যতটা ভাবছো, আমি কিন্তু ততটা একা নই।'

'জানি, আমি তোমাকে যেভাবে ভালবাসার কথা বলি তাতে মনে হয়, আমি যেন তোমাকে করুণা করছি। কিন্তু আসলে তা নয়। আমার প্রকাশ ভঙ্গিটাই অমন রূঢ়—কারণ আমি এসব কথাবার্তা বলায় অভ্যস্ত নই।'

'তুমি মোটেই রূঢ়ভাবে কথা বলো না।'

'আসলে প্রত্যেক মানুষই যখন মিথ্যে কথা না বলার চেষ্টা করে, তখনই রূঢ়ভাবে কথা বলে।'

'খুব হয়েছে,' লিলিয়ান বললো। 'এসো, এবারে দঁ পেরিনঁার বোতলটা খোলো। বুঝতেই পারছি বিয়ার তোমার পানীয় নয়। বিয়ার তোমাকে খানিকটা দার্শনিক করে তোলে, আবোল-তাবোল বকো।...কি শুঁকছো অমন করে ? আমার গায়ে কিসের গন্ধ ?'

'রসুন, চাঁদের আলো আর কিছু মিথ্যের গন্ধ—যা আমি ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারি না।'

'ভালো কথা। এসো এবারে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার, সেখানে টিকে

থাকার পথটা খুঁজে বের করা যাক। পূর্ণ চাঁদের রাতে আকাশের বুকে ডানা মেলে উড়ে যাওয়া খুব সহজ।···আর স্বপ্ন তো মাধ্যাকর্ষণের নিয়মকানুনও মেনে চলে না!'

এগারো

কোথায় যেন একটা ক্যানারি পাখি গান গাইছিলো, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনছিলো ক্রেরফাইত। জেগে উঠে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো একবার। প্রথমটাতে বুঝতেই পারছিলো না কোথায় রয়েছে সে। ঘরের ছাদটা যেন উলটে রয়েছে, তাতে সূর্যের আলো সাদা মেঘ আর ঝিলমিলে জলের খেলা। কম্বলটা সবুজ সাটিনের ফিতে দিয়ে বাঁধা। স্নানঘরের দরজা জানলাগুলো খোলা, সেখান থেকে প্রাঙ্গণের উলটো দিকের জানলায় ঝোলানো খাঁচা শুদ্ধ ক্যানারিটাকে দেখতে পাচ্ছিলো ক্রেরফাইত। বাদামী চুলের এক পীনস্তনী জানলার কাছেই একটা টেবিলের পাশে বসে রয়েছেন। মহিলা খাচ্ছেন, কিন্তু সেটা প্রাতরাশ না দুপুরের খাওয়া তা বুঝে উঠতে পারছিলো না ক্রেরফাইত। টেবিলের ওপরে এক বোতল বার্গাণ্ডিও রয়েছে।

ঘড়ির দিকে তাকালো ক্রেরফাইত। নাঃ তার ভুল হয়নি, এখন দুপুরই বটে। বেশ কয়েক মাস হলো সে এত দীর্ঘ সময় ধরে ঘুমোয়নি। প্রচণ্ড খিদেও পেয়ে গেছে। দরজা খুলে বাইরের দিকে উঁকি মারলো সে। গত রাত্রে নির্দেশ দেওয়া জিনিসগুলো সামনেই রয়েছে—রাতরক্ষীটি সবগুলোর কথাই মনে রেখেছিলো ঠিকঠিক। স্নানাধারে জল ভরে স্নান সেরে পোশাক পরে নিলো ক্রেরফাইত।

ক্যানারিটা তখনও গান করছিলো। ওর কর্ত্রী ঠাকুরানী এখন অ্যাপেল কেক আর কফি নিয়ে ব্যস্ত। অন্য একটা জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকালো ক্রেরফাইত। উঁচু পর্দায় আওয়াজ তুলে যানবাহন ছুটে চলেছে রাস্তা দিয়ে। বইয়ের দোকানগুলো খোলা। নদী দিয়ে একটা চড়া রঙের জাহাজটানা বাষ্পীয় পোত সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, একটা

স্পিটস কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে তার ডেকের ওপরে। বাইরের দিকে সামান্য ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পাশের জানলায় লিলিয়ানকে দেখতে পেলো ক্লেরফাইত। ও-ও ঝুঁকে দাঁড়িয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা ছোট্ট ঝুড়ি একমনে নিচের দিকে নামিয়ে দিচ্ছে, ওকে যে কেউ লক্ষ্য করছে, সে খেয়ালও ওর নেই। নিচের পাশ-পথে একজন শুক্তি বিক্রেতা সবে তার বাক্স পেঁটরা নিয়ে গুছিয়ে বসেছিলো। লোকটাও এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে দিব্যি পরিচিত বলেই মনে হলো। ঝুড়িটা নিচে গিয়ে পৌঁছতেই লোকটা প্রথমে তার মধ্যে কিছুটা সমুদ্র শৈবাল দিয়ে নিলো। তারপর ওপরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কি দেবো মাদাম? মারেন, না বেলঁ? আজকের বেলঁগুলো বেশ তাজা আছে কিন্তু।'

'ছটা বেলঁই দাও,' বললো লিলিয়ান।

'বারোটা,' ক্লেরফাইত বললো।

মুখ ফিরিয়ে ওকে দেখে হাসলো লিলিয়ান, 'কি ব্যাপার, সকালে খাওয়া-দাওয়ার কোনো দরকার নেই নাকি?'

'এই তো, এগুলো দিয়ে চমৎকার প্রাতরাশ হবে। আর সেই সঙ্গে কমলালেবুর রসের বদলে হালকা পুঈ।'

'বারোটা দেবো?' প্রশ্ন করলো লোকটা।

'না, আঠেরোটা।' ওকে শুধরে দিয়ে আবার ক্লেরফাইতের দিকে তাকালো লিলিয়ান, 'এসো। আর আসার সময় মদটা নিয়ে এসো।'

রেস্তোরাঁ থেকে গ্লাস আর এক বোতল পুঈ নেবার জন্যে নিচে নেমে গেলো ক্লেরফাইত। সেই সঙ্গে রুটি, মাখন আর এক টুকরো পঁ লাভেক পনিরও নিয়ে এলো। 'এমনটি তুমি প্রায়ই করো নাকি?' লিলিয়ানকে জিজ্ঞেস করলো সে।

'প্রায় প্রতিদিনই করি।' টেবিলের ওপরে রাখা একটা চিঠির দিকে দেখালো লিলিয়ান, 'কাল বাদে পরশু গাসতঁ মামার ওখানে ডিনারের নেমন্তন্ন। তোমার কি যাবার ইচ্ছে আছে নাকি?'

'বিশেষ কোন ইচ্ছে নেই।'

'ভালোই হলো। ডিনারের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমার জন্যে একটি

বড়লোক স্বামী খুঁজে বের করা। তুমি গেলে সেটাই পণ্ড হয়ে যেত। নাকি তুমি নিজেও বড়লোক?'

'সামান্য কয়েক সপ্তাহের বেশি কখনও বড়লোক থাকিনে।...তা ওখানে কোন পয়সাওয়ালা লোক গিয়ে হাজির হলে তুমি তাকে বিয়ে করবে?'

'বাজে বোকো না, তোমার থেকে একটু মদ দাও আমাকে।'

'তোমার ব্যাপারে সব কিছুই আমি বিশ্বাস করি।'

'কবে থেকে?'

'তোমার কথা চিন্তা করছিলাম—'

'আমার কথা চিন্তা করার সময় পেলে কখন?'

'যখন ঘুমোচ্ছিলাম, তখন। তোমার সম্বন্ধে আগে থেকে কিছুই ঠিক করে বলা সম্ভব নয়। আমার পরিচিত মানুষরা যেসব রীতিনীতি অনুযায়ী চলে, তুমি তার আওতার বাইরে।'

'ভালোই তো, তাতে কোনদিন কারুর কোন ক্ষতি হবে না। ভালো কথা, আজ বিকেলে আমরা কি করছি?'

'বিকেলে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে রিৎজে যাবো। সেখানে লবির এক কোণে কতকগুলো পত্রপত্রিকা দিয়ে পনেরো মিনিটের জন্যে তোমাকে জমা করে রেখে, ঘর থেকে পোশাক পাল্টে আসবো। তারপর পেট পুরে খাব দুজনে, রাত্রিবেলা আবার ডিনার। কালকেও ঠিক তাই করবো, যাতে পরশুদিন গাসতঁ মামার পরিকল্পনাটা ফেঁসে যায়।'

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো লিলিয়ান, কোন জবাব দিলো না।

'তুমি চাইলে আমরা স্যাংশাপেলেও যেতে পারি,' আবার বলতে লাগলো ক্লেরফাইত, 'অথবা নতরদামে কিংবা কোন জাদুঘরে। 'ওয়ি বিদুষী তথা গ্রীক রাজনর্তকীর মতো সুন্দরী অনিন্দিতা! একদিন কোন এক হঠাৎ হাওয়া এসে তোমাকে প্রাচীন বাইজ্যান্টিয়ামে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো! তুমি চাইলে এমন কি আইফেল টাওয়ারে উঠতেও আমি প্রস্তুত, প্রস্তুত তোমাকে নিয়ে নৌকো বিহার করতে।'

'একজন পাইকারি মাংস বিক্রেতার চমৎকার প্রস্তাবে আমি ইতিমধ্যেই

সোনে নৌকো বিহার সেরে ফেলেছি। লোকটা আমাকে একটা তিন কামরার ফ্ল্যাটে নিয়ে তুলতে চেয়েছিলো।'

'তাহলে আইফেল টাওয়ার?'

'আইফেল টাওয়ার?' মৃদু হাসলো লিলিয়ান, 'তোমার মতো করেই বলি—সেথা যাবো আমি তোমা সনে, ওগো প্রিয়তম!'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। এখন কি তুমি সুখী?'

'সুখ? সে আবার কি?'

'এখনও তা জানো না? কিন্তু সঠিক ভাবে কে-ই-বা তা জানে? হয়তো তা আলপিনের মাথায় নাচার মতোই কোন এক অলীক কল্পনা।'

গাসতঁ মামার ওখান থেকে ডিনার সেরে ফিরে আসছিলো লিলিয়ান। ভিকঁত দ্য পেসত্র গাড়ি করে পৌঁছে দিচ্ছিলেন ওকে।...উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রী সহ সন্ধ্যাটা ভারি বিশ্রী আর বিরক্তিকরভাবে কেটেছিলো লিলিয়ানের। উপস্থিত অভ্যাগতদের মধ্যে ছিলেন জনা কয়েক মহিলা আর ছ' জন পুরুষ মানুষ। মহিলা যাঁরা ছিলেন তাঁরা মেলামেশা বা আলাপ-সালাপ করার পক্ষে একেবারেই অযোগ্য, ফণিমনসার মতো কৌতূহলের তীক্ষ্ণ কাঁটা উঁচিয়েই আছেন। পুরুষদের মধ্যে চারজন ছিলেন অবিবাহিত, সকলেই ধনী; দুজনের বয়স অল্প। ভিকঁত দ্য পেসত্র বয়সে সকলের চাইতে বড়, অর্থ-সম্পদেও তাই।

'আপনি স্যেনের বাঁ ধারে থাকেন কেন?' লিলিয়ানকে প্রশ্ন করলেন ভিকঁত দ্য পেসত্র, 'কোনো রোম্যান্টিক কারণে কি?'

'ওটা ঘটনাচক্রে হয়ে গেছে, এ ছাড়া অন্য কোন কারণ আমার জানা নেই।'

'আপনার প্লাস ভাঁদোমে থাকা উচিত।'

'এটা কিন্তু একটা মজার ব্যাপার! আমার কোথায় থাকা উচিত না উচিত, তা দেখছি আমার চাইতে অন্য অনেকেই বেশি ভালো করে জানে।'

'প্লাস ভাঁদোমে আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। ওটা আমি কক্ষনো ব্যবহার করিনে, একেবারে আধুনিক কেতায় সাজানো।'

'আমাকে ভাড়া দেবেন ?'

'খুব খুশী হয়েই দেবো।'

'কত ভাড়া ?'

পেসত্র একটু নড়েচড়ে বসলেন, 'এখুনি টাকা পয়সার কথা তুলছেন কেন ? আগে বার কতক জায়গাটা দেখুন, পছন্দ হলে তখন না হয় নেবেন।'

'কোন শর্ত থাকবে না ?'

'কিচ্ছু না। অবিশ্যি মাঝে মধ্যে আমার সঙ্গে ডিনার খেলে আমি খুবই খুশী হবো—কিন্তু সেটাও কোন শর্ত-টর্ত কিছু নয়।'

'আপনার অশেষ বদান্যতা,' বললো লিলিয়ান।

'আসছে কাল জায়গাটা একবার দেখে আসবেন নাকি ? বিকেলবেলা আমরা তাহলে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়াটাও সেরে নিতে পারি।'

'মামার সত্যিকারের ইচ্ছে কিন্তু আমাকে বিয়ে দেওয়া,' কাঁচা পাকা গোঁফওয়ালা সরু মুখটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো লিলিয়ান।

ভিকঁত হেসে উঠলেন, 'সেজন্যে আপনি অনেক সময় পাবেন। আপনার মামার দৃষ্টিভঙ্গিটা একেবারে সেকেলে।'

'আচ্ছা, অ্যাপার্টমেন্টটায় দুজনের থাকার পক্ষে যথেষ্ট জায়গা হবে কি ?'

'তা হয়তো হবে। কেন ?'

'তাহলে আমি এক বন্ধুর সঙ্গে ভাগাভাগি করে থাকবো।'

'সেটাও করা সম্ভব,' এক পলক ওর দিকে তাকিয়ে থেকে ভিকঁত বললেন। 'তবে সোজা কথায় বলতে গেলে, জায়গাটা সে তুলনায় একটু ছোটই হবে। তার চাইতে কিছুদিন একা একাই থেকে দেখুন না ? আপনি পারীতে এসেছেন, সবে মাত্র কটা সপ্তাহ। এখন আগে শহরটাকে আপনার ভালোমতো চেনা উচিত। দেখবার মতো অনেক কিছু আছে এর।'

'ঠিক বলেছেন আপনি।'

গাড়িটা থেমে গিয়েছিলো, লিলিয়ান নেমে এলো ভেতর থেকে।

'তাহলে কবে যাচ্ছেন ? কাল ?' প্রশ্ন করলেন ভিকঁত।

'কথাটা আমি ভেবে দেখবো। আচ্ছা, এ ব্যাপারে গাসঁত মামার

মতামত জানতে চাইলে আপনি কিছু মনে করবেন কি ?'

'আমি হলে জানতে চাইতাম না। এতে উনি হয়তো একটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা করে বসবেন। কাজেই অমন কাজ করবেন না।'

'করবো না ?'

'অন্তত আগে থেকে আমাকে না বলে করবেন না। আপনি ভারি সুন্দরী, আপনার বয়সও খুব অল্প মাদমোয়াজেল। যে পরিবেশে আপনাকে মানায় সেখানে আপনাকে রাখতে পারা একটা আনন্দের বিষয়। প্রবীণ মানুষের একটা কথা শুনুন—এ ধরনের জীবন আপনার কাছে ছবির মতো সুন্দর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এতে আপনি মিছিমিছি শুধু সময় নষ্ট করে চলেছেন। গাসতঁ মামা যা ভাবছেন, তা একেবারেই অবাস্তর। আপনার যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে বিলাস—সুপ্রচুর বিলাস।···এভাবে কথা বলার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু এ জিনিসগুলো আমি জানি।··· আচ্ছা, চলি মাদমোয়াজেল—শুভরাত্রি।'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে চললো লিলিয়ান। গাসতঁ মামার আয়োজিত স্বয়ংবর সভায় ও মজা পেয়েছিলো সত্যি, কিন্তু বিষণ্ণও হয়ে উঠেছিলো ভয়ঙ্কর রকমের। প্রথমটাতে নিজেকে একজন মৃত্যুপথযাত্রী সৈনিকের মতো মনে হচ্ছিলো ওর, যাকে উচ্ছ্বলিত জীবনের গল্প শোনানো হচ্ছে অর্থহীনভাবে। তারপর ও কল্পনা করে নিয়েছিলো ও যেন এক অজানা অচেনা নতুন গ্রহে এসে পৌঁছেছে, যেখানে মানুষ অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকে এবং সেই সংক্রান্ত সমস্যাই তাদের একমাত্র সমস্যা। অন্যান্য অভ্যাগতরা যে সমস্ত কথাবার্তা বলছিলেন, ও তার কিছুই বুঝতে পারেনি। যে সমস্ত ব্যাপারে ও সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, তাতেই ওদের আগ্রহ ছিলো সব চাইতে বেশি। তাই ভিকঁত দ্য পেসত্রের গাড়ি করে পৌঁছে দেবার প্রস্তাবটাই ওর কাছে সব চাইতে বিচক্ষণ প্রস্তাব বলে মনে হয়েছিলো।

'পার্টিটা ভালো হয়েছিলো তো ?' বারান্দা থেকে প্রশ্ন করলো ক্লের-ফাইভ।

'আরে ! তুমি এরই মধ্যে এসে গেছো ? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি

হয়তো কোথাও বেহেড মাতাল হয়ে পড়ে থাকবে।'

'ইচ্ছে করলো না।'

'তুমি কি আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলে?'

'হ্যাঁ।' ক্লেরফাইত বললো, 'তুমি দিনকে দিন আমাকে একেবারে ভদ্দরলোক করে তুলছো। এখন আমার আর মদ খেতে ইচ্ছে হয় না। তুমি সঙ্গে বসে না খেলে তো নয়ই।'

'আগে খুব খেতে বুঝি?'

'হ্যাঁ। ছুটো দৌড় প্রতিযোগিতার ফাঁকে ফাঁকে বরাবরই খেতাম, কখনো-সখনো দুর্ঘটনার ফাঁকে ফাঁকেও। হয়তো ভীরুতার জন্যেই খেতাম, অথবা নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াবার জন্যে। কিন্তু সে সব এখন শেষ হয়ে গেছে আজ বিকেলটা আমি স্যাংশাপেলে কাটিয়েছি. কাল যাচ্ছি ক্লুনি জাদুঘরে। জানো আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে একজন বলেছে,তুমি নাকি দেখতে ওই জাদুঘরে রাখা ইউনিকর্নের পিঠে চড়া মানবী মূর্তির মতো সুন্দরী।…চারদিকে শুধু তোমার সফলতা। তা আজ কি আবার বেরুবে নাকি?'

'আজ রাতে আর নয়!'

'আজ সন্ধ্যেটা তুমি বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে কাটিয়েছো, জীবন বলতে যাদের বিশ্বাস—রান্নাঘর, বৈঠকখানা আর একখানা শোবার ঘর…অনেক পাল খাটানো একখানা নৌকো নয়. যে কোন মুহূর্তেই যা ডুবে যেতে পারে। এর জন্যে তোমাকে ক্ষতিপূরণ করতে হবে।'

লিলিয়ানের চোখ দুটি ঝিকিয়ে ওঠে, 'তাহলে তুমি মদ খাচ্ছিলে বলো?'

'তুমি সঙ্গে থাকলে প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এখন গাড়িতে চড়ে একটু ঘুরে আসতে ইচ্ছে করছে না তোমার?'

'কোথায়?'

'প্রতিটি রাস্তায়, প্রতিটি নাইট ক্লাবে—যেখানকার কথা তুমি আজ অব্দি শুনেছো। কি অপরূপ পোশাকে সেজেছো তুমি, গাসতঁ মামার আনা প্রার্থীদের জন্যে এমন সাজ সেজে নষ্ট করা লজ্জার কথা। তুমি

নিজেকে বাইরে নিয়ে যেতে না চাইলেও, এ পোশাকটা আমরা অবশ্যই নিয়ে বেরুবো। পোশাকের ওপরেও দায়-দায়িত্ব বলে একটা কথা আছে।'

'বেশ, তবে চলো। আস্তে আস্তে গাড়ি চালাবে—অনেক···অনেক রাস্তা ধরে। কিন্তু বরফ ঢাকা রাস্তায় নয়, যাবে সে সব রাস্তায় যার কোণে কোণে ফুলওয়ালীরা দাঁড়িয়ে থাকে।···চলো, গাড়ি বোঝাই করে ভায়োলেট ফুল নিয়ে যাবো আমরা।'

গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার ত্রিকোণ জায়গাটা থেকে জুসেপ্পিকে নিয়ে এসে হোটেলের সামনে অপেক্ষা করে রইলো ক্লেরফাইত। পাশের রেস্তোরাঁর দরজা বন্ধ হতে শুরু করেছিলো। হঠাৎ কে যেন পাশ থেকে বললো, 'হায়রে প্রেমিক, এ ভূমিকার পক্ষে তোমার বয়সটা কি বড্ড বেশি হয়ে যায়নি?'

প্রশ্নটা লিদিয়া মোরেলির। রক্ষীটির আগে আগেই রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসেছে ও।

'অনেক বেশি হয়ে গেছে,' বললো ক্লেরফাইত।

'একেবারে নতুন ভূমিকা!' সাদা ফারের স্টোলটার প্রান্তভাগ কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে লিদিয়া বললো, 'তবে খানিকটা হাস্যকরও বটে, বিশেষ করে অমন একটা পুঁচকে ছুঁড়ির সঙ্গে···'

'আহা, কি একখানা প্রশংসার কথাই না শোনালে! এ ভাষাটা যখন তুমি ব্যবহার করলে তখন বোঝাই যাচ্ছে, মেয়েটা নিশ্চয়ই খুব আকর্ষণীয়া।'

আকর্ষণীয়া! একটা বাজে মেয়ে, যে কিনা একটা রদ্দিমার্কা হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে, বালেঁসিয়াগার তিনটে পোশাক আছে বলেই সে হলো গিয়ে আকর্ষণীয়া!'

'তিনটে? আমি তো ভেবেছিলাম বুঝি তিরিশটা। যতবার পরে ততবারই অন্য রকম দেখায় কি না!' ক্লেরফাইত হাসলো, 'আচ্ছা লিদিয়া, পুঁচকে ছুঁড়ি আর বাজে মেয়েদের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করার কাজটা তুমি কবে থেকে নিয়েছো বলো তো? এসব করার বয়স কি আমরা অনেকদিন আগেই ফেলে আসিনি?'

লিদিয়া একটা উচিত জবাব ছুঁড়ে দেবার আগেই ওর রক্ষীটি রেস্তোরাঁ

থেকে বেরিয়ে এলো। লোকটার একখানা বাহু অস্ত্রের মতো করে ধরে ক্লেরফাইতের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলো ও।

কয়েক মিনিট পরেই লিলিয়ান নেমে এলো। ক্লেরফাইত বললো, 'এই মাত্র একজন বলে গেলো, তুমি ভীষণ আকর্ষণীয়া। এবারে কিন্তু তোমাকে লুকিয়ে রাখার সময় এসেছে।'

'আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে খুব বিশ্রী লাগছিলো বুঝি ?'

'না। বিনা প্রত্যাশায় অনেক দিন অপেক্ষা না করে থাকলে, প্রতীক্ষা বয়সটাকে দশ-বিশ বছর কমিয়ে দেয়। ভাবছিলাম, আর কখনও কোন কিছুর জন্যে প্রতীক্ষায় থাকবো না।'

'আমি চিরটা কালই কিছু না কিছুর জন্যে প্রতীক্ষা করে এসেছি।' লিলিয়ানের দৃষ্টি এক টেকো-মাথা ভদ্রলোকের সঙ্গে রেস্তোরাঁ থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা মহিলাটিকে অনুসরণ করলো। মহিলার গলায় হীরের মালা, প্রতিটি হীরের আকার বাদামের মতো। 'কি দারুণ ঝলকাচ্ছে হীরেগুলো।' বললো লিলিয়ান।

ক্লেরফাইত কোন জবাব দিলো না। মণি মুক্তোর ব্যাপারটা বড় বিপজ্জনক। লিলিয়ানের যদি ওসব দিকে ঝোঁক থেকে থাকে, তো ওর আশা মেটানোর জন্যে ক্লেরফাইতের চাইতে অনেক বেশি যোগ্য লোক আছে এ সংসারে।

'ওসব আমার জন্যে নয়,' ক্লেরফাইতের মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন মৃদু হেসে বললো লিলিয়ান।

'এই পোশাকটা কি নতুন ?' জিজ্ঞেস করলো ক্লেরফাইত।

'হ্যাঁ, আজই এসেছে।'

'মোট কটা হলো এখন ?'

'এটা নিয়ে আটটা। কেন ?'

লিদিয়া মোরেলি তাহলে ভালোমতোই খবরাখবর পেয়েছে। ও বলে-ছিলো 'তিনটে,' তার মানে সঠিক সংখ্যাটাও ও জানে।

'গাসর্ত মামা ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন, বিলগুলো আমি ওঁর কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছি।' লিলিয়ান বললো, 'এবারে তোমার জানা সব চাইতে

ভালো নাইট ক্লাবটাতে চলো। তুমি ঠিকই বলেছো, পোশাক-আশাকও কিছুটা দাবি জানায় বৈকি!'

তখন ভোর চারটে। ক্লেরফাইত জিজ্ঞেস করলো, 'কি, আরও একটা জায়গায় যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ, আর ঠিক একটা জায়গায় যাবো চলো। নাকি তুমি ক্লান্ত?'

ক্লেরফাইত বুঝতে পেরেছিলো লিলিয়ান ক্লান্ত কিনা সে কথা ওকে জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না। বললো, 'নাঃ, এখনও ক্লান্ত হইনি। তোমার ভালো লাগছে?'

'ভীষ-ণ ভালো।'

'বেশ, তাহলে আরও একটা ক্লাবে যাবো চলো। জিপসী নাচ হয়, এমন কোনও ক্লাবে।'

মোঁমাত্র আর মোঁপানাস এখনও যুদ্ধোত্তরকালীন জ্বরে ভুগছে। সাধারণতঃ যে কুয়াশা এসব জায়গাকে নিয়মিত ভাবে ভরে রাখে, তারই প্রাবল্যে ক্যাবারে এবং নাইট ক্লাবগুলোর চটকদার বর্ণবৈচিত্র্য এখন কোমল ও বিষণ্ণ। আমোদ-প্রমোদ যথারীতি চলছে…চলছে প্রচলিত সস্তা প্রমোদলহরা। লিলিয়ান সঙ্গে না থাকলে ক্লেরফাইত এ সবের একঘেয়েমিতে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠতো। কিন্তু লিলিয়ানের কাছে এ সবকিছুই নতুন। ওর কাছে এসমস্ত জায়গা যেন মোহময় অপরূপ স্বপ্নের উদ্যান। বকশিশ প্রত্যাশী বেহালাবাদকেরা ওর চোখে অনুপ্রাণিত সংগীতবিদ। নাচের পেশাদার পুরুষ সঙ্গী, নয়া ধনী, শূন্যমনা পুরুষ-মহিলা, যেসব মানুষ ঘরে ফেরে না—কারণ ঘরের মর্ম তারা বোঝে না অথবা যারা রোমাঞ্চ সন্ধানী কিংবা সুযোগমতো কিছু গুছিয়ে নেবার ফিকিরে রয়েছে—তারা সকলেই ওর কাছে জীবনের আনন্দোচ্ছল পানপাত্র নিঃশেষে পান করার উৎসবে অংশ গ্রহণকারী। কারণ লিলিয়ানের আকাঙ্ক্ষাও ঠিক তাই, আর সে জন্যেই ও এখানে এসেছে।

ঠিক এই কারণটাই, ভাবলো ক্লেরফাইত, ঠিক এই কারণটাই এখানে বসে থাকা অন্য সকলের চাইতে ওকে আলাদা করে তুলেছে। অন্যেরা চায়

রোমান্স, ব্যবসায়িক লেনদেন, শূন্যতা ভরিয়ে তোলার মতো কিছু শব্দের সম্ভার—কিন্তু ও চলেছে জীবন, শুধুমাত্র জীবনের ছক কাটা নির্দিষ্ট পথে। তাকে শিকার করার বাসনায় ও মোহাবিষ্ট নিষাদের মতো ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে সাদা শিকারী কুকুর আর কল্পলোকের একশৃঙ্গী ইউনিকর্নকে—শিকার করছে প্রচণ্ড আবেগে, যে আবেগ চরিত্রে সংক্রামক। নিষিদ্ধ বিবেচনায় প্রবৃত্তি বা কাজ থেকে ওর অভ্যাসগত কোন বিরতি নেই, ভুলেও চোখ তুলে তাকায় না অন্য কোন দিকে। ওর উপস্থিতিতে নিজেকে পর্যায়ক্রমে ফুরিয়ে যাওয়া বৃদ্ধ আর শিশুর মতো অনভিজ্ঞ বলে মনে হয় আমার—আচমকা বিস্মরণের অতলান্ত অন্ধকার থেকে জেগে ওঠে কত মুখ, কত বাসনা, কত স্বপ্নের ছায়া···আর সব কিছুকে ছাপিয়ে গোধূলির এক ঝলক বিদ্যুৎচমকের মতো দীর্ঘদিন আগে হারিয়ে যাওয়া জীবনের রূপ-রস-গন্ধে মেশা সেই অপরূপ রূপময় অনুভূতি।···

টেবিলের কাছে সঙ্গের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কোমল সতর্ক চোখে জিপসী সঙ্গীতের সুর তুলছিলো একজন বেহালাবাদক। লিলিয়ান শুনছিলো, সুরের মূর্ছনায় ভেসে যাচ্ছিলো কোন্ সে দূরের পথে। ওর কাছে এটাই সত্য, ভাবছিলো ক্লেরফাইত। ওর কাছে এটা হাঙ্গেরীর নিষ্পাদপ তৃণময় প্রান্তর, নিঃসঙ্গ নৈশ-বিলাপ, নির্জনতা, সেই প্রথম অগ্নিশিখা যার কাছে মানুষ নিরাপত্তা চেয়েছিলো। প্রাচীনতম, গতানুগতিক, তুচ্ছ আবেগে ভরা সঙ্গীতও ওর কাছে মানুষের গান—তার বিষাদ আর ধরে রাখার ব্যর্থ আকুতি। সে ভাবে দেখতে গেলে হয়তো লিদিয়াই ঠিক বলেছিলো—এটা গ্রাম্যতা। কিন্তু সে যাই হোক, ঠিক এই কারণের জন্যেই কিন্তু ওকে ভালবাসতেই হয়।

'মনে হচ্ছে আমি খুব বেশি মাত্রায় পান করে ফেলেছি,' বললো ক্লেরফাইত।

'বেশি মাত্রা কি করে বোঝা যায়?'

'যখন মানুষ আর নিজেকেও চিনতে পারে না।'

'তাহলে আমি সব সময়েই তেমনি করে পান করতে চাই। নিজেকে আমি একটুও ভালবাসি নে।'

কোন কিছুতেই ওর ভয় নেই, ভাবলো ক্লেরফাইত। এই নৈশ মজলিস যেমন ওর কাছে জীবন-মন্দির, তেমনি প্রতিটি তুচ্ছ গতানুগতিকতাই প্রথম প্রয়াসে ওর কাছে এক বেগের আবেগ নিয়ে আসে—কিন্তু তা চিরস্থায়ী নয়। ও জানে, ওকে মরতে হবে। মানুষ যেমন করে মরফিন গ্রহণ করে, এই জানাটাকেও ও গ্রহণ করেছে ঠিক তেমনি করে এবং এটাই সমস্ত কিছুর রূপ পালটে দিয়েছে ওর কাছে। কিন্তু চুলোয় যাক এসব কিছু, আমিই বা কেন এখানে বসে বসে এ সবের মৃদু আতঙ্ক অনুভব করছি? কেন এর বাইরে ছিনিয়ে নিচ্ছি না নিজেকে?

'আমি তোমাকে ভালবাসি,' বললো ক্লেরফাইত।

'কথাটা অমন বারবার করে বোলো না। ও কথা বলতে হলে ভীষণ সংস্কারমুক্ত হয়ে বলতে হয়।'

'তোমার ক্ষেত্রে নয়।'

'তাহলে সব সময়েই বোলো। জল আর মদের মতো ভালবাসাকেও আমার বড় প্রয়োজন।'

'তুমি যা বললে তা আমার ওই কথাটার মতোই সত্যি,' ক্লেরফাইত হাসলো। 'কিন্তু কোন জিনিস সত্যি কি মিথ্যে, তা নিয়ে কার আর মাথা-ব্যথা আছে বলো? যাক সেকথা, এবারে আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'হোটেলে। আমি ওখান থেকে বেরিয়ে পড়তে চাই।'

ক্লেরফাইত স্থির করলো, এখন থেকে আর কোন কিছুতেই সে অবাক হবে না। বললো, 'বেশ, তা হলে গোছগাছ করে ফেলি গে চলো।'

'আমার জিনিসপত্তর গোছানো হয়ে গেছে।'

'কিন্তু কোথায় যেতে চাইছো?'

'অন্য কোন হোটেলে। গত দুদিন ধরে রাত্রিবেলা এক মহিলা আমাকে টেলিফোন করছেন। বলছেন, আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানেই যেন ফিরে যাই। তাছাড়া আরও কয়েকটা কথাও বলেছেন।'

ওর দিকে তাকালো ক্লেরফাইত, 'তুমি রাত্তিরবেলা তোমার ঘরে ফোন দিতে বারণ করে দাওনি?'

'দিয়েছিলাম। কিন্তু উনি কি করে জানি না, কাজ হাসিল করে নেন।

গতকাল বললেন, উনি নাকি আমার মা। মহিলা ফরাসী ভাষায় কথা বলেন, একটু ঝোঁক দিয়ে।'

নিশ্চয়ই লিদিয়া মোরেলি, ভাবলো ক্লেরফাইত।

'তুমি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু বলোনি কেন?'

'কিসের জন্যে বলবো?...আচ্ছা, ব্রিংক্স কি পুরো ভর্তি?'

'না।'

'ভালোই হলো। কিন্তু গাসর্ত মামা কাল যখন জানবেন আমি কোথায় রয়েছি, তখন বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাবেন।'

আসলে লিলিয়ান তখনও গোছগাছ করেনি। রাতের কেরানীটির সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটা বিশাল ট্রাঙ্ক ভাড়া করে আনলো ক্লেরফাইত—পশ্চাদপসরণের সময় একজন জার্মান মেজর ওটা ফেলে গিয়েছিলো। লিলিয়ানের পোশাকগুলো তার মধ্যেই ঠাসাঠাসি করে ভরে ফেললো সে।

বিছানায় বসে হাসছিলো লিলিয়ান বললো, 'এখান থেকে চলে যেতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত—এখানকার সব কিছুকেই আমি বড় ভালবেসে ফেলেছিলাম কিন্তু ভালবাসার জন্যে আমার কোন দুঃখ বা অনুশোচনা নেই। তুমি বুঝতে পারছো, আমি কি বলতে চাইছি?'

'আমার আশঙ্কা, হয়তো পারছি।' মাথা তুলে তাকালো ক্লেরফাইত, 'কোন কিছু ত্যাগ করার জন্যে তুমি কখনও দুঃখ করো না, তাই তো?'

ফের হাসলো লিলিয়ান—ওর পা দুটি ছড়ানো, হাতে মদের গ্লাস। 'ওতে আমার আর কিছু এসে যায় না। স্যানাটোরিয়াম থেকে চলে এসেছি, তারপর থেকে আমি যেমন ইচ্ছে যেখান থেকে খুশি চলে যেতে পারি।'

এই একইভাবে ও একদিন আমাকেও ছেড়ে চলে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই—ভাবলো ক্লেরফাইত। ঠিক এই হোটেল পালটানোর মতো করে।

'এই ছাখো, সেই জার্মান মেজরের তলোয়ারখানা,' ক্লেরফাইত বলল। 'উত্তেজনার ঝোঁকে উনি নিশ্চয়ই এটার কথা ভুলে গিয়েছিলেন—একজন

জার্মান-অফিসারের পক্ষে এ এক অস্বাভাবিক শিথিলতা। আমি এটা এই ট্রাঙ্কের মধ্যেই রেখে দিচ্ছি।...তোমার কিন্তু দিব্যি নেশা হয়েছে। ভাগ্যিস দুদিন আগেই আমি রিৎজে তোমার জন্যে একখানা ঘর ঠিক করে রেখেছিলাম! নয়তো এ অবস্থায় তোমাকে নিয়ে ওখানে তোলাই খুব মুশকিল হতো।'

বসে থাকা অবস্থাতেই তলোয়ারখানার দিকে হাত তুলে অভিবাদন করলো লিলিয়ান। ক্লেরফাইতকে বললো, 'তোমাকে আমার ভারি ভালো লাগে।...আচ্ছা, তোমাকে আমি কখনও নাম ধরে ডাকি না কেন বলো তো?'

'অন্য কেউই ডাকে না।'

'আমার পক্ষে সেটা কোন একটা কারণই নয়।'

'ছাখো তো, মনে হচ্ছে তোমার সব কিছুই গোছানো হয়ে গেছে,' ওর কথা এড়িয়ে গিয়ে বললো ক্লেরফাইত। 'তলোয়ারটাও সঙ্গে নিয়ে নেবে নাকি?'

'ওটা এখানেই রেখে যাও।'

চাবিটা পকেটে পুরে লিলিয়ানকে কোট পরতে সাহায্য করলো ক্লেরফাইত।

'আচ্ছা, আমি কি খুব রোগা?' জিজ্ঞেস করলো লিলিয়ান।

'নাঃ, মনে তো হচ্ছে তোমার কয়েক পাউণ্ড ওজন বেড়েছে।'

'সেটুকুই যা লাভ,' বিড়বিড় করে বললো ও।

রিৎজ অব্দি ওদের পেছন পেছন লিলিয়ানের স্যুটকেসগুলো আর ট্রাঙ্কটা নিয়ে যাবার জন্যে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করলো ক্লেরফাইত।

'আমার ঘরটা কি প্লাস ভাঁদোমের দিকে মুখ করা?' জানতে চাইলো লিলিয়ান।

'হ্যাঁ, র্যু কাম্বঁর দিকে নয়।'

'যুদ্ধের সময় তুমি ওখানে কেমন করে ছিলে?'

'বন্দী-শিবির থেকে পালিয়ে ওখানে গিয়ে উঠেছিলাম। ওটা একটা চমৎকার লুকিয়ে থাকার জায়গা। ওখানে আমাকে খোঁজার কথা কেউ

স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। আমার সৎভাই প্রাস ভাঁদোমে থাকতো; জাতে আমরা অ্যালসেশিয়ান। আমার সেই ভায়ের বাবা একজন জার্মান, আর আমার বাবা ছিলেন ফরাসী।'

'তুমি যখন শিবিরে ছিলে তখন তোমার ভাই তোমার জন্যে কিছু করতে পারেনি?'

'আমাকে সাইবেরিয়ায় রাখতে পারলেই সে খুশী হতো—যতটা দূরে রাখা যায় আর কি!' ক্লেরফাইত হাসলো। 'আকাশটা দেখেছো? ছাখো, প্রভাত আসছে। শুনেছো, পাখিরা কেমন গান গাইছে? শহরে শুধু এই সময়টুকুতেই পাখির গান শোনা যায়। কাজেই প্রকৃতি প্রেমিকদের অবশ্যই নাইট ক্লাবে যাওয়া উচিত, তাহলে বাড়ি ফেরার পথে তারা এ গান শুনতে পাবে।'

প্লাস ভাঁদোমের দিকে বাঁক নিলে ওরা। সমস্ত অঞ্চলটা ভারি শান্ত আর নিস্তব্ধ। আকাশে মেঘের আড়ালে ভোরের গাঢ় সোনালি আভা। আচমকা লিলিয়ান বলে উঠলো, 'অতীত যুগে মানুষ যেভাবে এসব জায়গা গড়ে তুলেছিলেন তাতে মনে হয়, আমাদের চাইতে তারা অনেক বেশি সুখী ছিলেন—তাই না?'

'না,' হোটেলের সদর দরজায় গাড়ি থামিয়ে বললো ক্লেরফাইত। 'এই মুহূর্তে আমি সুখী—সুখের স্বরূপ কি তা আমরা জানি বা না জানি, তাতে কিছু এসে যায় না। এই মুহূর্তে, এখানে এই শান্ত স্তব্ধতার মাঝে তোমার কাছে থেকে আমি সুখী।...তুমি ভালো করে একটু ঘুমিয়ে উঠলে আমরা গাড়ি ছুটিয়ে আরও দক্ষিণের দিকে চলে যাবো—বেরিয়ে পড়বো সিসিলি আর তাগা ফ্লোরিওর পথে।'

বারো

সিসিলিতে তখন ঋতুরাজ বসন্ত পুরোপুরি আসর জাঁকিয়ে বসেছে। দৌড়বাজ গাড়ির চালকদের অভ্যেস করার জন্যে চোদ্দশো বাঁক নেওয়া

তার্গা ফ্লোরিওর সাতষট্টি মাইল পথ তখন প্রতিদিন বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে সাধারণ যানবাহন চলাচলের জন্যে বন্ধ থাকে। কিন্তু সে-সব গাড়ির চালকরা রাস্তার প্রকৃতি, বাঁক এবং ঢালের জায়গাগুলোকে মুখস্থ করে নেবার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ের বাইরেও ওখানে গাড়ি চালায় বলে সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি স মস্ত অঞ্চলটাতে ভারি মোটরের আওয়াজ গম গম করে বাজতে থাকে।

ক্লেরফাইতের গাড়ির দ্বিতীয় চালক, আলফ্রেদো তোরিয়ানি, চব্বিশ বছর বয়সের একজন ইতালিয়ান। ওরা দুজনেই প্রায় সারাটা দিন রাস্তায় রাস্তায় কাটাতো। সন্ধ্যাবেলা ক্ষুধাতুর এবং তৃষ্ণার্ত হয়ে ফিরে আসতো রোদে-পোড়া চেহারা নিয়ে। নিজের ব্যবসায়ের সঙ্গে লিলিয়ানকে জড়াতে চাইতো না ক্লেরফাইত। অন্যান্য গাড়ির চালকরা যখন গাড়ি চালানো অভ্যেস করতো, তখন তাদের স্ত্রী অথবা প্রণয়িনীরা বিভিন্ন মোটর কোম্পানির মেরামতি, তেল ভরা বা চাকা পালটানোর জন্যে তৈরী ছোট ছোট খুপরিগুলোতে বসে স্টপ ওয়াচ নিয়ে সময়ের হিসেব রাখতো। কিন্তু সে-সব করার বদলে ক্লেরফাইত তার এক বন্ধুর সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে, বন্ধুর সমুদ্রতীরের বাড়িতে ওকে রেখে এলো। বন্ধুর নাম লেভালি, টিউনা মাছ শিকারের এক ছোটখাটো নৌবহরের মালিক। লেভালিকেই লিলি-য়ানের আদর্শ অভিভাবক বলে মনে হয়েছিলো ক্লেরফাইতের—লোকটার রুচিবোধ আছে, মোটাসোটা চেহারা, মাথায় টাক এবং সমকামী।

সারাটা দিন সমুদ্রতীরে অথবা বাড়ির চারদিকে ছড়ানো বাগানে শুয়ে বসে সময় কাটায় লিলিয়ান। সমস্ত বাগানময় অবহেলিত অসংখ্য সুন্দর সুন্দর শ্বেতপাথরের মূর্তি। ক্লেরফাইতের গাড়ি চালানো দেখার জন্যে কোন আগ্রহ অনুভব করে না লিলিয়ান। কিন্তু কমলা বাগানের স্তব্ধতার মধ্যে মোটরের মৃদু গর্জন শুনতে ভালো লাগতো ওর। কমলার সুগন্ধের সঙ্গে বাতাসে ভেসে আসা ওই গর্জন সমুদ্রের কলতানের সঙ্গে মিশে যেন এক উন্মাদনাময় বাদ্যবৃন্দের সৃষ্টি করে—এ যেন আধুনিক অরণ্য দামামার সঙ্গে পৃথিবীর প্রাচীনতম ধ্বনি, যেখান থেকে সমস্ত প্রাণের উন্মেষ, সেই জল-তরঙ্গের এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ। শব্দটা যেন এক অদৃশ্য অস্তিত্বের মতো সারা দিনমান লিলিয়ানকে ঘিরে থাকে। লিলিয়ানের মনে হয়, যেন

ক্লেরফাইত কথা বলছে ওর সঙ্গে। নিজেকে হারিয়ে ফেলে লিলিয়ান, যেমন হারিয়ে ফেলে উষ্ণ আকাশ আর দীপ্ত সমুদ্রের কাছে। তারপর সন্ধ্যাবেলা মোটরের গর্জন তুলে কাছাকাছি এসে পড়ে ক্লেরফাইত—গাড়িটা এগুবার সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা বজ্রের মতো নিদারুণ হয়ে ওঠে ক্রমশ। 'আগেকার দিনে ঈশ্বরের আবির্ভাবের মতো, এ যুগে ভাড়াটে সৈন্যদলের নেতারাও বজ্র-বিদ্যুৎ সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হয়,' লেভালি একদিন বলেছিলো লিলিয়ানকে। 'ব্যাটারা যেন জুপিটারের পুত্তুর।'

'শব্দটা ভালো লাগে না আপনার?'

'মোটর বলতে কোন পদার্থই আমার পছন্দ নয়। ওরা আমাকে যুদ্ধের সময়কার বোমারু বিমানের আওয়াজের কথা মনে করিয়ে দেয়।'

স্পর্শকাতর মোটাসোটা মানুষটা চপিনের একটা পিয়ানো কনসার্টো তখন রেকর্ড প্লেয়ারে চাপিয়ে দিচ্ছিলো। একরাশ চিন্তা নিয়ে লিলিয়ান তাকিয়ে ছিলো তার দিকে। ভাবছিলো, আমরা সব সময়ে একপেশে ভাবে শুধু নিজেদের অভিজ্ঞতা আর বিপদের চিন্তায় বাঁধা হয়ে থাকি। কিন্তু খুন করার জন্যে এরই নৌকোর পাটাতনে তুলে আনা একটা টিউনা মাছের মনের অবস্থা কি হতে পারে, এই নন্দনতত্ত্ববিদ রসজ্ঞ মানুষটি কি কখনও তা ভেবে দেখেছেন?

দৌড় প্রতিযোগিতার অল্প কদিন আগে একটা পার্টির আয়োজন করে প্রায় শ'খানেক লোককে আমন্ত্রণ করেছিলো লেভালি। সমস্ত বাগানটা মোম আর হ্যারিকেনের আলোয় আলোকময় হয়ে উঠেছিলো সেদিন। রাতটা ছিলো উষ্ণ, তারায় তারায় ঝলমল করছিলো সারা আকাশ। শান্ত সমুদ্র একটা বিরাট আয়নার মতো হয়ে শরীর বিছিয়ে ছিলো অন্য কোন গ্রহ থেকে উড়িয়ে দেওয়া বেলুনের মতো দিগন্তের কোলে নেমে আসা বিশাল লালচে রঙা চাঁদটার দিকে।

সব কিছু দেখে শুনে মুগ্ধ বিস্ময়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলো লিলিয়ান।

'আপনার ভালো লাগছে?' একবার ওকে প্রশ্ন করলো লেভালি।

'এ সবই তো আমি এতদিন ধরে চেয়েছিলাম!'

'সব কিছুই ?'

'প্রায় তাই। চার বছর ধরে পাহাড়ের দেশে বরফের চার দেওয়ালে বন্দী হয়ে থাকার সময় আমি এ সব জিনিসেরই স্বপ্ন দেখতাম। এসব কিছুই বরফের ঠিক উলটোটা, পাহাড়ের একেবারে বিপরীত...'

'শুনে খুশী হলাম।' লেভালি বললো, 'আজকাল আমি পার্টি-টার্টি খুব কমই দিয়ে থাকি।'

'কেন ? দিলে সেটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যাবে বলে ?'

'ঠিক তা নয়। পার্টির ব্যাপারটা আমাকে, কি করে বোঝাবো, বড় বিষণ্ণ করে দেয়। কোন কিছু ভুলতে চেয়ে আমরা পার্টি দিই...কিন্তু আসলে তা ভুলি না। অন্যেরাও ভুলতে পারে না।'

'আমি কিছুই ভুলতে চাই না।'

'সত্যিই কি তাই ?'

'তার বেশি কিছু নয়।'

'জানেন, ঠিক এখানটাতেই হয়তো একদিন একটা প্রাচীন রোমান বাগানবাড়ি ছিলো,' মৃদু হেসে লেভালি বললো। 'মশাল আর এট্‌না পাহাড়ের উপরে দেওয়া আগুনের আভায় উৎসবের আনন্দে মেতে উঠতো তারা। কিন্তু আপনার কি মনে হয়, তারা আসল রহস্যটার কাছে-পিঠেও কোনদিন যেতে পেরেছিলো ?'

'কোন রহস্যের ?'

'কেন বেঁচে থাকি আমরা, সে রহস্যের ?'

'আমরা কি সত্যিই বেঁচে আছি ?'

'প্রশ্নটা যখন ওঠে, তখন বলতে হয় হয়তো নেই।...এসব কথা বলার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। আসলে ইতালিয়ানরা বড্ড বিষাদ রোগে ভোগে—দেখে মনে হয় তার ঠিক উলটোটা, কিন্তু মোটেই তা নয়।'

ক্লেরফাইতের এগিয়ে আসা গাড়ির শব্দ শুনে লিলিয়ান তখন মৃদু হেসেছিলো। লেভালি কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই বললো, 'লোকে বলে, শেষ যে রোমান মহিলা এ বাড়ির মালিক ছিলেন, তিনি নাকি প্রতিদিন ভোরবেলায় তাঁর রাতের প্রেমিকাকে খুন করে ফেলতেন।

রাতের মোহময় স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার দুঃসহ বেদনা তিনি নাকি সহ্য করতে পারতেন না।'

'এ তো ভারি মুশকিলের ব্যাপার!' লিলিয়ান বললো, 'এর চাইতে ভোর হবার আগেই তো তিনি প্রেমিককে বিদায় করে দিতে পারতেন? কিংবা নিজেই সরে যেতে পারতেন তার কাছ থেকে?'

'সরে যাওয়াটা সব সময় অত সহজ নয়।'

'ভীষণ সহজ—অন্তত কেউ যখন বুঝতে পারে যে নিজের করে ধরে রাখার বাসনারও একটা সীমা আছে⋯কেউই কোন জিনিস ধরে রাখতে পারে না⋯এমন কি⋯'

'এমন কিছুই কি নেই, যা আপনি নিজের করে পেতে চান? ধরে রাখতে চান?'

'অনেক কিছুই আছে, আর কোন কিছুই নেই।'

লিলিয়ানের হাতে চুম্বনের চিহ্ন এঁকে দিয়ে লেভালি বললো, 'চলুন পায়ে পায়ে ওই সাইপ্রেস কুঞ্জটার দিকে এগিয়ে যাই। ওর একটু পেছনেই আমরা নাচের বন্দোবস্ত করেছি। মেঝেটা কাচের, আলো আসবে নিচ দিক থেকে। রিভিয়েরার বাগান-রেস্তোরাঁগুলোতে এ ব্যাপারটা দেখেই আমি ভেবেছিলাম, আমাদের পার্টিতেও এমনি করলে বেশ হয়। নেপলস, পালেরমো আর রোম থেকে নাচের সঙ্গীরা এসেছে ওখানে।'

'যে কোন লোককে হয় অংশ গ্রহণ করতে হয়, নয়তো দর্শক হয়ে থাকতে হয়,' ক্লেরফাইতকে বললো লেভালি। 'দুটো কাজ একসঙ্গে করতে গেলে কোনটাই ঠিকমতো করা যায় না। আমি আবার দর্শক হয়ে থাকাটাই বেশি পছন্দ করি।'

চত্বরে বসে সাইপ্রেস গাছগুলোর পটভূমিকায় আলোয় উদ্ভাসিত কাচের মেঝেতে যুগল নাচের উৎসব লক্ষ্য করছিলো ওরা। লিলিয়ান নাচছিলো প্রিন্স ফিয়োলার সঙ্গে।

'একেবারে অগ্নিশিখা!' ক্লেরফাইতকে বললো লেভালি। 'কেমন নাচছে ছাখো!⋯মনে হচ্ছে যেন নরকের নরম আলোর ওপর দিয়ে মেয়েগুলো

খা ভাসিয়ে চলেছে। ওদের পায়ের নিচে ওই নকল নরকের অগ্নিশিখা, যা পায়ের কাছ থেকে ওদের দিকে লকলকিয়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে, যা প্রকট করে তুলছে ওদের স্কার্টের ভাঁজগুলোকে আর চাঁদের এই ছিমেল জ্যোৎস্না যা তারার আলোর সঙ্গে মিশে লুটিয়ে পড়েছে ওদের কাঁধ আর কপালের দুধারে—তা কি কয়েকটা মিনিটের জন্যেও মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে না? পারে না তাদের স্বপ্ন দেখাতে? ওরা, ঈশ্বর বানাবার লোভ দেখিয়ে এই সব সুন্দরীরা, আমাদের জয় করে নিয়ে আমাদের পিতৃত্বের পথে নিয়ে যায়, নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে, করে নেয় ওদের অন্নের যোগানদার। বলো, ওরা কি সুন্দর নয়?'

'ওরা সুন্দর লেভালি,' বললো ক্লেরফাইত।

'ওদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা করে বৃত্ত আছে। কিন্তু মজা হচ্ছে, ওদের নিজেদেরই সে ব্যাপারে কোন স্বচ্ছ ধারণা নেই। ওই যে ওখানে যে সব মেয়েরা নাচছে, তারা প্রত্যেকেই যৌবনের ঐশ্বর্যে রূপময়ী—কিন্তু ওদের প্রত্যেকের পেছনেই প্রায় অদৃশ্যভাবে ছড়িয়ে রয়েছে সংসারের ক্লান্তিকর একঘেয়েমি, ছোট ছোট আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা বাসনা, অনন্ত পৌনঃপুনিকতা, নিষেধের গ্লানি, আর ধীর ক্ষয়ের কালো ছায়া। শুধু একটি মেয়ের মধ্যেই এ সবের কিছু নেই—ওই যে, ফিয়োলার সঙ্গে যে নাচছে, যাকে তুমিই এখানে নিয়ে এসেছো। কি করে তুমি এমন করলে ক্লেরফাইত?

ক্লেরফাইত দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুললো।

'কোথায় পেলে ওকে?'

'তোমার মতো করেই বলি লেভালি—পেয়েছি নরকের দোরগোড়া থেকে,' সামান্য ইতস্তত করে বললো ক্লেরফাইত। 'বেশ কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রথম কিন্তু আমি তোমাকে এমন কাব্যিক ভাবে কথা বলতে শুনছি।'

'এমন সুযোগ তো বড় একটা আসে না।...তাহলে নরকের দোরগোড়া থেকে পেয়েছো বলছো? থাক, আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো না। কল্পনা করে নেবার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট।...আশাহীনতার ধূসর গোধূলি থেকে একা অর্কিয়ুসই পালাতে পেরেছিলো। যদিও কথাটা অদ্ভুত শোনায়, কিন্তু

সেজন্যেও তাকে দাম দিতে হয়েছিলো, পেতে হয়েছিলো দ্বিগুণ নির্জনতা—কারণ সে একটি মেয়েকে নরক থেকে বের করে আনার চেষ্টা করেছিলো। তুমিও কি এ জন্যে কোন দাম দিতে প্রস্তুত ক্লেরফাইত?'

'আমি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ।' মৃদু হেসে ক্লেরফাইত বললো, 'দৌড় প্রতিযোগিতার মুখোমুখি সময়ে আমি এ সমস্ত প্রশ্নের কোন জবাব দিই না।'

ফিয়োলা আর তোরিয়ানির সঙ্গে নাচতে নাচতে লিলিয়ান ভাবছিলো, রাতটা স্বপ্নের মতো সুন্দর, ঠিক যেন পরীর দেশের রাত। আলো আর নীল ছায়া, জীবন আর অবাস্তবতা—সব কিছু একত্রে মিশে এ রাত পুলকিত বিস্ময়ের এক অপরূপ ছবি। কোন পদশব্দ শ্রুতির দুয়ারে আঘাত হানছে না, এখন এখানে শুধু সুরের ছন্দে গা ভাসিয়ে চলেছে সকলে। বিছানার কাছে জ্বরের তালিকা রাখা আমার সেই তুষার ঘেরা নির্জন ঘরটাতে বসে বেতারে নেপলস আর পারী থেকে ভেসে আসা সুরের রিনিঝিনি শুনতে শুনতে এমনই রাতের কথা আমি ভেবেছি কত বার কত স্বপ্নে। সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাস, কমলার সুগন্ধে ভরা বাতাস আর জ্যোৎস্না ভরা এমন রাতে মৃত্যুকে যেন অসম্ভব কিছু বলে মনে হয়। এখানে শুধু একজনের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হওয়া, কিছুক্ষণের জন্যে দুজনে দুজনকে ধরে রাখা, তারপর ছাড়াছাড়ি—পরক্ষণের আবার আর একটি পুরুষের বাহুবন্ধনে নিজেকে দেখবে তুমি। মুখগুলো পালটে যায়, কিন্তু হাতগুলো আসলে একই। কিন্তু সত্যিই কি তাই? লিলিয়ান ভাবলো। ওই তো আমার ভালবাসার মানুষটা ওখানে বসে রয়েছে ওই বিষন্ন লোকটার সঙ্গে, যে লোকটা এই পৃথিবীতে সামান্য কিছু সময়ের জন্যে এই স্বপ্নোদ্যানের অধীশ্বর হয়েছে। বুঝতে পারছি, ওরা আমাকে নিয়েই আলোচনা করছে। ওই বিষন্ন লোকটাই কথা বলছে এখন। কোন সন্দেহ নেই, আমাকে ও যে প্রশ্নটা করেছিলো সেটারই জবাব পেতে চাইছে। সেই রহস্য! এ যেন রূপকথার সেই বামনটার মতো ব্যাপার যার নামটা কি, সে রহস্য অন্য কেউ জানতো না বলেই সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে থাকতো। মৃদু হাসলো লিলিয়ান।

'কি ভাবছেন?' ওর হাসি লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলো ফিয়োলা।

'একটা রূপকথা—গল্পের সেই বামনটার গুপ্তরহস্য ছিলো, কেউ তার নাম জানতো না।'

দাঁত ঝিকিয়ে হাসলো ফিয়োলা। ওর ঘন বাদামী মুখে দাঁতগুলো অন্যের চাইতে দ্বিগুণ সাদা বলে মনে হয়।

'সেটা তো আপনারও গুপ্ত রহস্য, নয় কি?' প্রশ্ন করলো সে।

ঘাড় নাড়লো লিলিয়ান, 'নামে কি এসে যায়?'

'অনেকর কাছে সেটাই সবকিছু,' নাচের জায়গাটার পাশে বাহারী গাছগুলোর নিচে বসে থাকা বয়স্কা মহিলাদের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো ফিয়োলা।

লিলিয়ান লক্ষ্য করলো, চিন্তাভরা মুখ নিয়ে ক্লেরফাইত তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। ও আমাকে ধরে রেখেছে, ভাবলো লিলিয়ান। ওকে আমি ভালবাসি, তার কারণ, ও রয়েছে—ও কোন প্রশ্ন করে না আমাকে। কবে থেকে প্রশ্ন করতে শুরু করবে ও? আশা করি করবে না। কোনদিনও করবে না। তেমন সময়ই পাবো না আমরা।

'আপনি যেমন করে হাসছেন, মনে হচ্ছে যেন আপনি ভীষণ সুখী। সেটাই কি আপনার রহস্য?'

কি বোকার মতো প্রশ্ন করে লোকটা, লিলিয়ান ভাবলো। একজন পুরুষের পক্ষে একটি মহিলাকে কখনই এ প্রশ্ন করা উচিত নয় যে, সে সুখী কি না—কথাটা ওর শেখা দরকার।

'কি আপনার রহস্য?' ফের প্রশ্ন করে ফিয়োলা। 'এক দারুণ ভবিষ্যৎ?'

'একেবারেই না,' আবার মাথা নাড়ে লিলিয়ান। 'সে রহস্য কতো সহজে কতো কিছু করে ফেলতে পারে, সে সম্পর্কে আপনার কোন ধারণাই নেই।'

'ফিয়োলার দিকে তাকিয়ে ভাখো একবার,' বয়স্কা মহিলাদের সারিতে বসে থাকা বুড়ি কন্তেসা ভিতেলেশি বললেন, 'ওর রকম সকম দেখে মনে হচ্ছে, ওই বিদেশী ছুঁড়িটা ছাড়া এখানে যেন আর কোনো মেয়েই নেই!'

'খুবই স্বাভাবিক,' তেরেসা মারচেত্তি ফোড়ন কাটলেন। 'আমাদের ক'জন মেয়ের সঙ্গে ও অত নাচানাচি করলে সবাই ধরে নিতো, তার সঙ্গেই ওর বিয়ের পাকাপাকি হয়ে গেছে। তারপর না করলে, মেয়েটির দাদাভায়েরা সেটাকে প্রকাশ্য অপমান বলে ধরে নিতো।'

হাত-চশমার ভেতর দিয়ে লিলিয়ানের দিকে তাকালেন কন্তেসা, 'ছুঁড়িটা কোত্থেকে এসেছে বলো তো?'

'ইতালির নয়।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। হয়তো কোন দো-আঁশলা...'

'আমার মতো,' তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন তেরেসা মারচেত্তি, 'যারা বাপের কিছু পয়সা নিয়ে এসে উগো মারচেত্তির মতো মানুষদের বাগান থেকে ইঁদুর তাড়াচ্ছি, স্নানঘর সাজাচ্ছি আর রক্ষিতাদের সুখে রাখছি।'

কন্তেসা ভিজেলেশি না শোনার ভান করলেন, 'তোমার পক্ষে বলা সহজ। তোমার ছেলে রয়েছে, ব্যাঙ্কে পয়সাকড়িও রয়েছে। আর এদিকে আমার চার-চারটে মেয়ে, তার ওপরে ধার-দেনা। ফিয়োলার এখন বিয়ে করা উচিত। তবে দেশে যে কটা সচ্ছল আইবুড়ো ছেলে রয়েছে, তারাও যদি রেওয়াজ মতো ইংরেজ মডেলদের বিয়ে করতে শুরু করে, তবে তো চমৎকার অবস্থা!'

'এটা আটকানোর মতো একটা আইন থাকা উচিত,' তেরেসা মারচেত্তির গলায় বিদ্রূপ ফুটে উঠলো। 'সেই সঙ্গে আর একটা আইনও থাকা উচিত, যাতে করে হা-ঘরের ছেলেরা বড়লোক অ্যামেরিকান মেয়েদের বিয়ে করতে না পারে। কারণ সে হতভাগীগুলো তো জানে না যে কয়েকটা দিন আগুনে প্রেম করে বেড়ানোর পর তারা ইতালিয়ান বিয়ের মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক কয়েদখানায় বন্দী হয়ে পড়বে!'

কন্তেসা আবার না শোনার ভান করলেন। উনি নিজের দুই মেয়ের দিকে নজর রাখছিলেন। ওদিকে গাছের নিচে সাজানো টেবিলগুলোর কাছে এসে নাচ থামালো ফিয়োলা। লিলিয়ান ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তোরিয়ানির সঙ্গে গিয়ে হাজির হলো ক্লেরফাইতের কাছে।

'তুমি আমার সঙ্গে নাচলে না, কেন?' ক্লেরফাইতকে প্রশ্ন করলো

লিলিয়ান।

'নেচেছি তো,' ক্লেরফাইত বললো, 'বসে বসেই নেচেছি।'

'ও কোন কম্মের নয়,' তোরিয়ানি হেসে উঠলো। 'নিজে নাচা পছন্দ করে না।'

'সত্যি কথা,' লিলিয়ানকে বললো ক্লেরফাইত। 'ও বিদ্যেটা আমার ভীষণ কম। পালাস বারে সেদিনের পর থেকেই কিন্তু কথাটা তোমার জানা উচিত ছিলো।'

'সে কথা আমি কোন্ যুগে ভুলে গেছি,' ঘাড় দোলালো লিলিয়ান। তারপর তোরিয়ানির সঙ্গে আবার নাচের আসরে ফিরে গেলো। লেভালি ফের এসে বসলো ক্লেরফাইতের পাশে।

'ওঃ একেবারে অগ্নিশিখা, নয়তো একখানা চাকু!' লিলিয়ানের দিকে তাকিয়ে ক্লেরফাইতকে বললো লেভালি। 'আচ্ছা, নাচের আসরে কাচের মেঝে থেকে ফুটে ওঠা আলোগুলোকে বিশ্রী বলে মনে হচ্ছে না তোমার? চাঁদের আলো তো কি চমৎকার হয়ে ফুটেছে!' খানিকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে থেকে চিৎকার করে উঠলো লেভালি, 'লুইগি, আসরের নিচের আলোগুলোকে নিভিয়ে দাও। আর খানিকটা পুরনো মদ নিয়ে এসো।...মেয়েটা আমার মন খারাপ করে দিয়েছে।'

আচমকা ক্লেরফাইতের দিকে ফিরে তাকায় লেভালি। আবছা অন্ধকারে ওর ভাঙাচোরা মুখটাকে আরও শুকনো দেখায়।

আচ্ছা, মেয়েদের সৌন্দর্য আমার মন খারাপ করে দেয় কেন বলো তো?'

'কারণ সবাই জানে এ সৌন্দর্য একদিনে ঝরে যাবে, অথচ সবাই তা চিরদিনের মতো ধরে রাখতে চায়।'

'কথাটা কি এতই সহজ?'

'জানি না,' ক্লেরফাইত জবাব দেয়, 'তবে এ কারণটা আমার কাছে সন্তোষজনক বলেই মনে হয়।'

'তোমারও কি এ জন্যে মন খারাপ হয়?'

'নাঃ, ঠিক এর উলটো জিনিসেই আমার দুঃখ আসে।'

'বুঝলাম।...আমিও ওদের জানি, কিন্তু পালিয়ে যাই ওদের কাছ থেকে। আমি একটা মোটা ভাঁড় হয়েই থাকতে চাই—আর কিছু না।' মদের পাত্রে চুমুক দেয় লেভালি, 'একবার ভাখো না, এ পানীয়টা তোমার কেমন লাগে?'

নিঃশব্দে বসে পান করতে থাকে দুজনে। নৃত্যরতা লিলিয়ান চলে যায় ওদের কাছ ঘেঁষে।...আমার কোন ভবিষ্যৎ নেই, ভাবে লিলিয়ান, তার অর্থ প্রায় কোন গুরুত্ব না থাকারই মতো।...তাকায় ক্লেরফাইতের দিকে, ও-ও ঠিক তাই। ওর ভবিষ্যৎ শুধু একটা দৌড় প্রতিযোগিতা থেকে অন্য আর একটা পর্যন্ত প্রসারিত। নিজের ঠোঁট দুটির সাহায্যে নীরবে অজস্র কথা বলে লিলিয়ান। ক্লেরফাইত এখন অন্ধকারে বসে আছে। ওর মুখটাও স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে না লিলিয়ান। কিন্তু সেটাও যেন নেহাৎই অপ্রয়োজনীয়। জীবনকে দেখতে হলে মুখের দিকে তাকানোর প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন শুধুমাত্র অনুভূতির।

তেরো

মোটর মেরামতি করার খুপরির কাছে গাড়ি থামিয়ে চারদিকের গোলমালের ভেতরেই গলা চড়ালো ক্লেরফাইত, 'আমি কতো নম্বরে আছি?'

'সাত নম্বর,' চিৎকার করেই জবাব দিলো তোরিয়ানি। 'রাস্তার অবস্থা কেমন?'

'জঘন্য। অ্যাসফা গরম যে রবার গলে যায়। লিলিয়ানকে দেখেছো?'

'হ্যাঁ, দর্শকদের জায়গায় রয়েছে।'

'ভাগ্যিস এই খুপরির মধ্যে স্টপ ওয়াচ নিয়ে বসে নেই।'

এক মগ লেমোনেড ক্লেরফাইতের ঠোঁটের কাছে তুলে ধরে তোরিয়ানি।

ম্যানেজার ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই ছুটে এসে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছেন, [illegible] হলো? শীগগির করো।'

[illegible] নই গো কত্তা,' বড়ো মিস্ত্রিও সমানে খিঁচিয়ে ওঠে।

'শয়তান নিজে এসেও তিরিশ সেকেণ্ডে গাড়ির চাকা পালটাতে পারবে না।'

'খুব হয়েছে, কাজটা জলদি করে সারো দেখি!'

ট্যাংকের মধ্যে তখন সবেগে গ্যাসোলিন ঢালা হচ্ছে। ম্যানেজার ক্লেরফাইতের দিকে তাকালেন, 'ক্লেরফাইত, হ্যভাল তোমার আগে রয়েছে। ওকে তাড়া করে করে পাগলা করে দাও। তারপর ওকে পেছনে ফেলে রাখো। আমাদের তার বেশি আর কিছু চাই না। প্রথম দুটো জায়গাই আমরা দখল করে রেখেছি।'

'নিন, এবারে এগোন! সব হয়ে গেছে!' চিৎকার করে ওঠে বড়ো মিস্ত্রি।

গর্জন তুলে বেরিয়ে যায় গাড়িটা। সাবধানে যেতে হবে, ভাবে ক্লেরফাইত, মোটরে যেন চোট না লাগে।...বর্ণালীর ঝলক তুলে দর্শকদের সারি চকিতে উধাও হয়ে যায়। তারপর সামনে শুধু পথ, দ্যুতিময় নীল আকাশ আর অনেক দূরে দিগন্তের কাছাকাছি একটা অস্পষ্ট ক্ষীণ বিন্দু—নিশ্চয়ই ধুলো উড়িয়ে চলা হ্যভালের গাড়ি।..

চারশো গজের একটানা চড়াই। একটানা মাইলের পর মাইল মাদোনি পর্বতমালা, কমলা-বাগান, জলপাই কুঞ্জের রূপোলি চমক, বিসর্পিল পথ, চুলের কাঁটার মতো সূক্ষ্ম বাঁক, ছিটকে ওঠা পথের নুড়ি, মোটরের উষ্ণতা আর পায়ে জ্বালা ধরানোর অনুভূতি। কোত্থেকে একটা পোকা বুলেটের মতো সজোরে এসে গাড়ির কাচে লাগে। আবার চড়াই-উতরাইয়ের সুকঠিন বাঁক, কাঁটা ঝোপ, নুড়ি পাথর। তারপর ধূসর বাদামী রঙা প্রাচীন দুর্গনগরী কালতাভুতুরা, ধুলো, আরও ধুলো এবং তারপরেই আচমকা মাকড়সার মতো একটা ছোট্ট পোকা...একটা গাড়ি। দশ মিনিট পরেই গাড়িটাকে চিনতে পারলো ক্লেরফাইত—ওটা হ্যভালের গাড়ি না হয়ে যায় না। গাড়িটার পেছনেই লেগে রইলো সে, কিন্তু হ্যভাল কিছুতেই পথ ছাড়ে না। ক্লেরফাইতকে সে দেখতে পায়নি তা নয়, কিন্তু ইচ্ছে করেই পথ জুড়ে রইলো। প্রায় পাশাপাশি ছুটে চললো গাড়ি দুটো। সামনের চড়াইয়ের বাঁকের জন্যে অধীর উত্তেজনায় অপেক্ষা করে রইলো ক্লেরফাইত, [illegible]

থেকে সামনের দিকে অনেকটা পথ আগে থেকে দেখা যায়। তাছাড়া ও জানতো, বাঁকটা যথেষ্ট চওড়া। ডান দিক দিয়ে ও যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে, সেজন্যে হ্যাভাল অনেকটা জায়গা নিয়ে বাঁক নিতে শুরু করলো। এধরনের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আগেই অনুমান করছিলো ক্লেরফাইত। তাই পলকের মধ্যে সে বাঁ দিক দিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিলো, পিছল খেলেও সামলে রাখলো গাড়িটাকে। আশ্চর্য কাণ্ড, মুহূর্তের জন্যে গাড়ির গতি সামান্য শ্লথ করলো হ্যাভাল, আর সেই অবসরে ওকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলো ক্লেরফাইত।···ধুলোর জাল এখন ওর পেছনে, সামনে চোখ ঝলসানো নীল আকাশের পটভূমিকায় একরাশ হালকা ধোঁয়া উগরে দিচ্ছে এট্না পাহাড়, আর গাড়ি নিয়ে গতিপথের উচ্চতম বিন্দু পোলিৎসির দিকে এগিয়ে চলেছে ক্লেরফাইত।···

কয়েক মুহূর্ত পরেই পোলিৎসির উচ্চতা থেকে নামতে শুরু করে ক্লেরফাইত। একটার পর একটা পাক খেয়ে নিচের ফিউম গ্রাঁদ উপত্যকা ভূমির দিকে নেমে গেছে রাস্তাটা। কোলেসানোর কাছে পৌছতেই নতুন করে পামগাছের শ্যামল শোভা আর সমুদ্রের নীলিম জলরাশি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কামপোফেলিস থেকে শুরু হয়ে সমুদ্রের কূল ঘেঁষে একটানা পাঁচ মাইল সরল সিধে রাস্তা।

চাকা পালটানোর জন্যে গাড়ি থামাবার আগে লিলিয়ানের কথা আর একবারও ভাবেনি ক্লেরফাইত। এখন জানলা-সাজানো রঙ-বেরঙের ফুলে ভরা সাজির মতো বর্ণময় দর্শকমঞ্চের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকালো একবার। মোটরের তর্জন গর্জন এখানে স্তব্ধ। আচমকা এই নৈঃশব্দের মাঝখানে এসে ক্লেরফাইতের মনে হলো, একটু আগেই সে যেন কোন আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে মিশে অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছিলো, এখন গ্রীক পুরাণের ইকারাসের মতো বিশাল ডানা মেলে একটু একটু করে পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে, নেমে আসছে অস্থল্যা-প্রতীক্ষা নিয়ে থাকা এক অসীম আবেগের আশ্রয়ে—যে আবেগ প্রেমের চাইতে বড়ো···যা একটি নাম হয়ে, একটি মুখ হয়ে, একটি মানবীয় রূপ নিয়ে ওই দর্শক মঞ্চেরই কোথাও বসে আছে।

'যাও !' পরিচালক চিৎকার করে উঠলেন।

ফের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লো গাড়িটা। কিন্তু ক্লেরফাইত তখন আর সঙ্গীহীন হয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলো না। দূর আকাশে উড়ে বেড়ানো ফ্লেমিংগো পাখির ছায়ার মতো সেই অনুভূতি ওর সঙ্গে সঙ্গেই উড়ে চলছিলো …কখনও পেছন পেছন আসছিলো দমকা হাওয়ার মতো, কখনও বা স্বচ্ছ নিশান হয়ে চলছিলো আগে আগে।…

পরের চক্করে কিন্তু গাড়িটা রীতিমতো নাচানাচি শুরু করে দিলো, পেছনের চাকাগুলো হড়কাতে লাগলো অনবরত। স্টিয়ারিঙের চাকা শক্ত হাতে চেপে ধরে সমানে যুঝতে লাগলো ক্লেরফাইত। সামনেই একটা বাঁক, তার মুখের সামনে কেকের ওপরে ভিড় জমানো মাছির মতো অজস্র বিন্দু বিন্দু মানুষ। গাড়িটা তখনও সম্পূর্ণ আওতার বাইরে, চাকাগুলো হড়কে যাচ্ছে, সমস্ত গাড়িটা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে বারবার।…ক্লেরফাইত প্রাণপণে গ্যাস প্যাডেলে চাপ দিতেই গাড়িটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো, কাঁধের কাছ বরাবর ছিঁড়ে যাওয়ার মতো একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলো সে। বাঁকের মুখটা ক্রমশ বড় এবং আরও বড় হয়ে উঠেছে, মানুষগুলোও বড় হতে হতে দৈত্যের মতো বিশাল হয়ে উঠছে পলকের মধ্যে…এড়িয়ে যাবার বোধহয় আর কোন উপায় নেই।…আকাশ থেকে নেমে আসছে রাশ-রাশ অন্ধকার।…কাঁধের মধ্যে জ্বলন্ত লাভাপ্রবাহ, কে যেন টেনে উপড়ে ফেলতে চাইছে হাতখানাকে—তবু দাঁতে দাঁত চেপে ক্লেরফাইত আবার স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে অ্যাক্সিলেটারে মোক্ষম আঘাত হানলো। আর তখনই, কি আশ্চর্য, দুর্বিনীত গাড়িটা অপ্রত্যাশিতভাবে ক্লেরফাইতের আদেশ মেনে নিলো…পেছনের ছিন্নভিন্ন চাকায় কশাঘাতের মতো তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলে ঝোপ-ঝাড় আর পাথরের মধ্যে থমকে দাঁড়ালো গাড়িটা।

ক্লেরফাইত দেখতে পাচ্ছিলো, হাত নেড়ে চিৎকার করতে করতে বাঁধ-ভাঙা জলস্রোতের মতো ঝাঁকে-ঝাঁকে মানুষ ছুটে আসছে তার দিকে। ক্লেরফাইত জানে না ওরা তাকে খুন করে ফেলতে চাইছে, নাকি অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে আসছে। কিন্তু কোনটাতেই তার কিছু এসে যায় না। তার একমাত্র চিন্তা, ওরা গাড়িটাকে স্পর্শ করবে না বা তাকে কোন

রকমের সাহায্য করবে না—কারণ তাহলে প্রতিযোগিতা থেকে সে বাতিল হয়ে যাবে।

'গাড়ি ছোঁবেন না! সরে যান আপনারা!' চিৎকার করে উঠে দাঁড়াতেই যন্ত্রণাটা নতুন করে অনুভব করলো ক্লেরফাইত। দেখলো নাক থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়ছে ওর নীল অঙ্গাবরণের ওপরে। একটা মাত্র হাত এখন সে ওপরের দিকে তুলতে পারে। প্রতিবাদের ভঙ্গিমায় সেই হাতখানাকেই তুলে ধরলো ক্লেরফাইত, 'খবর্দার বলছি, গাড়ি ছোঁবেন না!' তারপর গাড়ি থেকে নেমে এসে রেডিয়েটারের কাছে দাঁড়িয়ে বললো, 'কোন রকম সাহায্য করবেন না। সেটা নিয়ম নয়!'

থমকে দাঁড়ালো লোকগুলো। দেখলো—সে হাঁটতে পারছে, রক্তপাত তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়, শুধু মুখে সামান্য কাটাকুটির দাগ। ছুটে গিয়ে পেছনের চাকাটা দেখলো ক্লেরফাইত। নতুন যে চাকাটা লাগানো হয়েছিলো, সেটারই কিছু অংশ ফালাফালা হয়ে ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। ফালিগুলো কেটে বাদ দিয়ে দিলো ক্লেরফাইত, টিপে টিপে বুঝলো বাঁক ঘুরবার সময় খুব দ্রুত গাড়ি না চালালে ঝাঁকুনি বাঁচাবার মতো যথেষ্ট বাতাস এখনও চাকাটার ভেতরে রয়েছে। কাঁধটাও ভাঙেনি, শুধু হাতটা মুচকে গেছে। এ অবস্থায় তাকে শুধুমাত্র ডানহাতের ওপরে ভরসা রেখে গাড়ি চালাতে হবে, মেরামতির জায়গা পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে গাড়িটাকে—সেখানে ক্লেরফাইতের বদলি চালক তোরিয়ানি রয়েছে, মিস্ত্রিরা রয়েছে আর রয়েছেন একজন ডাক্তার।

'রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ান,' চেঁচিয়ে বললো ক্লেরফাইত, 'গাড়ি আসছে!'

আর কিছু বলার প্রয়োজন ছিলো না। ঢাল পেরিয়ে পরবর্তী গাড়িটার গুরু-গুরু গর্জন সামনের দিকে ভেসে আসছিলো ক্রমশ। লোকগুলো গুঁড়ি মেরে ফের পাহাড়ের ওপরে উঠে দাঁড়ালো। তারপর চাকার শীৎকার আর মোটরের সুগম্ভীর আওয়াজে সমস্ত পৃথিবী ভরিয়ে, ধুলোর ঝড় উড়িয়ে, নিচু দিয়ে ছুটে যাওয়া একটা ক্ষেপণাস্ত্রের মতো বাঁক পেরিয়ে উধাও হয়ে গেলো গাড়িটা।

ক্লেরফাইত ইতিমধ্যে নিজের আসনে ফিরে এসেছিলো। অন্য গাড়িটার

গর্জন তার পক্ষে ইনজেকশনের চাইতেও বেশি কাজ দিয়েছে। 'রোসো চাঁদ, আমিও পেছনে আসছি।' চিৎকার করে বললো সে।

গাড়িটা পেছনের দিকে গড়িয়ে এলো খানিকটা—তারপর মোটর চালু হতেই ক্লাচ দাবিয়ে, গিয়ার পালটে স্টিয়ারিঙের চাকা ঘুরিয়ে সেটাকে রাস্তার ওপরে তুলে আনলো ক্লেরফাইত। শক্ত মুঠোয় স্টিয়ারিং ধরে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে লাগলো সে···মনে শুধু একটি মাত্র চিন্তা, গাড়িটা তাকে যে করেই হোক মেরামতির জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে।·· পেছনে পরের গাড়িটার গর্জন শোনা যাচ্ছিলো, অনুচিত জেনেও যতক্ষণ সম্ভব সেটার পথ জুড়ে চললো ক্লেরফাইত। কিন্তু একটু পরেই একটা বাঁকের কাছে এসে ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে গেলো গাড়িটা।···পেছনে আবার একটা গাড়ির গর্জন—এক যুক্তিহীন অসহায় ক্রোধে ক্লেরফাইতের সমস্ত অনুভূতি ভরে উঠলো।···এই হয়, ভাবলো সে। শুধুমাত্র অপেশাদারদের পক্ষেই গাড়ি চালানোটা একটা রোম্যান্টিক ব্যাপার। কিন্তু আমার পক্ষে বৃথা স্বপ্ন না দেখে এদিকে আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিলো। গাড়ি আর তার চালক—এ দুয়ের মধ্যে অন্য যা কিছু থাকবে তা সবই বিপজ্জনক অথবা বিপদ ডেকে আনতে পারে। গোল্লায় যাক ফ্লেমিংগো পাখি, চুলোয় যাক যতো রাজ্যের আবেগ-অনুভূতি···গাড়িটাকে আমার বশে রাখা উচিত ছিলো, আরও সহজে বাঁকগুলো পেরিয়ে আসা উচিত ছিলো, চাকাগুলোতে যাতে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত ছিলো। কিন্তু এখন সব কিছুতেই বড্ড দেরি হয়ে গেছে, অনেক সময় নষ্ট করেছি আমি। ···আর একটা হতভাগা গাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছে আমাকে···তার পেছনে আরও একটা···ওরা বোলতার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, সবাইকে আমার পথ ছেড়ে দিতে হবে।···চুলোয় যাক লিলিয়ান—কোন্ কর্মে ও এখানে এসেছে? আর আমাকেও বলিহারি যাই, ওকে নিয়ে আমিই বা কি করবো?

দর্শকদের সারিতে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলো লিলিয়ান। অসংখ্য গাড়ির সম্মিলিত গর্জনে কানে তালা ধরে যায়, হাজার গুণ শক্তিশালী অনুভূতি-

নাশক ওষুধের মতো হয়ে কান থেকে সোজাসুজি মস্তিষ্কে আঘাত হেনে ওই গর্জন যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো অনড় করে তোলে সমস্ত অস্তিত্ব। একটু পরেই এসব কিছুতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো লিলিয়ান। ওর শুধু মনে হচ্ছিলো, নিচে যা হচ্ছে চলেছে তার থেকে ওই আওয়াজটা যেন সম্পূর্ণ আলাদা। আওয়াজটা আকাশ থেকে ঝুঁকে রয়েছে নিচের দিকে, আর নিচে ছোট ছোট রঙীন গাড়িগুলো সাঁইসাঁই করে ছুটে চলেছে একের পর এক। এ যেন এক ছেলেমানুষী খেলা—পরিচালকরা নিশান ধরে রয়েছেন, খুদে খুদে মানুষগুলো সাদা অথবা রঙীন আঙরাখা পরে চাকা ঘোরাচ্ছে আর গাড়িগুলো শুধু ছুটেই চলেছে। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে লাউড স্পিকার যোগে মিনিট সেকেণ্ড জানানো ঘোষকের অপ্রাকৃত কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, যার প্রকৃত অর্থ ধীরে ধীরে বোধগম্য হয়ে উঠলো লিলিয়ানের কাছে। এ খেলা অনেকটা ঘোড়দৌড় অথবা ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াইয়ের মতো খেলা—যেখানে স্বেচ্ছায় বিপদ ডেকে আনা হয়। লিলিয়ান অনুভব করছিলো, এ খেলার হালকা মাদকতার বিরুদ্ধে ওর মনে এক তীব্র প্রতিবাদের ঝড় এসে জমা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ও মৃত্যুর এত কাছাকাছি ছিলো, যে মৃত্যুকে নিয়ে এই খেলা ও কিছুতেই তুচ্ছ বলে মেনে নিতে পারছিলো না। এ যেন চ্যাংড়া ছেলে-ছোকরাদের এগিয়ে আসা গাড়ি-ঘোড়াকে উপেক্ষা করে হুড়মুড়িয়ে রাস্তা পেরুবার মতো এক অর্থহীন খেলা। ওই সব ছেলেরা ওই খেলা খেলে, মারাও পড়ে। কিন্তু পরিণত-বয়স্ক মানুষদের ও-ধরনের আচরণ আদৌ প্রশংসনীয় নয়। জীবন এক মহান জিনিস, আর মৃত্যুও তাই—এরা খেলার সামগ্রী নয়। সাহস থাকা আর ভয় না থাকা, দুটো আলাদা জিনিস—সাহস হচ্ছে বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা, আর ভয়হীনতা খাঁটি অজ্ঞতা মাত্র।

'ক্লেরফাইত কোথায়?' ওর পাশ থেকে কে একজন জিজ্ঞেস করলো।

সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হয়ে ওঠে লিলিয়ান, 'কি হয়েছে ওর?'

'অনেক আগেই তো ওর এখান দিয়ে যাওয়ার কথা!'

লোকগুলো ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছিলো। লিলিয়ান দেখলো, তোরিয়ানি নিচ থেকে ওর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে, ইঙ্গিতে শান্ত হতে

বলছে, বলছে কিছু অঘটন ঘটেনি। এতে আরও বেশি করে ভয় লাগে লিলিয়ানের। নিশ্চয়ই ওর কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে, ভাবলো ও, বসে রইলো একেবারে স্থির নিস্পন্দ হয়ে। ও যখন এখানে নিশ্চিন্ত মনে বসেছিলো, তখন ওই অভিশপ্ত পথের অসংখ্য বাঁকগুলোর মধ্যে কোন একটাতে ওর কপাল পুড়েছে। মুহূর্তগুলো সীসের মতো ভারি হয়ে ওঠে, মিনিটগুলো ঘণ্টার মতো দীর্ঘ। তারপর এক সময় লাউডস্পিকারের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরটা মুখর হয়ে ওঠে, 'ক্লেরফাইতের গাড়ি, বারো নম্বর, একটা বাঁক থেকে ছিটকে গিয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা এখন পর্যন্ত আর কিছু জানতে পারিনি।'

ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকায় লিলিয়ান। ওপরে নীল উজ্জ্বলতায় ভরা অনন্ত আকাশ, দর্শক-সারিতে রঙ-চঙে পোশাকের অপরূপ প্রদর্শনী, নিসিণীয় প্রস্রবণের শুভ্র লাভা প্রবাহ—সবই রয়েছে আগেকার মতো। অথচ এসব কিছুর মাঝখানে এক বর্ণহীন বিন্দুতে, এক কুয়াশাময় অংশে ক্লেরফাইত এখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছে, অথবা ইতিমধ্যে সে লড়াইও হয়তো থেমে গেছে। আশেপাশে দর্শকদের মুখের দিকে তাকায় লিলিয়ান। সকলের মুখেই শুধুমাত্র উত্তেজনার আকাঙ্ক্ষা, মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার আগুন পোহাতে চায় ওরা। অথচ মিথ্যে আতঙ্কের মুখোশ এঁটে ওই আকাঙ্ক্ষার ছবি লুকিয়ে রেখেছে সকলেই।

'ক্লেরফাইত সুস্থই আছেন', ঘোষকের কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হলো, 'উনি সাংঘাতিক ভাবে আহত হন নি। গাড়ি নিয়ে আবার উনি প্রতিযোগিতায় ফিরে এসেছেন।'

দর্শকদের সারি থেকে মৃদুগুঞ্জন ধ্বনি শুনতে পেলো লিলিয়ান, লক্ষ্য করলো সকলের অভিব্যক্তির এক আশ্চর্য পরিবর্তন। ওই মুখগুলোতে এখন স্বস্তি আর প্রশংসার সঙ্গে হতাশার ছায়া। প্রশংসার কারণ—একটা মানুষ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে, আতঙ্কে বিহ্বল না হয়ে সাহস দেখিয়েছে, ফের প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ক্লেরফাইতের যে মৃত্যু হয়নি, ওদের উত্তেজনার একটা খোরাক ফস্কে গেছে—হতাশা সেই কারণে। প্রত্যেকটি পুরুষেরই এখন এমন একটা ভাব, যেন সে-ই চরম

সাহস দেখিয়েছে···দুর্ঘটনার পরেও সে-ই গাড়িটা চালাচ্ছে। সব চাইতে ভীরু স্বামীটিও হয়ে উঠেছেন মৃত্যুকে তাচ্ছিল্য করা অকুতোভয় বীরপুরুষ। যৌন আকর্ষণ···নিজের নয়, অন্যের সমস্ত বিপদে সহগমন—হাজারটা গ্রন্থি থেকে যৌনরসের মতো ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিটি দর্শকের রক্তস্রোতে। এবং শুধুমাত্র এই কারণের জন্যেই এ খেলার টিকিট কিনেছে ওরা।

লিলিয়ান অনুভব করলো, ক্রোধের একটা পর্দা থিরথির করে ওর চোখের সামনে কাঁপছে। এখানে ভিড় জমানো প্রতিটি পুরুষ আর প্রতিটি নারীর প্রতি এক তীব্র ঘৃণায় সহসা ওর মন ভরে উঠলো। ঘৃণা ওদের সহানুভূতির স্রোত আর সস্তা দাক্ষিণ্যের প্রতি, যারা মুখের গ্রাস হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় এখন ক্লেরফাইতকেই হৃদয়ের আসনে বসাতে সাব্যস্ত করেছে। তারপর ক্লেরফাইতের প্রতি ঘৃণা এলো ওর। লিলিয়ান জানে, এটা ওর আতঙ্কের প্রতিক্রিয়া মাত্র। তবু ক্লেরফাইতও মৃত্যুর সঙ্গে ছেলে-খেলা খেলছে বলে, তাকে ও ঘৃণা না করে পারলো না।

স্বাস্থ্যনিবাস ছেড়ে আসার পর থেকে এই প্রথম ভলকভের কথা মনে পড়লো লিলিয়ানের। তারপরেই ক্লেরফাইতকে দেখতে পেলো ও, দেখলো রক্তাক্ত মুখে ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নেমে আসছে ক্লেরফাইত।

গাড়িটা পরীক্ষা করে মিস্ত্রিরা চাকাটা পালটে দিলো। তোরিয়ানি পাশেই দাঁড়িয়েছিলো। ক্লেরফাইত বললো, 'গাড়ি ঠিকই আছে, হতচ্ছাড়া চাকাটাই বিভ্রাট বাঁধালো।'

ম্যানেজার চিৎকার করে বললেন, 'তুমি উঠে পড়ো তোরিয়ানি।'

এক লাফে গাড়িতে উঠে বসলো তোরিয়ানি। তারপর মিস্ত্রির সংকেত পাওয়া মাত্র গোলার মতো ছিটকে বেরিয়ে গেলো গাড়িটা।

'তোমার হাতের কি অবস্থা?' ক্লেরফাইতকে প্রশ্ন করলেন ম্যানেজার, 'ভেঙেছে নাকি?'

'নাঃ, মুচকেছে। নয়তো কাঁধের হাড়টাড় সরে গেছে। কি করে হলো, তা শুধু শয়তানই জানে।'

ইতিমধ্যে ডাক্তার ভদ্রলোক এসে হাজির হয়েছেন। মুহূর্তের জন্যে

একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করলো ক্লেরফাইত। একটা পেঁটির ওপরে বসে বললো, 'আশা করি তোরিয়ানি অবস্থাটা সামাল দিতে পারবে।'

'আপনি এখন আর গাড়ি চালাতে পারবেন না', ডাক্তার বললেন।

'লিউকোপ্লাস্ট', জবাব দিলেন ম্যানেজার, 'কাঁধের ওপর বেড় দিয়ে চওড়া পট্টিতে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে দিন। বলা যায় না, যদি দরকার হয়—'

'তাতে খুব একটা কাজ হবে না', মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'আবার গাড়ি চালাতে শুরু করলেই যন্ত্রণা শুরু হবে।'

ম্যানেজার হেসে ফেললেন, 'গত বছরে ও দুটো পায়েরই তলি পুড়িয়ে ফেলেছিলো, আর সেই অবস্থাতেই গাড়ি চালিয়েছিলো। পোড়া বলতে আমি পোড়াই বলতে চেয়েছি, ছ্যাঁকা লাগা নয়।'

নিস্তেজ হয়ে পেঁটির ওপরে বসে রইলো ক্লেরফাইত। ডাক্তার ভদ্রলোক ব্যাণ্ডেজ দিয়ে শক্ত করে ওর কাঁধটা বেঁধে দিলেন।

'কি হয়েছিলো?' ম্যানেজার জানতে চাইলেন।

'ওই হতচ্ছাড়া চাকাটার জন্যেই যতো ঝামেলা। বাঁক নিতে গিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেলাম···সঙ্গে একটা ছোট গাছকেও নিয়ে গেলাম। তারপর স্টিয়ারিঙে গুঁতো খেলাম। পোড়া কপাল আর কি!'

'ব্রেক, মোটর, আর স্টিয়ারিংটা গুঁড়ো হলে, পোড়া কপাল হতো। গাড়িটা এখনও দিব্যি ছুটছে, দৌড় শেষ হতেও অনেকটা বাকি। শেষ হবার আগে আরও কে কে বসে পড়বে, তা কে বলতে পারে? তোরিয়ানির এটা প্রথম তার্গা, আশা করি ও জিতবে।'

দূরের দিকে তাকালো ক্লেরফাইত। বয়েসটা বড্ড বেশি হয়ে গেছে আমার, ভাবলো ও। এখানে কি করছি আমি? কিন্তু এখানে না থেকেই বা কি করতাম?

'ওই তো তোরিয়ানি।' দূরবীণ চোখে লাগিয়ে চিৎকার করে উঠলেন ম্যানেজার 'জয় মা মেরি, ওই তো দেখা যাচ্ছে তোরিয়ানিকে! আহা, কি ছেলে একখানা! কিন্তু পারবে না···অনেকটা পেছিয়ে রয়েছি আমরা।'

'আমাদের দলের আর কে কে এখনও ছুটছে?'

'ভেবের, পাঁচ নম্বরে রয়েছে।'

হাত নেড়ে ওদের পেরিয়ে আবার উধাও হয়ে গেলো তোরিয়ানি। ম্যানেজার ভদ্রলোক একপাক সর্পনৃত্য নেচে নিলেন, 'হ্যাভাল বসে গেছে! চার মিনিট সময় কমিয়েছে তোরিয়ানি···চার মিনিট। হে ঈশ্বর মাতা, তুমি ওকে রক্ষা করো মা।' ভদ্রলোককে দেখে মনে হচ্ছিলো, বুঝি এখুনি হাঁটু মুড়ে প্রার্থনা করতে বসে যাবেন। চড়া গলায় একটানা বলতে লাগলেন, 'আহা কি ছেলে একখানা! ইচ্ছে করছে, ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাই! গড়ে প্রায় ষাট মাইল বেগে গাড়ি চালিয়েছে ছোঁড়া, এ চক্করে আর কেউ তা পারে নি। হে পবিত্র অ্যান্টনি, তুমি ওকে রক্ষা করো!'

প্রতিটা চক্করেই সময় কমিয়ে আনছিলো তোরিয়ানি। ক্লেরফাইত লোকটার আনন্দে বাদ সাধতে চাইছিলো না, কিন্তু অনুভব করছিলো তার মনে নিজের প্রতি বিরক্তি আর তিক্ততা জমে উঠেছে। বয়সটা ষোল বছর কম হওয়ার যে কি সুবিধে, তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। অথচ ক্লেরফাইত জানে, সব সময়েই এ কথাটা ঠিক খাটে না। ভাঙা নিতম্বাস্থি আর তার অশেষ নরক যন্ত্রণা নিয়েও কারাচিওলা অনেক অল্পবয়সী চালক-দের হারিয়ে অনেক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে। যুদ্ধের পরেও নুভোলারি এবং শাঁং এমন ভাবে গাড়ি চালিয়েছে, যেন ওদের বয়স আরও দশটা বছর কম। কিন্তু আজ হোক অথবা দুদিন পরে হোক, সকলকেই একদিন মঞ্চ ছেড়ে চলে যেতে হবে—ক্লেরফাইত জানে, তারও দিন ঘনিয়ে এসেছে।

'ভালেত্তের পিস্টনগুলো জমে গেছে···মঁতি পেছনে পড়ে রয়েছে··· আমরা তৃতীয় আর চতুর্থ জায়গাদুটো দখল করে রয়েছি।' উত্তেজিত ম্যানেজার ক্লেরফাইতের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আচ্ছা, যদি তেমন কিছু হয়ে যায়, তাহলে তুমি তোরিয়ানির বদলে গাড়িটা চালাতে পারবে তো?'

ভদ্রলোকের চোখে সন্দেহের ছায়া ভেসে উঠতে দেখলো ক্লেরফাইত। এখনও ওরা আমাকে কথাটা জিজ্ঞেস করছে, দুদিন বাদে আর করবে না—ভাবলো সে। বললো, 'যতক্ষণ ও চালাতে পারছে, চালাতে দিন। ওর বয়স কম, এ সব ঝঞ্ঝাট ঠিক পোয়াতে পারবে।'

'বড্ড নার্ভাস…'

'কিন্তু সুন্দরভাবে গাড়িটা চালাচ্ছে।'

ঘাড় নাড়লেন ভদ্রলোক, 'এই কাঁধ নিয়ে ওই সাংঘাতিক আঁকাবাঁকা রাস্তায় তোমার পক্ষে গাড়ি চালানো অবিশ্যি আত্মহত্যা করারই সামিল হবে…'

'তা হবে না, তবে আমাকে একটু আস্তে গাড়ি চালাতে হবে।'

'হে পবিত্র ঈশ্বর-মাতা!' ভদ্রলোক ফের তার প্রার্থনা শুরু করে দিলেন, 'তোরেলির ব্রেকটা তুমি অকেজো করে দাও মা।…না না, ধাক্কা-টাক্কা খেয়ে যেন গুঁড়ো হয়ে না যায়, শুধু গাড়িটা থামিয়ে দিলেই যথেষ্ট। ভেবের আর তোরিয়ানিকে তুমি রক্ষা করো মা! আর বোরদনির তেলের ট্যাঙ্কে একটা ফুটো করে দাও।'

প্রতিটা প্রতিযোগিতা চলার সময় যেমন হয়, এবারেও তেমনি নিয়ম-মাফিক ঈশ্বরভক্ত হয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক। যে মুহূর্তে এটা শেষ হয়ে যাবে, সেই মুহূর্তেই স্বস্তি পেয়ে উনি আবার মুখ খারাপ করতে শুরু করবেন।

শেষ হবার আগের চক্করে তোরিয়ানির গাড়িটা মেরামতের জায়গায় গড়িয়ে এসে থমকে দাঁড়ালো। তোরিয়ানি নিস্তেজ হয়ে লুটিয়েছিল স্টিয়ারিঙের ওপরে। ম্যানেজার চিৎকার করে উঠলেন, 'কি হয়েছে, অ্যাঁ? আর চালাতে পারবে না? কেন, হলোটা কি?…এই, শীঘ্রি ওকে বের করে নাও। হে পবিত্র ঈশ্বর মাতা, দুঃখের জননী—এ তোমার কি লীলা মা! ওর গর্মী লেগেছে…কিন্তু এখনও তো তেমন করে গরম পড়েনি! এই বসন্তকালেই…'

মিস্ত্রিরা ততক্ষণে গাড়িতে হাত লাগিয়েছে। ম্যানেজার বললেন, 'ক্লেরফাইত, আমি আর কিচ্ছু চাই না—শুধু গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে এসো। ভেবের দু চক্কর আগে রয়েছে। আমরা কয়েক মিনিটের জন্যে হেরে গেলেও কিছু এসে যাবে না, তা হলেও তুমি চতুর্থ হবে। শীগগির উঠে বসো!… হে ঈশ্বর, কি দৌড়ই না আজ হচ্ছে একখানা!'

ক্লেরফাইত ইতিমধ্যে গাড়িতে উঠে বসেছে। তোরিয়ানি এখনও

নিস্তেজ। ম্যানেজার মিনতি করে বললেন, 'শুধু গাড়িটা আর একটিবার ঘুরিয়ে নিয়ে এসো ক্লেরফাইত—আর সেই সঙ্গে চতুর্থ পুরস্কারটা। তৃতীয়টা অবশ্যই ভেবের পাবে।...হে পবিত্র-কুমারী মাতা,বোরদনির তেলের ট্যাঙ্কে একটা ছোট্ট ফুটো হয়ে যাক মা...আর তাছাড়া বাদবাকি যারা রয়েছে, তাদের মধ্যে অন্তত কয়েক জনের গাড়ির চাকা যেন টেঁসে যায়!'

একটা চক্কর, ভাবলো ক্লেরফাইত। কাঁধের যন্ত্রণাটা তেমন কিছু অসহ্য নয়। বন্দীশিবিরে ক্রুশে ঝুলে থাকার তুলনায় এ যন্ত্রণা অনেক কম....আমি একটি ছেলেকে দেখেছি, বন্ধুদের নাম আদায় করে নেবার জন্যে বার্লিনে যার শক্ত দাঁতগুলোকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছিলো;—তবু কিন্তু সে নামগুলো বলেনি।...ভেবের আমার আগে রয়েছে।...আমি কি করি না করি, তাতে কিছুই এসে যায় না...কি আশ্চর্য!

ঘোষকের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হলো, 'ক্লেরফাইত আবার প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছেন। তোরিয়ানি বসে পড়েছেন।'

চোখের সামনে দিয়ে গাড়িটাকে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখলো লিলিয়ান। দেখলো ওর পট্টি বাঁধা কাঁধটা। ও একটা বোকা, ভাবলো লিলিয়ান, একেবারে শিশু—কোনদিনও ও বড় হবে না। চিন্তাহীনতা সাহস নয়। ফের দুর্ঘটনা ঘটাবে ও। মৃত্যুর সম্পর্কে কি জানে এরা, এই স্বাস্থ্যবান মূর্খগুলো? জানে ওরা—যারা পাহাড়ের ওপরে রয়েছে, প্রতিটি নিশ্বাস যাদের পুরস্কারের মতো যুদ্ধ করে অর্জন করতে হয়।...কিন্তু আমিই বা কি করছি এখানে? কেনই বা এই অপরিচিত লোকগুলোর মাঝখানে বসে রয়েছি? হ্যাঁ, আমি ফিরে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সত্যি সত্যি কেউ কি তা পারে? হৃদয়ের সবটুকু শক্তি নিয়ে আমি ফিরে আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে কি এখানে? আমি কি আর পাঁচ জনের মতো এক রকম হতে পেরেছি? চোখ তুলে চারদিকে একবার তাকিয়ে নেয় লিলিয়ান। না, ও এখানকার কেউ নয়। অঙ্গনার উষ্ণতায় কেউ ফিরে আসতে পারে না।...আঁধারঘন সেই দুর্নিবার রহস্য, যার কথা ও নিজে জানে আর অন্যেরা না জানার ভান করে, তাকে কিছুতেই ভুলে থাকা যায় না—

পালিয়ে গিয়েও না।

জনতা হর্ষধ্বনি দিয়ে চালকদের অভিনন্দন জানাচ্ছিলো। খুদে খুদে রঙিন গাড়িগুলো সীমান্তরেখা অতিক্রম করে চলে যাচ্ছিলো তীব্রগতিতে। ক্লেরফাইতের গাড়িটাকে দেখতে পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইলো লিলিয়ান। তারপর দর্শক-সারি থেকে একটা একটা করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসতে লাগলো এক নতুন দিব্য জ্ঞানের প্রশান্তির মাঝখানে—সহজেই যার নাম হতে পারে মুক্তি অথবা নির্জনতা। নামতে লাগলো বিচ্ছেদের সুরে গুঞ্জিত এক অপ্রাকৃত প্রেমের উষ্ণতায়। এবং সেই প্রশান্তি ও উষ্ণতা একত্রে উচ্ছ্বসিত ঝরনা শোভিত গ্রীষ্মের রাত্রির মতো ভরিয়ে তুললো লিলিয়ানের সমস্ত প্রাণ মন।

মুছে ফেলা সত্ত্বেও ক্লেরফাইতের ঠোঁট দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিলো। 'আমি তোমাকে চুমু দিতে পারছি না,' বললো সে। 'তুমি কি ভয় পেয়েছিলে নাকি?'

'না, কিন্তু তোমার আর এভাবে গাড়ি চালানো উচিত নয়।'

'মোটেই উচিত নয়,' শান্ত গলায় বললো ক্লেরফাইত। এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সে মোটমুটি পরিচিত। তাই সাবধানে মুখ বাঁকিয়ে প্রশ্ন করলো, 'খুব কি খারাপ চালাচ্ছিলাম?'

'দারুণ চালাচ্ছিলো,' পনিরের মতো ফ্যাকাশে মুখে একটা পেঁটির ওপরে বসে কৌইয়াক পান করতে করতে তোরিয়ানি টিপ্পনি কাটলো।

ওর দিকে একটা বিষ দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো লিলিয়ান।

'ওটা শেষ হয়ে গেছে, ও নিয়ে তুমি আর চিন্তা কোরো না লিলিয়ান।' ক্লেরফাইত বললো, 'আসলে ঘটনাটা তেমন বিপজ্জনক কিছু ছিলো না—যদিও দেখলে সেরকমই মনে হয়।'

'তোমার গাড়ি চালানো উচিত নয়,' ফের বললো লিলিয়ান।

'বেশ তো, কালই আমরা চুক্তিপত্রটা ছিঁড়ে ফেলবো। কি, খুশী তো?'

তোরিয়ানি হেসে ফেললো, 'তারপর কাল বাদে পরশুই সেটাকে আবার

আঁঠা দিয়ে জুড়ে নেবো।'

মিস্ত্রিরা গাড়িটাকে ঠেলেঠুলে মেরামতির জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিলো। ম্যানেজার ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্লেরফাইত তুমি আজ রাতে আসছো তো?'

ঘাড় নেড়ে লিলিয়ানের দিকে তাকালো ক্লেরফাইত, 'আমরা কিন্তু পথটা জুড়ে রেখেছি। চলো, এ নোংরা আস্তাবলটা থেকে সরে পড়া যাক।'

লিলিয়ানের অভিব্যক্তিতে তখনও সেই বিচিত্র গাম্ভীর্য। ক্লেরফাইত বললো, 'কি ব্যাপার, তুমি কি আবার আমাকে গাড়ি না চালাবার কথা বলতে চাইছো নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'কি ভাবে বলবো ঠিক বুঝতে পারছি না,' সামান্য ইতস্তত করলো লিলিয়ান, 'কিন্তু মনে হচ্ছে, এটা ভীষণ অন্যায়।'

'হে ভগবান!' তোরিয়ানি প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে।

'তুমি থামো আলফ্রেদো,' ওকে থামিয়ে দেয় ক্লেরফাইত।

'জানি কথাটা শুনতে বোকা বোকা লাগছে, আমি ঠিক ওভাবে কথাটা বলতে চাইনি।' লিলিয়ান বললো,'কয়েক মিনিট আগেও আমি কি বলতে চাইছি, তা স্পষ্ট করে জানতাম—কিন্তু এখন আর বুঝতে পারছি না।'

'দৌড়বাজির পরে গাড়ির চালকেরা খোলসের মধ্যে শরীর গুটিয়ে নেওয়া কাঁকড়াদের মতো অনুভূতি প্রবণ হয়ে ওঠে,' একটা লম্বা ঢোক গিলে নিয়ে তোরিয়ানি বললো। 'ক্লেরফাইতকে আপনি সেরকম কোন মানসিক অবস্থার মধ্যে ফেলবেন না যেন!'

ক্লেরফাইত হেসে উঠলো, 'তার মানে লিলিয়ান তুমি বলতে চাইছো, ঈশ্বরকে আমাদের প্রলুব্ধ করা উচিত নয়—তাই নয় কি?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলো লিলিয়ান, 'কোন তুচ্ছ জিনিসের জন্যে বা ছেলেমানুষি করে তো নয়ই।'

'তুচ্ছ জিনিস! ছেলেমানুষি!...হায় ভগবান!' হাল ছেড়ে দিয়ে গ্যাব্রিয়েলির দিকে এগিয়ে যায় তোরিয়ানি।

'কি সব আজেবাজে বকছি আমি,' লিলিয়ান মরিয়া হয়ে বললো, 'তুমি আমার কথায় কান দিয়ো না।'

'মোটেই আজেবাজে নয়,' ক্লেরফাইত বললো, 'তবে তোমার মুখ থেকে কথাটা শুনে আমি অবাক হচ্ছি।'

'কেন?'

'তোমাকে আমি কি কখনও স্যানাটোরিয়ামে ফিরে যেতে বলেছি?'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায় লিলিয়ান, 'সেখানে আমার আর ফিরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।'

'জানি। কিন্তু তা হলেও আমি তোমাকে ওখানে ফিরে যাওয়ার কথা বলিনি।'

ক্লেরফাইতের শ্লেষটুকু স্পষ্টই লক্ষ্য করলো লিলিয়ান, 'মনে হচ্ছে কথাটা আমার বলা ঠিক হয়নি, তাই না?'

'কেন বলবে না, নিশ্চয়ই বলবে।' ক্লেরফাইত বললো, 'সব সময়েই বলবে।'

লিলিয়ান হেসে ফেললো, 'আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি ক্লেরফাইত। আচ্ছা, দৌড়বাজির পরে সব মেয়েরাই কি আমার মতো বোকামো করেছে?'

'মনে পড়ছে না। তোমার এ পোশাকটা কি বালেঁসিয়াগার দোকান থেকে কেনা?'

'আমারও সেটা মনে পড়ছে না।'

চোয়াল আর কাঁধের যন্ত্রণাটা নতুন করে অনুভব করলো ক্লেরফাইত। বললো, 'আজ রাতে আমার মুখটার দশা হবে ঠিক ডোরাকাটা পুডিঙের মতো। তবে এখনও গাড়ি চালাতে পারবো। লেভালির ওখানে যাবে নাকি?'

'তোমার আবার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে না?'

'নাঃ, ওটা শুধু হোটেলে বিজয়-উৎসব পালন করতে যাওয়ার নেমন্তন্ন।'

'জয়ের জন্যে তোমার উৎসব করতে ইচ্ছে করে?'

'প্রতিটা জয়েই একটা কম থেকে যায়,' ক্লেরফাইত হাসলো। ইতি-মধ্যেই ওর মুখটা ফুলে উঠতে শুরু করেছে। বললো, 'আজ সন্ধ্যায় তুমি

আমার মুখে ভেজা গরম সেঁক দিয়ে, ক্রিটিক অফ পিওর রিজন থেকে আমাকে একটা অধ্যায় জোরে জোরে পড়ে শোনাবে ?'

'হ্যাঁ।' লিলিয়ান বললো, 'জানো, আমার বড্ড ভেনিসে যাবার ইচ্ছে।'

'কেন ?'

'ওখানে কোন পাহাড় নেই, আর মোটর গাড়িও নেই—তাই।'

চোদ্দ

আরও দুটো সপ্তাহ ওরা সিসিলিতেই রইলো। ইতিমধ্যে ক্লেরফাইতের কাঁধটা সেরে উঠলো। ওর পরবর্তী প্রতিযোগিতা শুরু হতে তখনও কয়েক সপ্তাহ বাকি।

'আমরা কি এখানেই থাকবো ? নাকি ফিরে যাবো ?' লিলিয়ানকে জিজ্ঞেস করলো সে।

'কোথায় ?'

'পারীতে, অথবা অন্য যেখানে হোক। কোন জায়গাতেই যখন তোমার ঠিক ভালো লাগে না, তখন তো যেখানে খুশি সেখানেই যেতে পার। তাছাড়া এখন এখানে গরম পড়ে যাচ্ছে।'

'এর মধ্যেই বসন্ত শেষ হয়ে গেল ?'

'এখানে শেষ হয়েছে, কিন্তু জুসেপ্পিকে নিয়ে আমরা বসন্তের পিছু নিতে পারি। রোমে বসন্ত এখন সবে মাত্র শুরু হয়েছে।'

'সেখানে ফুরিয়ে গেলে ?'

'তুমি চাইলে, সেখান থেকে আমরা আবার বসন্তের পেছন পেছন যাবো', ক্লেরফাইত হাসলো। 'তখন লোম্বার্ডিতে বসন্ত শুরু হবে। তারপর যেতে পারি সুইটজারল্যাণ্ডে, রাইনের কূল ঘেঁষে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত—যেখানে বসন্ত রঙে রঙে ভরা টিউলিপ প্রান্তরের মতো সুন্দর। এমনি করলে মনে হবে, সময় বুঝি স্তব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে।'

'তুমি আগে কখনও তেমন করেছো ?'

'হ্যাঁ, এক শতাব্দী আগে। মানে যুদ্ধের আগে।'

'সঙ্গে কোন মেয়েমানুষ ছিল?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সে ছিল আলাদা ব্যাপার।'

'ওটা সব সময়েই আলাদা হয়। এমন কি একটি মেয়েকে নিয়ে গেলেও এক একবার এক একরকম মনে হয়। তোমার ভয় নেই, আমি হিংসে করছি না।'

'করলেই খুশী হতাম।'

'মেয়েদের সম্পর্কে তোমার যদি কোন অভিজ্ঞতাই না থাকতো, যদি বলতে তোমার জীবনে আমিই প্রথম নারী—তাহলে সেটা চিন্তা করাই আমার পক্ষে শক্ত হতো।'

'কিন্তু তুমিই প্রথম।'

'না, আমি নই। আমার জন্যে তুমি যদি অন্যদের নাম কিছুক্ষণের জন্যেও ভুলে থাকো, সেটুকুই যথেষ্ট।'

'ও কথা থাক। আমরা এখান থেকে যাবো কি না, বলো।'

'না, এখুনি নয়', মাথা নাড়লো লিলিয়ান। 'সময় স্তব্ধ হয়ে আছে বলে আমি নিজের কাছে মিথ্যে ভান করতে চাইনে, সময়কে আমি অনুভব করতে চাই নিজের সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে। স্যানাটোরিয়ামের সেই অন্তহীন শীতের মধ্যে সময় থমকে ছিল, কিন্তু আমি থেমে ছিলাম না।'

'এখন কি থেমে রয়েছো?'

'এখন আমি একটা বৃত্তের চারদিকে ঘুরে চলেছি', ক্লেরফাইতকে চুমু দিলো লিলিয়ান, 'শুধু কিছুক্ষণের জন্যে···একজন নর্তকীর মতো।'

কয়েকদিনের মধ্যেই ধৈর্য হারিয়ে ফেললো লিলিয়ান। মনে হতে লাগলো, মাসের পর মাস ধরে ও যেন সিসিলিতেই রয়েছে। প্রতিটা দিনের মধ্যবর্তী রাতগুলো যেন অন্তহীন দীর্ঘ, প্রতিটা রাতই ওর পক্ষে অগ্নি পরীক্ষার রাত। ক্লেরফাইতকে কখনও পুরোটা রাত ওর সঙ্গে একত্রে কাটাতে দেয়নি লিলিয়ান। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে ক্লেরফাইতকে যাতে ও কক্ষনো পাশে দেখতে না পায়, সেদিকে ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিলো। ক্লেরফাইত

ভাবতো, এটা লিলিয়ানের খেয়ালমাত্র। কিন্তু আসলে সকালবেলায় ওর কাশির আওয়াজ ক্লেরফাইতকে শোনাতে চাইতো না লিলিয়ান।

বিমানে চেপে পারীতে যাবে বলে রোমে উড়ে এসেছিলো লিলিয়ান। ওদিকে ভোরিয়ানির সঙ্গে ক্লেরফাইত গাড়ি নিয়ে ফিরে গিয়েছিলো—পারীতেই ওদের একত্র হবার কথা।…একটা দিন রোমের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলোতে ঘুরে ঘুরে কাটালো লিলিয়ান। পরের দিনটা কাটালো ভায়া ভেনেত্তোর একটা কাফেতে, বাইরের টেবিলে বসে। সেদিন সন্ধ্যার বিমানেই ওর পারীতে যাওয়ার কথা, কিন্তু ও দ্বিধা করছিলো। এক অর্থহীন পরিপূর্ণ বিষাদ ওকে সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেলেছিলো—অথচ প্রতিটি সাধারণ জীবনের দিগন্তেই যে দিনগত গ্লানি মোচনের ধূসর দুঃখ জেগে থাকে, তাছাড়া লিলিয়ানের বিষাদের অন্য কোনই উপাদান নেই।…সে রাতটা হোটেলেই কাটালো লিলিয়ান। পরদিন সকালে বিমান কার্যালয়ের কাচের জানলায় ভেনিসের একটা প্রাচীরপত্র দেখে ক্লেরফাইতকে ও যে কথাটা বলেছিলো, সেটাই আচমকা আবার মনে পড়ে গেলো। আর একটুও চিন্তা না করে, ভেতরে ঢুকে নিজের টিকিট পালটে ভেনিসের টিকিট নিয়ে নিলো লিলিয়ান। ওর কেমন যেন মনে হচ্ছিলো, পারীতে যাওয়ার আগেই ওর ভেনিসে যাওয়া প্রয়োজন। নিজের মনের কাছে ওর একটা জিনিস পরিষ্কার করে নিতে হবে। ও নিজেও সঠিকভাবে জানে না, সেটা কি—কিন্তু সেটা করতে হবে, এবং তা ক্লেরফাইতের সঙ্গে ফের দেখা হবার আগেই।

'প্লেনটা কখন ছাড়ছে?' জানতে চাইলো লিলিয়ান।

'দু ঘণ্টার মধ্যে।'

হোটেলে ফিরে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলো লিলিয়ান। ক্লেরফাইত এতক্ষণে নিশ্চয়ই পারীতে পৌঁছে গেছে। কিন্তু ও যে এখন সেখানে যাচ্ছে না, সেকথা ক্লেরফাইতকে ফোন করে বা চিঠি লিখে জানাতে ইচ্ছে করছিলো না লিলিয়ানের। ও একেবারে একা নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতে চায়, ফিরে যাওয়া অব্দি সময়টা থাকতে চায় সকলের প্রভাব আর নাগালের একেবারে বাইরে। ফিরে যাওয়া? ভাবলো লিলিয়ান। কোথায় ফিরে

যাওয়া ? কোথায় ? মোটরদৌড় প্রতিযোগিতার সময়ও কি ও একবার কথাটা ভাবেনি ? পালিয়ে কি আসেনি ? এখনও কি পালিয়ে বেড়াচ্ছে না রূপকথার সেই পদপৃষ্ঠবিহীন পাখিদের মতো, মৃত্যু পর্যন্ত ওড়াই যাদের নিয়তি ? কিন্তু এটাই কি ও চায়নি ? আর ক্লেরফাইতের সঙ্গে ও সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবে কি না, সেটাও কি এখন একটা প্রশ্ন নয় ?

আবির-ঝরানো শেষ বিকেলে বিমানখানা মাটিতে নেমে এলো। ওতেল দানিয়ালিতে এক কোণের একখানা ঘর দেওয়া হলো লিলিয়ানকে। লিফটে ওঠার সময় লিফটচালক জানালো, এই হোটেলেই একদিন বয়স্কা মহিলা পেয়র্গ সাঁদের সঙ্গে তরুণ আলফ্রে দ্য মুসের নাটকীয় প্রেমদৃশ্যের অবতারণা হয়েছিলো।

'কাকে ঠকিয়ে মহিলাকে নিয়ে এসেছিলো ছেলেটি ?'

'কাউকেই না মাদমোয়াজেল। ছেলেটি ছিলো হতাশায় ভরা। মাদাম সাঁদই ওকে ঠকিয়েছিলেন, বেছে নিয়েছিলেন একজন ইতালিয়ান ডাক্তারকে।' লোকটা মৃদু হাসলো, 'মঁ্যসিয় দ্য মুসে একজন কবি ছিলেন।'

লোকটার চোখে বিদ্রূপ আর কৌতুকের ছটা লক্ষ্য করলো লিলিয়ান। সম্ভবত ভদ্রমহিলা নিজেই নিজেকে ঠকিয়েছিলেন, ভাবলো ও, ভালবেসেছিলেন একজনকে, ছিলেন অন্য একজনের সঙ্গে।

'মহিলা ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, লিফটের দরজা খুলে লোকটা বললো, 'যাবার সময় মঁ্যসিয় দ্য ম্যুসেকে বলেও যাননি।'

ঠিক আমার মতো, ভাবলো লিলিয়ান। আমিও কি নিজেকে ঠকাতে চাইছি নাকি ?

ঘরে ঢুকেই আচমকা থমকে দাঁড়ালো লিলিয়ান। সমস্ত ঘরজুড়ে গোলাপ-রঙা সন্ধ্যার আলো উদাসী শরীর বিছিয়ে রেখেছে—যা একমাত্র ভেনিসেই দেখা সম্ভব। জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকালো ও। খালের নীল জল স্থির অচঞ্চল, কিন্তু সান জাকারিয়াগামী মোটর বোটগুলো চলার সঙ্গে সঙ্গে সারিবাঁধা গণ্ডোলাগুলো ওঠা-নামা করছে ছন্দোবদ্ধ ভাবে। সাবধানী সঙ্কেতের কমলা-রঙা আলোগুলো যেন মালার মতো

আলতোভাবে পরানো রয়েছে সান গিয়োগিয়ো মাগিয়োরের গলায়।···
এ শহরের কোথাও যেন দুর্বহ দুঃখজনক কিছু নেই বলে মনে হলো লিলিয়ানের। এখানে কেউ আমাকে চেনে না, ভাবলো ও, কেউ জানে না যে আমি এখানে রয়েছি।

চিন্তাটা ক্রমশ ওকে পেয়ে বসলো। রেস্তোরাঁয় বসে বাগদা চিংড়ির সঙ্গে হালকা মদ খেতে খেতে ও ভাবছিলো, এ শহরের অসংখ্য সঙ্কীর্ণ গলিপথের মতো ওর সামনে এখন হাজারটা খোলা পথ। কিন্তু কোথায় শেষ এসব পথের? কোন নামহীন অজানা অচেনা নতুন আবিষ্কারে? নাকি সেই চির পরিচিত আমোদ-প্রমোদেই এর পরিসমাপ্তি—যেখানে নেশার ঘোর কেটে গেলে পড়ে থাকে শুধু দাহ আর জীবনের সব চাইতে মূল্যবান বস্তু সময়ের অপব্যবহারের জন্যে নিদারুণ অনুশোচনা বোধ? তবু সবকিছু সত্ত্বেও সময়ের অপব্যবহার করতেই হয়, ভাবলো লিলিয়ান। নয় তো রূপকথার সেই লোকটার মতোই দশা হবে তোমার, অনেক স্বর্ণ মুদ্রা নিয়েও যে ভেবে পাচ্ছিলো না, ওগুলো দিয়ে সে কি করবে এবং মনস্থির করার আগেই যার মৃত্যু হয়েছিলো।

'আজ সন্ধ্যায় কি হচ্ছে?' পরিচারকের কাছে জানতে চাইলো লিলিয়ান।

'আজ সন্ধ্যায়? সিনোরার হয়তো থিয়েটারটা দেখতে ভালো লাগবে।'

'এখন গেলে কি বসার জায়গা পাওয়া যাবে?'

'খুব সম্ভব পাবেন। কিছু কিছু আসন প্রায় সব সময়েই পাওয়া যায়।'

'কি করে যাবো ওখানে?'

পরিচারকটি ওকে পথের নির্দেশ দিতে শুরু করলো।

'আচ্ছা, আমি একটা গণ্ডোলা নিয়ে ওখানে যেতে পারি না?' জিজ্ঞেস করলো লিলিয়ান।

'নিশ্চয়ই, আগের দিনে লোকেরা তো তাই করতেন। তবে আজকাল তা আর বড় একটা করা হয় না। থিয়েটারে ঢোকার দুটো দরজা। হেঁটে গেলেও খুব একটা দূরে নয়।'

···পালাৎসো ছ্যকাল থেকে একটা গণ্ডোলা নিয়ে নিলো লিলিয়ান।

পরিচারকটি ঠিকই বলেছিল, ওরটা বাদে আর একটি মাত্র গণ্ডোলা থিয়েটারের দিকে যাচ্ছিলো। তাতে করে একজোড়া বয়স্ক অ্যামেরিকান দম্পতি যেতে যেতে ফ্ল্যাশ বাল্‌ব দিয়ে ছবি তুলছিলেন। লিলিয়ানের গণ্ডোলাটারও একখানা ছবি তুলে নিলেন ওঁরা।

'ভেনিসে কোন মহিলার পক্ষে একা থাকা উচিত নয়', গণ্ডোলার চালক লিলিয়ানকে নামতে সাহায্য করার সময় বললো। 'অল্পবয়সী মেয়ে হলে আরও কম একা থাকা উচিত, সুন্দরী মেয়ে হলে তো কক্ষনো নয়।'

লোকটার দিকে তাকালো লিলিয়ান। লোকটা বৃদ্ধ, দেখে মনে হয় না, দাওয়াই হিসেবে ও নিজেকেই বাতলাতে চায়।

'এখানে কি কারুর কখনও একা বলে মনে হয়?' গণ্ডোলার ছাদের ওপরে রক্তিম গোধূলির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো লিলিয়ান।

'অন্য জায়গার চাইতে এখানে আরও বেশি করে মনে হয় সিনোরা। অবিশ্যি আপনার যদি এখানে জন্ম হয়ে থাকে, তো সে কথা আলাদা।'

...ঠিক সময় মতো পৌঁছে গেল লিলিয়ান, মঞ্চের যবনিকা তখন সবে-মাত্র উঠছে। নাটকটা অষ্টাদশ শতকের একটা কমেডি। ইতালির ভাষা খুব একটা বুঝতে পারে না লিলিয়ান, তাই কিছুক্ষণের মধ্যে শোনার চেষ্টাও ছেড়ে দিলো। রোমে থাকাকালীন সেই বিচিত্র বিষাদ আর একাকীত্ববোধ আবার পেয়ে বসলো ওকে। আচমকা ওর ভেতরটা কেমন যেন দলা পাকিয়ে উঠলো, তাড়াতাড়ি ঠোঁটের ওপরে রুমাল চেপে ধরলো ও। অনুভূতিটা আবার ফিরে না আসা পর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিক মতো বুঝতে পারলো না লিলিয়ান। তারপর দেখলো, ওর রুমালে রক্তের গাঢ় ছোপ।

এক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসে দমকটা চেপে রাখতে চেষ্টা করলো লিলিয়ান, কিন্তু আবার রক্ত উথলে উঠলো। ওকে এখান থেকে উঠে বাইরে যেতে হবে, কিন্তু নিজেই স্থির নিশ্চিত হতে পারছিলো না যে একা একা সেটা করা ওর পক্ষে সম্ভব হবে কি না। পাশের লোকটাকে ফরাসী ভাষায় ওকে বাইরে নিয়ে যাবার কথা বললো লিলিয়ান। লোকটা ওর দিকে না তাকিয়েই বিরক্তভাবে মাথা নাড়লো। একমনে সে নাটকের দৃশ্যাবলী

দেখছিলো, বুঝতেই পারেনি লিলিয়ান কি বলতে চাইছে। মরিয়া হয়ে 'সাহায্য' কথাটার ইতালিয় প্রতিশব্দ খুঁজছিলো লিলিয়ান, কিন্তু কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলো না। অবশেষে নিচু গলায় বিড় বিড় করে বললো, 'নিসেরিকর্দিয়া পের ফাভোর !'

মহিলা বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকালেন। পরিষ্কার ইংরেজী ভাষায় প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কি শরীর খারাপ করেছে ?'

ঠোঁটে রুমাল চেপেই ঘাড় নাড়লো লিলিয়ান—ইঙ্গিতে দেখালো, ও এখান থেকে চলে যেতে চায়।

'এই হচ্ছে বেশি ককটেইলের ফল, কি কেলেঙ্কারি ছাখো দেখিনি !' স্বর্ণকেশী বয়স্কা ভদ্রমহিলা বললেন, 'মারিও, তুমি মেয়েটিকে একটু ফাঁকা হাওয়ায় নিয়ে যাও না লক্ষ্মীটি।'

মারিও উঠে দাঁড়ালো ওর ওপরে নিজের শরীরের ভার ছেড়ে দিয়ে লিলিয়ান ফিসফিস করে বললো, 'শুধু দরজাটা পর্যন্ত একটু নিয়ে চলুন।'

দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ মাথা ঘুরিয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা একটু দেখে নিলেন। মঞ্চে সেই মুহূর্তে সুনিশ্চিত প্রেমিক প্রচণ্ড উল্লাসে এক বিজয় আনন্দ উপভোগ করছে ····দরজা খুলে বাইরের উজ্জ্বল আলোয় লিলিয়ানের দিকে তাকালো মারিও—দেখলো, তার সামনে সাদা পোশাক পরা এক চরম পাংশুল তরুণী···আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে ওর পোশাকের ওপরে।

'একি সিনোরা, আপনি যে বড্ড বেশি কমিয়ে বলেছেন ! আপনি তো সত্যি সত্যিই অসুস্থ !' মারিওর কণ্ঠস্বরে স্পষ্টই বিস্ময়ের উপস্থিতি। 'আপনাকে কি কোন হাসপাতালে নিয়ে যাবো ?'

'ঘাড় নাড়লো লিলিয়ান, 'ওতেল দানিয়েলি—দয়া করে আমাকে যদি একটা গাড়ি···' গলা বুজে এলো ওর, 'একটা ট্যাক্সি—'

'সিনোরা, ভেনিসে তো কোন ট্যাক্সি নেই—শুধু গণ্ডোলা আর নয়তো মোটর বোট। তাছাড়া আপনার কিন্তু অবশ্যই হাসপাতালে যাওয়া উচিত।'

'না না, একটা নৌকা···হোটেলে যাবো। ওখানে নিশ্চয়ই ডাক্তার আছেন। দয়া করে আমাকে একটা নৌকোয় তুলে দিন···আপনাকে

আবার থিয়েটারে ফিরে যেতে হবে…'

'মারি অপেক্ষা করতে পারবে,' মারিও বললেন। 'ও একবর্ণও ইতালিয় ভাষা বোঝে না, তাছাড়া বইটাও ভীষণ বাজে।'

গাঢ় লাল রঙের যবনিকার বদলে ফয়ারে ক্যাকাশে লাল রঙ… দেওয়ালে সাদা প্ল্যাস্টারে গড়া অভিক্ষিপ্ত কারুকাজ…দরজা…সিঁড়ি… এবং বাতাস। তারপর প্রশস্ত অঙ্গন, পিরিচ আর কাঁটা চামচের টুংটাং আওয়াজ, রাস্তার ওপরে একটা রেস্তোরাঁ, নৈশভোজের হাসি-উচ্ছলতা। সবকিছু পেরিয়ে অন্ধকার আর বিশ্রী গন্ধে ভরা একটা সঙ্কীর্ণ খাল— তারই ভেতর থেকে বৈতরণীর মাঝির মতো নৌকো নিয়ে একজন গণ্ডোলা-মাঝি সামনে এসে হাজির হলো, 'গণ্ডোলা চাই নাকি সিনোরা, গণ্ডোলা ?'

'হ্যাঁ, জলদি এসো। সিনোরা অসুস্থ।'

'গুলি লেগেছে নাকি ?' মাঝি শুধালো।

'অতো প্রশ্ন কোরো না বাপু, শীগ্‌গিরি এগিয়ে এসো— জলদি।'

সঙ্কীর্ণ খাল। ছোট্ট সেতু। জলের ছপেছপে আওয়াজ। পাশে পাশে বাড়ির দেওয়াল…সিঁড়ি…মরচে-ধরা দরজা…জিরেনিয়ামে ভরা এক ফালি বাগান। আলসের ওপরে একটা ইঁদুর ট্রাপিজ শিল্পীর মতো ভারসাম্য বজায় রাখার খেলা দেখাচ্ছে। ঘরে ঘরে রেডিও আর আবরণহীন হলুদ আলো। বাইরে শুকোতে দেওয়া ধোয়া জামা-পোশাক…মহিলাদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর…পিঁয়াজ-রসুন আর ভাজা তেলের উগ্র গন্ধ।

'একটু বাদেই আমরা পৌঁছে যাবো,' মারিও বললো। 'একটা মোটর-বোট থামাবো নাকি ?'

'নাঃ, অস্ফুট কণ্ঠে বললো লিলিয়ান, 'এমনিই চলুন।'

যাত্রীবোঝাই মোটরবোটগুলো সাদা উর্দিপরা লোকগুলোকে নিয়ে ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে চলেছে। খালের জলে সারিবাঁধা গণ্ডোলা-গুলোর ছায়া কালো শবাধারের মতো দুলছে, যেন বিশাল জল-শকুনেরা ধাতব ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে তছনছ করে ফেলতে চাইছে জলের বুক।…তার-পর এক টুকরো আলোকিত অঙ্গন দেখা যায়। শোনা যায় ব্রিজ অফ সাই-এর নিচে নৌকো বোঝাই ভ্রমণার্থীদের আপ্যায়নের জন্যে অনন্য সুন্দর এক

তরুণ-কণ্ঠে সান্তা লুসিয়ার আশ্চর্য সুর। এখুনি যদি মৃত্যু আসে? লিলিয়ান ভাবলো, এই যে আকাশের দিকে মুখ করে আমি শুয়ে রয়েছি, কানের একেবারে পাশ ঘেঁষে ছুটে চলেছে জলস্রোত, আমার পাশে একটি অপরিচিত মানুষ যে বারবার ইংরেজীতে বলছে, 'এখন কেমন বোধ করছেন,' …'এই তো প্রায় পৌঁছে গেছি আমরা'—এ অবস্থায় মৃত্যু যদি আচমকা কেড়ে নেয় আমাকে?…কিন্তু না, লিলিয়ান জানে এর নাম মৃত্যু নয়।

নৌকো থেকে ওকে নামতে সাহায্য করলো মারিও। খালের দিক থেকে ওতেল দানিয়ালিতে ঢোকার দরজায় দাঁড়ানো দ্বাররক্ষককে লিলিয়ান ফিসফিস করে বললো, 'আমার হয়ে ভাড়াটা মিটিয়ে দাও। আর একজন ডাক্তার নিয়ে এসো—এক্ষুণি।'

লবিতে লোকজন খুব একটা ছিলো না। শুধু একটা টেবিল থেকে একদল আমেরিকান তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। অস্পষ্টভাবে তাদের মধ্যে একটা পরিচিত মুখ দেখতে পেলো লিলিয়ান, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলো না লোকটা কে।

পুরনো লিফট-চালককে দেখে চেষ্টা করে মুখে হাসি আনলো লিলিয়ান, 'তুমি না বলেছিলে, এ হোটেলে সব রকমের ঘটনাই ঘটে?'

'কথা বলার চেষ্টা করবেন না সিনোরা,' মখমলের মতো কোমল কণ্ঠস্বরে ওকে বাধা দেয় মারিও। 'ডাক্তার আসছেন, ডাক্তার পিসানি খুব ভালো ডাক্তার।' তারপর ফিরে তাকালো লিফট-চালকের দিকে, 'কয়েক টুকরো বরফ নিয়ে এসো—জলদি।'

একটা সপ্তাহ নিজের ঘরে শুয়ে রইলো লিলিয়ান। ক্লেরফাইতকে ও কিছু জানায়নি। ক্লেরফাইত এসে ওকে অসুস্থ দেখবে, ও তা চাইছিলো না। এ অসুস্থতা ওর একেবারে নিজস্ব এবং একান্তভাবেই ব্যক্তিগত। ঘুম এবং আধো ঘুমে দিনগুলো কাটতো ওর, অনেক রাত অব্দি কানে আসত গণ্ডোলা-চালকদের কর্কশ হাঁকডাক আর বেঁধে রাখা গণ্ডোলাগুলোর গায়ে জলের মৃদু আছড়ে পড়ার শব্দ। ডাক্তার আসতেন প্রায়ই, আর আসতো মারিও। ডাক্তার ওকে বুঝিয়েছিলেন, এ অতি সামান্য রক্তক্ষরণ—তেমন

বিপজ্জনক কিছু নয়। মারিও আনতো ফুল, বলতো বর্ষীয়সী মহিলাদের সঙ্গে তার কঠোর জীবনযাত্রার কথা। ওকে বুঝতে পারবে এমন একটি ধনী তরুণীর সন্ধান পেলেই মারিও এখন বর্তে যায়। তেমন মেয়ে বলতে সে অবশ্য লিলিয়ানের কথা বোঝাতে চায়নি, কারণ একদিনেই লিলিয়ানের দৃষ্টিভঙ্গী সে বুঝে নিয়েছিলো। বলেছিলো, 'আমি টাকা জমাচ্ছি। এখন থেকে আর কয়েকটা বছর বাদে যখন বেশ কিছু জমবে, তখন সুন্দর একটা পানশালা খুলবো—আর সেই সঙ্গে ছোটখাট একটা খাওয়ার জায়গা আমার এক প্রেমিকা পাডুয়ায় থাকে, ভারি ভালো রান্না করে মেয়েটি ফেতুচিনি যা রাঁধে না, ওঃ!' উচ্ছ্বাসে নিজের আঙুলের ডগায় চুমু খেয়ে মারিও জিজ্ঞেস করেছিলো, 'আপনি তখন আপনার বন্ধুকে নিয়ে আমার দোকানে আসবেন তো?'

'আসবো,' বলেছিলো লিলিয়ান। মারিওর কোমলতা ওকে স্পর্শ করেছিলো। তাই অন্তত ওর নিজের পায়ে দাঁড়ানো অব্দি কয়েকটা বছর লিলিয়ান বেঁচে থাকবে, এমনি একটা ভান বজায় রেখে মারিওকে খুশী করতে চেয়েছিলো ও।

পোপের আশীর্বাদ ধন্য একটা জপমালা আর ভেনিসের অলঙ্কৃত একটা চিঠির বাক্স লিলিয়ানের জন্যে নিয়ে এসেছিলো মারিও।

'এর প্রতিদানে আমি তো আপনাকে কিছুই দিতে পারবো না!' বলেছিলো লিলিয়ান।

'প্রতিদানে আমি কিছুই চাইনে। দানের ওপরে বেঁচে থাকার চাইতে, কিছু দিতে পারাটা বরং অনেক বেশি ভালো সিনোরা। তাছাড়া আপনি আমার কাছ থেকে কিছুই চান না—এটাই আমার ভীষণ ভালো লেগেছে।'

রক্তক্ষরণের দিন সন্ধ্যায় হোটেল লবিতে লিলিয়ান যে পরিচিত মুখখানা দেখেছিলো, সে মুখ ভিকতর দ্য পেসত্রের। লিলিয়ানকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন, তাই পরদিন থেকেই ওর কাছে ফুল পাঠাতে শুরু করেছিলেন। প্রথম প্রথম শুধু ফুলই আসতো, প্রেরকের নাম থাকতো না। এক সপ্তাহ বাদে নিজের কার্ড পাঠালেন উনি। অবশেষে লিলিয়ান ওঁকে

টেলিফোন করাতে উনি প্রশ্ন করে বসলেন, 'আপনি হোটেলে রয়েছেন কেন ?'

'আমি হোটেল ভালবাসি বলে। কেন, আপনি কি আমাকে হাসপাতালে পাঠাতে চান ?'

'মোটেই না। হাসপাতাল হচ্ছে অপারেশনের জন্যে। তাছাড়া হাসপাতালকে আপনি যতটা ঘেন্না করেন, আমিও ঠিক ততটাই করি। কিন্তু ধরুন বাগানওলা কোন বাড়ি···শান্ত কোন খালের ধারে···'

'এখানেও আপনার বাড়ি আছে নাকি ?'

'খুঁজে নেওয়া শক্ত হবে না।'

'আছে কি ?'

'হ্যাঁ,' পেসত্রে বললেন।

লিলিয়ান হাসলো, 'আপনার সব জায়গাতেই বাড়ি রয়েছে, কিন্তু আমি কোথাও বাড়ি চাই না। তার চাইতে আমাকে বরঞ্চ কোথাও খেতে নিয়ে যাবেন চলুন।'

'আপনি বাইরে যাবার অনুমতি পেয়েছেন ?'

'সত্যি কথা বলতে কি, তা পাইনি। কিন্তু সেভাবে বেরিয়েই তো রোমাঞ্চ, নয় কি ?'

সত্যিই রোমাঞ্চ, লবিতে নেমে এসে ভাবলো লিলিয়ান। বার বার মৃত্যুর হাত এড়ালে প্রতিবারই পুনর্জন্ম হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়, আর জীবনের প্রতি দাবি পরিত্যাগ করলে প্রতিবারই গভীরতর কৃতজ্ঞতাবোধে সমস্ত অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে····কথাটা মনে হতেই এক অকৃত্রিম বিস্ময়বোধে থমকে দাঁড়ালো লিলিয়ান। এই তো সেই রহস্য! কিন্তু এ রহস্য জানার জন্যে সিঁদুরে লাল আর অগাধ নীল অপরাহ্ণে রাঙানো ভেনিসের এই জাদুকরী সরাইখানায় আসার কি কোন প্রয়োজন ছিলো আমার ?

'আপনি হাসলেন কেন ?' দ্য পেসত্রে বললেন, 'ডাক্তারকে ঠকাচ্ছেন বলে ?'

'ডাক্তারকে নয়।···কোথায় যাচ্ছি আমরা ?'

'তাভের্নায়। এখান থেকেই নৌকো নেবো।'

হোটেলের ধার···দোল দোলানো গণ্ডোলা···স্মৃতিচারণ আর বিবমিষায় ভরা দু একটি মুহূর্ত, নৌকোয় পা রাখতেই যা পলকে উধাও হয়ে যায়। গণ্ডোলাগুলোকে এখন আর কালো শবাধার অথবা কালো শকুন বলে মনে হয় না—ওরা সারস্বত ক্ষুধার এক একটা গাঢ় সঙ্কেত। তাই আইন অনুসারে সমস্ত গণ্ডোলাগুলোকে কালো রঙের হতেই হবে, নয়তো অতিরিক্ত জাঁকজমকে সেগুলোকে সাজিয়ে তুলতে গিয়ে মালিকরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবে।

'ভেনিসকে আমি শুধু আমার জানলা থেকে দেখেছি,' লিলিয়ান বললো, 'আর দেখেছি প্রথম সন্ধ্যার সেই কয়েকটি ঘণ্টায়।'

'তাহলেও তো আমার চাইতে বেশি ভালো করে দেখেছেন,' পেসত্র বললেন, 'যদিও আমি এখানে গত তিরিশ বছর ধরে আসছি!'

খাল। হোটেল। বাইরের অঙ্গনে সাদা টেবিলক্লথে ঢাকা টেবিল, তার ওপরে গ্লাস।···আমি এ সব কেমন করে চিনলাম? এক মুহূর্ত বিষণ্ণ হয়ে থেকে লিলিয়ান চিন্তা করলো, এ সব দৃশ্যাবলী কেন এত পরিচিত বলে মনে হচ্ছে আমার? এখনই কি একটা জানলায় খাঁচাশুদ্ধ একটা ক্যানারি পাখি দেখতে পাবার কথা নয়?

'তাভের্না কোথায়?'

'থিয়েটারের কাছে।'

'আচ্ছা তাভের্নার সামনে একটা চত্বর আছে?'

'হ্যাঁ, আপনি কি ওখানে গিয়েছিলেন নাকি?'

'গিয়েছিলাম, তবে খুবই কম সময়ের জন্যে। খেতে নয়—শুধু পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলাম।'

মোড় নেওয়ার আগেই বাসনপত্রের আওয়াজ আর কয়েকটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো লিলিয়ান।

'আপনি কিন্তু হাসছেন,' দ্য পেসত্র বললেন। 'কেন বলুন তো?'

'কথাটা আপনি এই নিয়ে দ্বিতীয় বার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। হাসছি তার কারণ, আমার খিদে পেয়েছে। কারণ, আমি খেতে চলেছি।'

তাভের্নার মালিক ওদের খাবারদাবার এনে দিলো। দ্য পেসত্র আবার

প্রশ্ন করলেন, 'আপনি একেবারে একা একা এখানে চলে এলেন কেন ?'

'খেয়ালে। আবার ফিরে যাচ্ছি।'

'পারীতে ?'

'হ্যাঁ।'

'ক্লেরফাইতের কাছে ?'

'সে কথাটাও ইতিমধ্যে জেনে গেছেন ? হ্যাঁ, ক্লেরফাইতের কাছে।'

'সেটা কি আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারে না ?' হ্য পেসত্রে সাবধানে প্রশ্ন করলেন।

'আপনি দেখছি কিছুতেই ছাড়ার পাত্র নন,' লিলিয়ান হাসলো। 'আপনি কি নিজেকে উপস্থাপনা করতে চাইছেন ?'

'আপনি আমাকে না চাইলে, করবো না। আর যদি চান, তো বিনা শর্তে করবো। কিন্তু আপনিইবা আর সামান্য কিছুটা সময় নিচ্ছেন না কেন—ধরুন, অন্তত সব কিছু ঘুরে ফিরে দেখার জন্যে ?'

খেলনা নিয়ে একজন ফেরিওয়ালা ওদের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো। লোকটা দম দেওয়া দুটো কুকুর টেবিলের ওপরে নামিয়ে দিতেই সেদুটো হাঁটতে শুরু করলো।

'আমার আর কিছু ঘুরে ফিরে দেখার দরকার নেই,' লিলিয়ান বললো। 'পুনরাবৃত্তি করার মতো সময়ও আমার নেই।'

খেলনা-কুকুর দুটোকে নিয়ে ফেরিওয়ালার হাতে তুলে দিলেন হ্য পেসত্রে, 'সব সময়ে সব কিছুতেই যে পুনরাবৃত্তি হবে, সে বিষয়ে আপনি কি এতই নিশ্চিত ?'

বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়ে লিলিয়ান, 'আমার পক্ষে তাই। সব কিছুর সূক্ষ্ম পরিবর্তন আমার পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। ওতে আমার আগ্রহ নেই।'

ফেরিওয়ালাটা ইতিমধ্যে টেবিলের ওপরে একটা পুরো পোলট্রি খুলে বসেছিলো। ভাভের্নার মালিক লোকটাকে হটিয়ে দিয়ে ওদের ফুটন্ত রামে ভেজানো পিচফল দিয়ে গেলো।

'আপনার কি কখনও মনে হয় না, আপনি কিছু হারাচ্ছেন ?'

এক মুহূর্ত হ্য পেসত্রের দিকে তাকিয়ে রইলো লিলিয়ান, 'যেমন ?'

'যেমন কোন রোমাঞ্চ, কোন বিস্ময়, অথবা নতুন কিছু…এমন কিছু যা আপনি জানেন না…'

'যখন এখানে এলাম, তখন ওই ধরনের একটা অনুভূতি ছিলো। মনে হতো আমি নিউ ইয়র্ক, ইয়াকোহামা, তাহিতি—কিছুই দেখিনি। বুঝিনি অ্যাপোলো, দায়োনিসাস, ডন জোয়ান অথবা বুদ্ধকে। কিন্তু এখন আর সে কথা তেমন করে মনে হয় না।'

'কবে থেকে?'

'এই তো, মাত্র কদিন আগে থেকে।'

'কেন মনে হয় না?'

'কারণ আমি বুঝেছি, মানুষ একমাত্র নিজেকেই হারাতে পারে।'

'কোথেকে শিখলেন?'

'হোটেলে, আমার ঘরের জানলার কাছ থেকে।'

'এবারে কিন্তু আমি এই নিয়ে তৃতীয় বার জানতে চাইবো, আপনি হাসছেন কেন,' দ্য পেসত্র বললেন।

'কারণ এখনও আমি নিশ্বাস নিচ্ছি। কারণ আমি এখানে রয়েছি, এটা সন্ধ্যা এবং আমরা অর্থহীন কথাবার্তা বলছি।'

'অর্থহীন?'

'হ্যাঁ, সব সময়েই তাই। আচ্ছা, এদের এখানে কোঁইয়াক আছে?'

'প্রাপ্পা আছে, পুরনো মদ—খুব ভালো জিনিস।' দ্য পেসত্র বললেন, 'আপনাকে আমার হিংসে হয়।'

লিলিয়ান হাসলো।

'আপনি বদলে গেছেন, পারীতে যেমনটি ছিলেন এখন আর তেমনটি নেই,' দ্য পেসত্র বললেন। 'প্রভেদটা কোথায় জানেন?'

'জানি না,' দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুললো লিলিয়ান। 'আগে আমি ভাবতাম জীবনের প্রতি আমাদের দাবি আছে, অধিকার আছে—কিন্তু জীবন অন্যায্যভাবে সে সব থেকে আমাদের বঞ্চিত করে রাখে। কিন্তু আসলে সেটা আমার বিভ্রান্তি—হয়তো সে ধারণাটা ছেড়ে দিয়েছি বলেই আমাকে অন্য রকম লাগছে।'

'অত্যন্ত অন্যায়।'

'ভীষণ,' গ্রাপ্পাতে শেষ চুমুক দিলো লিলিয়ান। 'আশাকরি এ অবস্থাটা আমি বজায় রাখতে পারবো—অন্তত কিছু দিনের জন্যে হলেও।'

'মনে হচ্ছে আমি আসতে অনেকটা দেরি করে ফেলেছি···কয়েক ঘণ্টা কিংবা কয়েক দিনের দেরি।···ভালো কথা, আপনি কবে যাচ্ছেন? আসছে কাল?'

'হ্যাঁ।'

'জবাবটা যেন 'হায়' শোনালো।'

'মানুষ যতটা মনে করে, 'হায়' কথাটা কিন্তু আদৌ ততটা দুঃখের শব্দ নয়।'

'এটা কি আপনার আর একটি নতুন উপলব্ধি?'

'এটা আজকেই শেখা।'

লিলিয়ানের কুর্সিটা পেছন দিকে ঠেলে দিলেন দ্য পেসত্র, 'আপনার আগামী কালের উপলব্ধির আশায় রইলাম।'

'আশা—এ কথাটা কিন্তু মানুষ আবার যতটা মনে করে, তার চাইতে অনেক বেশি দুঃখের শব্দ!'

পনেরো

পারীতে ওকে অনেক খুঁজেছিলো ক্লেরফাইত। তারপর ধরে নিয়েছিলো, ও হয়তো আবার স্বাস্থ্যনিবাসেই ফিরে গেছে। কিন্তু সেখানে টেলিফোন করতেই নিজের ভুল আবিষ্কার করে ফেললো। তখন ফের পারীর পথে পথে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ালো ওকে, কিন্তু কোথাও পেলো না। অবশেষে স্থির করলো, লিলিয়ান তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলতে চাইছে। এমন কি গাসর্ত মামাও জানালেন, তার বোনঝি কোথায় আছে না আছে সে সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না এবং এ ব্যাপারে তার কোন মাথাব্যথাও নেই। ক্লেরফাইত তখন ওকে ভুলে যাবার চেষ্টা করছিলো, জীবন কাটাতে

চাইছিলো আগেকার মতো। কিন্তু শিরিস আঠার ওপরে নাচার মতো সে প্রচেষ্টাও একান্তই অর্থহীন।

ফিরে আসার এক সপ্তাহ বাদে হঠাৎ একদিন লিদিয়া মোরেলির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো।

'তোমার সোয়ালো পাখিটি কি তোমাকে ছেড়ে পালিয়েছে নাকি?' প্রশ্ন করলো ও।

'ও দেখছি সত্যি সত্যি তোমাকে পেয়ে বসেছে। তুমি তো কোনদিনও অন্য মেয়েদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে অভ্যস্ত নও।'

'তোমাকে ছেড়ে গেছে, কি না?'

'ছেড়ে গেছে!' মৃদু হাসলো ক্লেরফাইত, 'কি অর্থহীন কথা!'

'কিন্তু পৃথিবীর প্রাচীনতম কথাগুলোর মধ্যে একটা '

'আমরা কি আঠেরোশো নব্বুই সালের কোন দাম্পত্য দৃশ্যে অভিনয় করছি?'

'তাহলে তুমি সত্যিই ওর প্রেমে মজেছো?'

'আর তুমি হিংসায় জ্বলছো।'

'আমার হিংসে হচ্ছে, কিন্তু তুমি অসুখী হয়েছো—প্রভেদটা সেখানে।'

'সত্যিই কি তাই?'

'হ্যা। আমি জানি আমি কাকে হিংসে করছি, তুমি জানো না। যাক, আমি কি এক পাত্র পানীয় পেতে পারি?'

ওর সঙ্গেই ডিনার সেরে নিতে গেলো ক্লেরফাইত। সমস্ত সন্ধ্যাটা লিলিয়ানের সম্পর্কে তার অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ আঘাতে জর্জরিত করে তুললো লিদিয়া। পরে এক সময়ে বললো, 'তোমার এখন বিয়ে করা উচিত।'

'কাকে?'

'তা জানি না, কিন্তু এটাই সময়।'

'তোমাকে?'

লিদিয়া হাসলো, 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই না। তাছাড়া আমাকে বিয়ে করতে হলে যত পয়সা-কড়ি থাকা দরকার, তোমার তা কিছুই নেই। পয়সাওয়ালা কাউকে বিয়ে করো—তেমন মেয়ে অনেক

আছে। এভাবে আর কদ্দিন মোটরের দৌড় করে কাটাবে? ওটা অল্প বয়সীদের কাজ।'

ক্লেরফাইত ঘাড় নাড়লো, 'আমি তা জানি লিদিয়া।'

'অমন মুখ গোমড়া করে থেকো না। আমাদের সকলেরই বয়স বাড়ছে। কথা হচ্ছে, দেরি হয়ে যাবার আগে ভবিষ্যৎটা গুছিয়ে নিতে হবে।'

'সেটা কি সত্যিই খুব প্রয়োজনীয়?'

'বোকার মতো কথা বোলো না—তা নয়তো কি?'

আমি একজনকে জানি যে, ভবিষ্যতের জন্যে কিছুই সঞ্চয় করে রাখতে চায় না, ভাবলো ক্লেরফাইত বললো, 'আচমকা তুমি আমার জন্যে বড় বেশি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছো লিদিয়া। কিন্তু কাকে আমার বিয়ে করা উচিত, সে সম্পর্কে কিছু ভেবেছো?'

গভীর দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো লিদিয়া, 'তুমি বদলে গেছো ক্লেরফাইত। তবে হ্যাঁ, সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে পারি।'

ঘাড় নেড়ে উঠে দাঁড়ায় ক্লেরফাইত, 'তাহলে চলি লিদিয়া।'

লিদিয়া ওর কাছে ঘন হয়ে এগিয়ে আসে, 'ফিরে আসবে তো?'

'কতদিন ধরে আমরা দুজন দুজনকে চিনি লিদিয়া?'

'চার বছর, মাঝে মধ্যে অনেক ফাঁক-ফোকর।'

'পোকায় কাটা বুটিদার রেশমি কাপড়ের মতো?'

'দুটি মানুষের মতো, যারা কোনদিন কোন দায়িত্ব নিতে চায় না··· যাদের সব কিছুই আছে, কিন্তু কোন কিছুই যারা ছাড়তে রাজী নয়।'

'কোনটাই সত্যি নয়।'

'আমরা দুজন দুজনের পক্ষে খুব মানানসই ক্লেরফাইত।'

'আমরা কি সেই সব মানুষের মতো, যারা সর্বত্রই বেমানান?'

'সে সব জানি না। একটা গোপন কথা বলবো?'

'কি? আসলে রহস্য কিছুই নেই, সব কিছুই এক?'

'না, সেটা পুরুষের পক্ষে খাটে। এটা মেয়েদের সম্পর্কে···আমরা যেমন ভাবি, কোনকিছুই তেমনি সম্পূর্ণ খারাপ বা একেবারে ভালো নয়। কোন কিছুই চূড়ান্ত নয়।···আজ রাতে এসো ক্লেরফাইত।'

ক্লেরফাইত যায়নি। নিজেকে ভীষণ হীন এবং নীচ বলে মনে হচ্ছিলো তার। অথচ আগে এসব ক্ষেত্রে এমন হতো না। সে যে শুধু লিলিয়ানের জন্যে অভাববোধ করছিলো তা নয়, নিজের অজান্তে লিলিয়ানের জীবন-ধারার খানিকটা তার নিজের জীবনেও গ্রহণ করে ফেলেছিলো। একটা জীবন, যেখানে আগামীকালের কোন স্থান নেই। কিন্তু সেভাবে তো বেঁচে থাকা চলে না! আগামীকাল আছে—ক্লেরফাইতের পেশা যা-ই হোক না কেন, অন্তত ওর পক্ষে তা আছে···থাকতেই হবে।

ও আমাকে নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে, রেগে গিয়ে ভাবছিলো ক্লেরফাইত। ও আমার বয়সটা কুড়ি বছর কমিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আবও বোকা করে দিয়েছে আমাকে। আগের দিন হলে আমি লিদিয়া মোরেলির কাছেই ছুটতাম, ওকে নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে কাটিয়ে দিতাম কটা দিন। কিন্তু এখন তা করলে নিজেকে একটা হাইস্কুলের ছেলে বলে মনে হবে আমার—যে গ্লানি লেগে থাকবে, তাতে মনে হবে বুঝি কোন বাজে মদ গিলে এসেছি। ···লিলিয়ানকে আমার বিয়ে করা উচিত—লিদিয়া ঠিকই বলেছে।

কথাটা মনে হতেই ভীষণ হালকা হয়ে উঠলো ক্লেরফাইত, অবাকও হলো সেই সঙ্গে। এর আগে সে কখনও বিয়ে করবে বলে ভাবেনি। অথচ এখন সেটাই স্বাভাবিক বলে মনে হলো। লিলিয়ানকে ছাড়া নিজের জীবন সে কল্পনাও করতে পারছিলো না। মনে হচ্ছিলো, লিলিয়ানবিহীন জীবন শুধু একঘেয়ে কতকগুলো জীর্ণ বছরের ক্লান্ত সমষ্টিমাত্র—আলো নিভে গেলে সমস্ত ঘরই যেমন একরকম বলে মনে হয়।

লিলিয়ানকে খোঁজা ছেড়ে দিয়েছিলো ক্লেরফাইত, কারণ তা অর্থহীন। কিন্তু লিলিয়ান যে ততদিন ওতেল বিসঁতে ফিরে এসেছে, সে সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিলো না। নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ না দেখানো অব্দি ও ক্লের-ফাইতের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলো না। তাই কটা দিন হোটেলে থেকে, ঘুমিয়ে নিচ্ছিলো খুব করে।

লিলিয়ানের মনে হচ্ছিলো, এক প্রচণ্ড ঝড়ের পরে ও যেন বন্দরে ফিরে এসেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে পারিপার্শ্বিক সব কিছু যেন পালটে গেছে, কিংবা আর সবই ঠিক আছে শুধু আলোগুলো বদলে গেছে। সব কিছুই এখন

স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট—অকরুণ কিন্তু দুঃখবিহীন। ঝড় কেটে গেছে, মিলিয়ে গেছে গোলাপী রঙের শঠতা। পরিত্রাণ নেই, নেই কোন অভিযোগও। কোলাহল ফুরিয়ে এসেছে। এখুনি ও ওর হৃৎস্পন্দন শুনতে পাবে। সে স্পন্দনের আওয়াজে শুধু আহ্বান নেই, আছে উত্তরও।

প্রথমে যে ব্যক্তিটির সঙ্গে লিলিয়ান দেখা করলো, তিনি গাসতঁ মামা। ভদ্রলোক বিস্ময়ে থ হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু একটু পরেই এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুললেন, যেন উনি যারপর নেই ভীষণ খুশী।

'এখন তুমি কোথায় আছো?' গাসতঁ মামা প্রশ্ন করলেন।

'ওতেল বিসঁতে ফিরে এসেছি, ওখানে খুব একটা খরচ হয় না।'

'তোমার ধারণা, টাকা-পয়সা রাতারাতি বেড়ে যায়। কিন্তু তুমি যে হারে খরচ করে চলেছো তাতে তোমার পুঁজি আর কদিন টিঁকবে, সে কথা জানো?'

'না, জানতে চাইও না।'

'তোমার যা সঙ্গতি, তুমি চিরদিনই তার চাইতে বেশি বড়লোকি কেতায় জীবন কাটাচ্ছো। আগেকার দিনের মানুষেরা স্রেফ তাদের আসলের সুদে জীবন কাটাতেন।'

লিলিয়ান হাসলো, 'শুনেছি সুইস সীমান্তের বাজেল শহরে কেউ যদি সুদের সুদে জীবন না চালায়, তবে তাকে অপব্যয়ী বলা হয়।'

'আঃ, সুইটজারল্যাণ্ড,' গাসতঁ মামা এমন একখানা ভাব করে উঠলেন, যেন উনি ভেনু কাল্লিপিগোসের কথা বলছেন। 'কি একখানা মুদ্রা! ওরা ভাগ্যবান জাত!' লিলিয়ানের দিকে তাকালেন উনি, 'আমার অ্যাপার্টমেন্টে আমি তোমার জন্যে একখানা ঘর ঠিক করে দিতে পারি। তাতে তোমার হোটেল খরচাটা বাঁচবে।'

লিলিয়ান একবার চতুর্দিকে তাকিয়ে নিলো। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্র চালিয়ে ওকে বিয়ে দিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন, ওর দিকে লক্ষ্য রাখবেন। উনি আশঙ্কা করছেন, ও হয়তো তার নিজের টাকাকড়িও কিছুটা খরচ করে ফেলতে পারে। বললো, 'আমি কক্ষনো তোমার টাকা খরচ করবো না গাসতঁ মামা—কোনদিনও না।'

'ছোট বোয়ালো প্রায়ই তোমার কথা জিজ্ঞেস করে।'

'কে সে?'

'ঘড়ির দোকানি বোয়ালোর ছেলে। খুব ভালো পরিবার। ছেলেটির মা···'

'ওহো সেই গন্নাকাটা ছেলেটা, যার ওপরের ঠোঁটটা কাটা?'

'গন্নাকাটা! কি জঘন্য ভাষা তোমার!···ঠোঁটটাতে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, এখন স্পষ্ট করে কিছু বুঝতেই পারবে না। তাছাড়া পুরুষমানুষ তো আর ফ্যাশন মডেল নয়।'

ছোটখাট চেহারার ন্যায়পরায়ণ নিরপেক্ষ মানুষটির দিকে ভালো করে তাকালো লিলিয়ান, 'তোমার বয়স কত হলো গাসতঁ মামা?'

'ফের শুরু করলে? আমার বয়স তুমি ভালো করেই জানো।'

'কত বছর বয়স অব্দি তুমি বাঁচবে বলে তোমার ধারণা?'

'বয়স্ক মানুষদের এ সব প্রশ্ন করতে নেই। ওটা ঈশ্বরের হাতে।'

'কতকিছুই তো ঈশ্বরের হাতে! তোমার কি মনে হয় না, একদিন তাঁকে অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে? আমারও তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আছে।'

'কি?' গাসতঁ মামার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, 'কি বলছো তুমি?'

'নাঃ, কিছু নয়।' আকস্মিক একটা ক্রোধের আবেগ সামলে নিলো লিলিয়ান। 'আচ্ছা গাসতঁ মামা, তুমি যদি আবার প্রথম থেকে জীবনটা শুরু করতে পারতে, তবে সে জীবন কি এ জীবনের চাইতে অন্যরকম হতো?'

'অবশ্যই!'

'কি রকম?' ক্ষীণ আশা নিয়ে প্রশ্ন করে লিলিয়ান।

'তাহলে নিশ্চয়ই আবার ফ্রাঁর মূল্যহ্রাসের শিকার হতাম না। তারও আগে, উনিশ শো চোদ্দ সালে, কিছু অ্যামেরিকান স্টক কিনে রাখতাম। তারপর ধরোগে তোমার উনিশ-শো আটত্রিশ সালের কথা—তখন নিদেন পক্ষে···'

'ঠিক আছে গাসতঁ মামা,' ওঁকে থামিয়ে দেয় লিলিয়ান, 'আমি বুঝতে পেরেছি।'

'কিছুই বোঝোনি। বুঝলে সামান্য দু-চার পয়সা যা এখনও রয়েছে, তা এমন বেপরোয়া হয়ে দুহাতে ওড়াতে না। অবিশ্যি তোমার বাবা…'

'আমি জানি গাসতঁ মামা, আমার বাবা অপব্যয়ী ছিলেন। কিন্তু তাঁর চাইতেও বড় অপব্যয়ী একজন আছে।'

'কে?'

'জীবন। জীবন তোমাকে আমাকে সকলকেই খরচ করে ফেলে।'

'যত রাজ্যের আবোল তাবোল কথা! ওসব হচ্ছে বলশেভিকদের বুকনি। মাথা থেকে ওসব আজেবাজে চিন্তা সাফ করে ফ্যালো, বুঝেছো? জীবনটা ওসবের চাইতে অনেক গুরুতর ব্যাপার।'

'তা সত্যি। কিন্তু শোনো, আমার খরচপত্রের হিসেব মেটাতে হবে। আমার টাকা পয়সাগুলো এবারে দিয়ে দাও। টাকাটা আমার, কাজেই এমন ভাব দেখিয়ো না যে ওগুলো তোমার।'

'টাকা আর টাকা! জীবন বলতে তুমি শুধু ওই একটা বস্তুই বোঝো!'

'না গাসতঁ মামা, তুমিই শুধু ওইটে বোঝো।'

'তাহলেও আমাকে তোমার ধন্যবাদ জানানো উচিত। নয় তো এতদিনে তোমার একটি কানাকড়িও থাকতো না, অনেক আগেই খতম হয়ে যেতো।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা চেক কাটলেন গাসতঁ, তারপর কালিটা শুকিয়ে নেবার জন্যে চেকটা তিক্তমুখে হাওয়ায় দোলাতে দোলাতে বললেন, 'কিন্তু এর পরে কি হবে শুনি? এর পরে কি করবে তুমি?'

মুগ্ধ দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলো লিলিয়ান। আসলে এভাবে উনি চোষ-কাগজের খরচাটা বাঁচাচ্ছেন, ভাবলো ও। বললো, 'পরে বলে কিছু নেই।'

'সবাই তাই বলে। তারপর নিজেদের বলতে যখন আর কুটোটিও থাকে না, তখন এই আমাদের কাছেই ভিক্ষে চাইতে আসে। আর নিজে-দের সামান্য সঞ্চয় থেকে আমাদেরই তখন…'

'ন্যাকা কান্না থামাও তো!' স্পষ্টই প্রচণ্ড রেগে উঠলো লিলিয়ান।

চেকটা মামার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বললো, 'তারপর নিজের জন্যে অ্যামেরিকান স্টক কেনোগে যাও, দেশভক্ত মহাপুরুষ!'

ভিজে রাস্তা ধরে হাঁটছিলো লিলিয়ান। গাসতঁ মামার বাড়িতে থাকার সময়েই আকাশ ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছিলো, কিন্তু এখন আবার মাথার ওপরে ঝলমলে সূর্য—রাস্তার খানাখন্দে তার স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব। খানা-ডোবাতেও আকাশের ছায়া পড়ে, ভাবতেই হাসি পায় লিলিয়ানের। তাহলে গাসতঁ মামার ভেতরেও হয়তো ঈশ্বরের ছায়া আছে। কিন্তু নর্দমা দিয়ে বয়ে যাওয়া নোংরা জলে ঝলমলে সুনীল আকাশের ছায়া দেখার চাইতে ওর মামার ভেতরে ঈশ্বরের ছায়া দেখতে পাওয়া আরও কঠিন। ওর পরিচিত অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। তারা এমন ভাবে অফিসে ডেস্কের পেছনে বসে থাকে, যেন তারা সবাই এক একজন অতি দাঘাদু মিথিউজলা হতে চলেছে। ওরা এমনভাবে দিন কাটায় যেন মৃত্যুর কোন অস্তিত্বই নেই, কিন্তু ওরা বেঁচে থাকে সামান্য দোকানির মতো, বীরপুরুষের মতো নয়। নিজেদের অন্তিম পরিণতি সম্পর্কে বিয়োগান্ত আত্মজ্ঞানকে ওরা জোর করে লুকিয়ে রাখে, মুখ গুঁজে থাকে বালুর ঝড়ে শঙ্কিত উটপাখির মতো, মনে মনে সযত্নে গড়ে তোলে 'অনন্ত জীবন' নামক পাতি-বুর্জোয়া বিভ্রান্তিকে। কবরের দিকে পা বাড়িয়েও ওরা একে অন্যকে প্রবঞ্চিত করার চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত অর্থ ও ক্ষমতার দাসত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হয়!

একশো ফ্রাঁর একটা নোট হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ দেখলো লিলিয়ান, তারপর ছুঁড়ে দিলো স্যেনের জলে। প্রতিবাদের এটা হয়তো একটা ছেলে-মানুষি প্রতীকি প্রয়াস, কিন্তু তা হলেই বা, ওতো গাসতঁ মামার চেকটা ছুঁড়ে ফেলেনি!···পায়েপায়ে ব্যুলেভা সাঁ মিশেলে এসে পৌঁছলো ও। চারদিকে যান বাহনের উচ্চকিত কোলাহল, মানুষের ছুটোছুটি, গুঁতোগুঁতি, গাড়ির ছাদে সূর্য রশ্মির দীপ্ত প্রতিফলন···সর্বত্রই যত শীঘ্রি সম্ভব গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার একতম প্রয়াস এবং ওই সব তুচ্ছ উদ্দিষ্ট স্থানগুলো জীবনের শেষতম গন্তব্যস্থলকে এমন ভাবে আড়াল করে রেখেছে যেন তার কোন

অস্তিত্বই নেই।

লাল আলোর শাসন সঙ্কেতে মুহূর্তের জন্যে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকা দু সারি শিহরিত যন্ত্রদানবের মাঝখান দিয়ে হাসতে হাসতে রাস্তা পার হলো লিলিয়ান, যেমন করে মোজেজ একদিন ইস্রায়েলবাসীদের নিয়ে লোহিত সাগর পেরিয়ে এসেছিলেন।···স্বাস্থ্যনিবাসের ঘটনাটা কিন্তু অন্য রকম ছিলো, ভাবলো লিলিয়ান, সেখানে আকাশের কৃষ্ণসূর্যের মতো শেষতম গন্তব্যস্থানটা সর্বদাই দীপ্ত হয়ে থাকতো। তার নিচেই তোমার বাস, অথচ তাকে তুমি কখনও দমিয়ে রাখোনি—ফলে এক বিচিত্র সাহস এবং নিবিড় আত্মোপলব্ধি তোমার মনে জন্ম নিয়েছিলো। তোমাকে হত্যা করা হবে এবং তোমার পরিত্রাণের কোন পথ নেই—এ কথা জানা সত্ত্বেও সাহসের সঙ্গে মৃত্যুর মোকাবেলা করলে তুমি আদপেই আর বলির পশু হয়ে থাকবে না···কসাইয়ের সঙ্গে শিকারের যেটুকু জিত, তা শুধু ওইখানে।

হোটেলে এসে পৌঁছলো লিলিয়ান ওর এখানকার ঘরখানা দোতলায়, কাজেই শুধু এক সারি সিঁড়ি ভাঙতে হবে ওকে।···সেদিনের সেই চিংড়ি-শামুক বিক্রেতা রেস্তোরাঁর দরজার কাছেই বসেছিলো। বললো, 'আজ খুব ভালো বাগদা চিংড়ি আছে। শুক্তির দিন প্রায় শেষ—সেপ্টেম্বরের আগে আর ভালো শুক্তি হবে না। তদ্দিন কি আপনি এখানে থাকবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'আজকের লাঞ্চের জন্যে গোটা কতক বাগদা নেবেন নাকি? লালচেগুলো শুধু দেখতেই ভালো, খেতে ভালো কালচেগুলোকে। তাহলে কালচেগুলোই দিই?'

'তাই দিও। আমি ওপর থেকে ঝুড়ি নামিয়ে দেবোখন। আর তুমি হেড ওয়েটার লুসিয়েঁকে বলো, আমাকে যেন আধ বোতল খুব ঠাণ্ডা ভাঁ রোজ পাঠিয়ে দেয়।'

ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসে লিলিয়ান। ঝুড়ি নামিয়ে ফের টেনে তোলে সেটাকে। মদের বোতলের ছিপিটা খোলা, এত ঠাণ্ডা যে বোতলের চারদিকে হিম আবরণ জমে উঠেছে। ঝুড়ির ভেতরে একটা গ্লাস আর তোয়ালেও পাঠিয়ে দিয়েছে হেড ওয়েটার। জানলার তাকে পা

তুলে বসে বাইরের দিকে তাকায় লিলিয়ান, খুঁটেখুঁটে খেতে থাকে চিংড়ি-গুলোকে, চুমুক দেয় পানপাত্রে।...ঠিক এই অবস্থাতেই রাস্তা থেকে ওকে দেখতে পায় ক্রেরফাইত—আশা না থাকলেও আর একবার বিসঁতে ঘুরে যাবার জন্যে আসছিলো সে।

'লিলিয়ান!' দরজা খুলে অধীর আগ্রহে ক্রেরফাইত প্রশ্ন করে, 'এতো দিন কোথায় ছিলে তুমি?'

ওকে রাস্তা পেরুতে দেখেছিলো লিলিয়ান। বললো, 'ভেনিসে।'

'কিন্তু কেন?'

'সিসিলিতে থাকতেই তো তোমাকে বলেছিলাম, আমার ভেনিসে যাবার ইচ্ছে। রোমে নেমে কথাটা আবার নতুন করে ভাবলাম।'

'আমাকে একটা তার করলে না কেন? তাহলে আমিও যেতে পারতাম!' হাত দিয়ে পেছনের দরজা বন্ধ করলো ক্রেরফাইত, 'কদ্দিন ছিলে সেখানে?'

'তুমি কি আমাকে জেরা করছো?'

'এখনও করিনি। আমি সমস্ত জায়গায় তোমাকে খুঁজেছি। কে ছিলো তোমার সঙ্গে?'

'তবু বলছো এটা জেরা নয়?'

'তুমি না থাকায় ভীষণ বিশ্রী লাগছিলো। কত আবোল-তাবোল কথাই না ভেবেছি! তুমি কি তা বোঝো না?'

'হ্যাঁ,' বললো লিলিয়ান। 'দু-একটা চিংড়ি চেখে দেখবে নাকি? দারুণ খেতে!'

কাগজের প্লেট সহ চিংড়িটা তুলে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেললো ক্রেরফাইত। লিলিয়ান সেদিকে তাকিয়ে বললো, 'একটা সবুজ রঙের সিত্রোঁ সিডানের ছাদে পড়েছে। আর একটুখানি দেরি করে ফেললে, একটা খোলা রেনোতে বসা মোটাসোটা মহিলাটির মাথায় পড়তো।...দড়ি শুদ্ধু ওই ঝুড়িটা আমাকে দাও না লক্ষীটি, এখনও আমার খিদে রয়েছে।'

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, ক্রেরফাইত বুঝি ঝুড়িটাকেও ছুঁড়ে ফেলবে।

তারপর সেটা এগিয়ে দিয়ে বললো, 'আর এক বোতল ভ্যাঁ রোজও ওপরে পাঠাতে বলো। আর ওখান থেকে নেমে এসো, যাতে আমি তোমাকে একটু জড়িয়ে ধরতে পারি।'

জানলা থেকে নেমে এলো লিলিয়ান, 'জুসেপ্পিটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছো নাকি?'

'নাঃ, সেটা এখন প্লাস ভাঁদোমে ওকে ঘিরে দাঁড় করানো ডজন খানেক বেণ্টলি আর রোলস রয়েসকে বিদ্রূপ করছে।'

'ওটাকে নিয়ে এসো, তারপরে চলো বোয়া থেকে বেড়িয়ে আসি।'

'তা অবশ্যই যেতে পারি,' ওকে চুমু দিয়ে বললো ক্লেরফাইত। 'কিন্তু আমরা একসঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে জুসেপ্পিকে নিয়ে আসবো, নয়তো আমি ফিরে এসে দেখবো তুমি চলে গেছো। তেমন ঝুঁকি আমি আর নিচ্ছি না।'

'আমার জন্যে তুমি কি তেমন অভাব বোধ করেছিলে?'

'প্রায় সব সময়েই ভয় হতো, তুমি যদি কোন যৌন হত্যাপরাধীর শিকার হয়ে থাকো! ভেনিসে তোমার সঙ্গে কে ছিলো বলো তো?'

'আমি একাই ছিলাম।'

ওর দিকে তাকালো ক্লেরফাইত, 'মনে হচ্ছে হয়তো সেটা হতেও পারে, তোমার কথা কিছুই বলা যায় না। কিন্তু আমাকে জানালে না কেন?'

'আমরা তা করি না, করি কি? তুমিও তো মাঝে মাঝে রোমে যাও, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আর ফিরে আসো না, এলেও কোন একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আসো—তাই নয় কি?'

'জানতাম, আগে হোক বা পরে হোক একথাটা আসবেই।' ক্লেরফাইত হাসলো, 'সে জন্যেই কি তুমি দূরে ছিলে?'

'মোটেই না।'

প্রাতরাশের ঝুড়িটা টেনে তোলার জন্যে জানলা দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলো লিলিয়ান। ক্লেরফাইত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে রইলো। তারপর দরজায় মৃদু আঘাতের শব্দ শুনে দরজা খুলে ওয়েটারের কাছ থেকে সুরার বোতলটা নিয়ে নিলো। লিলিয়ান তখন বাগদা চিংড়ির বড় অংশটা দেবার জন্যে জানলা দিয়ে কথা বলছে। পানপাত্রে চুমুক দিয়ে ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টি

বুলিয়ে নিলো ক্লেরফাইত। একধারে লিলিয়ানের জুতোগুলো দাঁড় করানো রয়েছে, একটা জামা পড়ে রয়েছে চেয়ারের ওপরে। আলমারির খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, পোশাকগুলো ভেতরে ঝুলছে। ও আবার ফিরে এসেছে, ভাবলো ক্লেরফাইত, অপরিচিত এক নিবিড় প্রশান্তিতে সমস্ত চেতনা ভরে উঠলো তার।

'কি সুন্দর গন্ধ ছাখো!' ঝুড়ি হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো লিলিয়ান। 'আচ্ছা, শীগ্রিই কি আমরা আবার সমুদ্রের কাছে যাবো?'

'হ্যাঁ, মন্তে কার্লোতে যাবো। গ্রীষ্মকালে ওখানে একটা মোটরদৌড় প্রতিযোগিতা আছে।'

'তার আগে গেলে হয় না?'

'তুমি চাইলেই হয়। কবে যাবে বলো—আজ? কাল?'

লিলিয়ান হাসলো, 'তুমি তো আমাকে জানো! না, আজ বা কাল নয়।' ক্লেরফাইতের প্রসারিত হাত থেকে গ্লাসটা তুলে নিলো ও, 'ভেনিসে আমার এতদিন থাকার ইচ্ছে ছিলো না, ভেবেছিলাম মাত্র কয়েকটা দিন থাকবো।'

'তাহলে থাকলে কেন?'

'শরীরটা ভালো ছিলো না।'

'কি হয়েছিলো?'

সামান্য ইতস্তত করলো লিলিয়ান, 'ঠাণ্ডা লেগেছিলো।'

ক্লেরফাইত ওর দিকে তাকিয়ে ছিলো নির্নিমেষ। লিলিয়ান বুঝতে পারছিলো, ওর কথা সে বিশ্বাস করেনি। খুশীই হলো ও, হেলান দিয়ে দাঁড়ালো ক্লেরফাইতের গায়ে। নিবিড় করে ওকে জড়িয়ে ধরলো ক্লেরফাইত।

'আবার কবে তুমি চলে যাবে লিলিয়ান?'

'আমি চলে যাইনি ক্লেরফাইত, কয়েকটা দিন কাছে ছিলাম না—এই যা।'

নদীপথে একটা প্রমোদতরী ভেসে যাচ্ছিলো। ডেকের ওপরে একটি তরুণী দড়িতে ভিজে রঙিন পোশাক মেলে দিচ্ছে। গ্যালির দরজার কাছে

একটি বাচ্চা মেয়ে কুকুর নিয়ে খেলা করছে। ক্যাপটেন চাকার কাছে দাঁড়িয়ে শিস দিচ্ছেন আপন মনে।

'দেখেছো?' লিলিয়ান বললো, 'এসব দেখলেই আমার হিংসে হয়! সাংসারিক সুখ-শান্তি···যা ঈশ্বর আমাদের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন।'

'তুমি হলে, নৌকোটা এর পরে যেখানে নঙ্গর ফেলবে সেখানেই চুপি চুপি নেমে যেতে।'

'তাতে কিন্তু আমার হিংসে করাটা বসে থাকছে না! যাক সে কথা, এখন কি আমরা জুসেপ্পিকে আনতে যাবো?'

সাবধানে ওকে দু হাতে উঁচু করে তুলে ধরলো ক্লেরফাইত, 'এখন জুসেপ্পিকেও আনতে যাবো না, বেড়াতেও যাবো না। সে সব পরে করলেও চলবে।'

ষোল

'তার মানে তুমি আমাকে ঘরে চাবি বন্ধ করে রাখতে চাও,' মৃদু হেসে বললো লিলিয়ান।

ক্লেরফাইত কিন্তু হাসলো না। বললো, 'না, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

'কেন?'

বিছানার ধার থেকে নিচু হয়ে ভাঁা রোজের বোতলটা নিয়ে আলোর দিকে তুলে ধরেছিলো লিলিয়ান ক্লেরফাইত ওর হাত থেকে বোতলটা কেড়ে নিয়ে বললো, 'যাতে তুমি আর কোনদিনও কোনও সূত্র না রেখে উধাও হয়ে যেতে না পারো, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে।'

'আমি রিংকে আমার ট্রাঙ্কটা ফেলে গিয়েছিলাম। তোমার কি মনে হয় বিয়েটা ফিরে আসার পক্ষে আরও বেশি নির্ভরযোগ্য গ্যারান্টি?'

'ফিরে আসার নয়, থাকার। বিষয়টা একটু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাক: তোমার নিজের খুব একটা পয়সাকড়ি নেই, আমার কাছ থেকেও

তুমি কিছু নিতে চাও না…'

'তোমার নিজেরও তো কিছু নেই ক্লেরফাইত।'

'তুটো প্রতিযোগিতায় আমার লাভের অংশ আছে। তাছাড়া সঞ্চয়ের অবশিষ্টাংশ, আর যা রোজগার করবো—সেগুলোও রয়েছে। এ বছরের মতো আমাদের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট।'

'বেশ তো, তাহলে আসছে বছর অব্দি অপেক্ষা করা যাক।'

'কেন?'

'যাতে তুমি বুঝতে পারো, বিয়ে করাটা বোকামো। আসছে বছর তুমি আমার পোশাক কেনার খরচা দেবে কোত্থেকে? তুমি তো নিজেই বলেছো, এ বছরের শেষে তোমার চুক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

'ওরা আমাকে গাড়ি বিক্রি করার এজেন্সি দেবে বলে প্রস্তাব করেছে।'

নিজের পা তুটো তুলে ভালো করে লক্ষ্য করলো লিলিয়ান। একটু যেন রোগা হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হলো ওর। বললো, 'তার মানে তুমি গাড়ি 'বিক্রি করবে বলছো?' আমি কিন্তু তা কল্পনাই করতে পারি না।'

'আমিও পারি না। তবে এমন অনেক কাজই করেছি, যা কখনও করবো বলে কল্পনা করিনি। যেমন এখন তোমাকে বিয়ে করতে চাইছি।'

'একজন সম্ভ্রান্ত মোটর বিক্রেতাও হবে, আবার বিয়েও করবে—সব সময় সমস্ত কিছু একসঙ্গে করতে চাও কেন বলো তো?'

'তুমি এমন করছো, যেন তুটোই একেবারে জাতীয় তুর্বিপাক!'

বিছানা থেকে নেমে একটা চাদরের দিকে হাত বাড়ায় লিলিয়ান, 'গাড়িগুলো কোথায় বিক্রি করবে?'

'শীঘ্রিই তুলুজ ফ্রাঁসিজ খুলবে,' সামান্য ইতস্তত করে জবাব দেয় ক্লেরফাইত।

'হে ভগবান! কবে?'

'কয়েক মাসের মধ্যেই, খুব দেরি হলে এ বছরের শেষাশেষি।'

লিলিয়ান চুল আঁচড়াতে শুরু করেছিলো। ক্লেরফাইত ওর পেছনদিকে বিছানায় শুয়ে শুয়েই বলতে থাকে, 'দৌড়বাজিতে জেতার পক্ষে আমার বয়েসটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে। আমি ফুভোলারি বা কারাচিওলা নই—

চেষ্টা-চরিত্র করলে হয়তো কোথাও একটা ম্যানেজার-ট্যানেজার হতে পারি, কিন্তু তাহলে আমাদের মোটা সেজারের মতো আমাকেও সব সময় শুধু এখানে সেখানে ছুটোছুটি করে বেড়াতে হবে। শীতের সময়েও সেজার বেচারী বৌকে দেখবে না, কারণ অ্যাফ্রিকা আর দক্ষিণ অ্যামেরিকায় তখনই প্রতিযোগিতা হতে চলেছে :···নাঃ যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। এবারে আমি জীবনটাকে বদলে ফেলতে চাই।'

কেন ওরা সব সময়ে জীবনকে বদলে ফেলতে চায়? ভাবলো লিলিয়ান। যে জিনিসটা একটা মেয়ের মনে ছাপ ফেলে, সেটাকেই কেন পালটে ফেলতে চায় ওরা? ওদের কি মনে হয় না, তেমন করলে ওরা হয়তো মেয়েটাকেই হারিয়ে ফেলবে? এমন কি মারিও পর্যন্ত শেষ দিনটিতে পেশাদার নৃত্যসঙ্গীর জীবনযাত্রা ত্যাগ করে আমার সঙ্গে সম্মানজনক কোন বৃত্তি নিয়ে বাস করতে রাজী হয়েছিলো। অথচ ক্লেরফাইত, যে আমাকে ভালবাসে বলে মনে করে, যাকে আমিও ভালবাসি তার কারণ আমার মতো যার নিজেরও কোন ভবিষ্যৎ নেই বলে মনে হয়—সে কিনা এখন তার নিজের জীবনের ধারাটাকেই বদলে ফেলতে চায়, এবং মনে করে আমি তাতেই খুশী হতে বাধ্য!

'আমি প্রায়ই ভাবি, আমাদের মতো মানুষদের বিয়ে করা উচিত কিনা,' লিলিয়ান বললো, 'কোন কারণই কিন্তু আমার কাছে ঠিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারে টি. বি. রোগগ্রস্ত একজন দাবাড়ুই সব চাইতে ভালো কথা বলেছিলো। বলেছিলো, মৃত্যুযন্ত্রণার সময় একজন কাছে থাকার মানুষ পাওয়া সত্যিই ভালো। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সে সময়ে তোমার বিছানা ঘিরে গাদাগুচ্ছের মানুষ দাঁড়িয়ে থাকলেও হয়তো তুমি তা বুঝতে পারবে না, যে নিঃসঙ্গ সে নিঃসঙ্গই রয়ে যাবে। স্যানাটোরিয়ামে কামিলা আলবেই বলে একটি মেয়ে সর্বদা চাইতো, শেষ সময়ে ওর কাছে যেন একজন প্রেমিক উপস্থিত থাকে। তাই নিশ্চিন্ত হবার জন্যে ও দীর্ঘদিন ধরে একই সঙ্গে তিনজন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলছিলো। শেষ পুরুষটি ছিলো একজন নেহাতই বিরক্তিকর উদ্ধত স্বভাবের মানুষ। কিন্তু একদিন গ্রামের পথে গাড়ি চাপা পড়ে

মেয়েটি আধঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়। তখন কিন্তু ওই বিরক্তিকর লোকটাও ওর কাছে ছিলো না. সে তখন লুক্‌তের দোকানে বসে ক্রিমে ভেজানো মুয়েরেনকফ খাচ্ছিলো। গ্রামের একজন পুলিস, যাকে মেয়েটি কোনদিন দেখেনি পর্যন্ত—সে-ই তখন মেয়েটির হাত ধরে রেখেছিলো এবং মেয়েটি তাতে এতটা কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছিলো যে লোকটাকে ও চুমু দেবার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিলো···যদিও দেবার মতো শক্তি তখন আর ওর ছিলো না।'

'লিলিয়ান,' ক্লেরফাইত শান্ত গলায় বললো, 'তুমি সব সময়ে আমাকে এড়িয়ে যাও কেন?'

'কেন, তা বোঝো না?' চিরুনিটা নামিয়ে রাখলো লিলিয়ান, 'কি এমন হয়েছে ক্লেরফাইত? হঠাৎ দেখা হয়েছে আমাদের···ঘটনাটাকে তুমি তেমনই রাখতে দাও না কেন?'

'আমি তোমাকে ধরে রাখতে চাই লিলিয়ান, যতদিন পারি ধরে রাখতে চাই। কথাটা খুবই সহজ, নয় কি?'

'না. ওভাবে কাউকে ধরে রাখা যায় না।'

'বেশ, তাহলে অন্যভাবে বলি। এতকাল আমি যেভাবে দিন কাটাচ্ছি-লাম. এখন আর সেভাবে কাটাতে চাই না।'

'তুমি কি স্থিতু হতে চাও?'

'তুমি দেখছি সব চাইতে কঠিন শব্দটা ঠিক নির্ভুল ভাবে বেছে নিতে পারো।' বিশৃঙ্খল বিছানার দিকে তাকালো ক্লেরফাইত, 'তাহলে আর একভাবে বলি—তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমার সঙ্গেই থাকতে চাই—ব্যস। এতে তুমি হাসবে হাসো, আমি তাতে পরোয়া করি না।'

'এ কথায় আমি কক্ষনো হাসিনে ক্লেরফাইত,' জলভরা চোখে ওর দিকে তাকায় লিলিয়ান। 'কিন্তু আর যাই হোক, আমি যে অসুস্থ!'

'একা না থাকার পক্ষে সেটা আরও একটা কারণ।'

লিলিয়ান কোন জবাব দিলো না। বরিসের কথা ভাবছিলো ও। ক্লের-ফাইত এখন বরিসের মতো কথা বলছে, কিন্তু ক্লেরফাইত তো বরিস নয়!

'আমরা কি এখন জুসেপ্পিকে নিয়ে আসবো?' প্রশ্ন করে লিলিয়ান।

'আমিই আনতে পারবো। তুমি কি এখানে অপেক্ষা করবে?'

'করবো।'

'তুমি রিভিয়েরাতে কবে যেতে চাও। শীগগিরই ?'

'হ্যাঁ।'

ওর পেছনে স্থির হয়ে দাঁড়ায় ক্লেরফাইত, 'রিভিয়েরাতে আমার ছোট্ট একটা জীর্ণ কুটির আছে। সেখানে আমরা থাকার বন্দোবস্ত করতে পারি, সুন্দর করে তুলতে পারি সেটাকে।'

আয়নায় ক্লেরফাইতের মুখ আর নিজের কাঁধে ওর হাতদুটো দেখতে পেলো লিলিয়ান বললো, 'বিক্রি করে দিতে পারো না ?'

'আগে নিজের চোখে একবার ছাখো—'

'বেশ।' হঠাৎ অধৈর্য হয়ে উঠলো লিলিয়ান, 'তুমি হোটেলে গিয়ে আমার ট্রাঙ্ক দুটো পাঠিয়ে দিও কিন্তু।'

'আমি নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে আসবো।'

ক্লেরফাইত চলে গেলো। বিলীয়মান গোধূলির দিকে তাকিয়ে প্রসাধন-টেবিলের পাশেই বসে রইলো লিলিয়ান।···ক্লেরফাইত আজ ওকে এক বিচিত্র পরিস্থিতিতে একা ফেলে রেখে প্রাণমুখর সংখ্যা গরিষ্ঠদের দলে মিশে গেছে, যে দলে যোগ দেওয়া ওর পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়। ক্লেরফাইত এখন আর বঞ্চিতদের দলে নেই, সহসা এখন সে ভবিষ্যৎময়-এক মানুষ।···অবাক বিস্ময়ে লিলিয়ান আবিষ্কার করলো, ও নিঃশব্দে কাঁদছে। অথচ ও অসুখী নয়···ও শুধু চাইছিলো, সব কিছুকে যদি আর একটু বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারতো !

'এ জিনিসগুলোকে ছেড়ে এতদিন তুমি কি করে চালাচ্ছিলে বলো তো ?' ট্রাঙ্কগুলো নিয়ে এসে প্রশ্ন করলো ক্লেরফাইত।

'ওতে শুধু পোশাক রয়েছে, ওগুলোকে বাদ দিয়ে চালানো যায়। তাছাড়া আমি নতুন পোশাক বানাতে দিয়েছি।

অথচ কথাটা সত্যি নয়। আসলে ঠিক এই মুহূর্তেই আসছে কাল এক-বার বালেঁসিয়াগাতে যাবে বলে ঠিক করলো লিলিয়ান। কারণ দুটো—প্রথমত ভেনিস থেকে ও প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে, সে জন্যে একটু আনন্দ

করা দরকার। তাছাড়া ক্লেরফাইতের বিয়ের প্রস্তাবের বিরোধিতা করার জন্যে ওকে প্রচণ্ড পরিমাণে বেহিসেবীপনা দেখাতে হবে।

'আমি কি তোমাকে সামান্য দু একটা পোশাক কিনে দিতে পারি না?' ক্লেরফাইত বললো, 'এই মুহূর্তে আমি কিন্তু যথেষ্ট ধনী।'

'বেশ তো, দিও। কিন্তু আজ রাতে আমরা কোথায় যাচ্ছি? এখন কি বোয়াতে গিয়ে বসা সম্ভব হবে?'

'কোট নিয়ে গেলে হবে, নয়তো এখনও বেশ ঠাণ্ডা লাগবে। তবে ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া যায়। বসন্তের উল্লাসে গাছগাছালির রঙ এখন ঝলমলে সবুজ। প্রতিটি রাতে ওখানকার পাশ-পথগুলো দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়িতে গাড়িতে বলতে গেলে একেবারে নিরেট হয়ে থাকে। সর্বত্র প্রতিটি জানলায় উড়তে থাকে প্রেমের নিশান।'

লাল রঙের কুঁচি দেওয়া পাতলা কালো কাপড়ের একটা পোশাক এক ঝটকায় তুলে নিয়ে জানলার বাইরে দোলাতে লাগলো লিলিয়ান, 'প্রেমের উদ্দেশ্যে—স্বর্গীয় আর পার্থিব, ছোট্ট আর মহান—সব রকম প্রেমের উদ্দেশ্যে!' তারপর আচমকা ক্লেরফাইতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, 'এখান থেকে তোমাকে কোথায় যেতে হবে?'

'রোমে। তারপরে ইতালির ভেতর দিয়ে হাজার মাইলের দৌড়।'

'জিতবে?'

'মিল মিলিয়া প্রতিযোগিতাটা নেহাতই ইতালিয়ানদের জন্যে। কারাচিওলা একবার নেহাতই মার্সিডিজ গাড়ির জোরে জিতে গিয়েছিলো, নয়তো ইতালিয়ানরাই ওটা নিয়ে লড়ালড়ি করে। যদি তেমন একটা কিছু হয়ে যায়, সে জন্যে তোরিয়ানি আর আমি তিন নম্বর দল হিসেবে গাড়ি চালাচ্ছি।' একটু থেমে প্রসঙ্গ পালটে নিলো ক্লেরফাইত, 'তোমার সাজ-গোছ করার সময়ে আমি এখানে থাকতে পারি?'

ঘাড় নেড়ে সায় জানালো লিলিয়ান, 'কোন ধরনের পোশাক পরবো বলো তো?'

'আমার কাছে যেগুলো বন্দী হয়েছিলো, তার মধ্যেই একটা পরো।'

'ট্রাঙ্কটা খুললো লিলিয়ান, 'এটা?'

'পরো। এ পোশাকটা আমি ভালো করেই চিনি।'

'এটা তুমি কোনদিনও ছাখোনি।'

'তোমাকে পরতে দেখিনি, কিন্তু তাহলেও চিনি। বেশ কয়েকদিন রাত্রিবেলা পোশাকটা আমার ঘরে ঝোলানো থাকতো।'

আয়না হাতে ঘুরে দাঁড়ালো লিলিয়ান, 'সত্যি?'

'স্বীকার করছি, ভূতের ওঝার মতো তোমাকে মন্ত্র করে ফিরিয়ে আনার জন্যে তোমার পোশাকগুলোকে আমি ঘরে ঝুলিয়ে রাখতাম। এটা আমি তোমার কাছেই শিখেছিলাম। একটি নারী একজন পুরুষকে ছেড়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু তার পোশাকগুলোকে কক্ষনো ছাড়বে না।'

হাত-আয়নায় নিজের চোখ ছটি পরীক্ষা করে দেখলো লিলিয়ান, 'তাহলে আমার ছায়া তোমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলো বলো?'

'ছায়া নয়—তোমার বর্ণ, তোমার ফেলে যাওয়া খোলস।'

'আমি ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে অন্য কোন মেয়ে থাকবে।'

'চেষ্টা করে দেখেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার সমস্ত কিছু নষ্ট করে দিয়েছো। কাউকেই ভালো লাগতো না। তোমার তুলনায় অন্যদের মনে হতো দেগার বিখ্যাত কোন ছবির বিবর্ণ অক্ষম অনুকরণ।'

'কি রকম ছবি?' লিলিয়ান হাসলো, 'উনি সর্বদা যে সব নাচুনে ইঁদুর আঁকতেন, তেমনি কোন ছবি?'

'না। লেভালির বাড়িতে যে ছবিটা রয়েছে, সেই ধরনের ছবি। গতিময় এক নৃত্যশিল্পী—যার মুখের ইঙ্গিতটুকু শুধু দেওয়া আছে, যাতে বাকিটা সবাই যে যার মতো করে কল্পনা করে নিতে পারে।'

'কল্পনার জন্যে সব সময়েই খানিকটা জায়গা রেখে দিতে হয়, তাই না?' চোখ-আঁকার পেনসিলটা একপাশে নামিয়ে রাখলো লিলিয়ান, 'সমস্ত কিছুই বিশদভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আঁকা হলে, কল্পনার আর কোন স্থানই থাকে না। তুমি তো তাই বলতে চাইছো, না?'

'হ্যাঁ,' ক্লেরফাইত বললো। 'আমরা শুধু আমাদের স্বপ্নেই ধরা পড়ি, আর কিছুতে নয়।'

'ধরা পড়ি অথবা হারিয়ে যাই।'

'ছটোই। যেমন মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙার আগে আমরা স্বপ্ন দেখি, আমরা যেন একটা অন্তহীন অন্ধকার খাদের মধ্যে ক্রমাগত শুধু পড়ছি আর পড়ছি। তুমি কখনও তেমন স্বপ্ন দেখেছো লিলিয়ান?'

'দেখেছি। স্যানাটোরিয়ামে প্রায় দিনই বিকেলবেলায় যখন কুমিরের ভাষায় আমরা আমাদের দিবানিদ্রা উপভোগ করতাম, তখন নিজেকে একটা অন্তহীন গভীর খাদের ভেতরে গড়িয়ে পড়া পাথরের মতো মনে হতো আমার।' মুখ ফিরিয়ে ক্রেরফাইতের দিকে তাকালো লিলিয়ান, 'ছাখো তো, আর কি একটুও মদ আছে?'

ওর জন্যে একটা গ্লাস নিয়ে এলো ক্রেরফাইত।

'কথাটা যদিও অদ্ভুত, কিন্তু যতক্ষণ আমাদের মনে থাকে যে আমরা শুধু পড়ছি আর পড়ছি, ততক্ষণ কিন্তু কিছুই হারায় না,' এক হাতে ক্রের-ফাইতের গলা জড়িয়ে ধরে অস্ফুট কণ্ঠে বললো লিলিয়ান। 'জীবন যেন আপাত বিরোধী জিনিসগুলোকেই ভালবাসে। যখন আমরা ভাবি আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ, আসলে তখন কিন্তু আমরা নিশ্চিত পতনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। অথচ যখন জানি, আমরা শেষ হয়ে গেছি, তখন জীবনের অজস্র করুণাধারা আমাদের ওপরে আশীর্বাদের মতো ঝরে ঝরে পড়ে। তখন আমাদের কিছুই করতে হয় না—সব কিছুই তখন অনুগত কুকুরের মতো আমাদের পায়ে পায়ে ঘোরে।'

ঘরের মেঝেতে লিলিয়ানের পাশে এসে বসলো ক্রেরফাইত, 'এসব তুমি জানলে কি করে?'

'এ সব আমি এমনিই বলছি। অন্য সব কিছুর মতো আমি যা বলি, তার শুধু অর্ধেকটাই সত্যি।'

'ভালবাসাও?'

'সত্যের সঙ্গে প্রেমের কি সম্পর্ক?'

'কিছু না বরং তার উলটোটা।'

'না,' লিলিয়ান উঠে দাঁড়ালো, 'প্রেমের বিপরীত মৃত্যু—এবং প্রেম একটা তিক্ত উচ্ছ্বাস যা সামান্য কিছু সময়ের জন্যে আমাদের মৃত্যুর কথা ভুলিয়ে দেয়। তাই মৃত্যুর সম্পর্কে যে সামান্য কিছু জানে, সে প্রেমের

সম্পর্কেও কিছু না কিছু জানে।' পোশাকটা মাথা দিয়ে গলিয়ে নিলো লিলিয়ান, 'কিন্তু এ কথাটাও অর্ধসত্য। সত্যিকারের কে-ইবা মৃত্যুর কথা জানে?'

'কেউ না—শুধু জানে মৃত্যু জীবনের বিপরীত, প্রেমের বিপরীত নয়··· আর সে জানাতেও সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।'

ক্লেরফাইত আবার পুরনো মেজাজে ফিরে আসছে। লিলিয়ান হাসলো, 'আমার কি ইচ্ছে হয় জানো? ইচ্ছে হয় এক সঙ্গে দশটা জীবন ধরে বেঁচে থাকি।'

ওর কাঁধে পোশাকের সরু ফিতেটায় সোহাগের হাত বোলায় ক্লেরফাইত, 'তাতে কি লাভ! সব মিলে তো সেই একটা জীবনই হবে—যেমন ধরো একজন দাবাড়ু এক সঙ্গে দশজন লোকের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে খেললেও আসলে সে একটা খেলাই খেলে···সেটা তার নিজের খেলা।'

'আমিও সেটা বুঝতে পেরেছি।'

'কোথায়, ভেনিসে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি যেভাবে ভাবছো, সেভাবে নয়।'

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো ওরা। কসিয়েজেরির মাথায় সূর্যাস্তের ম্লান মাধুরী ···

'আমার ইচ্ছে করে, আমার সমস্ত জীবনটা এক সঙ্গে মিলে গুলে একাকার হয়ে যাক,' নরম গলায় বললো লিলিয়ান। 'যেমন ধরো আমার মনে হয়, আমার পঞ্চাশ বছর বয়সের একটা দিন বা একটা ঘণ্টা···ত্রিশ বছরের ···তারপর আঠেরো বছরের একটা দিন বা একটা ঘণ্টার সঙ্গে একই দিনে মিলে যাক, সেদিনটাকে আমি প্রাণ ভরে উপভোগ করি···সময়ের সুতো বেয়ে একটার পর একটা দিন নয়···একই দিনে সমস্তটা জীবনের আস্বাদ যাচাই করে নিই তাহলে।'

'তুমি এতো দ্রুত প্রসঙ্গ পালটে ফেলো, যে আমি কোন খেই খুঁজে পাই না,' ক্লেরফাইত হাসলো। 'কোথায় খাবো আমরা?'

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো ওরা। ক্লেরফাইত আমার কথা বুঝতে পারেনি, ভাবলো লিলিয়ান। আমি কোনদিনও আশী বছরের খিটখিটে

বুড়ি হবো না, আমার প্রেমিকের স্মৃতিতে আমি চিরদিন তরুণী হয়েই থাকবো···অন্য মেয়েদের চাইতে, যারা আমার চাইতে বেশি দিন বাঁচবে, বুড়ি হবে, তাদের চাইতে সেখানেই আমার জিত।

'তুমি কাকে ঠাট্টা করে হাসছো? আমাকে?'

'না, আমাকে। লিলিয়ান বললো, 'কিন্তু কেন, তা জানতে চেয়ো না। সময় এলে নিজেই জানতে পারবে।'

দু ঘন্টা পরে ওকে হোটেলে পৌঁছে দিলো ক্লেরফাইত। মৃদু হেসে বললো, 'আজকের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে—এখন তোমার ঘুমের দরকার।'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালো লিলিয়ান, 'ঘুম!'

'মানে বিশ্রাম। তুমিই তো বলেছিলে যে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে।'

ক্লেরফাইতের মুখে গোপন পরিহাসের ছায়া পড়েছে কিনা খুঁজে দেখলো লিলিয়ান। বললো, 'সত্যিই কি তাই বলতে চাইছো? কি জানি, এর পরেই হয়তো বলে বসবে, আমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে!'

পরিচিত হাসিটি মুখে ফুটিয়ে রেখে রাতের রক্ষীটি আচমকা ওদের সামনে এসে হাজির হলো, 'আজ রাত্তিরে কি চাই আপনাদের বলুন। সালামি দেবো? আর কাভিয়ার?'

'একটা ঘুমের বড়ি, 'লিলিয়ান লোকটার উৎসাহে স্রেফ জল ঢেলে দিলো। তারপর ক্লেরফাইতের দিকে তাকিয়ে বললো, 'শুভরাত্রি ক্লেরফাইত।'

ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলো ক্লেরফাইত, 'আমাকে একটু বুঝতে চেষ্টা করো লিলিয়ান। আমি চাই না, তুমি শরীরের ওপরে বেশি অত্যাচার করে ফের অসুখ বিসুখ বাঁধিয়ে বসো।'

স্যানাটোরিয়ামে কিন্তু তুমি এতটা উদ্বিগ্ন ছিলে না!'

'তখন ভাবতাম, আমি তো দুদিন পরেই গাড়ি চালিয়ে হাওয়া হয়ে যাবো—হয়তো আর কোনদিন তোমার সঙ্গে দেখাও হবে না।'

'আর এখন?'

'এখন আমি আজকের সন্ধ্যার কয়েকটা ঘন্টা স্বেচ্ছায় ব্যয় করছি,

কারণ যতক্ষণ সম্ভব আমি তোমাকে কাছে রাখতে চাইছি।'

'কি সাংঘাতিক বাস্তববাদী!' লিলিয়ানের স্বরে বিদ্বেষ ফুটে ওঠে, 'আমি চলি, শুভরাত্রি।'

ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় ক্লেরফাইত। রাতরক্ষীর দিকে ফিরে বলে, 'ওপরে এক বোতল ভুভ্রে নিয়ে এসো।'

'আনছি স্যার।'

'এসো,' লিলিয়ানের বাহু আঁকড়ে ধরে ক্লেরফাইত, 'আমি তোমাকে ওপরে তুলে নিয়ে যাবো।'

মাথা নেড়ে নিজেকে মুক্ত করে নেয় লিলিয়ান, 'এই প্রসঙ্গ নিয়ে কার সঙ্গে আমার শেষ কথা কাটাকাটি হয়েছিলো জানো? বরিসের সঙ্গে।... তুমি ঠিকই বলছো ক্লেরফাইত, তোমার পক্ষে তাড়াতাড়ি বিছানায় শুতে যাওয়াটা সত্যিই খুব উত্তম প্রস্তাব। কারণ চোখ মুখ তাজা দেখানোর জন্যে তোমাকে ভালো করে বিশ্রাম নিতেই হবে।'

রাত-রক্ষীটি ইতিমধ্যে ভুভ্রের বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে এসেছিলো। ক্লেরফাইত ঠাণ্ডা গলায় তাকে বললো, 'চাই না, নিয়ে যাও।'

'না না, আমার চাই।' বোতল আর একটা গ্লাস হাত বাড়িয়ে নিলো লিলিয়ান, 'শুভরাত্রি ক্লেরফাইত। আজ রাতে আর অসীম শূন্যে তলিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখোনা, তার বদলে বরং তুলুর স্বপ্ন দেখো!'

হাতের গ্লাসটা দুলিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরের দিকে উঠতে থাকে লিলিয়ান। যতক্ষণ দেখা যায়, ওর দিকে তাকিয়ে থাকে ক্লেরফাইত।

'কোঁইয়াক দেবো স্যার?' রাত-রক্ষীটি প্রশ্ন করে, 'একটা ডাবল?'

'তুমি নিজে নাও,' লোকটার হাতে কয়েকটা নোট গুঁজে দেয় ক্লেরফাইত।

কে দে গ্রঁ অগুস্ত্যাঁ ধরে হাঁটতে হাঁটতে রেস্তোরাঁ লা পেরিগরদিন অব্দি চলে এলো ক্লেরফাইত। আলোকিত জানলা দিয়ে দেখলো, ভেতরে খাওয়া-দাওয়া চলেছে। একজোড়া দম্পতি, দেখেই বোঝা যায় দীর্ঘদিন ধরে বিবাহিত, খাওয়া শেষ করে দাম চুকিয়ে দিচ্ছে। অল্পবয়সী দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা নিটোল উৎসাহে একে অন্যকে অনর্গল মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে।

…রাস্তা পার হয়ে ধীর পায়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া বইয়ের দোকানগুলোর কাছে ফিরে এলো ক্লেরফাইত।…বরিস! নামটা মনে হতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো সে।…বাতাসে স্যেনের গন্ধ ভেসে আসে …ছায়া ছায়া কটা নৌকো রিনরিনে অন্ধকারে গুটিগুটি হয়ে বসে আছে। ওদের মধ্যেই একটা নৌকো থেকে ভেসে আসছে অ্যাকাডিয়ানের করুণ বিলাপ।

লিলিয়ানের জানলাগুলোতে তখনও আলো জ্বলছিলো, কিন্তু পর্দাগুলো টানা। পর্দার গায়ে ওর চলন্ত ছায়াটাকে লক্ষ্য করলো ক্লেরফাইত। সে জানে, সে বোকার মতো কাজ করেছে—কিন্তু না করেও কোন পথ ছিলো না। সে যা বলতে চেয়েছিলো, বলেছেও ঠিক তাই…লিলিয়ানকে সত্যিই খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো, রেস্তোরাঁতে আচমকা ভারি শুকনো লাগছিলো ওর মুখখানা।…বারবার মিনতি করাটাও যেন অন্যায়, ভাবলো ক্লেরফাইত। এখন কি করবে লিলিয়ান? মালপত্র গুছোবে? ক্লেরফাইতের মনে হলো, সে যে এখনও এখানে রয়েছে লিলিয়ান নিশ্চয়ই তা জানে—কারণ জুসেপ্পির চলে যাওয়ার আওয়াজ ও শুনতে পায়নি।…দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো সে। তারপর গ্যাস প্যাডেলে অকারণে জোর আঘাত হেনে ছুটে চললো প্লাস দ্য লা কঁকরের দিকে।

বিছানার ধারে মেঝের ওপরে সাবধানে মদের বোতলটা নামিয়ে রাখলো লিলিয়ান। জুসেপ্পির চলে যাওয়ার আওয়াজ ও স্পষ্টই শুনতে পেয়েছিলো। কিন্তু শুতে ইচ্ছে করছিলো না, স্বাস্থ্যনিবাসে এতোদিন ও অনেক শুয়ে থেকেছে।…ট্রাঙ্কের ওপরে একটা বর্ষাতি দেখতে পেয়ে সেটা গায়ে জড়িয়ে নিলো ও। সাধারণত ডিনারের পোশাকের সঙ্গে কেউ বর্ষাতি পরে না, কিন্তু এখন ওর আর পোশাক পালটাতে ইচ্ছে করছিলো না। তা ছাড়া বর্ষাতিটা ওর পোশাকটাকে ভালোভাবেই ঢেকে দিয়েছে।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো লিলিয়ান। রাত-রক্ষীটি ওকে দেখেই সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো, 'ট্যাক্সি চাই, মাদাম?'

'না, ধন্যবাদ।'

আনমনা পথ চলতে চলতে ব্যালেভা সাঁ মিশেল অব্দি চলে এলো লিলিয়ান

হয়তো ফিরে যাবে বরিসের কাছে, যে কি না আমার চাইতে ভালো ····

একছুটে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো ক্লেরফাইত। ওর সঙ্গেই আমার থাকা উচিত ছিলো, ভাবলো সে। কিন্তু একি হলো আমার? সত্যিকারের প্রেমে পড়লে মানুষ এমন জবুথবু হয়ে যায় কি করে? কতো সহজে খসে পড়ে গর্বের মুখোশ···বাষ্প হয়ে উবে যায় অভিজ্ঞতালব্ধ যতো দক্ষতা! এখন শুধু কুয়াশায় পথ হাতড়ে চলা আর ভুল করে ভুলের ফসল কুড়োনো!

লিলিয়ান কোন দিকে গেছে তার নির্দেশ দিয়ে রাত-রক্ষীটি জানালো, 'উনি লোনের দিকে যাননি স্যার, ডান দিকে গেছেন। হয়তো একটু আধটু পায়চারি করতে চাইছিলেন, শীগগিরই ফিরে আসবেন।'

ফুটপাথ ঘেঁষে নিশানা ধরে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে লাগলো ক্লেরফাইত। লিলিয়ান জুসেপ্পির আওয়াজ শুনতে পেলো, পরমুহূর্তেই দেখতে পেলো ক্লেরফাইতকে। তবু জলাশয়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, 'মৃত্যু সম্পর্কে আপনি কি বলেন? ধরুন, মৃত্যু যদি জীবনের চাইতেও দুঃখজনক হয়?'

জেরার্ড তখন এক প্লেট পনিরের ওপরে সুবিচার করতে ব্যস্ত ছিলো। মনমরা ভাবে চিবুতে চিবুতে বললো, 'জীবন যে আমাদের অন্য দুনিয়ায় করে আসা পাপের শাস্তি নয়, সে কথা কে বলতে পারে? হয়তো আসলে এটাই নরক—মৃত্যুর পরে আমাদের যেখানে যাবার কথা গির্জা থেকে ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়, সেটা কিছু নয়।'

'কিন্তু গির্জাতো স্বর্গে যাবার কথাও বলে।'

'তাহলে আমরা সকলেই হয়তো শাপভ্রষ্ট দেবদূত, পাপের শাস্তি ভোগ করতে মাত্র কয়েকটা বছরের জন্যে পৃথিবীতে এসেছি।'

'কিন্তু আমরা চাইলেই শাস্তির সময়টা ছোট করে নিতে পারি।'

'আত্মহত্যা!' উৎসাহভরে ঘাড় দোলায় জেরার্ড। 'আত্মহত্যার কাছ থেকে আমরা সিঁটকে সরে আসি, কিন্তু সেটাই মুক্তির পথ! জীবন যদি আগুন হয়, তাহলে আমাদের কি করা উচিত সেটা জানা দরকার। তখন সেটা লাফিয়ে পেরিয়ে এসো! কিন্তু মজাটা হচ্ছে···'

জুসেপ্পি আবার এগিয়ে আসছিলো—এবারে প্লাস এদমঁ রেস্তোঁরার দিক দিয়ে। লিলিয়ান লক্ষ্য করলো, ক্লেরফাইত এমন তন্ময় হয়ে রাস্তার

ভিড় ওকে খুঁজে খুঁজে দেখছে যে মাত্র কয়েক গজ দূরে ওর উপস্থিতিটা তার দৃষ্টির সীমানার বাইরেই থেকে যাচ্ছে।···ইতিমধ্যে দাড়িওয়ালা সেই শিল্পী লিলিয়ানের ছবিটা শেষ করে ওদের টেবিলের কাছে ঘুরঘুর করছিলো। জেরার্দ তাকে কেটে পড়ার পরামর্শ দিলো। কিন্তু লিলিয়ান হতাশ শিল্পীটির দিকে তাকিয়ে বললো, 'ছবিটা আমি নেবো।'

ঠিক তখনই পেছন দিক থেকে পায়ে পায়ে এসে ক্লেরফাইত খানিকটা সহৃদয় দৃষ্টিতে জেরার্দের দিকে তাকালো।

'ওঃ, এ তো আচ্ছাই ঝামেলা হলো দেখছি! কি মশাই, আমরা কথা বলছি, দেখতে পাচ্ছেন না?' খিঁচিয়ে উঠলো জেরার্দ। 'গারকঁ, আমাদের আরও তুটো পেরনঁ দাও, আর এই ভদ্দরলোকটিকে সরিয়ে নাও।'

'তিনটে পেরনঁ।' কুর্সিতে বসে লিলিয়ানের দিকে তাকালো ক্লেরফাইত, 'জায়গাটা কিন্তু বেশ। এখানে আমরা আগে বেশি আসিনি কেন?'

'বলি, আপনি কে মশাই?' প্রশ্ন করলো জেরার্দ। ক্লেরফাইতকে সে একজন বেশ্যার দালাল বলেই অনুমান করে নিয়েছিলো, ভেবেছিলো এমনি কৌশল করে সে লিলিয়ানের সঙ্গে পরিচিত হতে চায়।

'আমি দা জার্মান দ্য প্রে নামক মানসিক চিকিৎসালয়ের পরিচালক বৎস,' ক্লেরফাইত বললো। 'মহিলাটি আমাদের একজন রোগিনী। আজ সন্ধ্যায় বাইরে বেরুবার একখানা অনুমতি পত্র ওর কাছে আছে। কিন্তু তেমন কিছু হয়েছে নাকি? না কি আমিই আসতে অনেক দেরি করে ফেলেছি? ওয়েটার, এই ছুরিখানা তুমি ঝটপট করে সরিয়ে ফেলো তো! আর কাঁটা চামচেটাও নিয়ে যাও।'

একজন কবি হিসেবে জেরার্দ বিস্মিত হবার ব্যাপারে ঘোরতর বিশ্বাসী। ফিসফিসিয়ে বললো, 'সত্যি নাকি? আমি চিরদিনই চাইছিলাম···'

'আপনাকে অমন ফিসফিসিয়ে কথা বলতে হবে না,' ক্লেরফাইত ওর মুখের কথা কেড়ে নেয়। 'উনি পাগল হয়ে থাকাটাই পছন্দ করেন। কারণ সে ক্ষেত্রে ওঁর দায়িত্ব বলতে কিছু থাকবে না, আর আইনও ওকে রক্ষা করবে। ইচ্ছে হলে উনি খুনখারাপিও করে ফেলতে পারেন—এবং ওর তাতে কিছুই হবে না।'

'কথাটা কিন্তু ঠিক উলটো.' লিলিয়ান হাসলো। 'ইনি আমার প্রাক্তন স্বামী। মনে হচ্ছে উনি পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছেন। আমাকে পাগল বলাটাই ওঁর বৈশিষ্ট্য।'

কবিটি মোটেই বোকা নয়, জাতে সে ফরাসী। পরিস্থিতি দেখে সে মুখে জয়ের হাসি ফুটিয়ে উঠে দাঁড়ালো, 'কেউ অনেক দেরি করে যায়, কেউ বা বড্ড তাড়াতাড়ি যায়। কিন্তু জরথুস্ট বলেছেন, ঠিক সময় মতো যাও।...আমি তাহলে চলি মাদাম, আসছে কাল এখানে ওয়েটারের কাছে আপনার জন্যে একটা নতুন কবিতা অপেক্ষা করে থাকবে।'

'তুমি এসেছিলে, ভালোই হয়েছে,' ক্লেরফাইতকে বললো লিলিয়ান। 'শুয়ে পড়লে তো আমি এ সবকিছু থেকেই বঞ্চিত থেকে যেতাম!'

'আমি সত্যিই তোমার কোন থেই খুঁজে পাই না,' ক্লেরফাইত বললো। 'অন্য মেয়েদের যা করতে কয়েক বছর সময় লাগে, তোমার তাতে লাগে মাত্র কয়েক ঘণ্টা। ঠিক যেমন যোগী পুরুষদের হাতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাছ হয়ে তাতে ফুল ফোটে...'

আর মরে যায়, ভাবলো লিলিয়ান। 'তাড়াহুড়ো করা ছাড়া আমার কোন উপায় নেই ক্লেরফাইত,' বললো ও। 'আমাকে অনেক কিছু সেরে ফেলতে হবে।'

ওর হাতে চুমু দেয় ক্লেরফাইত, 'আমি একটা বোকা, দিনকে দিন আরও বোকা হয়ে চলেছি। কিন্তু তাতে আমার কিছু এসে যায় না, বরং ভালোই লাগে...শুধু তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকো।...আমি যে কি ভীষণ ভালবাসি তোমাকে লিলিয়ান...'

কাফের সামনে একটা প্রচণ্ড ঝগড়া-বিবাদের সোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছিলো। মুহূর্তের মধ্যে পুলিসের আগমন...কয়েকজন অ্যালজেরিয়ানের আস্ফালন...একটি বামাকণ্ঠে সকৌতুক বিদ্রূপ...সংবাদ শিকারীদের ছুটোছুটি...চিৎকার।...

লিলিয়ান বললো, 'এসো, আমার ঘরে এখনও একটু মদ অবশিষ্ট রয়েছে।'

সতেরো

'ওগুলো আমি কবে পেতে পারি ?' প্রশ্ন করলো লিলিয়ান।

বালেঁসিয়াগার দোকানি মেয়েটি হাসলো, 'যত শীঘ্রি সম্ভব।'

'এক সপ্তাহের মধ্যে ?'

'দু সপ্তাহে। কাজটা আমরা আজই শুরু করবো—কিন্তু এ পোশাক-গুলো করা খুব কঠিন, এর চাইতে তাড়াতাড়ি করা যাবে না।' একটা খাতায় লিলিয়ানের মাপ লিখতে থাকে মেয়েটি, 'আপনি খানিকটা রোগা হয়ে গেছেন মাদমোয়াজেল।'

'হ্যাঁ, রোগা হয়েছি। যাই করি না কেন, আমি কিছুতেই মোটা হই না।'

'কি সৌভাগ্য আপনার !'

'হ্যাঁ, অনেক মহিলার কাছেই এটা সৌভাগ্যের ব্যাপার।'

পঞ্চম জর্জ এভিন্যু ধরে এগিয়ে এলো লিলিয়ান। বাতাস, মোটরের গর্জন আর সোনালী আভা নিয়ে উচ্ছল অপরাহ্নবেলা অভিনন্দন জানালো ওকে। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে তৈরি করতে দিয়ে আসা পোশাকগুলোর কথা ভাবলো লিলিয়ান। ওর সত্যিই আর কিছু কেনাকাটা করার মতো বাসনা ছিলো না, কিন্তু ক্লেরফাইত বারবার ওকে একটা পোশাক দেবার কথা বলেছে এবং তারপর ও নিজেই স্থির করেছে, ভেনিসের যে রক্তক্ষরণ ওর জীবন থেকে সম্ভবত কয়েকটা দিন অথবা সপ্তাহ কেড়ে নিয়েছে তার ক্ষতিপূরণের জন্যে ও নিজেই আরও একটা পোশাক কিনবে। ওই রক্তক্ষয় ওকে বিষাদ, আত্ম-অভিযোগ কিংবা অনুতাপে ডুবিয়ে না দিয়ে বরং আরও সহজ করে জানিয়ে দিয়েছে যে এখন ওর বাকি জীবনটার জন্যে আরও কম অর্থ সম্পদ রাখলেই চলবে, অতএব নির্দ্বিধায় ও আরও একটা পোশাক বানাতে পারে। পোশাকটা ও বিশেষ যত্ন নিয়ে পছন্দ করেছে। প্রথমে ভেবেছিলো, এ পোশাকটা ও একটা সাংঘাতিক নাটকীয় কিছু করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো, ওর অন্যান্য পোশাকের তুলনায় এটাই সব

চাইতে বেশি সহজ ও সাধারণ। তুলনায় ক্রেরকাইত যেটার দাম মেটাবে, সেটাই হয়ে গেলো সব চাইতে বেশি নাটকীয় পোশাক—যেটা ভুলু এবং ভুলু যেমন হবে বলে ও কল্পনা করেছিলো তারই বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ।

স্টকের কাছে শাঁজেলিজেতে মোড় ঘুরতেই ভিকঁত দ্য পেসত্রের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো।

'ভারি খুশী খুশী লাগছে আপনাকে,' ভিকঁত বললেন। 'প্রেমে পড়েছেন নাকি?'

'হাঁ, একটা পোশাকের সঙ্গে,' বললো লিলিয়ান।

'চমৎকার! তার মানে দুশ্চিন্তা আর প্রতিবন্ধকহীন প্রেম!'

'তার মানে প্রেম নয়।'

'অর্থাৎ একমাত্র প্রেমের একটি অংশ—আত্মপ্রেম।'

'সেটাকে আপনি দুশ্চিন্তাহীন প্রতিবন্ধকহীন বলছেন?' লিলিয়ান হাসলো, 'আপনি কি দিয়ে গড়া বলুন তো? ঢালাই লোহা, নাকি স্বপ্ন?'

'কোনটাই নয়। আমি অষ্টাদশ শতকের বিলম্বে আগত একজন তরুণ বংশধর—যাকে সবাই ভুল বোঝে···সেটাই যার ভাগ্য। কিন্তু ও কথা থাক, আপনি কি আমার সঙ্গে এই চত্বরে বসে কিছু খেতে রাজী হবেন? ধরুন, একটা ককটেল?'

'কফি।'

শেষ বিকেলের রোদে ভরা একটা টেবিলে গিয়ে বসলো ওরা। দ্য পেসত্র বললেন, 'মাঝে মাঝে এই রোদ্দুরে বসা অথবা প্রেম বা জীবন নিয়ে কথাবার্তা বলা—দুটো প্রায় একই রকমের মনে হয়।···আপনি কি এখনও সোনের ধারে সেই ছোট্ট হোটেলটাতেই আছেন?'

'বোধহয় আছি—এখন মাঝে মাঝে আর অতটা নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারিনে। সকালবেলায় জানলাগুলো যখন খোলা থাকে তখন প্রায়ই মনে হয়, আমি যেন প্লাস দ্য লোপেরার অজস্র কোলাহলের মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছি। আবার কখনও কখনও রাত্রিবেলা মনে হয় আমি যেন একটা স্থির হয়ে থাকা নৌকোয়, অথবা নৌকোয় নয়—স্রেফ জলে পিঠ রেখে সোনের উদাসী স্রোত বয়ে ভেসে চলেছি আনমনা···আমার চোখদুটো

খোলা···আমি যেন আর আমাতে নেই অথবা পুরোপুরি আমার মধ্যেই রয়েছি।'

'আপনার চিন্তাগুলো সব অদ্ভুত।'

'চিন্তা বলতে আমার প্রায় কিছুই নেই। মাঝে মধ্যে স্বপ্ন অবশ্য দেখি, কিন্তু তাও খুব একটা বেশি নয়।'

'আপনার কি স্বপ্নের কোনও প্রয়োজন নেই?'

'না, সত্যিই নেই।'

'তাহলে আমরা দুজনেই সমান—আমারও কোন প্রয়োজন নেই।'

পরিচারক দ্য পেসত্রের জন্যে একটা শেরি আর লিলিয়ানের জন্যে এক-পাত্র কফি নিয়ে এসেছিলো। দ্য পেসত্র ভ্রূ কুঁচকে কফির দিকে তাকালেন, 'এটা কিন্তু কিছু খাওয়ার পরে আনার কথা। আপনি বরঞ্চ একটা অ্যাপে-রিতিফ নিন?'

'না, কটা বাজলো?'

'প্রায় পাঁচটা,' দ্য পেসত্র বিস্মিত হয়ে উঠলেন। 'কেন, আপনি কি ঘড়ি দেখে পান করেন নাকি?'

'শুধু আজ।' ইঙ্গিতে প্রধান পরিচারককে ডাকলো লিলিয়ান, 'আপনি কি কিছু শুনেছেন, মাঁসিয় ল্যাম্বার?'

'হ্যাঁ, রোম বেতার কেন্দ্র থেকে শুনেছি। ওরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবর জানাচ্ছে। সমস্ত ইতালি এখন হয় রেডিওর সঙ্গে লেগে রয়েছে, নয়তো রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে।' প্রধান পরিচারক রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলো, 'ভারি গাড়িগুলোর আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ার কথা। ···মাঁসিয় ক্লেরফাইত মাঁসিয় তোরিয়ানির সঙ্গে গাড়ি চালা-চ্ছেন। ওরা একজন আর একজনের বদলি হিসেবে উঠছেন না, দুজনে একই সঙ্গে গাড়িতে থাকছেন—তোরিয়ানি থাকছেন মিস্ত্রি হিসেবে। ওদেরটা একটা দৌড়বাজ গাড়ি।···আপনি কি রেডিও শুনতে চান? আমি আজ আমার ছোট্ট রেডিওটা এখানে নিয়ে এসেছি।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়!'

'ক্লেরফাইত কি এখন রোমে?' দ্য পেসত্র জানতে চাইলেন।

'না, ব্রেসিয়াতে।'

'মোটরদৌড় সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। এটা কোন ধরনের প্রতিযোগিতা?'

'ব্রেসিয়া হাজার মাইল মোটরদৌড় প্রতিযোগিতা।'

প্রধান পরিচারক তার রেডিওটা নিয়ে এসেছিলো। বললো, 'গাড়িগুলোকে কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর ছাড়া হচ্ছে—সব চাইতে দ্রুতগামী গাড়িটা সব চাইতে শেষে ছাড়া হবে। এ হচ্ছে একেবারে স্টপ ওয়াচের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়।...আমি মিলান কেন্দ্র ধরছি—পাঁচটায় ওদের খবর বলার সময়।'

চাবি ঘোরাতেই বেতার যন্ত্র থেকে কর্কশ আওয়াজ ভেসে আসে। তারপর মিলান বেতার কেন্দ্র—ঘোষক দ্রুত রাজনৈতিক খবরাখবরগুলো জানিয়ে দিচ্ছে, যেন খেলাধুলোর খবর জানাবার জন্যে ওর আর তর সইছে না। 'এবারে আমরা আপনাদের কাছে ব্রেসিয়া থেকে পাওয়া খবর জানাচ্ছি,' এক পরিবর্তিত আবেগময় কণ্ঠস্বরে ঘোষক বলতে লাগলো, 'ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন প্রতিযোগী দৌড় শুরু করে দিয়েছেন। সমস্ত রাস্তার দুধার লোকে লোকারণ্য—এক পা এগোবার পথ নেই...'।

বেতার যন্ত্রটা থেকে ফের কর্কশ আওয়াজ বেরুতে থাকে। তারপর সমস্ত হৈ-হট্টগোল ছাপিয়ে একটা গাড়ির গর্জন শোনা যায়...দেখতে দেখতে ক্ষীণতর হয়ে ওঠে সে গর্জন।

'ওই যে, একটা গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে,' উত্তেজনায় ফিসফিস করে বললো মাঁসিয় লাম্বার। 'সম্ভবত একটা আলফা।'

সমস্ত চত্বরটা নীরব। কৌতূহলী মানুষেরা বেতার যন্ত্রের দিকে এগিয়ে এসেছে অথবা বিভিন্ন টেবিল থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। 'কে জিতছে?' প্রশ্ন করলো একজন।

'এত শীগগির করে তা বলা যায় না,' প্রধান পরিচারক বিজ্ঞের মতো জানালো। 'যে গাড়িগুলো সব চাইতে জোরে ছোটে, সেগুলো সবে মাত্র দৌড় শুরু করেছে।'

'মোট কতগুলো গাড়ি ছুটছে?' ভুপেসত্র জিজ্ঞেস করলেন।

'প্রায় পাঁচশো।'

'ভগবান!' একজন বিস্ময় প্রকাশ করলো। 'মোট ক মাইলের পথ?'

'ছশো মাইল স্যার। গড়পড়তায় ভালো ভাবে ছুটলে ওদের পনেরো থেকে যোলো ঘন্টা কিংবা হয়তো তার চাইতেও কম সময় লাগবে। কিন্তু ইতালিতে এখন বৃষ্টি হচ্ছে···ব্রেসিয়াতে দারুণ ঝড়-জল।'

ঘোষণা শেষ হয়ে গিয়েছিলো, প্রধান পরিচারক তার বেতার যন্ত্রটাকে রেস্তোরাঁর ভেতরে ফিরিয়ে নিয়ে গেলো। কুর্সিতে হেলান দিয়ে বসলো লিলিয়ান···গ্লাসে গ্লাসে বরফের টুকরোর টুংটাং আওয়াজ, একটার ওপরে আর একটা অজস্র প্লেট স্তূপ করে রাখার ঝনৎকার, খদ্দেরদের পানীয় আনতে বলার নির্দেশ—সব কিছুকে ছাপিয়ে চত্বরের এই সোনাঝরা বিকেলে একটা প্রায় অদৃশ্য ছবি যেন মুহূর্তের জন্যে ওর চোখের সামনে থির থির করে কেঁপে উঠলো। ছবিটা বর্ণহীন, জলের মধ্যে থাকা জেলি মাছের মতো স্বচ্ছ—তাই ছবির পেছনে চেয়ার-টেবিলগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো লিলিয়ান···একটা ধূসর ম্লান বাক্সার অঞ্চলের দৃশ্য···বিমূর্ত কোলাহলে প্রত্যেকের কণ্ঠস্বরের স্বতন্ত্রতা কোথায় হারিয়ে গেছে···ছায়া ছায়া অনেক গাড়ি—একটার পেছনে আর একটা, তাতে জীবনের ছুটি অতিক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ—যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবনের ওপরে ঝুঁকি নেওয়া···

'ব্রেসিয়াতে বৃষ্টি হচ্ছে,' লিলিয়ান বললো। 'কিন্তু ব্রেসিয়াটা ঠিক কোথায়?'

'মিলান আর ভেরোনার মাঝখানে,' ড্য পেসত্র জানালেন। 'আজ রাতে আপনি আমার সঙ্গে ডিনারে আসবেন?'

বৃষ্টির আঘাতে মালাগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে ঝুলছে। নিশানদণ্ডে ভিজে সপসপ করছে সমস্ত পতাকাগুলো। মেঘের মধ্যে যেন দ্বিতীয় এক মোটর বাহিনী হুঙ্কার করছে অনবরত। নিচ থেকে ওপরের দিকে ভেসে-ওঠা মোটর-গর্জনের যোগ্য জবাব দিচ্ছে ওপরের বজ্র আর বিদ্যুৎ।

'আর পাঁচ মিনিট বাকি,' তোরিয়ানি বললো।

স্টিয়ারিঙের পেছনে গুটিশুটি হয়ে বসেছিলো ক্লেরফাইত, উত্তেজনায় খুব যে একটা অধীর হয়ে উঠেছিলো তা নয়। ও জানতো, ওর জয়ী হওয়ার কোন আশা নেই। কিন্তু প্রত্যেক দৌড়েই একটা না একটা বিস্ময়ের চমক থেকে যায়, তাছাড়া লম্বা দৌড়ে ভাগ্যের হেরফের হয়েই থাকে।…লিলিয়ান আর তার্গা ফ্লোরিওর কথা ভাবছিলো ক্লেরফাইত : তখন লিলিয়ানকে সে ভুলে ছিলো, তারপর ঘৃণা করেছিলো সমস্ত অন্তর দিয়ে—কারণ দৌড়ের সময় আকস্মিক ভাবে ওর কথা মনে পড়ায় বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলো সে কিন্তু এখনকার কথা আলাদা—এখন সমস্ত সময় সারা মন জুড়ে শুধু ওর চিন্তা কে জানে এখনও ও প্যারীতে রয়েছে কিনা, ভাবছিলো ক্লেরফাইত আজ সকালেই সে দূরভাষে লিলিয়ানের সঙ্গে কথা বলেছে, কিন্তু এই অসহ্য কোলাহলে সে সকাল যেন কত পেছনে পড়ে গেছে।

'লিলিয়ানকে তুমি তার করেছিলে?' প্রশ্ন করলো ক্লেরফাইত।

'হাঁ' তোরিয়ানি বললো, 'আর দু মিনিট বাকি।'

ঘাড় নাড়লো ক্লেরফাইত গাড়িটা বাজার অঞ্চল দিয়ে ধীরে ধীরে ভিয়াল ভেনেজিয়ার দিকে গড়িয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। এখন গাড়ির সামনে আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই। স্টপ ওয়াচ নিয়ে দাঁড়ানো ওই লোকটাই এখন থেকে অর্ধেক দিন আর অর্ধেক রাত্তির ওপরে ওদের কাছে পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে। থাকা উচিত কিন্তু এখন আর নেই, ভাবলো ক্লেরফাইত। লিলিয়ানের কথা আমি বড় বেশি করে ভাবছি। আমার উচিত তোরিয়ানিকে গাড়ি চালাতে দেওয়া—কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।…

'বিশ সেকেণ্ড,' তোরিয়ানি বললো।

'চলো, চলা যাক।'

নিশেনক ইঙ্গিত করা মাত্র সগর্জনে এগিয়ে যায় গাড়িটা, পেছনে উৎসাহী জনতার কোলাহল ভেসে আসে। 'ক্লেরফাইত দৌড় শুরু করেছেন,' ঘোষকের কণ্ঠ ধ্বনিত হয়, 'সঙ্গে যন্ত্রী হিসেবে রয়েছেন তোরিয়ানি।'

লিলিয়ান হোটেলে ফিরে এসেছিলো। সামান্য জ্বর জ্বর লাগছিলো ওর, কিন্তু সেটাকে ও আমল দেবে না বলেই ঠিক করেছিলো। মাঝে মাঝেই ওর এমন হয়, কখনও-সখনও দু ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠে—এবং এর অর্থ কি হতে পারে তাও ওর জানা আছে।…

আয়নায় নিজের দিকে তাকায় লিলিয়ান। না—অন্তত রাত্রি বেলায় যা করেছি চোখে তার কোন চিহ্ন লেখা নেই, ভাবলো লিলিয়ান। আয়-নার কাছ থেকে ফিরে আসতে গিয়ে দেখলো, টেবিলের ওপরে দুটো তারবার্তা পড়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই ক্লেরফাইতের খবর, আতঙ্কে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠলো ওর। কিন্তু এতো শীঘ্রি এমন কি হতে পারে ক্লেরফাইতের?…ভাঁজ করা, আঁঠা লাগানো ছোট্ট কাগজ দুটোর দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো লিলিয়ান। তারপর অতি সন্তর্পণে প্রথমটা তুলে নিয়ে খুলে দেখলো, সেটা ক্লেরফাইতের কাছ থেকেই এসেছে: 'আর পনেরো মিনিটের মধ্যে রওনা হচ্ছি। মহাপ্লাবন চলেছে। উড়ে এসো, ফ্লেমিংগো পাখি!'…কাগজটা এক পাশে সরিয়ে রাখলো লিলিয়ান। তারপর একটু বাদে দ্বিতীয় কাগজটা খুললো। আগের বারের চাইতে এবারে আরও বেশি ভয় পাচ্ছিলো ও, ভাবছিলো এটা হয়তো প্রতিযোগিতার পরিচালকদের কাছ থেকে আসা কোন দুর্ঘটনার খবর। কিন্তু এটাও ক্লেরফাইতের কাছ থেকে এসেছে। কেন ও এসব করছে? ও কি জানে না এ সময়ে তারবার্তা দেখলেই আতঙ্ক হয়?

সান্ধ্য পোশাক বেছে নেবার জন্যে আলমারি খোলে লিলিয়ান। ঠিক তখনই দরজায় মৃদু আঘাত শোনা যায়। একটা লোক ভেতরে ঢুকে বলে, 'এই যে রেডিও, মাদমোয়াজেল। এটা দিয়ে আপনি সহজেই রোম আর মিলানে পৌঁছে যেতে পারবেন।' রেডিওটার প্লাগ যথাস্থানে লাগিয়ে দিয়ে লোকটা ফের বলে, 'আর এই নিন আর একখানা তার।'

আর কত তারবার্তা পাঠাবে ক্লেরফাইত? ভাবলো লিলিয়ান। কাগজটা খুলে দেখলো, সেটা ক্লেরফাইতের কাছ থেকে আসেনি—বরং ক্লেরফাইতের উদ্দেশ্যেই শুভেচ্ছা পাঠানো হয়েছে। এটা তাহলে ওর কাছে এলো কি করে? নিবিড় সন্ধ্যায় আর একবার প্রেরকের নামটা ভালো করে দেখলো

লিলিয়ান। চলমান।...তারবার্তাটা বেলা ভিসতা স্যানাটোরিয়াম থেকে পাঠানো হয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ নীরব নিশ্চল হয়ে বসে রইলো লিলিয়ান। তারপর রেডিওর চাবিটা ঘুরিয়ে দিলো...এটা খবর বলার সময়। রোম বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচণ্ড গোলযোগ আর চেঁচামেচির ওপরে ঘোষকের উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়...ঘণ্টা মিনিট সহ মান্তুয়া, রাভেন্না, বোলোগনা, আকুইলা—ইত্যাদি অনেক জানা এবং অজানা গ্রাম এবং শহরের নাম বলছে লোকটা।

আমি কেন এসব কিছু বুঝতে পারছি না? ইতালীর জাতীয় সড়কে সারি সারি উদগ্রীব দর্শকের মতো আমি কেন এতটুকুও উত্তেজনা অনুভব করছি না? ভাবছিলো লিলিয়ান ...'ফ্লোরেন্স', ঘোষকের কণ্ঠে ঘোষিত হলো—তারপর নাম, সময়, গাড়ির মার্কা, গড় এবং সর্বাধিক গতির এক দীর্ঘ তালিকা। ঘোষকের কণ্ঠে গর্ব ফেটে পড়ে, 'যে সব গাড়িগুলো এখন টিকে রয়েছে তারা যদি গতির এই হার বজায় রেখে চলতে পারে, তাহলে তারা নতুন রেকর্ড সময়ে ফের ব্রেসিয়াতে ফিরে আসবে।'

ব্রেসিয়া, ভাবলো লিলিয়ান। গারাজ, কাফে আর দোকান-পশারে ভরা ওই ছোট্ট জেলা শহরটা, যেখান থেকে ওরা ছুটতে শুরু করেছিলো—ফের সেখানেই ফিরে আসবে ...ওরা মৃত্যু নিয়ে খেলা করে, রাতের গভীরে গর্জন তুলে ছুটে চলে, ধূলি-ধূসরিত ম্লান মুখ বুজে সয়ে থাকে প্রত্যাসন্ন মৃত্যুর উদ্বেগ। ওরা শুধু ছোটে আর ছোটে—নইলে পৃথিবীর যত গৌরব, সব যেন হাতছাড়া হয়ে যাবে। আর এ সব কিছুই শুধুমাত্র ওই ছোট জেলা শহরটাতে ফিরে আসার জন্যে, যেখান থেকে ওরা যাত্রা শুরু করেছিলো! ব্রেসিয়ায় শুরু, ব্রেসিয়াতেই শেষ। ব্রেসিয়া থেকে ব্রেসিয়া!

রেডিও বন্ধ করে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় লিলিয়ান। ব্রেসিয়া থেকে ব্রেসিয়া! অর্থহীনতার এর চাইতে বিশদ প্রতীক আর কি হতে পারে? জীবন ওদের কত বিচিত্র উপহারে ভরিয়ে দিয়েছে। দিয়েছে সুস্থ ফুসফুস, সবল হৃৎপিণ্ড ...দিয়েছে যকৃৎ আর বৃক্কের মতো দুর্বোধ্য যন্ত্রসামগ্রী আর দিয়েছে খুলির ভেতরে খানিকটা নরম শ্বেত পদার্থ, যা সমস্ত নক্ষত্র-

চক্রের চাইতেও অনেক বেশি অলীক। কিন্তু জীবনের কাছ থেকে ওরা এ সব কিছু পেয়েছে কি শুধু জীবনের ওপরেই ঝুঁকি নেবার জন্যে? ভাগ্যে থাকলে অগুনতি ঝুঁকি নিয়ে ব্রেসিয়া থেকে ব্রেসিয়ায় যাবার জন্যে?··· হায়রে, কি চরম নির্বুদ্ধিতা!

জানলা দিয়ে স্ক্রেটির কাছ ধরে এগিয়ে যাওয়া অন্তহীন গাড়ির স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকে লিলিয়ান। ওরা সবাই কি ব্রেসিয়া থেকে ব্রেসিয়ায় যাচ্ছে না? অথবা তুলু থেকে তুলুতে? আত্মপ্রসাদ থেকে আত্মপ্রসাদে? আর আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে আত্মপ্রবঞ্চনায়? আমিও কি তাই? ভাবলো লিলিয়ান। হ্যাঁ, হয়তো আমিও তাই কিন্তু আমার ব্রেসিয়া কোথায়? কোথায় আমার পরম লক্ষ্য, আমার পরিতৃপ্তির অমৃত প্রসাদ, আমার প্রবঞ্চনার অঞ্চল?··· হলমানের পাঠানো তারবার্তাটার দিকে তাকায় লিলিয়ান। ওটা যেখান থেকে এসেছে, সেটা ব্রেসিয়া নয়, তুলুও নয়। ওখানে ওই চিরন্তন সীমান্তে শুধু এক ফোঁটা নিশ্বাসের জন্যে প্রাণপাত অনন্ত সংগ্রাম আর বুক ফাটা হাহাকার। ওখানে আত্মপ্রসাদ নেই, নেই আত্মপ্রবঞ্চনাও।···

জানলার কাছ থেকে সরে এসে সাজগোছ করতে শুরু করে লিলিয়ান। তারবার্তাটা তখনও টেবিলের ওপরেই পড়ে ছিলো, ঘরের আলোতে অন্যান্য জিনিসপত্রের তুলনায় উজ্জ্বলতর বলে মনে হচ্ছিলো ওটাকে।···থেকে থেকে কাগজটার দিকে তাকাচ্ছিলো লিলিয়ান ···ওরা কি করছে এখন?·· স্বাস্থ্যনিবাস ছেড়ে আসার পর এই প্রথম সেখানকার কথা ভাবলো লিলিয়ান ···হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় ফ্লোরেন্সের বাইরে অন্ধকার পথঘাট আলোকিত করে ক্লেরফাইত যখন গাড়ি নিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে যাচ্ছিলো, তখন কি করছিলো ওরা?

বেশ খানিকক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে অপেক্ষা করলো লিলিয়ান। তারপর গ্রাহযন্ত্রটা তুলে নিয়ে স্বাস্থ্যনিবাসের নম্বরটা জানালো।

'এক্ষুণি সিনা এসে পড়বে,' তোরিয়ানি চিৎকার করে বললো।

'কখন?'

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে। তেল নিতে হবে, চাকা পালটাতে হবে।···

হতচ্ছাড়া বৃষ্টিটাই সব কিছু মাটি করলে।'

'বৃষ্টিতে আমরা একাই ভুগছি না, অন্যেরাও ভুগছে,' ক্লেরফাইত মুখ বিকৃত করলো। 'মের্সিডিজের দলটা কখন আসে খেয়াল রেখো।'

বাড়িঘরগুলো ক্রমশ কাছাকাছি এগিয়ে আসছিলো, হেডলাইটের তীক্ষ্ণ আলো অন্ধকারের আবরণ থেকে ছিনিয়ে আনছিলো ওদের। সর্বত্র ছাতার নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মানুষ।...তোরিয়ানি চিৎকার করে উঠলো, '[illegible]।'

এক চাপেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেলো গাড়িটা।

'তেল, জল, চাকা—জলদি,' মোটরের প্রতিধ্বনিত অনুনাদের মধ্যে গলা চড়িয়ে বললো ক্লেরফাইত। ফাঁকা ঘরে বজ্রের আওয়াজের মতো ওর কানে এখনও মোটরের গর্জন বেজে বেজে উঠছে। কে একজন ওকে এক-গ্লাস লেমনেড আর একজোড়া নতুন চশমা এনে দিলো।

'আমরা কি অবস্থায় রয়েছি?' জিজ্ঞেস করলো তোরিয়ানি।

'চমৎকার! পাঁচ নম্বর জায়গায়!'

'জঘন্য!' ক্লেরফাইত বললো, 'অন্যেরা কে কোথায় রয়েছে?'

'লাত্তি চার নম্বর, মারচেত্তি ছ নম্বর, আর ফ্রিগেরিয়ো সাত নম্বরে রয়েছে। কনতি বসে গেছে।'

'প্রথমে কে যাচ্ছে?'

'মারচেত্তি, দশ মিনিট আগে রয়েছে। তার তিন মিনিট পেছনে লাত্তি।'

'আর আমরা?'

'উনিশ মিনিট পেছনে। আরে কিচ্ছু ভেবো না—রোমে প্রথম দল কক্ষনো প্রতিযোগিতায় জেতে না...এ কথা সবাই জানে।'

ওদের ম্যানেজার হঠাৎ ওদের পাশে এসে হাজির হলো, 'এসবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। হে ঈশ্বর মাতা, যীশুর পবিত্র শোণিত, তোমরাও তো সে কথা জানো।' প্রার্থনার ভঙ্গিমায় ভদ্রলোক বলতে থাকেন, 'মারচেত্তিকে শাস্তি দাও তোমরা, কারণ সে প্রথম যাচ্ছে। ওর গ্যাস পাম্পটা ছোট্ট করে বিকল হয়ে যাক। লত্তিরও যেন তাই হয়। হে শ্রেষ্ঠ পবিত্র দেব-

দূতগণ, তোমরা আমাদের রক্ষা…'

'আপনি এখানে কি করে এলেন?' ক্লেরফাইত জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি ব্রেসিয়াতে নেই যে?'

'হয়ে গেছে!' মিস্ত্রিটা চিৎকার করে জানালো।

'চলো!'

'আমি প্লেনে চেপে…' ম্যানেজার সবে বলতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু মোটরের গর্জন তার মুখের কথা ছিনিয়ে নিয়ে উধাও হলো।

লিলিয়ান কি করছে এখন? ভাবছিলো ক্লেরফাইত। কেন জানি সে আশা করছিলো, এখানে তার জন্যে একটা তারবার্তা অপেক্ষা করে থাকবে। কিন্তু সেটা আসতেও দেরি হতে পারে…হয়তো পরের মেরামতির জায়গায় গিয়ে পাওয়া যাবে।…তারপর আবার রাস্তা…আলো…মোটরের গর্জনে জনতার চিৎকার কানে এসে পৌঁছোয় না, মানুষগুলোকে মনে হয় যেন মূক চলচ্চিত্রের চরিত্রাভিনেতা…তারপর শেষপর্যন্ত শুধু পথ আর পথ—অনন্ত নাগের মতো পথটা যেন সমস্ত পৃথিবীটাকে বেষ্টন করে রেখেছে…আর গাড়ির চাকনার নিচে ক্রমাগত তীক্ষ্ণ চিৎকার করছে অলৌকিক কোন বিচিত্র জন্তু।

আঠেরো

অতি দ্রুত সংযোগ এসে গেলো। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আসবে বলে লিলিয়ান ভাবেনি, কারণ ফরাসী দূরভাষের রীতিনীতি ও জানে। তাছাড়া ওর কেমন যেন মনে হয়, স্বাস্থ্যনিবাসটা অনেক দূরের পথ, যেন অন্য কোন গ্রহে।

'বেলা ভিসতা স্যানাটোরিয়াম।'

কণ্ঠস্বরটা ঠিক মতো চিনতে পারলো না লিলিয়ান। তবে মিস হেগের হলেও হতে পারে। 'মিস্টার হলমানকে দিন না দয়া করে,' বললো ও। অনুভব করলো, বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা অতি দ্রুত লয়ে স্পন্দিত হয়ে চলেছে।

'একটু অপেক্ষা করুন।'

তারের প্রায় শ্রবণাতীত মৃদু গুঞ্জন কান পেতে শুনলো লিলিয়ান।... ওরা হয়তো হলমানকে খুঁজছে ...ঘড়ির দিকে তাকালো ও. স্বাস্থ্যনিবাসে এখন রাতের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। কেন আমি এতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছি? লিলিয়ান ভাবলো, ঠিক যেন কোন মৃত মানুষের ওপরে সমন জারি করছি আমি

'কে বলছেন? আমি হলমান বলছি।'

চমকে ওঠে লিলিয়ান—কণ্ঠস্বরটা এতো স্পষ্ট। ফিসফিসিয়ে বলে, 'আমি লিলিয়ান।'

'কে?'

'লিলিয়ান দানকার্ক।'

মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপরেই হলমানের কণ্ঠস্বর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, 'লিলিয়ান! কোথায় তুমি?'

'প্যারীতে। ক্লেরফাইতকে পাঠানো আপনার টেলিগ্রামটা আমার কাছে চলে এসেছিলো—ওর হোটেল থেকেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। ওটা আমি ভুল করে খুলে ফেলেছি।'

'তুমি এখন রেসিয়াতে নেই?'

'না'. একটা মৃদু যন্ত্রণা অনুভব করে লিলিয়ান।

'ক্লেরফাইত তোমাকে নিয়ে যেতে চায় নি?'

'না', চায়নি।'

'আমি তো রেডিওটা নিয়ে বসে আছি! তুমিও তাই বোধহয়?'

'হ্যাঁ।'

'চমৎকার চালাচ্ছে ক্লেরফাইত! দৌড়ের ফয়সলা হতে এখনও অনেক বাকি। আমি ওকে জানি, ও সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে—কখন অন্যেরা ক্লান্তিতে নুয়ে পড়বে। মাঝ-রাতের আগে ও বেশি জোর দিয়ে চালাবে না, কিংবা হয়তো তারও পরে...না না মাঝরাত নাগাদই জোর দেবে বোধ হয়। জানো তো, এটা হচ্ছে ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটা। এ দৌড়ের সব চাইতে বিশ্রী ব্যাপার হচ্ছে, নিজের পরিস্থিতি বা অবস্থান কিছুতেই

নিজে থেকে জানা যায় না। শুধু জানা যায়, তেল ভরার জন্যে বা চাকা পাল্টানোর জন্যে থামলে। কিন্তু তখন হয়তো আর কিছু করার মতো সময় থাকে না। এ হচ্ছে অনিশ্চয়তার দৌড়—তুমি আমার কথা বুঝতে পারছো লিলিয়ান ?'

'হ্যাঁ, পারছি। অনিশ্চয়তার দৌড়।···আপনি কেমন আছেন ?'

'ভালো।···গাড়িগুলো কিন্তু দারুণ জোরে ছুটছে। গড়ে ঘণ্টায় পঁচাত্তর মাইল কিংবা তারও বেশি। ভেবে ছাখো লিলিয়ান, এটা কিন্তু গড়পড়তা গতিবেগ—সর্বোচ্চ গতি নয় !'

'হ্যাঁ।···অপনি এখন কেমন বোধ করছেন ?'

'খুব ভালো—অনেক ভালো লিলিয়ান। তুমি কোন্ বেতারকেন্দ্র শুনছো ? রোমে ঘুরিয়ে দাও, প্রতিযোগিতা এখন মিলানের চাইতে রোমের অনেক কাছাকাছি হচ্ছে।'

'আমি রোমই ধরেছি।···আপনি ভালো আছেন জেনে খুশী হলাম।'

'তোমার কি খবর লিলিয়ান ?'

'খুব ভালো। আর···'

'ব্রেসিয়াতে তুমি না থেকে বোধহয় ভালোই হয়েছে, ওখানে এখন পাগলের মতো বৃষ্টি হচ্ছে। যদিও আমি বৃষ্টি সহ্য করতে পারতাম না, কিন্তু শুরুর সময়টা ওখানে থাকলেই ভালো করতাম।···তোমার কেমন লাগছে লিলিয়ান ?'

হলমান কি বলতে চাইছে বুঝতে পারলো লিলিয়ান। 'ভালোই,' বললো ও। 'ওখানকার সব কি খবর ?'

'চিরদিন যেমন থাকে। মোটে এই কটা মাসে সামান্যই পাল্টেছে।'

মোটে এই কটা মাস, ভাবলো লিলিয়ান। এই কটা মাসই কি কয়েকটা বছরের মতো দীর্ঘ হয়ে ওঠেনি ? 'বরিস কেমন আছে ?' সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে প্রশ্ন করে ও।

'কে ?'

'বরিস।'

'বরিস ভলকভ ? তাকে আমরা আর বড় একটা দেখতে পাই না।

আজকাল সে আর স্যানাটোরিয়ামে আসে না।···ভালোই আছে বোধহয়।'

'আপনি কি আদৌ তাকে দেখেছেন?'

'অবশ্যই। দু-তিন সপ্তাহ আগে—ওই পুলিস-কুকুরটাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। তবে কথা বলিনি।···তা, পাহাড়গুলি তোমার কেমন লাগছে? তুমি যেমনটি ভেবেছিলে, ঠিক তেমনটি?'

'প্রায় অনেকটাই। ওটা বোধহয় সব সময়ে নিজের ওপরেই নির্ভর করে। আচ্ছা, পাহাড়ে কি এখনও বরফ আছে?'

হলমান হাসলো, 'এখন আর নেই—শুধু কুংলা ফুলের গাছ, আর অন্যান্য যা সব কিছু থাকে। লিলিয়ান···' একটু নিশ্চুপ হয়ে থেকে হলমান বললো, 'আর সামান্য কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমি এখান থেকে ছুটি পেয়ে যাবো। বাজে কথা নয়, দলাই লামা নিজে আমাকে বলেছেন।'

লিলিয়ান বিশ্বাস করছিলো না। ও নিজে এ কথা হাজার বার ধরে শুনেছে। তবু কণ্ঠে আনন্দের সুর তুলে বললো, 'বাঃ, খুব ভালো কথা! তাহলে ফের আমাদের দেখা হবে···আমি কি ক্রেরফাইতকে জানাবো?'

'তা বরং না জানালে—ওসব ব্যাপারে আমার ভীষণ কুসংস্কার ··· রেডিওতে শেষ খবর বলছে, তোমাকেও তো শুনতে হবে! তাহলে ছাড়ি লিলিয়ান···বিদায়—'

'বিদায় হলমান'

বরিস সম্বন্ধে আরও কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলো লিলিয়ান, কিন্তু শেষ অব্দি আর জিজ্ঞেস করা হলো না। খানিকক্ষণ কালো গ্রাহযন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে রইলো ও। তারপর সযত্নে সেটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে ভাবনার লাগাম ছেড়ে দিলো অন্যমনে। এক সময় নিজেই আবিষ্কার করলো, ও কাঁদছে প্রেমিয়ার বৃষ্টির মতো, ভাবলো ও, উঠে পড়লো কুর্সি ছেড়ে। কি বোকা আমি! প্রত্যেককেই নিজের কাজের মূল্য দিতে হয়। আমি কি ইতিমধ্যেই তা চুকিয়ে ফেলেছি বলে ভেবেছিলাম?'

'সুখ বলে কথাটা আমাদের যুগে বড় বেশি গুরুত্ব পেয়ে গেছে,' ভিকঁত দ পেসত্র বললেন। 'অনেক শতাব্দী পর্যন্ত কথাটা সম্পূর্ণ অজানা ছিলো,

এটা তখন জীবনের অঙ্গ ছিলো না। নব যুগের শ্রেষ্ঠ লাল চীনা সাহিত্য অথবা ভারতীয় বা গ্রীক ধ্রুপদী সাহিত্য পড়ে দেখুন। আবেগ, যার ভেতরে সুখের মূল—সেই আবেগের বদলে তখনকার মানুষ চাইতো এক অবিচলিত উন্নত জীবন বোধ। সেটা যখন হারিয়ে গেলো, তখনই শুরু হলো সংকট···বদলি হিসেবে তার জায়গা নিলো আবেগ, অবাধ কল্পনা-প্রবণতা আর সুখ সন্ধানের এক হাসাকর জগাখিচুড়ি।'

লিলিয়ান হাসলো, 'অন্যটাও কি একটার বদলি নয়? একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটার অস্তিত্ব কি একেবারেই অসম্ভব?'

একরাশ চিন্তা নিয়ে ওর দিকে তাকালেন দ্য পেসত্র, 'অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাই, তবে আপনার ক্ষেত্রে বোধ হয় তা নয়। সেটাই আমাকে অবাক করে। আপনার দুটোই আছে। আপনার মধ্যে বোধ হয় মর্মযন্ত্রণা আর বিদ্রোহ—বহুদিন আগেই একে অন্যকে বিলোপ করে দিয়েছে। তারপর ছোট ছোট জিনিসগুলো বড় জিনিসগুলোর মতো সমান মূল্যবান হয়ে উঠেছে, খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে শুরু করেছে।'

'অষ্টাদশ শতক জেগে উঠছে,' খানিকটা বিদ্রূপের ভঙ্গিমায় বললো লিলিয়ান। 'আপনি না বলছিলেন, আপনি ওই শতকের শেষতম সন্তান?'

'শেষতম স্মৃতিকার।'

'আমার কিন্তু মনে হয়, ওই শতকেও মানুষ সুখ নিয়ে অনেক কচকচি করেছে।'

'সে শুধু ভানসারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তখনকার মানুষ প্রকৃত অর্থে সত্যিকারের বাস্তববাদী ছিলো।'

'যতদিন না গিলোটিন এলো।'

'যতদিন না গিলোটিন এলো এবং 'সুখের অধিকার' বলে কথাটা আবিষ্কৃত হলো,' দ্য পেসত্র একমত হলেন। 'গিলোটিন চিরকালই আসে।'

নিজের গ্লাস শেষ করলো লিলিয়ান, 'আপনি আমার কাছে যে প্রস্তাব রাখতে চাইছেন—আপনার সহধর্মিনী হবার প্রস্তাব—এসব কি তারই দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা নয়?'

'তা আপনি যেমন খুশি বলতে পারেন,' দ্য পেসত্র আগের মতোই

অবিচলিত ভাবে বললেন। 'তবে এটা আপনাকে একটা খসড়া কাঠামো দেবার প্রস্তাব, যা আপনার প্রয়োজন। অথবা একটা খসড়া কাঠামো, যা আপনার পক্ষে যথাযোগ্য হবে বলে আমার ধারণা।'

'ঠিক পাথর বসানোর মতো।'

'হ্যাঁ, খুব মূল্যবান পাথর।'

'একটা পরিপূর্ণ হতাশার পাথর?'

'নীল-সাদা নিঃসঙ্গতা আর সাহসিকতার পাথর। আমার অভিনন্দন রইলো মাদমোয়াজেল! আমার নাছোড়বান্দা মনোভাবকে ক্ষমা করবেন। হীরেতে এত আগুন বড় একটা দেখা যায় না।' হাতের গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন দ্য পেসত্র. 'ইতালীর দৌড় প্রতিযোগিতার শেষ খবরটা শুনবেন নাকি?'

'এখানে?'

'নয়, কেন? আলবের, মানে এখানকার মালিক, এর চাইতে আরও অনেক বেশি জটিল বাসনা চরিতার্থ করাতে পারে। অবশ্য ও যদি তা করতে চায়। তবে আপনার জন্যে ও তা করতে চাইবে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আলবেরের দৃষ্টিশক্তি খুবই চমৎকার কিনা!'

বাদ্যবৃন্দে যথারীতি 'দ্য মেরি উইডো' থেকে সঙ্গীতাংশ বাজতে শুরু করেছিল। পরিচারক ওদের টেবিলটা সাফ করে দিলো। বেড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে আলবের ওদের পেরিয়ে গিয়ে, ওদের টেবিলে এক বোতল কোঁইয়াক দেবার নির্দেশ দিলো।…বোতলটা ধূলি ধূসরিতও নয়, বা নেপোলিয়ানের প্রতীক চিহ্ন দিয়ে অলঙ্কৃত করাও নয়। এটার বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র হাতে লেখা ছোট লেবেলটা।

'আপনাকে তো বলেছিলাম, লোকটার দৃষ্টিশক্তি খুবই চমৎকার!' দ্য পেসত্র টিপ্পনি কাটলেন। 'প্রথমে কিন্তু আমরা জিনিসটাকে হাতের গরমে গরম করে তুলবো, গন্ধ শুঁকবো, দু-চার কথা আলোচনা করবো—তারপরে পান করতে শুরু করবো। সেটাই উৎসব পালনের সাধারণ রীতি।… আমাদের লক্ষ্য করা হচ্ছে কিনা!'

নিজের গ্লাসটা তুলে নিলো লিলিয়ান। তারপর করপুটের আশ্রয়ে

সেটাকে উষ্ণ না করে বা গন্ধ না শুঁকেই এক চুমুকে শেষ করে ফেললো। দ্য পেসত্র হাসলেন। নিজের কোণ থেকে অনুভূতি শূন্য মুখে আলবেরও হাসলো এক চিলতে। কয়েক মিনিট পরে ছোট এক বোতল ফ্রাঁবোয়াজ নিয়ে আসা পরিচারকের মুখেও অনুসরণ করলো সে হাসি। ছোট ছোট গ্লাসগুলো টেবিলে সাজিয়ে তাতে পানীয় ঢেলে দিলো লোকটা।...'অনেক প্রাচীন র‍্যাজবরি,' শ্রদ্ধা সহকারে বললেন দ্য পেসত্র।

এখন আমি যদি এই প্রাচীন সুরা লোকটার মুখে ছুঁড়ে দিই, তা হলে ও কি করবে? লিলিয়ান ভাবছিলো। হয়তো তাও উনি বুঝতে পারবেন, শিষ্টাচার সম্মত বিনয়ের বাক্য বলতে শুরু করবেন। লোকটাকে লিলিয়ান যে ঘৃণা করে তা নয়, বরং প্রশান্তিদায়ক মৃদু ওষুধের মতো মনোরম বলেই মনে করে। ওর কাছে ভদ্রলোক অস্তিত্বের অন্য অংশের মূর্ত প্রতীক। জীবনের সমস্ত উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তাকে উনি নান্দনিক বিশ্বনিন্দাবাদের ভঙ্গিতে উন্নীত করেছেন, বিপদ সঙ্কুল পার্বত্য পথকে করতে চেষ্টা করেছেন রূপময় উদ্যানপথ। অথচ তাতে কিছুই পালটায়নি।...কিন্তু এ ধরনের কথা এর আগে ও শুনেছে? অবশ্যই সিসিলিতে, লেভালির কাছে।...সে ভাবে বাঁচতে হলে প্রয়োজন অর্থ আর একটা ছোট্ট হৃদয়ের। তুমি গাড়ি চালিয়ে ব্রেসিয়া থেকে ব্রেসিয়াতে যাও নি, ছিলে ব্রেসিয়াতেই—আর নিজেই নিজেকে চোখ মটকে বলেছো, তুমি অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে ভার্সে-ইতে ছিলে!

'এবারে আমি যাবো,' লিলিয়ান বললো।

'আর ক'বার বলবেন!' দ্য পেসত্র বললেন। 'এ কথাটা কি আপনার খুবই প্রিয়?'

ওর দিকে তাকালো লিলিয়ান, 'আপনি যদি জানতেন, আমার কি ভীষণ থাকার ইচ্ছে! একটু থেমে ধীরে ধীরে আবার বললো, 'নেহাত যদি একাও থাকতে হয়...তবু থাকা, শুধু থাকা—আর সব কিছুই মিথ্যে!'

লিলিয়ানের ইচ্ছে মতো দ্য পেসত্র ওকে নিজের গাড়িতে চাপিয়ে হোটেলে নামিয়ে দিয়েছিলেন। রাতরক্ষীটি ওকে দেখেই উত্তেজিত ভঙ্গিমায়

ছুটে এলো, 'মঁসিয় ক্লেরফাইত বারো নম্বর যাচ্ছেন। ছজন প্রতিযোগীকে এর মধ্যেই উনি পেছনে ফেলেছেন। ঘোষক বলছিলেন, রাত্রিবেলার চালক হিসেবে উনি দুর্দান্ত!'

'জানি।'

'এ আনন্দ-উৎসব পালনের জন্যে এক গ্লাস শ্যাম্পেন নেবেন কি?'

'কারুরই এতো শীঘ্রি করে উৎসব পালন করা উচিত নয়। দৌড়বাজ গাড়ির চালকরা ভীষণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন।'

ছোট্ট অন্ধকার ঘরটাতে খানিকক্ষণ বসে রইলো লিলিয়ান। রাত রক্ষীটি ফের বললো, উনি যদি এই ভাবে চলেন, তাহলে কাল ভোরেই আবার লেসিয়াতে ফিরে আসবেন।'

'সেটাও এত শীগগিরি বলা ঠিক নয়।' লিলিয়ান উঠে দাঁড়ালো, 'আমি ব্যালেণ্ডা সঁর মিশেল থেকে আজ রাতের শেষ পেয়ালা কফি খেয়ে আসতে যাচ্ছি।'

...এই রেস্তোরাঁতে লিলিয়ান এখন নিয়মিত খদ্দেরদের মতোই ব্যবহার পেয়ে থাকে। পরিচারক ওর আসার দিকে লক্ষ্য রাখছিলো। আর অপেক্ষা করছিলো জেরাদ। সর্বদা ক্ষুধার্ত থাকার এক চমৎকার বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই জেরাদ। ফলে যতক্ষণ সে গোগ্রাসে গিলছিলো, ততক্ষণ ইচ্ছে মতো চিন্তা করার সুযোগ পেয়ে গেলো লিলিয়ান। উষ্ণ, স্বস্তিহীন চোখ মেলে রাস্তায় জীবনস্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভারি ভালো লাগছিলো ওর। এরা প্রত্যেকেই যে এক একটি অমর আত্মার অধিকারী, একথা এই অন্তহীন প্রবাহের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু এর পর কোথায় যাবে এরা? শরীরের মতো এদের আত্মাগুলোও কি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবে? না কি বাসনা, বিলাস, আনন্দ আর হতাশায় ভরা সন্ধ্যাগুলোতে ব্যালেণ্ডা ধরে ঘুরে বেড়াবে শুধুমাত্র থেকে যাবার বাসনায়?'

অবশেষে খাওয়া থামালো জেরাদ। চমৎকার এক টুকরো পঁ ল্যাভেক পনির সহযোগে খাওয়া শেষ করে বললো, 'শরীরের পুষ্টির জন্যে পশুর ভাজা মাংস আর আধা-গাঁজানো দুধে তৈরী খাবারদাবারগুলো এমন স্থূল

জান্তব প্রক্রিয়ায় খেয়ে কি করে যে আত্মার কাব্যিক গুণের জন্ম হয়, তা ভাবলে অবাক হতে হয়! সত্যি এ এক চির বিস্ময়—আবার সেই সঙ্গে সান্ত্বনার জিনিসও বটে।'

লিলিয়ান হাসলো, 'ব্রেসিয়া থেকে ব্রেসিয়া।'

'তার মানে!···আমি কিন্তু এই সহজ সরল কথাটার অর্থ কিছুই বুঝতে পারলাম না! হয়তো অর্থটা সুগভীর ভাবে বোঝা আপাত-অসাধ্য!' কফির পেয়ালায় চুমুক দেয় জেরার্দ, 'ব্রেসিয়া থেকে ব্রেসিয়া। আমার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের নামকরণে আমি এ নামটাই ব্যবহার করবো। কিন্তু আজ রাত্তে আপনি দেখছি একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন?'

'তা নয়, তবে কথা বলছি না।'

'ব্রেসিয়া থেকে ব্রেসিয়া?'

'অনেকটা সে রকম!'

'দেখুন, আসলে খুঁটিনাটি জিনিসগুলো সবই এক। র‍্যাফায়েলের ছবির মতো এই মদের বোতলটাও সমান মনোরম। ওই টেবিলের ওই ব্রণকণ্টকিত ছাত্রীটির মধ্যেও মেডিয়া আর অ্যাসপাজিয়ার কিছুটা আছে। আশাহীন জীবনে সমস্ত কিছুই সমান গুরুত্বপূর্ণ আর গুরুত্বহীন, সমস্ত কিছুই দৃষ্টির একেবারে কাছাকাছি, সমস্ত কিছুই ঈশ্বর। আপনি তো এ কথাই বলতে চাইছেন, নয় কি?'

'প্রায় তাই,' লিলিয়ান হাসলো। 'কি প্রচণ্ড বেগবান আপনি!'

'সেটা উপলব্ধি করার পক্ষেও বড্ড বেশি বেগবান,' জেরার্দ মুখ বিকৃত করলো তারপর কৌইয়াকে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে বললো, 'সেটা যদি আপনি সত্যিই অনুভব করে থাকেন, তাহলে আপনার জন্যে আর মাত্র তিনটি পথ খোলা রয়েছে···'

'অ্যাতো!'

'প্রথমত, একটা বৌদ্ধ বিহারে ঢুকে পাগল হয়ে যাওয়া অথবা প্রাণত্যাগ করা—আত্মহত্যা করাটাই শ্রেয়। জানেনই তো—যে তিনটি কারণে মানুষ পশুর চাইতে শ্রেয়তর, আত্মবিলুপ্তি তার মধ্যে একটা।'

বাকি দুটো কি, তা আর জিজ্ঞেস করলো না লিলিয়ান। বললো,

'একটা চতুর্থ সম্ভাবনাও আছে, কিন্তু অন্যগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব পাবার মতো তেমন কিছু সেটার মধ্যে নেই। আমাদের মুশকিলটা হচ্ছে, আমরা ভাবি—জীবনের ওপরে আমাদের জোর আছে, দাবি আছে, অধিকার আছে। কিন্তু আসলে তা কিছুই নেই। যখন আমরা তা জানতে পারি, তখন অনেক তিক্ত মধুই সুমিষ্ট হয়ে ওঠে।'

দুহাত উঁচুতে তুলে নীরবে ওকে অভিবাদন জানায় জেরার্দ, 'যে কিছুই আশা করে না, সে কোনদিনই হতাশ হয় না। ছোটখাট সত্যের ব্যাপারে এটাই শেষ কথা।'

'আজকের রাতের মতো,' লিলিয়ান হাসলো। 'এবারে আমি যাবো।'

'আপনি সর্বদা এই কথাটা বলেন, কিন্তু বারবারই ফিরে আসেন।'

'ফিরে আসি, তাই না?' কৃতজ্ঞতা ভরা চোখ তুলে তাকায় লিলিয়ান, 'কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, শুধু কবিরাই তা জানে।'

'আসলে কবিরাও তা জানে না, তারাও শুধু আশা করে।'

জো দে গ্রঁ অগুস্তাঁ ধরে হাঁটতে হাঁটতে কো ভলতের অব্দি এগিয়ে গেল লিলিয়ান, তারপর ফিরে আসতে লাগলো জেটির পেছন দিককার সরু সরু গলি ঘুঁপচি দিয়ে। এতো রাতেও একা পথ চলতে এতোটুকু ভয় হচ্ছিলো না ওর—মানুষকে ওর ভয় নেই।...রু দ্য সোনে এক মহিলাকে পথের ওপরে পড়ে থাকতে দেখলো ও। প্রথমে মাতাল মনে করে উপেক্ষার ভঙ্গিমায় ও এগিয়ে গিয়েছিলো খানিকটা। কিন্তু মহিলার পড়ে থাকার ভঙ্গিমায় এমন একটা কিছু ছিলো, যা ওকে ফিরে আসতে বাধ্য করলো। মহিলার শরীরের আধখানা পাশপথের ওপরে, বাকি আধখানা নিচে। চলন্ত গাড়িগুলোর থেকে নিরাপদে রাখার জন্যে মহিলাকে অন্তত পাশপথের ওপরে তুলে দেবে বলে ভাবছিলো ও।

মহিলা আসলে মৃতা। রাস্তার স্বল্প আলোয় ওর খোলা চোখদুটো লিলিয়ানের দিকেই স্থির হয়ে ছিলো। লিলিয়ান ওর কাঁধ দুটো তুলে ধরতেই মাথাটা নিরালম্বের মতো পেছনে হেলে গিয়ে পথের ওপরে ঠুকে গেলো। অস্ফুট চিৎকার করে উঠলো লিলিয়ান। মুহূর্তের জন্যে ওর মনে

হলো. ও বুঝি মহিলাকে আঘাত দিয়ে ফেলেছে। মহিলার মুখের দিকে তাকালো ও—ভাবলেশহীন, শূন্য একটা মুখ। হতবুদ্ধি হয়ে চতুর্দিকে তাকাতে লাগলো লিলিয়ান. কি করবে কিছুই বুঝতে পারছিলো না ও। কাছে দূরের সামান্য কটা জানলায় তখনও আলোর নিশানা ফুটে রয়েছে। বড়সড় পর্দা টানা একটা জানলার পেছন থেকে ভেসে আসা সঙ্গীতের মূর্ছনা স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছিলো ও। বাড়িগুলোর মাঝে মাঝে আকাশটা যেন অনেকখানি উঁচুতে···নক্ষত্র বিহীন। কোত্থেকে কে একজন যেন কাকে ডাকলো। তারপরেই লিলিয়ান দেখলো, একটা মানুষ সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। একমুহূর্ত ইতস্তত করলো ও, তারপর দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলো লোকটার দিকে।

'জেরার্দ!' অবাক হলেও নামহীন এক সুগভীর স্বস্তিতে লিলিয়ানের সারা মন ভরে উঠলো। 'আপনি কি করে জানলেন যে আমি···'

'আমি আপনাকে অনুসরণ করছিলাম। বসন্ত সন্ধ্যায় সেটুকুই হচ্ছে কবিদের সুবিধে।'

লিলিয়ান মাথা নাড়লো, 'এদিকে আসুন, এখানে একটা মরা মেয়ে মানুষ পড়ে রয়েছে।'

'মাতাল বোধ হয়, বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।'

'না, না মরে গেছে। মড়া দেখতে কেমন হয়, আমি জানি।' জেরার্দের অনমনীয় মনোভাব অনুভব করলো লিলিয়ান, 'কি ব্যাপার?'

'এর সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াতে চাই না,' মৃত্যুর কবি জবাব দিলো।

'কিন্তু এভাবে আমরা ওকে এখানে ফেলে রাখতে পারি না!'

'কেন নয়? ওতো মরে গেছে—এখন যা কিছু করার, সবই পুলিসের কাজ। আমি আর তার মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাই না। আপনারও জড়ানো উচিত নয়। ওরা ভাববে, আমরাই ও কাজ করেছি। আসুন!

লিলিয়ানের হাত ধরে টানলো জেরার্দ। তবু নিস্পন্দ হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলো ও।···ছক কাটা স্কার্টের নিচে একটা পা গোটানো, মোজা, বাদামী রঙের জুতো, হাত দুটি আধো মুঠি করা, মাথায় ছোট ছোট করে ছাঁটা কালো চুল, গলায় একটা সরু হার।

'আসুন !' জেরার্দ ফিসফিসিয়ে বললো, 'আমরা এখানে থাকলে অনর্থক ঝামেলা ছাড়া আর কিছু হবে না। পুলিসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া ঠাট্টার কথা নয়। আমরা না হয় কোথা থেকে একটা টেলিফোন করে দিতে পারি, সেটাই যথেষ্ট।'

জেরার্দের আকর্ষণে নিজেকে ছেড়ে দিলো লিলিয়ান। ও জানতো, জেরার্দ যা বলেছে তা ভুল এবং ঠিক—দুটোই। জেরার্দ এতো দ্রুত হাঁটছিলো যে ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিলো না লিলিয়ান। জেটির অপেক্ষাকৃত আলোকিত অংশে পৌঁছে ও দেখলো, জেরার্দের মুখ ভীষণ ফ্যাকাশে। কণ্ঠস্বরে তিক্ত বিদ্রূপের সুর ঢেলে বললো, 'মৃত্যুর সম্পর্কে কথাবার্তা বলা এক কথা, আর তার মুখোমুখি হওয়া আর এক কথা—তাই না? তা কোত্থেকে টেলিফোন করবো আমরা? আমার হোটেল থেকে?'

'ওখানকার রাতরক্ষীটা তাহলে আমাদের কথাবার্তা শুনে ফেলবে।'

'আমি ওকে কোন একটা কাজের ভার দিয়ে সরিয়ে দিতে পারি।'

'বেশ, তবে তাই চলুন।'

লিলিয়ানকে দেখেই রাতরক্ষীটি ঝলমলে মুখ নিয়ে এগিয়ে আসে, 'মঁসিয় ক্লেরফাইত এখন দশ নম্বরে যাচ্ছেন, কিন্তু উনি…জেরার্দকে লক্ষ্য করে থেমে যায় লোকটা।

'উনি ক্লেরফাইতের একজন বন্ধু,' লিলিয়ান বললো। তুমি ঠিকই বলেছো, এখন আমাদের আনন্দ উৎসব পালন করা উচিত। আমাদের জন্যে তুমি এক বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে আসবে? আর শোনো, টেলিফোনটা কোথায় বলো তো?'

নিজের টেবিলের দিকে দেখিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায় লোকটা। জেরার্দ ততক্ষণে টেলিফোন নির্দেশিকাটা দেখতে শুরু করেছিলো। বললো, 'এটা পুরনো বই।'

'পুলিসের নম্বর পালটায় না।'

দশ নম্বরে, ভাবছিলো লিলিয়ান। এখনও সে গাড়ি নিয়ে শুধু ছুটছে আর ছুটছে…ছুটে চলেছে ব্রেসিয়া থেকে ব্রেসিয়ায়।…দুরভাবে জেরার্দের

কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলো ও।…রাতরক্ষীটি গ্লাস আর বোতল নিয়ে ফিরে এসেছিলো। বোতলটা সে উৎফুল্ল ভাবে নাড়াচাড়া করছিলো, গুলির মতো ছিটকে বেরিয়ে এলো ছিপিটা। কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে সেদিকে ফিরে তাকালো জেরার্দ। 'না, গুলি নয়,' বললো সে। তারপর আরও কিছু কথাবার্তা বলে রেখে দিলো গ্রাহযন্ত্রটা।

'আপনার হয়তো পানীয়ের প্রয়োজন,' লিলিয়ান বললো। 'শ্যাম্পেন আনতে বলা ছাড়া ওই মুহূর্তে আমার আর কিছুই মাথায় আসেনি। লোকটা সারা সন্ধ্যে ধরে এই জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। এতে কোন অন্যায় হয়নি বোধহয়?'

মাথা নেড়ে আদাখিলের মতো পান করতে থাকে জেরার্দ। বারবার সে শুধু টেলিফোনের দিকে তাকাচ্ছিলো। লিলিয়ান বুঝতে পারছিলো, পুলিস যদি বুঝে ফেলে কোত্থেকে টেলিফোন করা হয়েছিলো, সেই আশঙ্কাতেই ভীত হয়ে উঠেছে লোকটা।

'ছিপি খোলার শব্দে ওরা ভেবেছিলো, কেউ গুলি ছুঁড়ছে,' জেরার্দ বললো।

গ্লাসগুলো ফের ভরে দেবার জন্যে ওর হাতে তুলে দিলো লিলিয়ান।

'এবারে আমি যাবো,' জেরার্দ বললো।

'এবারে তাহলে আপনিই যাবেন? আচ্ছা, আসুন—শুভরাত্রি।'

বোতলটার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায় জেরার্দ, 'আপনার যদি আর না লাগে, তাহলে ওটা আমি নিয়ে যেতে পারি?'

'না জেরার্দ। আপনি এখানে বসে পান করতে পারেন, নয়তো নিরাপদে কেটে পড়তে পারেন—যা আপনার অভিরুচি।'

যাওয়াটাই সাব্যস্ত করে বড় বড় পা ফেলে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় জেরার্দ। এখন সামনে রাত্রি… নিঃসঙ্গ রাত্রি, ভাবলো লিলিয়ান। বোতলটা রাতরক্ষীর হাতে তুলে দেয় ও, 'এটা তুমিই নাও।…রেডিওটা কি এখনও ওপর তলায় রয়েছে?'

'নিশ্চয়ই আছে, মাদমোয়াজেল।'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসে লিলিয়ান। রেডিওর কাচ আর ধাতব

আংশটুকু চিকচিক করছিলো অন্ধকারে। কোন পুলিসের গাড়ি যায় কিনা দেখার জন্যে খানিকক্ষণ জানলার কাছে অপেক্ষা করে রইলো ও। কিন্তু তেমন কিছুই দেখতে পেলো না। ধীরে ধীরে পোশাক ছাড়লো। একবার ভাবলো, ওর সঙ্গী এই পোশাকগুলোকে সারা রাত চারদিকে ঝুলিয়ে রাখবে কিনা। কিন্তু তারপরেই ভাবলো, সে ভাবে সাহায্য পাবার দিন এখন অতীত হয়ে গেছে। তবু পোশাকগুলোকে জড়ো করে রেখে ঘুমের বড়িগুলো তুলে নিলো লিলিয়ান।

কোন কিছু থেকে ওকে যেন সজোরে ছুড়ে ফেলা হয়েছে, এমনি একটা অনুভূতি নিয়ে ঘুম ভাঙলো লিলিয়ানের।...পর্দার ভেতর দিয়ে সূর্যের কিরণ ছুরির তীক্ষ্ণ ফলার মতো নিস্তেজ বিজলী বাতিটার গায়ে বিঁধছে।...কর্কশ আওয়াজ তুলছে দূরভাষ যন্ত্রটা।...নিশ্চয়ই পুলিস, ভাবলো লিলিয়ান, তুলে নিলো গ্রাহযন্ত্রটা।

'এই মাত্র আমরা ব্রেসিয়াতে এসে পৌঁছেছি,' অপর প্রান্ত থেকে ক্লেরফাইতের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

'ব্রেসিয়া!' প্রায় অবসিত স্বপ্নের রেশটুকু ঝেড়ে ফেলে লিলিয়ান, 'তুমি ফিরে এসেছো!'

'ছ নম্বর হয়ে,' ক্লেরফাইত হাসলো।

'বাঃ, চমৎকার!'

'আসছে কালই ফিরে আসছি। এখন একটু ঘুমোবো। তোরিয়ানি আমার পাশের চেয়ারেই ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছে।'

'হ্যাঁ, ঘুমোও। ফোন করে ভালোই করেছো।'

'তুমি কি আমার সঙ্গে রিভিয়েরাতে যাবে লিলিয়ান?'

'যাবো সোনা!'

'তাহলে আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো?'

'করবো গো, করবো।'

'আমি আসার আগে চলে যেও না!'

কোথায় যাবো আমি? ভাবলো লিলিয়ান। ব্রেসিয়াতে?...বললো,

'আমি তোমার অপেক্ষায় থাকবো ক্লেরফাইত।'

বিকেলবেলায় র‍্যু দ্য সেনে ধরে খানিকক্ষণ পায়চারি করলো লিলিয়ান। রাস্তাটা সব সময় যেমন থাকে, তেমনি রয়েছে—কিছুই পাল্টায়নি। খবরের কাগজের স্তম্ভগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে ও। কিন্তু খুঁজে পায় নি। একটা মানুষের মৃত্যুর ঘটনা খবরের কাগজের পক্ষে নিতান্তই তুচ্ছ।

উনিশ

'বাড়িটা আমি যুদ্ধের অনেক আগে কিনেছিলাম,' ক্লেরফাইত বললো। 'তখনকার দিনে একটা গানের বিনিময়ে আধখানা রিভিয়েরা কিনে নেওয়া যেতো।…এখানে আমি কোনদিনই থাকিনি, শুধু কতকগুলো জিনিসপত্র কিনে জড়ো করে রেখেছিলাম। দেখতেই পাচ্ছো, বাড়িটা কি বিশ্রী কেতায় বানানো! তবে দেওয়ালের ওই অদ্ভুত ঢঙের অলঙ্কারগুলো ঝেড়ে পুছে সমস্ত জায়গাটা আধুনিকভাবে ঢেলে সাজিয়ে, সুন্দর সুন্দর আসবাবে সাজিয়ে তোলা যায়!'

লিলিয়ান হাসলো, 'কেন? তুমি কি সত্যি সত্যিই এখানে থাকতে চাও নাকি?'

'নয় কেন?'

আবছা ঘর থেকে বাইরের অন্ধকার নেমে আসা বাগান আর নুড়ি বিছানো পথের দিকে তাকালো লিলিয়ান। এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায় না। বললো, 'হয়তো তোমার যখন পঁয়ষট্টি বছর বয়েস হবে, তখন থাকতে পারো—তার আগে নয়। মানে তুলুতে কঠিন পরিশ্রমের জীবন কাটানোর পর। তখন একজন অবসরপ্রাপ্ত ফরাসী ভদ্রলোকের মতো তুমি এখানে বাকি জীবনটা কাটাতে পারো—মাঝে মাঝে ওতেল দ্য পারীতে ডিনার খেতে যাবে, রোববারে রোববারে ক্যাসিনোতে যাবে!'

'বাগানটা বেশ বড়, বাড়িটাকে নিয়ে অনেক কিছু করা যায়,' ক্লেরফাইত একটানা বলতে থাকে। 'আর করার মতো টাকাও আমার আছে। মিল মিলিয়াটা বেশ লাভজনক হয়েছে। আশা করি মোনাকোর দৌড় প্রতিযোগিতা থেকেও বাড়ির খাতে টাকা রাখতে পারবো। কিন্তু এখানে বাস করা তোমার কাছে এত অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে কেন? এখানে ছাড়া আর কোথায় তোমার থাকার ইচ্ছে?'

'জানি না ক্লেরফাইত।'

'এবারে পথে এসো চাঁদ, এসব কথা কিন্তু সবাই জানে! অন্তত এ সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা সকলেরই থাকে।'

'আমার নেই,' লিলিয়ানের কণ্ঠস্বরে আতঙ্কের ছোঁয়া লাগে। 'কোথাও থাকতে চাওয়ার অর্থই হলো, কোথাও মরতে চাওয়া।'

'শীতের দিনে!' এখানকার আবহাওয়া প্যারীর চাইতে একশো গুণ বেশি ভালো,' ক্লেরফাইত প্রসঙ্গ পালটায়।

'শীতের দিনে।' লিলিয়ান এমনভাবে কথাটা উচ্চারণ করে যেন ও লুব্ধক নক্ষত্র, বৈতরণী আর অনন্তের কথা বলছে।

'তুমি যেরকম ভাবছো, শীত কিন্তু তার চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি আসে। শীতের মধ্যে বাড়ির কাজ শেষ করতে চাইলে খুব শীগগিরই আমাদের কাজ শুরু করতে হবে।'

আবছা ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় লিলিয়ান। আমি এখানে বন্দী হয়ে থাকতে চাই না, ভাবলো ও বললো, 'শীতকালে তোমাকে তুলুজে কাজ করতে হবে না?'

'তা-ও করতে পারি। আমি শুধু শীতের দিনে তোমাকে এমন একটা জায়গায় স্থিত করে রাখতে চাই, যেখানকার জলহাওয়া তোমার পক্ষে সব চাইতে ভালো হবে।'

জলহাওয়াতে আমার কি এসে যায়, ভাবলো লিলিয়ান। মরিয়া হয়ে বললো, 'স্যানাটোরিয়ামের জলহাওয়া তো সব চাইতে ভালো!'

ওর দিকে তাকালো ক্লেরফাইত, তুমি কি মনে করো, তোমার ওখানেই ফিরে যাওয়া উচিত?'

কোন জবাব দিলো না লিলিয়ান।

'তুমি কি ওখানেই ফিরে যেতে চাও?' ফের প্রশ্ন করে ক্লেরফাইত।

'আমার কাছ থেকে এ প্রশ্নের কি জবাব শুনতে চাও তুমি? আমি কি এখানে নেই?'

'তুমি কি কোন ডাক্তারের কাছে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করেছ? পাহাড় থেকে নেমে আসার পরে কখনো কোন ডাক্তারকে দেখিয়েছো?'

'ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করার মতো তেমন কিছুই হয়নি।'

অবিশ্বাসী চোখে ওর দিকে তাকায় ক্লেরফাইত, 'আমি তোমাকে সঙ্গে করে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো। তোমার জন্যে আমি ফ্রান্সের সবচাইতে ভালো ডাক্তারকে খুঁজে বের করবো, তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করবো।'

লিলিয়ান কোন জবাব দিলো না। এর আগে ক্লেরফাইত প্রায়ই ওকে জিজ্ঞেস করেছে, ও কোন ডাক্তার দেখাচ্ছে কিনা—ওর মুখের আশ্বাস শুনেই খুশী থেকেছে সে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি আলাদা। ওর এখনকার কথাবার্তাগুলো বাড়ি, ভবিষ্যৎ, প্রেম, নিশ্চিন্ততা—এসব সুন্দর সুন্দর শব্দের সঙ্গে চমৎকার ভাবে মিলে যায়, যে শব্দগুলো লিলিয়ানকে নিজের হাতে ঝেড়ে ফেলতে হয়েছে···কারণ তারা শুধু মৃত্যুকেই কঠিনতর করে তোলে। এর পরেই ক্লেরফাইতের পক্ষে সব চাইতে যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা হবে, ওকে জিনিসপত্র গুছিয়ে স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠিয়ে দেওয়া।

জানলার বাইরে একটা পাখি করুণ সুরে গান গাইতে শুরু করেছিলো। আচমকা ক্লেরফাইত বললো, 'চলো, বেরিয়ে পড়ি। এই সৌখিন আলোর ঝাড়টা থেকে বড্ড মিটমিটে আলো বেরোয়।'

বাইরে বেরিয়ে একটা বুকভরা গভীর নিশ্বাস নিলো লিলিয়ান। ওর মনে হচ্ছিলো, ও যেন মুক্তি পেয়েছে।

'আসল কথা হচ্ছে, তুমি আমার সঙ্গে থাকতে চাও না লিলিয়ান।' ক্লেরফাইত বললো, 'আমি তা জানি।'

'কিন্তু আমি তো তোমার সঙ্গেই রয়েছি,' লিলিয়ানের কণ্ঠস্বর করুণ শোনায়।

'এমন একজনের মতো হয়ে রয়েছো, যে কালকে আর থাকবে না।'

'তুমি কি তা-ই চাওনি?'

'হয়তো চেয়েছিলাম, কিন্তু এখন আর চাই না। তুমি কি কোনদিনও আমার সঙ্গে অন্য রকম ভাবে থাকতে চেয়েছিলে?'

'না,' নরম গলায় বললো লিলিয়ান 'কিন্তু অন্য কারুর সঙ্গেও আমি সেভাবে থাকতে চাইনি ক্লেরফাইত।'

'নয় কেন?'

কেন ও আমাকে এসব বোকা বোকা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে? ভাবলো লিলিয়ান। বললো, 'ও কথা নিয়ে তো আমরা অনেক আলোচনা করেছি ক্লেরফাইত, আর কেন?'

'সম্পর্ক তো পালটে যেতে পারে!···আচ্ছা, প্রেম কি এতোই অবজ্ঞার জিনিস?'

লিলিয়ান মাথা নাড়লো।

ওর দিকে তাকালো ক্লেরফাইত, 'জীবনে আমি নিজের জন্যে কক্ষনো কোন জিনিস এমন ঐকান্তিক ভাবে চাইনি। এখন চাইছি···আমি তোমাকে চাই লিলিয়ান।'

'কিন্তু আমি তো তোমারই আছি।'

'সেটুকুই যথেষ্ট নয়।'

ও আমাকে বেঁধে রাখতে চায়, বন্দী করে রাখতে চায়—ভাবলো লিলিয়ান। এ জন্যে ও গর্বিত···একে ও বলে বিয়ে, বলে কোমলতা, বলে প্রেম ···বুঝতে চায় না যে জন্যে ও গর্বিত, সেটাই আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। পাহাড় থেকে আমি পালিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু সে কি শুধু এখানে বন্দী হয়ে থাকার জন্যে? এখানে, অথবা তুলুতে, কিংবা ত্রেসিয়ায়? রোমাঞ্চের তাহলে কি রইলো? এমন কি হলো ক্লেরফাইতের? কিসের জন্যে ও পালটে গেলো এমন করে?

'আমরা অন্তত ঘর বাঁধার চেষ্টা করে দেখতে পারি,' ক্লেরফাইত বললো। 'যদি সম্ভব না হয়, তখন বাড়িটা আমরা বিকিরি করে দেবো।'

এখন কোন রকম চেষ্টা করে দেখার মতো সময় আমার নেই, ভাবলো

লিলিয়ান। পারিবারিক সুখ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মতো সময়ও আমার নেই, নেই এসব প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করার মতো কোন সময়। আমাকে চলে যেতে হবে।

লিলিয়ান শান্ত হয়ে উঠলো। অ-সুখকে ও ভয় করে না, কারণ অসুখ নিয়ে ও দীর্ঘদিন কাটিয়েছে। অসংখ্য মানুষ, যারা সুখের সন্ধান করছে বলে ভাবে, তাদের মতো সুখকেও ও ভয় করে না। ওর ভয় শুধু সাধারণ স্তরে বন্দী হয়ে থাকা।

সেদিন সন্ধ্যায় সমুদ্রের ওপরে আতস বাজি ছোঁড়া হচ্ছিলো। আকাশ পরিষ্কার, সুদূর দিগন্ত রেখায় আকাশ আর সমুদ্র একাকার হয়ে মিশে গেছে। রকেটগুলো যেন কোন অসীমের দিকে ছুটে গিয়ে অন্তহীন মহাশূন্যে লীন হয়ে যাচ্ছে বারবার।…স্কি-লজে শেষবার আতস বাজি দেখার কথা মনে করলো লিলিয়ান। সেটা ছিলো ওর স্বাস্থ্যনিবাস ছেড়ে চলে আসার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা। এটাও কি ওর এখান থেকে চলে যাওয়ার পূর্বমুহূর্ত নয়? আমার জীবনের সমস্ত সঙ্কল্পই যেন আতস বাজির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, ভাবলো লিলিয়ান। আতস বাজির মতো আমার পরিণামও কি শুধু ছাই আর অঙ্গার নয়? না, এখনই নয়—উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে লিলিয়ান। নিভে যাবার আগে সমস্ত শিখাই কি শেষবারের মতো প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে না?

'আমরা কিন্তু এখনও জুয়া খেলিনি,' ক্লেরফাইত বললো। 'তুমি খেলেছো? মানে আমি ক্যাসিনোতে গিয়ে খেলার কথা বলছিলাম।'

'না।'

'তাহলে ব্যাপারটা কি রকম তোমার একবার দেখা উচিত। এক ধরনের মজাই বলতে পারো। তাছাড়া যারা কিছুই জানে না, ওতে তাদের ভাগ্যেই ভালো ওঠে।…যাবে নাকি? নাকি তোমার ক্লান্তি লাগছে? এখনই তো রাত দুটো বেজে গেছে।'

'প্রত্যূষ বলো! ভোরে কি কারুর ক্লান্তি লাগে?'

আলো ঝলমলে রাস্তে ধীরে ধীরে গাড়ি নিয়ে এগুতে লাগলো ওরা।

আসনে হেলান দিয়ে বসে লিলিয়ান বললো, 'অবশেষে গরম পড়লো।'

'প্যারীতে যদ্দিন না গরম পড়ে, তদ্দিন আমরা এখানেই থাকতে পারি।'

ক্লেরফাইতের গায়ে হেলান দিয়ে বসে লিলিয়ান, 'মানুষ কেন চিরদিন ধরে বেঁচে থাকে না ক্লেরফাইত?'

ওর কাঁধে হাত রাখে ক্লেরফাইত, 'কেন থাকে না বলো তো? কেন আমরা বুড়ো হই? কেন আমরা সবাই ত্রিশ বছর বয়সের মতো করে আশী বছর অব্দি বেঁচে থেকে, হঠাৎ টুপ করে মরে যাই না?'

লিলিয়ান ছোট্ট করে হাসে, 'ত্রিশ বছর বয়েস এখনও আমার থেকে অনেক দূরে।'

'তা সত্যি,' ওর কাঁধ থেকে হাত তুলে নেয় ক্লেরফাইত। 'কথাটা আমি কেবলই ভুলে যাই। আমার কেমন যেন মনে হয়, গত তিন মাসে তোমার বয়েস পাঁচ বছর বেড়ে গেছে—এত পালটে গেছো তুমি।'

প্রথমে বড় ঘরগুলোতে খেলছিলো ওরা। তারপর সেগুলো শূন্য হয়ে গেলে, ছোট ঘরে গিয়ে ঢুকলো—যেখানে বাজির হার বেশী। ক্লেরফাইত জিততে শুরু করেছিলো। প্রথমে ও ত্রাঁত এ-কারাত খেলছিলো, তারপরে একটা রুলেট জুয়ার টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, যেখানে বাজির হার অন্য খেলার চাইতে বেশী। লিলিয়ানকে বললো, 'তুমি আমার সৌভাগ্য নিয়ে এসেছো, আমার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে থাকো।'

বারো, বাইশ আর ন' নম্বর সংখ্যাগুলোকে নিয়ে খেলছিলো ক্লেরফাইত। ক্রমশ হারতে হারতে ও এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছলো, যখন আরমাত্র একবার সর্বোচ্চ হারে বাজি ফেলা যায়। লালের ওপরে টাকাটা ফেললো ক্লেরফাইত। লাল জিতলো। জয়ের অর্ধেক আলাদা রেখে, বাকি অর্ধেক ফের লালে রাখলো সে। লাল আবার জিতলো·····পর পর আরও দুবার লালের জয়। ক্লেরফাইতের সামনে এখন টাকা আর খুচরো পয়সার স্তূপ। টেবিলের কাছে ভিড় জমে উঠেছে, ঘরের সকলেই লক্ষ্য করছে ওদের। লিলিয়ান দেখলো, সিসিলিতে ওর নৃত্যসঙ্গী প্রিন্স ফিয়োলাও টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে কালোর

ওপরে বাজি ফেললো ফিয়োলা। কিন্তু আবার লালই জিতলো। পরের দানে সব দিক থেকেই কালোর ওপরে চড়া হারে বাজি পড়লো, প্রায় সকলেই এখন ক্লেরফাইতের বিরুদ্ধে বাজি ফেলছে। শুধু নীল শিফনের সান্ধ্য পোশাক-পরা এক বৃদ্ধা ওর সঙ্গে লাল নিয়ে খেলে চলেছেন।...

সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ। শুধু বল গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ। বৃদ্ধার নাক মুখ দিয়ে সজোরে নিশ্বাস পড়লো।...ফের লাল জিতলো।

ফিয়োলা ইঙ্গিতে ক্লেরফাইতকে খেলা ছাড়তে বললো। জবাবে ক্লের-ফাইত মাথা নেড়ে ফের লালের ওপরে সর্বোচ্চ হারে বাজি ফেললো।

'লোকটা পাগল,' লিলিয়ানের পেছন থেকে কে একজন বললো।

বৃদ্ধা শেষ মুহূর্তে এবারেও লালের দিকে সবকিছু ঠেলে দিলেন। গাঢ় নৈঃশব্দের মধ্যে শুধু ওরই ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। প্রাণপণ প্রচেষ্টায় আর একটা দীর্ঘশ্বাসের পতন ঠেকিয়ে রাখছিলেন উনি। থাবার মতো একখানা হাত সবুজ কাপড়ের ওপরে লুটিয়ে রয়েছে—পাশেই ছোট্ট একটা সবুজ রঙের কচ্ছপ, যেটাকে উনি সৌভাগ্যের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে রেখে দিয়েছেন।

লাল আবার জিতলো—বৃদ্ধার চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাস ফেটে পড়লো সেই সঙ্গে। লালের এই অভূতপূর্ব জয়ের ঘটনা গুজবের মতো ছড়িয়ে পড়লো ক্যাসিনোর সর্বত্র। কালোর ওপরে গাদা গাদা খুচরো জমে উঠেছে...পর পর সাত বার জিতেছে লাল, এবারে রঙ পালটাতে বাধ্য। একমাত্র ক্লের-ফাইতই এখনও লালকে আঁকড়ে রয়েছে।...বৃদ্ধা প্রবল উত্তেজনায় শেষ পর্যন্ত তার কচ্ছপটাকেই বাজি ফেলে বসলেন এবং সেটাকে পালটে নেবার আগেই সমস্ত ঘরে গুঞ্জনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়লো—লাল এবারেও জিতেছে।

'মাদাম, আপনার কচ্ছপটাকে তো আমরা দ্বিগুণ করে দিতে পারবো না,' জুয়ার পরিচালক জীবটার প্রাচীন এবং বিজ্ঞ মাথাটা টেবিলের অপর প্রান্তে বৃদ্ধার দিকে ঠেলে দিলো।

'কিন্তু আমি যে জিতলাম! তার কি হবে!' বৃদ্ধা কঁকিয়ে উঠলেন।

'মাপ করবেন মাদাম—কিন্তু আপনি বাজির পয়সাও ফেলেন নি, বা কত ফেলছেন তাও বলেন নি।'

'কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন, আমি বাজি ফেলতে চেয়েছিলাম—সেটাই তো যথেষ্ট, নয় কি ?'

'না মাদাম। বলটা পড়ার আগে হয় আপনি বাজি ফেলবেন, নয়তো বলবেন কত ফেলছেন—সেটাই নিয়ম।'

বৃদ্ধা চতুর্দিকে একটা ঘৃণার দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলেন. ক্লেরফাইত ইতিমধ্যে ফের লালের ওপরে বাজি ধরেছিলো। রাগে গনগন করতে করতে বৃদ্ধা এবারে কালোর ওপরে বাজি ধরলেন। যথারীতি অন্য সকলেও তাই। ফিয়োলা বাজি ধরলো ছ নম্বর এবং কালোর ওপরে।

আবার লাল এলো। এতক্ষণে জিতে নেওয়া টাকা পয়সাগুলো গুছিয়ে নিয়ে কতকগুলো খুচরো পরিচালকের দিকে ঠেলে দিলো ক্লেরফাইত। উঠে দাঁড়িয়ে লিলিয়ানকে বললো, 'সত্যিই তুমি আমাকে সৌভাগ্য এনে দিয়েছো।' তারপর অপেক্ষা করে রইলো যতক্ষণ না বোর্ডের বলটা ফের স্থির হয়ে দাঁড়ায়। এবারে কিন্তু কালোই জিতলো। 'দেখলে তো,' লিলিয়ানকে বললো ক্লেরফাইত, 'মাঝে মধ্যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে একটা বস্তু সত্যি সত্যিই কাজ করে!'

লিলিয়ান হাসলো। তোমার প্রেমের ব্যাপারে যদি সেটা কাজ করতো! ভাবলো ও।

ততক্ষণে ফিয়োলা ওদের দিকে এগিয়ে এসেছে। বললো, 'অভিনন্দন রইলো। ঠিক সময় মতো ছেড়ে চলে আসাটা, জীবনের সব চাইতে বড় শিল্প।' লিলিয়ানের দিকে ফিরে তাকালো ও, 'আপনি কি আমার সঙ্গে একমত নন ?'

'আমি জানি না, এ ব্যাপারটাতে আমার মোটেই অভ্যেস ছিলো না।'

'আমি কিন্তু তা বিশ্বাস করিনে,' ফিয়োলা হাসলো। 'অনেককে বিভ্রান্ত করে দিয়ে আপনি সিসিলি থেকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রোমে এসে পৌঁছলেন আর চলে গেলেন—ঠিক বিদ্যুৎ চমকের মতো। শুনেছি, ভেনিসেও কেউ আপনার কোন খোঁজ করে উঠতে পারে নি।'

পানশালায় ঢুকে ক্লেরফাইত বললো, 'যে টাকা জিতেছি তাতে মনে হয়, এখুনি বাড়িটা নতুন করে ঢেলে বানাবার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে।'

'কাল তো আবার ওই টাকাটাই হারতে পারো।'

'তুমি কি তাই চাও?'

'মোটেই না!'

'আর খেলছি না, পুরো টাকাটাই আমরা রেখে দেবো।' ক্লেরফাইত বললো, 'বাগানে তোমার জন্যে একটা সাঁতার-দীঘিও বানিয়ে দেবো।'

'তা আমার দরকার নেই। আমি সাঁতার কাটি না, তুমি তা ভালো ভাবেই জানো।'

চট করে ওর দিকে এক পলক তাকিয়ে নেয় ক্লেরফাইত, 'তা জানি। তুমি কি ক্লান্ত?'

'না।'

'একটানা পরপর লাল হওয়া একেবারে অলৌকিক ব্যাপার,' ফিয়োলা এতক্ষণে প্রথম কথা বললো। 'আমার জীবনে আমি আর মাত্র একবার এমন ঘটনা ঘটতে দেখেছি। সেটা হয়েছিলো যুদ্ধের আগে, সেবারে একটানা বারো বার কালো হয়েছিলো। চারদিকে একেবারে সাড়া পড়ে গিয়েছিলো তখন। সে লোকটা কালো আর তারপর তেরো নম্বরের ওপরে বাজি ফেলছিলো। লোকটা ছিলো রাশিয়ান। কি যেন নামটা?...ভলকভ, বা ওই ধরনের একটা কিছু হবে বোধহয়।...হ্যাঁ হ্যাঁ, ভলকভই বটে।'

'ভলকভ?' লিলিয়ানের যেন বিশ্বাস হয় না, 'বরিস ভলকভ নয়?'

'ঠিক, বরিস ভলকভই তো! আপনি তাকে চেনেন নাকি?'

মাথা নাড়লো লিলিয়ান। না, সে ভাবে জানি না—ভাবলো ও। লক্ষ্য করলো, ক্লেরফাইত ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'লোকটার কি হলো, আমার জানতে ইচ্ছা হয়।' ফিয়োলা বললো, 'সত্যিকারের জাত জুয়াড়ী ছিলো লোকটা।...সেবারে ওর সঙ্গে মারিয়া অ্যানদারসেনও এখানে এসেছিলেন। মহিলার নাম আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন। উনি ছিলেন তখনকার দিনে ইউরোপের সেরা সুন্দরীদের মধ্যে একজন। মিলানে এক বিমান আক্রমণে ওঁর মৃত্যু হয়।' ক্লেরফাইতের দিকে ঘুরে তাকালো ফিয়োলা, 'আপনি কখনও ভলকভের কথা শোনেন নি?'

'কোনদিনও না।'

'আশ্চর্য! লোকটা ওই সময়ে কয়েকটা প্রতিযোগিতায় গাড়িও চালিয়ে ছিলো—অবশ্য অপেশাদার হিসেবে। অতোটা মদ গিলেও ওর মতো ঠিক থাকতে পারে, এমন লোক আমি খুব কমই দেখেছি···সম্ভবত মদই ওকে মেরেছে।'

ক্লেরফাইতের মুখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ইঙ্গিতে পরিচারককে আরও একটা বোতল আনতে বলে সে।

'আজ রাতে আরও খেলবেন নাকি?' ওকে প্রশ্ন করে ফিয়োলা। 'আজ আর না খেলাই ভালো।'

'কেন নয়? কে জানে, আজই হয়তো আর একবার পরপর তেরো দানে কালো হতে পারে!'

'ফের টেবিলে ফিরে গেলে খুব ভুল করা হবে।' ফিয়োলা লিলিয়ানের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, 'বরং আপনার খেলা উচিত—এখানে আপনি এই প্রথমবার এসেছেন। আমার হয়ে খেলবেন? আসুন না!'

আর একটা টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলো ওরা। সাবধানে অল্প টাকার বাজি ফেলে খেলতে শুরু করেই জিততে লাগলো লিলিয়ান। ফিয়োলা তখন হারছিলো। বললো, 'এটা আপনার রাত! আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই, কিছু মনে করবেন?'

'পরে পস্তাবেন।'

'জুয়াতে নয়। শুধু আপনার পেছন পেছন যাবো!'

একবার লাল আর একবার কালোর ওপরে খেলে অবশেষে সংখ্যার ওপরে বাজি ফেলতে লাগলো লিলিয়ান। শূন্যের ওপরে দুবার জিতলো ও। 'শূন্যতা আপনাকে ভালবাসে,' মুচকি হেসে ওকে বললো ফিয়োলা।

কচ্ছপওয়ালী বৃদ্ধা রাগ রাগ মুখে লিলিয়ানের উলটো দিকের আসনে এসে বসলেন। ওঁর হলদে রঙের হাতে অসাধারণ সুন্দর একটা হীরে চলচল করে ঘুরছে। ঘাড়টা কচ্ছপের মতোই কোঁচকানো। দুটোর মধ্যে আরও সাদৃশ্য দেখতে পেলো লিলিয়ান—দুজনেরই চোখের পাতা বলতে প্রায় কিছু নেই, চোখে সাদাটে কোন অংশও নেই।···

লিলিয়ান পরপর একবার কালো আর একবার তেরো নম্বর নিয়ে

খেলছিলো। কিছুক্ষণ পরে চোখ তুলে দেখলো, ক্লেরফাইত টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে ওর খেলা দেখছে। তবু মরিয়া হয়ে বরিস ভলকভের মতোই খেলতে লাগলো ও। তারপর এক সময় 'যথেষ্ট হয়েছে,' বলে উঠে পড়লো। ও জিতেছে, কিন্তু কত তা জানে না।

'এত শীগ্রিই চলে যেতে চাইছেন?' ফিয়োলা বললো, 'এতো আপনারই রাত, তা বুঝতে পারছেন না! এ রাত কিন্তু আর ফিরে আসবে না!'

'রাত শেষ হয়ে গেছে। জানলার পর্দাগুলো সরিয়ে দিলে দেখবেন, আবছা ভোর ভোর আলো আমাদের সবাইকে কেমন ভূতুড়ে করে তুলেছে। শুভরাত্রি ফিয়োলা, আপনি খেলতে থাকুন '

ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে এসে লিলিয়ান দেখলো, সূর্য প্রতীক্ষায় আকাশের গায়ে নীল আর পেতলের মতো হালকা হলুদ রঙের আভা লেগেছে। দিগন্তের কিনারা পর্যন্ত স্থির হয়ে আছে স্বচ্ছ সবুজ পাথরের মতো অনন্ত সমুদ্র। হলদে আর লাল রঙের পাল তোলা কয়েকটা জেলে ডিঙি ভেসে চলেছে সমুদ্র-পাখির মতো। সমুদ্রতট শান্ত নিস্তব্ধ। পথে কোন যানবাহনের আনাগোনা নেই। বাতাসে গলদা চিংড়ি আর সমুদ্রের ঘ্রাণ।

লিলিয়ান বুঝতে পারছিলো না, কোত্থেকে ঝগড়ার সুর ভেসে আসছে। একটু খেয়াল করে শুনলো ক্লেরফাইত বলছে, 'কি করবো আমি? আমাকে লড়াই করতে হবে একটা ছায়ার সঙ্গে। লড়াই করতে হবে এমন এক-জনের সঙ্গে যাকে আমি ধরতে পারি না, বুঝতে পারি না—যে এখানে নেই, আর নেই বলেই সে বেশি করে আছে এবং সেটাই তার সব চাইতে বড় সুবিধে। উলটো দিকে আমি রয়েছি কাছে, আমার দোষ অন্যায় বোকামো সবই তুমি দেখতে পাচ্ছো। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী একটা মহান অপরূপ ভাবমূর্তি—যে কোন দোষ, কোন ভুল করতে পারে না…কারণ আসলে সে কিছুই করে না। আমিও তার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারি না, যেমন কোন মরে যাওয়া মানুষের স্মৃতির বিরুদ্ধে কিছু করা চলে না।'

ক্লান্ত হয়ে আসনের গায়ে মাথা হেলিয়ে রাখলো লিলিয়ান।

'তাই নয় কি ?' মুঠিবদ্ধ হাত সজোরে স্টিয়ারিঙের চাকায় ফেললো ক্লেরফাইত, 'বলো তাই কি না ! আমি প্রথম থেকেই এটা বুঝতে পেরেছি। এই জন্যেই তুমি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ। এই কারণেই তুমি আমাকে বিয়ে করবে না। এই কারণেই তুমি ফিরে যেতে চাও। হ্যাঁ ! তুমি ফিরে যেতে চাও।'

মাথা তুলে ক্লেরফাইতের দিকে তাকায় লিলিয়ান, 'কি বলছো তুমি ?

'কথাটা কি সত্যি নয় ? কথাটা কি তুমি এখনও ভাবছিলে না ?'

'আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবছিলাম, সব চাইতে চালাক মানুষও কি সাংঘাতিক রকমের বোকা হতে পারে ! জোর করে আমাকে দূরে সরিয়ে দিও না ক্লেরফাইত।'

'আমি তোমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি ? আমি বরং সব রকমের চেষ্টা করছি, যাতে তোমাকে কাছে ধরে রাখা যায়।'

'তোমার কি ধারণা, এটাই আমাকে ধরে রাখার উপায় ? হায় ভগবান !' ফের আসনে মাথা এলিয়ে দেয় লিলিয়ান, 'তোমাকে ঈর্ষা করতে হবে না ক্লেরফাইত। আমি ফিরে গেলেও বরিস আমাকে চাইবে না।'

'তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। মোট কথা, তোমার ইচ্ছে ফিরে যাওয়া।'

'ওঃ ভগবান ! আচ্ছা তুমি কি অন্ধ হয়ে গেছো ?'

'হ্যাঁ, হয়তো তাই...হয়তো তাই,' ক্লেরফাইত পুনরাবৃত্তি করে। 'কিন্তু তা নিয়ে এখন আমার আর কিছুই করার নেই।'

গাড়ি নিয়ে নিঃশব্দে ওরা কর্নিশ ধরে আঁতিবের দিকে এগুচ্ছিলো। সামনের দিক থেকে গাধায় টানা একটা গাড়ি এগিয়ে আসছিলো ওদের দিকে। গাড়িটার আসনে বসে একটি কিশোরী আপন মনে গান গাইছিল তখন। ঈর্ষাতুর দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলো লিলিয়ান। ক্যাসিনোর সেই কচ্ছপ-মহিলার কথা মনে পড়লো ওর—যার সামনে জীবনের আরও কয়েকটা বছর বাকি পড়ে রয়েছে, দেখলো হাসি ছলছল এই কিশোরীটিকে, তারপর ভাবলো নিজের কথা। সহসা এই মুহূর্তটিতে

ওর মন যেন আর কোন বাধাই মানতে চাইলো না, নিদারুণ বেদনাবোধে আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো ওর সমস্ত চৈতন্য, অসহায় বিক্ষোভে সমস্ত সত্তা চিৎকার করে উঠলো—কেন? আমাকে কেন? এমন কি করেছি আমি, যাতে আমাকেই এই রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধে ভরা পৃথিবী থেকে নিতান্ত অসময়ে চলে যেতে হবে?

ঝাপসা চোখে অপরূপ নিসর্গ শোভার দিকে তাকালো লিলিয়ান। নাম না জানা ফুলের অফুরান সৌরভে ম-ম করছে সারাটা পথ।...

'কাঁদছো কেন?' বিরক্ত হয়ে জানতে চাইলো ক্লেরফাইত, 'তোমার তো কাঁদার কোন কারণ নেই।'

'হয়তো নেই।'

'একটা ছায়ার জন্যে তুমি আমার কাছে বিশ্বস্ত হয়ে রইলে না, আবার তুমিই কাঁদছো?'

হাঁ, ভাবলো লিলিয়ান, কিন্তু ছায়াটার নাম বরিস নয়। নামটা কি ওকে জানিয়ে দেবো? কিন্তু তাহলে ও আমাকে হাসপাতালে বন্দী করে রাখবে, আমার দোরগড়ায় পাহারা বসাবে—যাতে আমি ঘষা কাচের জানলার আড়ালে, জীবাণুনাশক ওষুধের গন্ধ আর সকলের শুভেচ্ছার মধ্যে একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাই।

ক্লেরফাইতের মুখের দিকে তাকালো লিলিয়ান। না, প্রেমের এ বন্ধনের মাঝে আর নয়...এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোও বৃথা। আতস বাজি তো কবেই জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে, এখন বৃথাই তার ভস্ম আর অঙ্গার খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখা!...

গাড়িটা হোটেল চত্বরে এসে ঢুকলো। একজন ইংরেজ ভদ্রলোক এই সাত সকালেই স্নানের জন্যে সৈকতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ক্লেরফাইত লিলিয়ানের দিকে না তাকিয়েই ওকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করলো। বললো, 'আমাকে তুমি আর বড় একটা দেখতে পাবে না। কাল থেকে অনুশীলন শুরু হচ্ছে।

ক্লেরফাইত বাড়িয়ে বলেছিলো। দৌড় প্রতিযোগিতাটা হবে শহরের কর্মচঞ্চল পথগুলোতে। একমাত্র প্রতিযোগিতার দিনেই সে রাস্তাগুলোকে

অন্যান্য সাধারণ যানবাহনের জন্যে বন্ধ করে রাখা চলে। কিন্তু সে সব রাস্তায় দৌড় বাজির জন্যে গাড়ি চালানো অভ্যেস করা, একেবারেই অসম্ভব।…

আচমকা ভুল বোঝাবুঝির শেষ কুয়াশাটুকুও কেমন করে যেন লিলিয়ানের মন থেকে উধাও হয়ে গেলো, ক্লেরফাইতের প্রতি বিচিত্র এক কোমল করুণায় সমস্ত হৃদয় ভরে উঠলো ওর।

'তুমি এতক্ষণ যা বলছিলে, তার একবিন্দুও সত্যি নয় ক্লেরফাইত' লিলিয়ান বললো, 'সব মিথ্যে।…ও সব কথা ভুলে যাও।'

ক্লেরফাইতের সারা মুখ আলোকিত হয়ে উঠতে দেখলো লিলিয়ান।

'তা হলে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে?' জিজ্ঞেস করলো ক্লেরফাইত।

'হ্যাঁ, থাকবো,' লিলিয়ান হাসলো।

'আমাকে বিয়ে করবে?'

'করবো।'

ওর দ্বিধা থরোথর মুহূর্তটিকে লক্ষ্য করলো না ক্লেরফাইত। ফের প্রশ্ন করলো, 'কবে?'

'তুমি যখনই বলবে। ধরো শরত কালে '

'অবশেষে!' এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে ক্লেরফাইত বললো, 'এ জন্যে তোমাকে কোনদিনও দুঃখ করতে হবে না লিলিয়ান।'

'জানি।'

একটি কথাতেই কেমন পালটে গেছে ক্লেরফাইত। বললো, 'তুমি ক্লান্ত …নিশ্চয়ই ভীষণ ক্লান্ত! এবারে তোমাকে শুয়ে পড়তে হবে। এসো, আমি তোমাকে ওপরে নিয়ে যাবো।'

'আমি তো ঘুমোবো, আর তুমি কি করবে?'

'ওই ইংরেজ ভদ্রলোকটির মতো এই ভোর বেলাতেই ছুটো ডুব দিয়ে নেবো। তারপর যতক্ষণ না রাস্তায় পুরো মাত্রায় গাড়ি টাড়ি চলতে শুরু করে, ততক্ষণ প্রতিযোগিতার পথ ধরে গাড়ি চালানো অভ্যেস করবো। নিত্য নৈমিত্তিক কাজ আর কি!' লিলিয়ানকে দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ক্লেরফাইত বললো, 'আমি কি বোকা ভাখো। যা জিতেছিলাম,

রাগের মাথায় তার প্রায় অর্ধেকই খুইয়ে ফেলেছি !'

'আমি কিন্তু জিতেছি,' হাতব্যাগটা টেবিলের ওপরে ছুঁড়ে দেয় লিলিয়ান। 'তবে গুনে দেখি নি, কতো।'

'কাল আমরা আবার জিতবো। ভালো কথা, তুমি ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছো তো ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন আমাকে ঘুমোতেই হবে।'

'আলবৎ ঘুমোবে—সন্ধ্যে অব্দি একটানা ঘুমোও। তারপরে আমরা কিছু খেয়ে নেবো, তারপরে আবার ঘুম।···তোমাকে আমি সব কিছুর চাইতে অনেক বেশি ভালবাসি লিলিয়ান !'

'আমিও তোমাকে বাসি।'

বেরিয়ে গিয়ে অতি সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করে দেয় ক্লেরফাইত, যেন কোন অসুস্থ মানুষকে সে ঘরের ভেতরে রেখে গেছে। এই প্রথম ও এমনটি করলো।

বিছানায় বসে পড়লো লিলিয়ান···শরীরে আর এক বিন্দু শক্তিও অবশিষ্ট নেই।···জানলাটা খোলা রয়েছে। ক্লেরফাইতকে সৈকতের দিকে নেমে যেতে দেখলো ও।···আর দেরি নয়, এই প্রতিযোগিতাটার পরেই—ভাবলো ও। এ দৌড় বাজিটার পরে ক্লেরফাইতকে যখন রোমে যেতে হবে, তখনই আমি সরে পড়বো। মাঝখানে আর মাত্র এই কটা দিন।··· লিলিয়ান জানে না ও কোথায় যাবে, আর তাতে কিছু এসেও যায় না। কিন্তু যেতে ওকে হবেই।

কুড়ি

প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ গতিপথ মাত্র মাইল ছয়েক লম্বা। কিন্তু সেটা মন্তে কার্লো শহরের ভেতর দিয়ে সৈকতের ধার ঘেঁষে, যে পাহাড়ের ওপরে ক্যাসিনোর অবস্থিতি সেটা পেরিয়ে আবার যথাস্থানে ফিরে এসেছে। অনেক জায়গাই এত সঙ্কীর্ণ যে পেছন থেকে এসে সামনের গাড়িকে পেরিয়ে

যাওয়া চলে না। আঁকাবাঁকা পথে অসংখ্য মারাত্মক বাঁক, কখনও কখনও সে সব বাঁক চুলের কাঁটার মতো সূক্ষ্ম। এই পথে পুরোপুরি একশো চক্কর-গাড়ি চালাতে হবে। তার অর্থ হাজার বার করে গিয়ার পালটাও, ব্রেক কষো আর গ্যাস প্যাডেলে চাপ দাও।

'একেবারে ঘোর-ঘোর-নাগরদোলা!' হাসতে হাসতে লিলিয়ানকে বললো ক্লেরফাইত। এক ধরনের সার্কাসের মতো খেলা আর কি।…কিন্তু তুমি কোথায় বসছো বলতো তো?'

'দর্শকদের সারিতে। ডান দিকের দশ নম্বর সারি।'

'গরম লাগবে। সঙ্গে টুপি আছে?'

'হাঁ।' হাতে ধরে থাকা স্ট্র-হ্যাটটা ক্লেরফাইতকে দেখায় লিলিয়ান।

'বেশ। শোনো, আজ সন্ধ্যেবেলায় আমরা সমুদ্রের ধারে পাভিলয় জুর-এ বসে বাগদা চিংড়ি আর ঠাণ্ডা মদ খাবো। আর আসছে কাল দুজনে মিলে গাড়ি নিয়ে আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে যাবো। উনি একজন স্থপতি। বাড়িটা নতুন করে করার ব্যাপারে আমরা তাকে এমন একটা পরিকল্পনা করতে বলবো, যাতে বড় বড় জানলা দিয়ে ভেতরে অনেক রোদ আসতে পারে…যাতে আলোয় ঝলমল করে ভেতরটা।'

ম্যানেজার চিৎকার করে ইতালিয়ায় ভাষায় ক্লেরফাইতকে কি যেন বললেন। সাদা বহির্বাসের গলার কাছটা বোতামে আটকে ক্লেরফাইত বললো, 'এবারে শুরু হচ্ছে।' পকেট থেকে এক টুকরো কাঠ বের করে একবার গাড়ির গায়ে আর একবার নিজের হাতে সেটা ঠুকে নিলো সে।

'প্রস্তুত?' ম্যানেজার ফের চিৎকার করে উঠলেন।

'হাঁ।'

ক্লেরফাইতকে চুমু দিয়ে মোটরদৌড়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুসংস্কারগুলোর আচার বিধি পালন করতে শুরু করে লিলিয়ান। ইতালিয়ায় মোটর মিস্ত্রিটা প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। ওর পেছনে ম্যানেজার তখন সোচ্চারে প্রার্থনা করছিলেন, 'ওগো যীশুর সুমিষ্ট রক্তধারা, দুঃখের জননী—তোমরা ক্লেরফাইত আর গ্রিগেরিওকে সাহায্য করো…'

ঘুরে দাঁড়ালো লিলিয়ান। দেখলো, মারচেত্তি এবং আরও দুজন মোটর-

চালকের স্ত্রী ইতিমধ্যেই স্টপ ওয়াচ আর নোট বুক নিয়ে যথাস্থানে বসে পড়েছে।...ক্লেরফাইতকে আমার ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়, ভাবলো ও। হাত তুলে অভিনন্দন জানালো ক্লেরফাইতকে। ক্লেরফাইত হাসলো, হাত তুলেই সাড়া জানালো ওর দিকে। ভারি অল্প বয়সী দেখাচ্ছিলো ওকে।...

ম্যানেজার চড়া গলায় বললেন, 'দৌড় শুরু করার জন্যে আপনারা প্রস্তুত হোন! যাদের এখানে থাকার কথা নয়, তাঁরা দয়া করে জায়গা ছেড়ে দিন।'

অবশেষে কুড়িটা গাড়ি যাত্রা শুরু করলো। প্রথম চক্করে অষ্টম স্থানে রইলো ক্লেরফাইত। ও খুব একটা সুবিধেজনক জায়গা পায়নি, তা ছাড়া শুরু করতেও সামান্য দেরি করে ফেলেছিলো। মিকোত্তিকে পেছনে রেখে চলছিলো সে, জানতো মিকোত্তি সুযোগ পেলেই তেড়ে আসবে। ওর আগে রয়েছে ফ্রিগেরিও, মনত্তি আর সাক্‌চেত্তি। মারচেত্তি রয়েছে প্রথম স্থানে।

চতুর্থ চক্করে মিকোত্তি সামান্য সুযোগ পেয়েই প্রথমে ক্লেরফাইত এবং তারপর সাক্‌চেত্তিকে পেছনে ফেলে তীর বেগে ক্যাসিনোর দিকে উঠে যাওয়া রাস্তাটা ধরে এগিয়ে গেলো। ক্লেরফাইতও প্রাণপণ প্রচেষ্টায় ছুটে গিয়ে সুড়ঙ্গ পথে ঢোকার একটু আগে কোনক্রমে সাক্‌চেত্তিকে পেছনে ফেললো। তারপর সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়েই দেখলো, খানিকটা আগে মিকোত্তির গাড়ি ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে চলেছে—গতিও এখন কমে এসেছে অনেকটা। নির্দ্বিধায় ওকে পেছনে ফেলে কুকুরের মতো মনত্তির পেছনে লেগে রইলো সে।...ঘাঁটির কাছে আসতেই ম্যানেজার আপাতত ওকে এ ধরনের সংগ্রাম থেকে বিরত থাকার জন্যে সংকেত জানালেন। আসলে ফ্রিগেরিও আর মারচেত্তি পরস্পর পরস্পরকে পছন্দ করে না, তাই দলগত শৃঙ্খলা বজায় রাখার পরিবর্তে সম্ভবত ওরা একজন আর একজনকে পেছনে ফেলতে চাইছে। আর পূর্ববর্তী গাড়ির চালকরা যদি কোন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে নিজেদের গাড়ি ধ্বংস করে ফেলে—তাই ম্যানেজার ক্লের-ফাইত আর মেয়ার-তকে সংরক্ষিত করে রাখতে চাইছেন।

চল্লিশটা চক্কর শেষ হবার পর লিলিয়ানের কেমন যেন মনে হলো, ওর একুণি এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত—এ প্রতিযোগিতা শেষ হবার আগেই ট্রেনে চেপে বসা উচিত ওর। আরও দীর্ঘ ষাট বার ক্রমাগত গাড়িগুলোর এই প্রদক্ষিণ একটানা বসে বসে দেখা, ওর কাছে নিতান্তই সময়ের অপব্যয় বলে মনে হচ্ছিলো—যেমন অর্থহীন ভাবে স্বাস্থ্যনিবাসের অফুরান প্রহরগুলো কেটে যেতো। একের পরে এক শুধুমাত্র ঘড়ির বৃত্তপথে কাঁটাগুলোর বৈচিত্র্যহীন পরিক্রমার দিকে তাকিয়ে থেকে.…ওর ব্যাগে জুরিখের একখানা টিকিট রয়েছে। সকাল বেলা ক্লেরফাইত যখন শেষবারের মতো অনুশীলন করতে বেরিয়েছিলো, তখনই টিকিটটা কিনে এনেছিলো ও। টিকিটটা আগামী পরশুর—ক্লেরফাইতকে তখন উড়োজাহাজে চেপে মাত্র দুদিনের জন্যে রোমে যেতে হবে। ক্লেরফাইতের বিমান ছাড়ছে সকালে আর ওর ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যায়। চোরের মতো, বিশ্বাসঘাতকের মতো পালিয়ে যাচ্ছি আমি—ভাবলো লিলিয়ান—যেমন করে একদিন স্বাস্থ্যনিবাসে বরিসের কাছ থেকে পালিয়ে আসতে চেয়েছিলাম।…বরিসকে ও অবশ্য শেষ কথাটা বলেই এসেছিলো, কিন্তু তাতে কি এমন লাভ হয়েছে? আসলে সব সময় মিথ্যে কথাটাই বলা হয় তার কারণ, সত্য শুধুমাত্র অর্থহীন নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছু নয়। পরিণতি সর্বদাই তিক্ততা আর হতাশায় ভরে থাকে…অথচ তখন কিছুই করার থাকে না। শেষ স্মৃতি তাই ভরে ওঠে বিরোধ, ভুল বোঝাবুঝি আর ঘৃণার কাদে।

ব্যাগের ভেতরে টিকিটটা খুঁজছিলো লিলিয়ান মুহূর্তের জন্যে ও ভাবলো, টিকিটটা বুঝি হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এই মুহূর্তটুকুই ওর সঙ্কল্প ফিরে পাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো। প্রখর সূর্যালোক থাকা সত্ত্বেও সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিলো লিলিয়ানের। ভাবলো, আবার আমার জ্বর এসেছে।

এক ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় স্থানে এগিয়ে এসে নির্দয় ভাবে মারচেত্তিকে তাড়া করতে শুরু করলো ক্লেরফাইত। এই মুহূর্তে মারচেত্তিকে সে পেছনে ফেলতে চাইছিলো না, শুধু তাকে বিচলিত করে তুলতে চাইছিলো। তাই

কয়েক গজের নির্দিষ্ট ব্যবধান বজায় রেখে ক্রমাগত তাকে তাড়া করতে লাগলো।…মারচেত্তি এখন ওর পথ জুড়ে চলেছে, সতর্ক ভাবে বাঁক নিচ্ছে যাতে ক্লেরফাইত কোনক্রমেই এগিয়ে যাবার পথ না পায়। বেশ কয়েক বার সত্যিকারের চেষ্টা না করেও ক্লেরফাইত এমন ভাব দেখালো, যেন ও এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এবং তার ফলে গাড়ি চালানোর দিক থেকে ওর দিকে মারচেত্তির মনোযোগ নিয়ে আসার প্রচেষ্টায় সফল হলো। ক্লের-ফাইত—নিজের ব্যাপারে কম সাবধানী হয়ে উঠলো মারচেত্তি।

খুপরির কাছে গলদঘর্ম ম্যানেজার এক হাতে ব্ল্যাক-বোর্ড ধরে রেখে অন্য হাতে নিশানা নাড়ছিলেন। ক্লেরফাইতকে উনি সংকেতে জানালেন, মারচেত্তিকে যেন সে অমন ভাবে আক্রমণ না করে। সম্ভবত ক্রোধে উন্মত্ত মারচেত্তিই ম্যানেজারকে ইঙ্গিত করেছিলো, যাতে তিনি ক্লের-ফাইতকে সামলে রাখেন। মারচেত্তি একেবারে হালে মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্যে তাদের দলে যোগ দিয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ফ্রিগেরিওর সঙ্গে তার যে লড়ালড়িটা হয়ে গেলো, সেটা খুব একটা ভালো কাজ হয়নি। ওই কারণেই ফ্রিগেরিওর চাকাটা এখন গোলমাল করতে শুরু করেছে—ক্লের-ফাইত সহ আরও পাঁচটা গাড়ির পেছনে পড়েছে সে।…মনতি এখন ক্লের-ফাইতকে অনুসরণ করছে। কিন্তু যে কোন বাঁকের মুখেই ক্লেরফাইত তাকে খুব সহজে ঝেড়ে ফেলতে পারে—কারণ মনতির তুলনায় সে বাঁক নিচ্ছে অনেক বেশি দ্রুতগতিতে।

ম্যানেজারের আবেদনে সাড়া দিয়ে মারচেত্তির সঙ্গে একটা গাড়ির মতো ব্যবধান বজায় রেখে গাড়ি চালাতে লাগলো ক্লেরফাইত। কিন্তু আর নয়, ম্যানেজার থাক বা না থাক—এ প্রতিযোগিতায় ও জিততে চায়, প্রথম পুরস্কারটা দখল করে নিতে চায়, এর জন্যে সে নিজেই নিজের ওপরে বাজি ধরেছে।…টাকা আমার চাই, ভাবছিলো ক্লেরফাইত। টাকা চাই ভবিষ্য-তের জন্যে, বাড়ির জন্যে, লিলিয়ানকে নিয়ে জীবন কাটানোর জন্যে। সূচনার ভ্রান্তি ওকে খানিকটা দেরি করিয়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্লেরফাইত জানে, সে জিতবেই। একাগ্রতা আর নিরুদ্বেগ আয়েসের এক বিচিত্র ভারসাম্যতায় থেকে ভারি শান্ত আর নিশ্চিন্ত হয়ে উঠেছিলো সে।

অতীতে এমনটি তার অনেক বার হয়েছে, কিন্তু খুব শীগগিরই এমন অনুভূতি তার বহুদিন হয়নি। পরম সুখের এই সব মুহূর্তগুলো মানুষের জীবনে বড় দুষ্প্রাপ্য, বড় দুর্লভ।

হঠাৎ ক্লেরফাইত দেখলো, মারচেত্তির গাড়িটা কেমন যেন নেচে উঠে কোনাকুনি ভাবে বেঁকে গেলো। তারপরেই সংঘর্ষের চিৎকৃত ধাতব আওয়াজ। কালো কালো তেলের পর্যাপ্ত স্রোত রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিলো, দুটো গাড়ি ইতিমধ্যেই সেখান দিয়ে যেতে গিয়ে পরস্পরকে ধাক্কা মেরে বসেছে। শ্লথ গতি চলচ্চিত্রের মত ক্লেরফাইত দেখলো, মারচেত্তির গাড়িটা অতি ধীরে একটু একটু করে উলটে যাচ্ছে, বাতাসে ভেসে চলেছে, ছিটকে পড়ছে রাস্তায়।···ভেতর থেকে অসংখ্য চোখ মেলে ক্লেরফাইত রাস্তায় একটু ফাঁকের সন্ধান করছিলো, যেখান দিয়ে গাড়িটা বের করে নেওয়া যায়—কিন্তু তেমন কিছুই নেই। ক্লেরফাইত এতোটুকুও ভীতি অনুভব করছিলো না, শুধু চেষ্টা করছিলো যাতে জায়গাটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া যায়। একেবারে শেষ মুহূর্তে ও অনুভব করলো, স্টিয়ারিঙের চাকাটা এবারে ছাড়া উচিত···কিন্তু হাত দুটো কেমন ভারি হয়ে গেছে··· উঠছে না কিছুতেই। তারপরেই বুক এবং মুখে সজোরে আঘাত···চারদিক থেকে সমস্ত পৃথিবী যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়লো ওর ওপরে। মুহূর্তের এক সামান্য ভগ্নাংশের জন্যে গতিপথ নজরদারের ভীতচকিত মুখটা দেখতে পেলো ক্লেরফাইত, তারপরেই পেছন থেকে এক প্রচণ্ড আঘাত··· গর্জনময় নিতল অন্ধকার···আর কিছু নেই।···

সামান্য একটু সঙ্কীর্ণ অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছিলো দুর্ঘটনার সামিল হওয়া গাড়িগুলোর ত্রিভুজের মধ্যে। ওই পথ দিয়েই পেছনের গাড়িগুলো কোনক্রমে ধ্বংসস্তূপটা পেরিয়ে গেলো। গতিপথের নজরদার বেলচা দিয়ে বালির বস্তাগুলো থেকে তেলের স্রোতের ওপরে বালি ছড়িয়ে দিচ্ছিলো, দূরাগত গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেলেই সরে দাঁড়াচ্ছিলো নিরাপদ দূরত্বে। দেখতে দেখতে স্টেচার নিয়ে অ্যামবুলেন্সের লোকজনেরা এসে পড়লো। মারচেত্তিকে টেনে বের করে তারা বালির বস্তা দিয়ে তৈরী বেস্টনির ওধারে

দাঁড়ানো লোকজনদের হাতে তুলে দিলো। চালকদের সাবধান করে দেবার জন্যে কয়েকজন কর্তাব্যক্তি ছুটে এলেন বিপদ-সঙ্কেত হাতে নিয়ে। কিন্তু দুর্ঘটনার পরে একটি চক্কর ইতিমধ্যেই শেষ করে, এখন তারা আবার এগিয়ে আসছিলো—কেউ কেউ পলকের জন্যে এক ঝলক দৃষ্টি ছুঁড়ে দিচ্ছিলো ধ্বংসস্তূপের দিকে, কেউ বা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো সামনের দিকে।

ক্লেরফাইতের গাড়িটা শুধু সামনের গাড়িকেই ধাক্কা মারেনি, পেছন থেকে মন্‌তির গাড়িও ধাক্কা মেরেছিলো ওকে। মন্‌তি কিন্তু প্রায় অনাহতই ছিলো। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক ধারে সরে দাঁড়ালো সে। চেপটে যাওয়া গাড়ির মধ্যে আটকে গিয়েছিলো ক্লেরফাইত···মুখটা থেৎলে গিয়েছিলো, স্টিয়ারিঙের চাকাটা ভেঙে গিয়েছিলো বুকের চাপে। রক্তাক্ত মাংসের টুকরোকে ঘিরে থাকা মাছির মতো গাড়িটার কাছে পিঠে দাঁড়ানো উদগ্রীব জনতা দেখলো, অ্যামবুলেন্স এবং মিস্ত্রির দল প্রাণপণে ক্লেরফাইতকে গাড়ি থেকে বের করে আনার চেষ্টা করছে। ক্লেরফাইতের মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে, ক্লেরফাইত সম্পূর্ণ অচেতন। ওদের সামনেই একটা গাড়ি জ্বলছিলো। অগ্নিনির্বাপণকারীর দল সেটাকে অন্য গাড়িগুলোর থেকে আলাদা করে এখন আগুন নেভাতে ব্যস্ত। ভাগ্যক্রমে তেলের ট্যাঙ্কটা ফেটে গেছে, তাই কোন বিস্ফোরণ হয় নি। কিন্তু গড়িয়ে যাওয়া তেলের আগুনে সমস্ত জায়গাটাতে অসহ্য উত্তাপ, যে কোন মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে ওই সঙ্কীর্ণ মুক্ত অঞ্চলটুকুও অবরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।···প্রতিযোগিতা কিন্তু চলতেই থাকলো, পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হলো না।

প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক মতো বুঝতে পারে নি লিলিয়ান। লাউড-স্পিকারের ঘোষণা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো না, কারণ উত্তেজনার ঝোঁকে ঘোষক মাইক্রোফোনের খুব বেশি কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। শুধু বোঝা গেলো, একটা গাড়ির তেল রাস্তার ওপরে ছড়িয়ে পড়েছিলো বলে কতকগুলো গাড়ি নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। ···ঘটনাটা নিশ্চয়ই তেমন মারাত্মক কিছু হয় নি, ভাবলো লিলিয়ান—নয় তো প্রতিযোগিতা এখনও চলতো না। ক্লেরফাইতের গাড়ির নম্বরটা

দেখার জন্যে চোখ মেলে রইলো ও, দেখতে পেলো না। হয়তো ইতিমধ্যেই ক্লেরফাইত এ জায়গাটা পেরিয়ে চলে গেছে, ভাবলো লিলিয়ান, এতক্ষণ ওর তো এদিকে তেমন একটা মনোযোগ ছিলো না। লাউড স্পিকারের কণ্ঠস্বর এখন অনেকটা স্পষ্ট। শোনা গেলো, কে হু প্লেজাঁসে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। অনেকগুলো গাড়িই দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত, কয়েকজন চালক আহতও হয়েছেন, কিন্তু কেউই নিহত হন নি। বিশদ সংবাদ শীঘ্রই পাওয়া যাবে। বর্তমানে পরিস্থিতি এই রকম চলছে: ফ্রিগেরিও—পাঁচেরো সেকেণ্ড অগ্রগামী রয়েছেন, তারপর কনৃতি, ত্যা ভাল, মেয়ার—ও…

আর শুনলো না লিলিয়ান। ক্লেরফাইতের সম্পর্কে কোন সংবাদই নেই, অথচ সে দ্বিতীয় স্থানে ছিলো।…গাড়িগুলোর ফের এগিয়ে আসার আওয়াজ পেয়ে বারো নম্বর গাড়িটা দেখার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকে বসলো লিলিয়ান…বারো নম্বরওয়ালা লাল গাড়িটা

কিন্তু গাড়িটা এলো না। আতঙ্কের যে উগ্র স্রুকতা লিলিয়ানের ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছিলো, সেটাই গাড়িয়ে এলো ঘোষকের শান্ত কণ্ঠস্বরে, 'আহতদের মধ্যে রয়েছেন ক্লেরফাইত। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, উনি অচেতন হয়ে রয়েছেন। কনৃতির পা এবং হাঁটুতে চোট লেগেছে। সাকুচেত্তি…'

না, কিছুতেই এমন হতে পারে না—লিলিয়ানের সমস্ত সত্তা আর্তিময় হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই এ খবর ভুল, মিথ্যে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দূর থেকে তীব্রগতিতে ওর গাড়িটা ছুটে আসবে, যেমন এসেছিলো তার্গা ফ্লোরিওতে। হয়তো খানিকটা দেরি হচ্ছে ক্লেরফাইতের…কিন্তু আসবে, নিশ্চয়ই সে আসবে—ফিরে আসবে সুস্থ সবল শরীর নিয়ে।…

হঠাৎ লিলিয়ানের খেয়াল হলো, অন্যমনস্ক ভাবে ও কখন যেন দর্শক সারি থেকে নিচে নেমে এসেছে…এগিয়ে চলেছে মেরামতির খুপরির দিকে। হয়তো ক্লেরফাইতকে ওরা ওখানেই নিয়ে গেছে, স্ট্রেচারের ওপরে শুয়ে রয়েছে সে। হয়তো কাঁধে কোন চোট লেগেছে, যেমন লেগেছিলো তার্গা ফ্লোরিওতে।

'ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে,' ম্যানেজার ঘামতে ঘামতে বললেন।

'হায় ঈশ্বর, শুধু আমাদের ভাগ্যেই বা কেন এমন ঘটবে? অন্যদের কেন ঘটবে না? একটুখানি দাঁড়ান!'···সঙ্কেতের দিকে ছুটে গেলেন ভদ্রলোক।

মাটি কাঁপিয়ে খুব কাছ দিয়ে ছুটে গেলো গাড়িগুলো। দর্শক সারি থেকে যেমন দেখাচ্ছিলো, তার চাইতে আরও বড় আরও সাংঘাতিক বলে মনে হলো ওগুলোকে···

'কি হয়েছে? ও কোথায়?' চিৎকার করে জানতে চাইলো লিলিয়ান।

'হাসপাতালে। ওরা ওকে সোজা হাসপাতালে নিয়ে গেছে।'

কেউ লিলিয়ানের দিকে তাকাচ্ছে না। ওর দিকে যাতে তাকাতে না হয় সে জন্যে মিস্ত্রিরা কতকগুলো যন্ত্রাংশ আর চাকা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে নিজেদের মধ্যে। লিলিয়ান ওদের একজনের দিকে এগিয়ে যেতেই লোকটা কাজ ছেড়ে উঠে গেলো, যেন ওর প্লেগ হয়েছে।

'ওকে সাহায্য করার জন্যে কেউ ওর সঙ্গে নেই কেন? আপনিই বা নেই কেন? আপনি কেন এখনও এখানে রয়েছেন?' ম্যানেজারকে প্রশ্ন করে লিলিয়ান।

'আমি কি করে ওকে সাহায্য করতাম? কেই বা করতে পারতো? সেটা ডাক্তারদের কাজ।'

লিলিয়ান ঢোক গিললো, 'কি হয়েছিলো ওর?'

'জানি না, আমি ওকে দেখি নি আমরা সবাই এখানেই ছিলাম। মানে বুঝতেই পারছেন, আমাদের তো এখানে থাকতেই হবে!'

'হ্যাঁ, যাতে দৌড়টা ঠিক মতো চলতে পারে।'

'ঠিক বলেছেন,' ম্যানেজারের কণ্ঠস্বর যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসে। 'আমরা সবাই তো এখানকার কর্মচারী মাত্র!'

একজন মিস্ত্রি জোর কদমে এগিয়ে আসছিলো। গাড়িগুলোর গর্জন-ধ্বনি তীব্রতর হয়ে উঠছিলো আবার। 'সিনোরিনা—' হাত বাড়িয়ে গাড়ি-গুলোর গতিপথের দিকে তাকালেন ভদ্রলোক, 'আমি···মানে···'

'ও কি মারা গেছে?'

'না, না! শুধু অজ্ঞান হয়ে গেছে। ডাক্তাররা···সিনোরিনা, আমি···'

একটা বাক্সের ওপর থেকে ছোঁ মেরে একটা প্রাচীরপত্র তুলে নিয়ে

সঙ্কেত দেবার জন্যে ছুটে গেলেন ভদ্রলোক। লিলিয়ান ঘুরে দাঁড়ালো। 'দৌড়টা শেষ হলেই আমরা যাচ্ছি মাদমোয়াজেল,' একজন মিস্ত্রি ফিস-ফিসিয়ে বললো, 'শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যাবো।'

বিচিত্র সাজে সাজানো একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি পেলো লিলিয়ান। 'সাধারণ সময়ের চাইতে বেশি সময় লাগবে মাদমোয়াজেল।' কোচোয়ান বুঝিয়ে বললো, 'রাস্তাঘাট সমস্ত বন্ধ···দৌড়বাজি হচ্ছে কিনা, তাই।'

ঘাড় নেড়ে সায় জানালো লিলিয়ান। কোচোয়ান একটানা বকবক করতে করতে চললো, লিলিয়ান কিন্তু তার কিছুই শুনলো না। মাঝপথে একটা লোক গাড়ি থামিয়ে ওকে কিছু বলতে চেষ্টা করছিলো। তার কথা কিছু বুঝতে না পেরে গাড়ি থামাতে বললো লিলিয়ান। কি জানি, ও হয়তো ক্লেরফাইতের কাছ থেকেই কোন খবর নিয়ে এসেছে! সাদা স্যুট পরা সরু কালো গোঁফওয়ালা ইতালিয়ান লোকটা কিন্তু ওকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসলো।

'কি?' লিলিয়ান ঠিক মতো বুঝতে পারলো না কথাটা, 'আর কি?'

'আরও অনেক কিছুই হতে পারে,' মুচকি হাসলো লোকটা। 'তবে সেটা নির্ভর করছে আপনার ওপরে।'

কোন জবাব দিলো না লিলিয়ান। লোকটাকে ও যেন আর দেখতে পাচ্ছিলো না—ক্লেরফাইতের সম্পর্কে ও কিছুই জানে না। 'চলো,' কোচো-য়ানকে নির্দেশ দিলো ও, 'জলদি।'

'এ সব খেলুড়ে লোকদের পয়সাকড়ি কিচ্ছু থাকে না,' কোচোয়ানটা বললো। 'লোকটাকে ফুটিয়ে দিয়ে আপনি ভালোই করেছেন। কে জানে, শেষ অব্দি ডিনারের খরচাটাও হয়তো আপনাকে দিতে হতো! একটু বয়স্ক মানুষেরা এদের চাইতে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।'

'আরও জলদি চলো,' লিলিয়ান বললো।

'আপনার যেমন অভিরুচি, মাদমোয়াজেল।'

হাসপাতালের ফটকের কাছে পৌঁছতে যেন অনন্ত সময় লেগে গেলো। আপ্যায়নের টেবিলে অপেক্ষারতা নার্সটি বললো, 'ম্যাঁসিয় ক্লেরফাইত এখন অপারেশনের ঘরে রয়েছেন।'

'ও ঠিক কতটা বিশ্রী চোট পেয়েছে, বলতে পারেন ?'

'দুঃখিত মাদাম। আপনি কি মাদাম ক্লেয়কাইত ?'

'না।'

'ওঁর আত্মীয়া?'

'তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ?'

'কিছু না, মাদমোয়াজেল। তবে আমাদের নিয়ম হচ্ছে, অপারেশনের পরে একমাত্র আত্মীয়রাই এক মিনিটের জন্যে দেখা করতে যেতে পারবেন।'

নার্সটির দিকে তাকিয়ে রইলো লিলিয়ান। ও কি বলবে যে ও ক্লেয়-কাইতের প্রেমিকা ? তাই বা কি করে সম্ভব।

'ওকে কি অপারেশন করতেই হবে ?' জানতে চাইলো লিলিয়ান।

'তাই তো মনে হচ্ছে, নইলে উনি নিশ্চয়ই ঘরে থাকতেন না।'

'আচ্ছা, আমি অপেক্ষা করতে পারি কি ?'

নার্স ইঙ্গিতে একটা বেঞ্চি দেখিয়ে দিলো।

'আপনাদের এখানে অপেক্ষা করার মতো কোন ঘর নেই ?'

আঙুল তুলে একটা দরজার দিকে দেখালো নার্সটি। লিলিয়ান ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ঘরটার সর্বত্র বিষণ্ণতার ছায়া। টবে রাখা কয়েকটা গাছ নিস্তেজ হয়ে রয়েছে। পুরনো কিছু সাময়িক পত্র এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। ছাদ থেকে সেন্টার টেবিলের দিকে ঝুলে থাকা মাছি ধরার আঠালো কাগজটাকে ঘিরে অজস্র মাছির গুঞ্জন।···দূরাগত দুরন্ত দামামার মতো মোটরের গর্জন এখানেও ভেসে আসছে···ক্ষীণ কিন্তু অবলুপ্ত নয়।

সময় যেন আর কাটতেই চায় না। অস্থির হাতে লিলিয়ান জীর্ণ সাময়িক পত্রগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো—একবার খুলছিলো, আবার বন্ধ করে রাখছিলো···পড়ার চেষ্টা করছিলো, কিন্তু পড়তে পারছিলো না। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলো, পর মুহূর্তেই ফিরে এসে বসে পড়ছিলো আবার।···সমস্ত ঘরটাতে উদ্বিগ্নতার ঘ্রাণ, যা একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়েছে এখানে। জানলাটা খুলতে চেষ্টা করলো লিলিয়ান, কিন্তু বাইরে থেকে ছুটে আসা মোটরের গর্জন শুনে বন্ধ করে দিলো তৎক্ষণাৎ।···

কিছুক্ষণ বাদে শিশুসহ একটি মহিলা ঘরে এসে ঢুকলেন। বাচ্চাটা কাঁদতে শুরু করেছিলো, মহিলা ব্লাউজ খুলে তাকে দুধ খাওয়াতে লাগলেন। ঠোঁটে চুকচুক শব্দ তুলতে তুলতে ঘুমিয়ে পড়লো বাচ্চাটা। লিলিয়ানের দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসি হেসে ব্লাউজের বোতাম বন্ধ করে দিলেন মহিলা।

কয়েক মিনিট বাদে একটি নার্স এসে দরজা খুলে দাঁড়ালো। লিলিয়ান উঠে দাঁড়িয়েছিলো, কিন্তু নার্সটি সেদিকে বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ না করে শিশু-সহ মহিলাটিকে বেরিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলো। লিলিয়ান বসে পড়লো আবার। সহসা উৎকর্ণ হয়ে উঠলো ও—সমস্ত পরিবেশটাতেই কি একটা পরিবর্তন এসেছে···কি একটা উত্তেজনার যেন পরিসমাপ্তি হয়েছে। খানিকক্ষণ কাটবার পর লিলিয়ান বুঝলো, আসলে চারদিকে এক সুনিবিড় প্রশান্তি নেমে এসেছে···মোটরের গর্জন থেমে গেছে—প্রতিযোগিতা এখন শেষ।

পনেরো মিনিট পরে জানলা দিয়ে লিলিয়ান দেখলো, একটা খোলা-গাড়ি হাসপাতালের কাছে এসে থামলো—তাতে ম্যানেজার এবং দুজন মোটর-মিস্ত্রি। আপ্যায়িকা নার্সটি তাদের প্রতীক্ষাকক্ষে নিয়ে এলো। ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে দাঁড়ালো ওরা, প্রত্যেকেই গম্ভীর, নিচের দিকে মুখ নামানো।

'কিছু জানতে পারলেন?' প্রশ্ন করলো লিলিয়ান।

'ক্লেরফাইতকে ওরা যখন টেনে বের করে, তখন এ ছেলেটি সেখানেই ছিলো,' অল্পবয়সী মোটর মিস্ত্রিটিকে দেখিয়ে ম্যানেজার বললেন।

'ওঁর তখন মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিলো,' ছেলেটি বললো।

'মুখ দিয়ে?'

'হ্যাঁ, একেবারে রক্তবমির মতো।'

'অসম্ভব, ও মোটেই অসুস্থ ছিলো না!' ছেলেটির দিকে তাকালো লিলিয়ান। এ কি নিদারুণ বিভ্রান্তি! রক্তবমি হওয়ার কথা ওর, ক্লেরফাইতের নয়। 'ওর কি করে রক্তবমি হতে পারে?' জানতে চাইলো লিলিয়ান।

'স্টিয়ারিঙের চাকাতে ওঁর বুকটা পিষে গিয়েছিলো।'

'না,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে থাকে লিলিয়ান, 'না!'

ম্যানেজার দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন, 'আমি যাচ্ছি, দেখি যদি

ডাক্তারের দেখা পাই।'

নার্সের সঙ্গে ভদ্রলোকের প্রচণ্ড তর্কবিতর্কের আওয়াজ শুনতে পেলো লিলিয়ান। ক্রমে ক্রমে সে আওয়াজটা মিলিয়ে গেলো, ফিরে এলো সেই উষ্ণ জ্বালাময় স্তব্ধতা। শুধু মিস্ত্রি দুজনের ভারি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ, আর মাছিগুলোর বিরামবিহীন অক্লান্ত গুঞ্জনধ্বনি।

ম্যানেজার ফিরে এলেন। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার কাছে। রোদে পোড়া মুখে অস্বাভাবিক সাদা লাগছিলো ওর চোখ দুটোকে। কথা বলার আগে বেশ কয়েকবার ঠোঁট দুটি নাড়লেন উনি। তারপর বললেন, 'ক্লেরফাইত মারা গেছে!'

মিস্ত্রি দুজন তাকিয়ে রইলো ভদ্রলোকের দিকে। 'ওরা কি অপারেশন করেছিলো?' অল্প বয়সী মিস্ত্রিটি জিজ্ঞেস করলো। 'ডাক্তাররা নিশ্চয়ই কোন ভুল-টুল করেছে।'

'অপারেশন হয়নি, করার আগেই ও মারা গেছে।'

তিনটি মানুষই লিলিয়ানের দিকে তাকালো। লিলিয়ান এতটুকুও নড়লো না। অবশেষে জিজ্ঞেস করলো, 'ও কোথায়?'

'ওরা দেহটা ঠিকঠাক করে দিচ্ছে।'

'আপনি কি ওকে দেখেছেন?'

ম্যানেজার ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

'ও কোথায় রয়েছে?' প্রাণপণ প্রচেষ্টায় প্রশ্ন করলো লিলিয়ান।

'আপনি এখন ওঁকে না দেখলেই ভালো হয়,' ভদ্রলোক বললেন। 'কালকেই না হয় দেখবেন।'

'কথাটা আপনাকে কে বললো?' আবেগহীন কণ্ঠে প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করলো লিলিয়ান, 'কে বললো কথাটা?'

'ডাক্তার।...এখন আপনি ওঁকে দেখলে চিনতে পারবেন না। তাই বলছিলাম, কালকে এলেই ভালো হয়।...আমরা আপনাকে গাড়ি করে হোটেলে দিয়ে আসতে পারি।'

লিলিয়ান যেখানে ছিলো, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। বললো, 'চিনতে পারবো না কেন?'

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ কোন জবাব দিলেন না। তারপর বললেন, 'ওর মুখ…মুখটা একেবারে থেৎলে গেছে। স্টিয়ারিঙের চাকাটা বুকটাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।…ডাক্তারের ধারণা, ও কিছু বুঝতেই পারেনি—ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটেছে।…ঘটনাটা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তারপর আর জেগে ওঠেনি।…আপনার কি ধারণা, আমরা এতে কম আঘাত পেয়েছি?' উঁচু গলায় উনি বললেন, 'আপনার চাইতে আমরা ওঁকে আরও দীর্ঘ দিন আগে থেকে জানতাম!'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো লিলিয়ান, 'আমার চাইতে আপনারা ওকে বেশি চিনতেন।'

'আমি সেভাবে কথাটা বলতে চাইনি। আসলে কেউ মারা গেলে এমনি হয়! হঠাৎ দেখুন, ও চলে গেছে! আর কথা বলছে না।…একটু আগেই এখানে ছিলো, অথচ এখন আর নেই। এটা কে বুঝতে পারে বলুন! মানে আমি বলতে চাইছি, এখন আপনার মনের যে অবস্থা—আমাদেরও ঠিক তাই…আপনার যেমন লাগছে, আমাদেরও ঠিক তেমনি লাগছে।…বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি।'

'তাহলে আমাদের সঙ্গে আসুন, আমরা আপনাকে হোটেলে নিয়ে যাবো। আজকের দিনের মতো যথেষ্ট হয়েছে। কাল এসে ওকে দেখবেন।'

'কিন্তু হোটেলে গিয়ে আমি কি করবো?'

ভদ্রলোক শুধু কাঁধে ঝাঁকুনি তুললেন, 'একজন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে একটা ইনজেকশন দিতে বলবেন। খুব কড়া ওষুধ, যাতে কাল অব্দি একটানা ঘুমোতে পারেন।…এখন আসুন, এখানে থেকে তো কিছু করতে পারবেন না!…ও মারা গেছে, এখন আমরা আর কেউই কিছু করতে পারি না। একটা মানুষ মরে গেলেই সব কিছু শেষ, তখন আর কিছুই করার থাকে না।' এক পা এগিয়ে এসে লিলিয়ানের কাঁধে একখানা হাত রাখলেন ভদ্রলোক, 'আমার জীবনে এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম নয়, কিন্তু প্রতিবারই মনে হয় এই প্রথম।'

আলোড়িত নিদ্রা থেকে জেগে উঠলো লিলিয়ান! মুহূর্তের জন্যে পৃথিবীর সঙ্গে ওর কোন যোগাযোগ ছিল না, তারপরেই এক তীক্ষ্ণ বেদনাবোধ ওকে আমূল বিদ্ধ করে ফেললো। এক ঝটকায় বিছানায় উঠে বসে চারদিকে তাকালো ও। কি করে ও এখানে এলো? আস্তে আস্তে মনে পড়ল সব কিছু—মারাত্মক সেই শেষ অপরাহ্নবেলা, ছোট্ট শহরটাতে ইতস্তত আনমনা ঘুরে বেড়ানো, সেই গোধূলি, হাসপাতাল, ক্লেরফাইতের বিকৃত অপরিচিত মুখ—সব কিছু। মাথাটা এক দিকে হেলে ছিলো ক্লেরফাইতের, কে যেন ওর হাতদুটোকে প্রার্থনার ভঙ্গিমায় ভাঁজ করে রেখেছিলো। না, না—ওসব কিছুই সত্যি নয়···সব মিথ্যে—সব। হাসপাতালের বিছানায় ক্লেরফাইতের অমন করে শুয়ে থাকার কথা নয়, শুয়ে থাকার কথা ওর নিজের। অথচ ভাগ্যের এ কি নিদারুণ পরিহাস!

বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার পর্দাগুলো সরিয়ে দেয় লিলিয়ান, এক ঝলক ঝিলমিলে রোদ ছুটে আসে ঘরের ভেতরে। মেঘহীন নীল আকাশ, আলো মাখা গাছ-গাছালি, হোটেলের বাগানে অনুপম ফুলের কেয়ারি—সব কিছুই ক্লেরফাইতের মৃত্যুকে আরও বেশি করে বোধাতীত করে তুলেছে। এমনটি আমারই হওয়ার কথা ছিলো, ক্লেরফাইতের নয়—ভাবলো লিলিয়ান। ওর আয়ু অনেক দিন আগেই ফুরিয়ে গেছে, তবু ও বেঁচে রয়েছে শুধু মাত্র একটা ভুলের ফল স্বরূপ—ওর বদলে খুন হয়ে গেছে আর একজন। নিজেকে কেমন যেন অপরাধী বলে মনে হয় লিলিয়ানের।

দূরভাষ যন্ত্রটা বেজে উঠছিলো। এগিয়ে গিয়ে গ্রাহযন্ত্রটা তুলে নেয় লিলিয়ান। নিসের এক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিচালক সংস্থার প্রতিনিধি সুলভে একটা শবাধার, একখণ্ড জমি এবং মর্যাদাপূর্ণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে বলে নিজেদের সংস্থার নাম সুপারিশ করছিলো। দেহটা দেশে পাঠাতে হলে, দস্তার শবাধার পাওয়া যাবে—এ কথাও জানালো লোকটা।

গ্রাহযন্ত্রটা যথাস্থানে রেখে দেয় লিলিয়ান। কি করা উচিত, তা

কিছুই ও বুঝতে পারছিলো না। কোথায় ক্লেরফাইতের দেশ? কোথায় জন্ম হয়েছিলো ওর? আলসাস লোরেনের কোথাও কি? ও জানেনা, কোথায়। দূরভাষ আবার কর্কশ সুরে বেজে ওঠে। এবারে ফোন এসেছে হাসপাতাল থেকে। দেহটা কি করা হবে? অন্তত কাল বিকেলের মধ্যে ওটার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।…

ঘড়ির দিকে তাকায় লিলিয়ান। বেলা দুপুর। পোশাক পরে নেয় ও। মনে মনে ভাবে, আমার কালো পোশাক পরা উচিত ছিলো। শিরোমাল্য সরবরাহকারী সংস্থা থেকে টেলিফোন এলো। আর একজন গির্জায় সময় সংরক্ষণের জন্যে জানতে চাইলো, ক্লেরফাইত কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলো। না কি ও ধর্ম সম্পর্কে স্বাধীন মতাবলম্বী ছিলো?

ঘুমের কড়া ওষুধের রেশ এখনও কাটেনি। এখনও কিছুই সত্যিকারে বাস্তব বলে মনে হচ্ছে না। হোটেল করণিকের কাছ থেকে পরামর্শ নেবার জন্যে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো লিলিয়ান। গাঢ় নীল রঙের স্যুট পরা একটা লোক ওকে দেখতে পেয়েই উঠে দাঁড়ালো। মুখ ঘুরিয়ে নিলো লিলিয়ান। অন্যের শোকে শোকপ্রকাশের পেশাদারী অভিব্যক্তি ও আর সহ্য করতে পারছিলো না।

'একটা শবাধারের কথা বলে দিন,' কেরানিটিকে বললো লিলিয়ান। 'আর যা যা করা প্রয়োজন, করুন।'

কেরানিটি ওকে বোঝালো, ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। ও কি শবদেহ পরীক্ষা করাতে চায়? কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ স্থির করার জন্যে সেটার প্রয়োজন হয়। কিসের জন্যে? পরবর্তী দাবি-দাওয়ার জন্যে। মোটর কোম্পানী প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তাদের ওপরে দায়িত্বটা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করতে পারে। তারপর বীমার ব্যাপারেও চিন্তা করার আছে, আছে আরও অনেক জটিলতার সম্ভাবনা। সমস্ত ব্যাপারের জন্যে তৈরী হয়ে থাকাই ভালো। লিলিয়ানের কাছে কি ক্লেরফাইতের সনাক্তকরণের কাগজপত্র আছে?

'কাগজপত্র? এখনও কি ওর কাগজপত্রের প্রয়োজন আছে?'

'অবশ্যই আছে। সেগুলোকে যোগাড় করতেই হবে।' কেরানিটি

জানালো, সে পুলিসের সঙ্গেও যোগাযোগ করবে।

'পুলিস ?'

যে কোন দুর্ঘটনা হলেই সঙ্গে সঙ্গে পুলিসকে জানাতে হয়। প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে সেটা নিশ্চয়ই করেছেন। কিন্তু পুলিসের কাছ থেকে দেহটা ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে হবে। অবশ্য এ সমস্তই নিয়ম রক্ষার ব্যাপার, কিন্তু তা হলেও করতে হবে। কেরানিটি নিজেই এ সমস্ত কিছু করবে।

ঘাড় নেড়ে সায় দিলো লিলিয়ান। সহসা এ হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্যে এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলো ও। ওর ভয় হচ্ছিলো, ও বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে। তারপরেই মনে পড়লো, গতকাল দুপুর থেকে ও কিছুই খায়নি। কিন্তু হোটেল-রেস্তোরাঁয় ঢোকার কথা ও চিন্তাও করতে পারছিলো না। দ্রুত পায়ে লবি পেরিয়ে এসে কাফে দু পারীতে গিয়ে ঢুকলো ও। কফি আনতে বলে, সেটা পান না করেই বসে রইলো অনেকক্ষণ ধরে। তারপর একটা লোক ওর টেবিলে এসে বসতেই চমক ভাঙলো ওর। কফিটা শেষ করে উঠে পড়লো লিলিয়ান। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলো, দুর্ঘটনাটা না ঘটলে ও এখন একাই পারী বা সুইটজারল্যাণ্ডের পথে পাড়ি দিতো। কিন্তু ক্লেরফাইত এখন মৃত—ওর সঙ্গে না থাকার চাইতে সেটা আলাদা।...

সমুদ্র দেখতে পাওয়া যায় এমন একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলো লিলিয়ান। ওর কেমন যেন মনে হচ্ছিলো, অনেকগুলো জরুরী কাজ ওকে করতে হবে। কিন্তু কি করতে হবে, তা কিছুই স্থির করে উঠতে পারছিলো না।... ক্লেরফাইত—বারবার শুধু ক্লেরফাইতের কথা মনে হচ্ছিলো ওর। সমস্ত কিছুই এক অদ্ভুত বাতুলতা। মরার কথা ছিলো ওর নিজের, ক্লেরফাইতের নয়। তবে একি নিদারুণ বিদ্রূপ ?

•

হোটেলে ফিরে কারুর সঙ্গে কোন কথা না বলে নিজের ঘরে ঢুকে পড়লো লিলিয়ান। মনে পড়লো, কেরানিটি ক্লেরফাইতের কাগজপত্রগুলো চেয়েছিলো। অথচ সেগুলো কোথায় আছে, লিলিয়ান তা কিছুই জানে

না। ক্লেরফাইতের ঘরে যাবার কথা ভাবতেও ওর আতঙ্ক জাগছিলো। স্বাস্থ্যনিবাসের অভিজ্ঞতা থেকেই ও জানে, মৃতদেহ দেখার চাইতে অনেক সময় মৃতের ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র দেখা কঠিনতর হয়ে ওঠে।

ক্লেরফাইতের ঘরের দরজায় চাবি ঝোলানো দেখে লিলিয়ান ভাবলো, হয়তো ঝি ঘরটা সাফ করছে। একা একা ও ঘরে থাকার চাইতে সেটা ভালো হবে মনে করে সাহস পেয়ে দরজাটা খুললো ও।···টেবিল থেকে ধূসর পোশাক পরা এক হাড়গিলে মহিলা ওর দিকে চোখ তুলে তাকালেন, 'কি চাই আপনার ?'

মুহূর্তের জন্যে লিলিয়ানের মনে হলো, ও হয়তো ভুল করে অন্য ঘরে ঢুকে পড়েছে। তারপরেই হুকে ঝোলানো ক্লেরফাইতের কোটটা দেখতে পেলো ও। 'আপনি এখানে কি করছেন ?'

'আমার ধারণা, এ কথাটা বরং আমিই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি' মহিলা বললেন। 'আমি ক্লেরফাইতের বোন। আপনি এখানে কি চান ? কে আপনি ?'

লিলিয়ান নিশ্চুপ হয়ে রইলো। ক্লেরফাইত একবার বলেছিলো বটে, ওর এক বোন আছে এবং তারা দুজনেই দুজনকে ঘৃণা করে। বহুদিন হলো তার নাকি কোন খবর নেই। তাহলে ইনিই তিনি। অথচ ক্লেরফাইতের সঙ্গে মহিলার বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নেই।

'আপনি এখানেই আছেন, আমি জানতাম না।' লিলিয়ান বললো, 'আপনি যখন রয়েছেনই, তখন আমার আর এখানে কিছুই করার নেই।'

'খাঁটি কথা,' মহিলা বললেন। 'শুনেছিলাম, আমার ভাই নাকি এখানে কাকে নিয়ে থাকতো। তুমিই কি সেই মেয়ে নাকি ?'

'সেটা আপনার ব্যাপার নয়,' মুখ ফিরিয়ে বেরিয়ে এলো লিলিয়ান।

নিজের ঘরে ফিরে এসে জিনিসপত্র গুছোতে শুরু করে ও, কিন্তু তার-পরেই থেমে যায়। যতক্ষণ ও এখানে রয়েছে, ততক্ষণ আমি এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে পারি না—ভাবলো লিলিয়ান। যতক্ষণ ওকে মাটিতে শোয়ানো না হচ্ছে ততক্ষণ আমাকে এখানে থাকতেই হবে।···ফের হাসপাতালে ফিরে গেলো ও। আপ্যায়িকা নার্সটি জানালো, ক্লেরফাইতকে ও আর দেখতে

পাবে না। পরিবারের এক সদস্যের অনুরোধে ওর মৃতদেহটা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। পরীক্ষা শেষ হলে, সেটা সস্তার শবাধারে বন্ধ করে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

হাসপাতালের সামনেই ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হলো লিলিয়ানের। 'আমরা আজ সন্ধ্যাবেলায়ই চলে যাচ্ছি,' উনি জানালেন। 'ওই বড় বড় দাঁতওয়ালা বুড়িটাকে দেখেছেন আপনি? ওর বোনটিকে? অবহেলার অভিযোগে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্যে মহিলা কোম্পানী এবং প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে চান। এর মধ্যে উনি পুলিসের কাছেও গিয়েছিলেন। আমাদের পরিচালককে তো আপনি জানেন। উনি এমন একজন মানুষ, যিনি যে কোন লোকের সঙ্গেই মোকাবিলা করতে পারেন। কিন্তু ওই মহিলার সঙ্গে আধঘণ্টা কাটাবার পর, তাঁর বয়েসটা যেন দিব্যি কমে গেছে বলে মনে হচ্ছে। মহিলা সমস্ত জীবনের জন্যে ভাতা চাইছেন। ওর দাবি, ক্লেরফাইতই ওর সম্পূর্ণ ভার বহন করতো।...যাক সে কথা, আমরা সবাই চলে যাচ্ছি—আপনিও বরং চলে যান। সবই তো শেষ হয়ে গেছে!'

'হ্যাঁ, সবই শেষ হয়ে গেছে,' উত্তর দিলো লিলিয়ান।

সারাটা দিন উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো লিলিয়ান। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এলো হোটেলে। এখন ও বড় ক্লান্ত। ডাক্তার ওর জন্যে একটা ঘুমের ওষুধ রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা ওর আর খাবার প্রয়োজন ছিলো না, ঘুমিয়ে পড়লো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। দূরভাষের আওয়াজ ঘুম ভাঙালো ওর। ক্লেরফাইতের বোন ওকে ডাকছিলেন। বললেন, ওর সঙ্গে তার কথা বলার বিশেষ জরুরী প্রয়োজন। লিলিয়ান কি তার ঘরে যাবে?

'আমাকে আপনার কিছু বলার থাকলে এখুনি বলুন,' লিলিয়ান বললো।

'টেলিফোনে তা বলা যায় না।'

'তাহলে দুপুরবেলা লবিতে আমাদের দেখা হবে।'

'বড্ড দেরি হয়ে যাবে।'

'আমার পক্ষে নয়,' গ্রাহযন্ত্রটা নামিয়ে রাখে লিলিয়ান। তারপর

ঘড়ির দিকে চোখ তুলে তাকায়। ন'টা বাজতে সামান্য বাকি। দীর্ঘ পনেরো ঘণ্টা ঘুমিয়ে এখনও ও ক্লান্ত। স্নানঘরে ঢুকে স্নানাধারেই ও প্রায় ঘুমিয়ে পড়ছিলো, চমক ভাঙলো ঘরের দরজায় কারুর প্রচণ্ড আঘাতে। স্নানাধার থেকে নেমে এসে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নেয় ও। দরজাটা ভালো করে খোলার আগেই ক্লেরফাইতের বোন একরাশ প্রশ্ন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপরে।

'তোমার নামই কি লিলিয়ান দানকার্ক?' মহিলার পরনে সেই ধূসর পোশাক।

'আমরা লবিতে বেলা বারোটার সময় কথা বলতে পারি,' লিলিয়ান বললো, 'এখন এখানে নয়।'

'সে ওই একই কথা। আমি যখন এখানে এসেই পড়েছি···'

'জোর করে ঢুকেছেন,' লিলিয়ান ওকে বাধা দেয়। 'আমাকে সাহায্য করার জন্যে আমি কি কর্তৃপক্ষকে ডাকবো?'

'বেলা বারোটা অব্দি আমি এখানে অপেক্ষা করতে পারছি না, তার আগেই আমার ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে। মহারাণীর যতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলার সুবিধে না হয়, ততক্ষণ আমার ভাইয়ের জিনিসপত্তোরগুলো প্লাট-ফর্মে রোদ্দুরের মধ্যে পড়ে থাকবে—তুমি কি তাই চাও?'

মহিলার গলার হারের সঙ্গে লাগানো ছোট্ট কালো ক্রুশটার দিকে তাকালো লিলিয়ান। ওঁকে কিছুতেই আটকে রাখা যাবে না, ভাবলো ও।

'এখানে, আমার কাছে, আমার ভাইয়ের দলিল দস্তাবেজের মধ্যে পাওয়া একটা আইনত বিধিসম্মত কাগজের নকল রয়েছে। মূল কাগজটা যে তোমার কাছেই আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।···কাগজটা হচ্ছে রিভিয়েরায় একটা বাড়ি তোমাকে হস্তান্তর করার সম্পর্কে···'

'আমাকে?'

'তুমি এ প্রসঙ্গে কিছু জানো না?'

মহিলার অস্থি সর্বস্ব হাতে ধরে থাকা কাগজটার দিকে তাকায় লিলি-য়ান, যে হাতের আঙুলে দু দুটো বিয়ের আংটি। একজন বিধবা, তারপর··· না, অবাক হবার কিছু নেই।

'কাগজটা আমাকে দেখান,' লিলিয়ান বললো।

'তুমি এটা ছাখোনি?' বোনটি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠলেন।

লিলিয়ান সে কথার কোন জবাব দিলো না, শুনতে পেলো স্নানাধারে তখনও জল পড়ছে। কলটা বন্ধ করে দিয়ে এসে প্রশ্ন করলো, 'আপনি কি এই ব্যাপারে কথা বলার জন্যেই আমাকে অত তাড়া দিচ্ছিলেন?'

'আমি এটাই পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাইছিলাম যে আমাদের পরিবার এই বিষয় সম্পত্তি হস্তান্তরের ব্যাপারটা মেনে নেবে না। আমরা এ নিয়ে লড়াই করবো, আপত্তি জানাবো।'

'তাই করুন। আর দয়া করে এখন আমাকে একা থাকতে দিন।'

'ব্যাপারটা খুবই সহজ হতো আর তোমাকেও অনেক বিরক্তিকর প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচাতো যদি, তুমি এই বলে একটা বিবৃতি দিতে যে, এ সম্পত্তির অধিকার তুমি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিচ্ছো—যা আমার ভাইটি নিশ্চয়ই কোন চাপে না পড়লে তোমাকে দিয়ে যেতো না।'

মহিলার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকালো লিলিয়ান, 'আপনি কি ইতি-মধ্যেই তেমন একটা বিবৃতি লিখে ফেলেননি?'

'লিখেছি, তোমাকে শুধু সইটা করতে হবে। এই যে, এখানে! তোমার কিছুটা অন্তত বোধশক্তি আছে দেখে আমি সত্যিই খুশী হলাম।'

কাগজটা তুলে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো লিলিয়ান, 'অনেক সহ্য করেছি আপনাকে। এবারে বেরিয়ে যান—'

মহিলা তথাপি ধৈর্য হারালেন না। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লিলিয়ানকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'তুমি বলছিলে, এই সম্পত্তি হস্তান্তরের ব্যাপারটা তুমি কিছুই জানতে না?'

উত্তরে দরজাটা খুলে দাঁড়ালো লিলিয়ান, 'পথ দেখুন।'

'নিশ্চয়ই দেখবো। ন্যায় বিচার আমাদের দিকে। আরে বাপু, রক্তের সম্পর্ক আর এসব ছোটখাট ফিচলেমির মধ্যে অনেক তফাৎ...'

টেবিলের ওপরে একটা পাত্রে কতকগুলো ভায়োলেট ফুল ছিলো—দুদিন আগে ক্লেয়কাইতই নিয়ে এসেছিলো ওগুলো। কি করতে যাচ্ছে না বুঝেই ফুলগুলো তুলে নিলো লিলিয়ান। তারপর সজোরে সেগুলো ছুঁড়ে মারলো

মহিলার শুটকো মুখের ওপরে। ও শুধু একটা জিনিসই চাইছিলো, চাইছিলো ওই কর্কশ অসহনীর কণ্ঠস্বরটাকে নিশ্চুপ করিয়ে দিতে। ফুলগুলো ইতিমধ্যেই শুকিয়ে উঠেছিলো, শুকনো ফুলগুলো ঝুলে রইলো বোনটির চুল আর কাঁধে।

'বেশ! কিন্তু এর ফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে,' চোখ থেকে জল মুছে নিয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন মহিলা।

'জানি,' জবাব দিলো লিলিয়ান। 'আপনার কেশবিন্যাসের খরচটা কত হয়, আমাকে জানিয়ে দেবেন। তাছাড়া আপনার পোশাক, সম্ভবত জুতো, অন্তর্বাস আর অনুভূতির ওপরে আঘাত—এ সবের মূল্যও জানাতে ভুলবেন না! কিন্তু এখন বিদেয় হোন।'

বোনটি বিদায় নিলো। হাতে ধরে রাখা পুষ্পপাত্রটার দিকে তাকালো লিলিয়ান। ও নিজে যে এ ধরনের একটা হিংস্র কাজ করে ফেলতে পারে, তা ও নিজেই জানত না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি এ পাত্রটাকেও ছুঁড়িনি—ভাবলো লিলিয়ান। ভাবতে ভাবতে হেসে উঠলো আচমকা, কিছুতেই থামাতে পারছিলো না হাসির সে বাঁধভাঙা খেয়ালী স্রোতকে। তারপর এলো অশ্রু, আর অশ্রুধারার সঙ্গে সঙ্গেই অবশেষে এলো কঠোরতা থেকে মুক্তি।

হোটেল লবিতে কেরানিটি ওর গতিরোধ করলো, 'একটা ভারি বিশ্রী ব্যাপার হয়েছে মাদাম।'

'আবার কি হলো?'

'আপনি আমাকে একটা শবাধার আর একখণ্ড জমির কথা বলেছিলেন। ওদিকে ম্যঁসিয় ক্লেরফাইতের বোনও এখানে এসে একটা শবাধার আনার জন্যে হুকুম করেছিলেন, যার দাম নাকি ওই গাড়ির কোম্পানীর কাছ থেকে আদায় করা হবে। শবাধারটা এসেও গেছে। এখন আপনারটাতো বাড়তি হয়ে গেলো!'

'ওটাকে আপনি ফেরত পাঠাতে পারেন না?'

'ওদের প্রতিনিধি বলছে, শবাধারটা বিশেষ নির্দেশ মতো করা হয়ে-

ছিলো। তবু সেটা ওরা ফেরত নিতে পারে, কিন্তু ওই দামে নয়।'

অসহায় চোখে লোকটার দিকে তাকায় লিলিয়ান। ছায়া ছায়া একটা অস্পষ্ট ছবি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে—ও যেন পাহাড়ী দেশের কোন স্বাস্থ্যনিবাসে একটা শূন্য শবাধার নিয়ে ফিরে চলেছে, আর ক্লেরফাইতের বোন দ্বিতীয় শবাধারটাতে করে ক্লেরফাইতের কাটা-ছেঁড়া করা অবশিষ্ট দেহাংশটুকুকে বয়ে নিয়ে চলেছে পারিবারিক বিধানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করার জন্যে।

'মহিলার কাছে আমি প্রস্তাব রেখেছিলাম, যাতে মঁ্যসিয় ক্লেরফাইতের জন্যে উনি আপনার আনানো শবাধারটাই ব্যবহার করেন। কিন্তু ওঁর তা ইচ্ছে নয়।...ওঁর হোটেলের পুরো খরচাটাই উনি মোটর কোম্পানীর কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন। কাল রাতে আবার দু-বোতল শাতো লাফিৎ ১৯২৯ নিয়েছিলেন, যার চাইতে ভালো মদ আমাদের এখানে আর কিছু নেই।...যাকগে, আপনি ভাববেন না—অর্ধেক দামে ওরা ওই শবাধারটাকে ঠিক ফেরত নিয়ে নেবে।'

'ঠিক আছে,' বললো লিলিয়ান। 'আমার হিসেবপত্র ঠিক করে রাখুন, আমি আজ সন্ধ্যাবেলাতেই ফিরে যাচ্ছি।'

'বেশ। কিন্তু ওই জমির ব্যাপারটাও তো রয়ে গেছে। ওটার জন্যে টাকা পয়সা যা দেওয়া দরকার, তা আমি ইতিমধ্যেই মিটিয়ে দিয়েছি। ওরা সেটা অগ্রিম পেতে চায় কি না।...তবে আজ শনিবার, আজ আর কিছু করা মুশকিল। সোমবারের আগে ওদের অফিসে কেউই থাকবে না।'

'শনি রোববারে এখানে কি কেউ মারা যায় না?'

'বিলক্ষণ। তবে সে সব ক্ষেত্রে যা কিছু বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন, তা সোমবারেই করা হয়।'

'আপনি যে টাকাটা খরচ করেছেন, সেটাও আমার হিসেবের মধ্যে ধরে নেবেন।'

'জমিটা কি তাহলে আপনি রাখতে চান?' কেরানিটি বিহ্বল হয়ে ওঠে।

'জানি না। আপনি যা যা খরচ করেছেন, সবকিছুই হিসেব করে রাখুন। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি আর একটি কথাও শুনতে চাই না...

একটি কথাও না। বুঝতে পেরেছেন ?'

'হ্যা, ভালো করেই বুঝেছি মাদাম।'

নিজের ঘরে ফিরে আসে লিলিয়ান। টেলিফোনটা বাজছিলো, কিন্তু সেটা না ধরে, ও অবশিষ্ট জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিতে থাকে। ব্যাগের ভেতরে জুরিখের টিকিট, ট্রেনটা আজই সন্ধ্যাবেলা ছাড়ছে।

টেলিফোনটা ফের মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু সেটা নিশ্চুপ হয়ে যাবার পরেই সীমাহীন আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে ওঠে লিলিয়ান। ওর কেমন যেন মনে হচ্ছিলো, ক্লেরফাইত ছাড়া আরও অনেকেই মারা গেছে—মারা গেছে ওর পরিচিত সকলেই। এবং কে জানে, হয়তো বরিসও। কিন্তু কেউই ওকে সে খবরটা জানায় নি।

গ্রাহযন্ত্রটার দিকে হাত বাড়িয়েও হাত গুটিয়ে নেয় লিলিয়ান। না, এখন বরিসকে টেলিফোন করা চলে না। বরিস ভাববে, ক্লেরফাইত মৃত বলেই তাকে ও টেলিফোন করছে। অথচ সে কোনদিনই জানতে পারবে না যে তার আগেই ও ক্লেরফাইতকে ছেড়ে আসবে বলে মনস্থির করেছিলো। লিলিয়ানও কোনদিন তাকে কথাটা জানাতে পারবে না।

ধূসর গোধূলি গুঁড়ি মেরে ঘরে ঢোকা অব্দি স্থাণু হয়ে বসে থাকে লিলিয়ান। জানলাগুলো খোলাই পড়ে থাকে। বিদ্বেষপরায়ণ প্রতিবেশীদের গোপন কানাকানির মতো পাতায় মর্মরধ্বনি ভেসে আসে।...কেরানিটি বলেছিলো, ক্লেরফাইতের বোন দুপুরেই হোটেল ছেড়ে চলে গেছে। এখন ওরও বিদায় নেবার সময় হয়ে এলো প্রায়।...উঠে দাঁড়িয়েও ফের ইতস্তত করতে থাকে লিলিয়ান। বরিস এখনও জীবিত আছে কি না, তা না জেনে ও যেতে পারছিলো না। সরাসরি বরিসকেই টেলিফোন করার কোন প্রয়োজন নেই। ওখানে টেলিফোন করে ও অন্য কারুর নাম বলে বরিসকে ডেকে দেবার কথা বলতে পারে। তারপর সংযোগকারী মেয়েটি যদি বরিসকে খুঁজতে যায়, তাহলেই লিলিয়ান বুঝতে পারবে যে বরিস বেঁচে বর্তে আছে। আর তখন বরিস উত্তর দেবার আগেই ও গ্রাহযন্ত্রটা নামিয়ে রাখতে পারে।

যথাস্থানে নম্বরটা দিলো লিলিয়ান। বেশ কিছুক্ষণ পরে সংযোগকারী জানালো, কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। নম্বরটা আবার চাইলো ও, বললো এটা 'জরুরী কল' হিসেবে ধরা হোক।…'

হোটেলের বাগানে নুড়ি বেছানো পথ থেকে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো লিলিয়ান। ক্লেরফাইতের বাগানের কথা মনে পড়লো ওর। এক আশাহীন কোমল অনুভূতির স্রোত এসে ভাসিয়ে নিলো ওকে। লিলিয়ানকে কিছু না বলেই, ওর জন্যে বাড়িটা রেখে গেছে ক্লেরফাইত। অথচ লিলিয়ান সেটা পেতে চায়নি। বাড়িটা খালিই পড়ে থাকবে, জীর্ণ হয়ে আসবে ক্রমশ—যদি না বুর্জোয়া বিচার ব্যবস্থায় বলীয়ান হয়ে ক্লেরফাইতের বোন সেটার স্বত্ব দখল করতে আসে।

কর্কশ শব্দে বেজে উঠলো টেলিফোনটা। সংযোগকারীদের চড়াসুরের ফরাসী কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো লিলিয়ান। সমস্ত পরিকল্পনা ভুলে গিয়ে উঁচু গলায় বলে উঠলো, 'বরিস আছে ওখানে?'

'কে বলছেন?' এক মহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

মুহূর্তকাল ইতস্তত করে নিজের নামটা জানালো লিলিয়ান।

'কে?' ফের জানতে চাইলেন মহিলা।

'লিলিয়ান দানকার্ক।'

'মিস্টার ভলকভ এখানে নেই,' অনেক গুঞ্জনধ্বনির ভেতর থেকে মহিলার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

'আপনি কে বলছেন? মিসেস এশার?'

'না, মিসেস ব্রিস। মিসেস এশার এখন আর এখানে নেই। মিস্টার ভলকভও নেই। আমি দুঃখিত…'

'দাঁড়ান।' চিৎকার করে ওঠে লিলিয়ান। 'ও কোথায়?'

দূরভাষে দূরাগত কোলাহল ক্রমশ বেড়ে ওঠে। 'চলে গেছেন…' কোনমতে বুঝতে পারে লিলিয়ান।

'কোথায়?' ফের প্রশ্ন করে লিলিয়ান।

'মিস্টার ভলকভ এখান থেকে চলে গেছেন।'

'চলে গেছেন? কোথায় যাবেন বলে গেছেন?'

'তা আমি জানি নে।'

নিশ্বাস চেপে থাকে লিলিয়ান। অবশেষে জিজ্ঞেস করে, 'ওর কিছু হয়েছে নাকি?'

'আমি তা জানিনে মাদাম। উনি চলে গেছেন, কিন্তু কোথায় গেছেন তা আমি আপনাকে জানাতে পারছিনে। আমি দুঃখিত···'

সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। গ্রাহযন্ত্রটা নামিয়ে রাখে লিলিয়ান। 'চলে গেছে'—স্বাস্থ্যনিবাস আর বেসরকারী যে বাড়িগুলোতে রোগীরা থাকে, সেখানকার ভাষায় এ কথাটার কি অর্থ হয়, ও তা ভালো করেই জানে। কেউ মারা গেলে তার সম্পর্কে ওসব জায়গায় এ কথাটাই বলা হতো। এর আর কোন অর্থই হতে পারে না—আর কোথায়ই বা যেতে পারে বরিস? তাছাড়া ওর পুরনো বাড়িওয়ালিও তো নেই।

কিছুক্ষণ নিস্পন্দ নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলো লিলিয়ান। তারপর নিচে নেমে এসে হোটেলের হিসেব মিটিয়ে কেরানিটিকে বললো, 'আমার মালপত্রগুলো স্টেশনে পাঠিয়ে দিন।'

বাইশ

ছোট্ট রেলস্টেশনের সামনে একটা বেঞ্চিতে বসে ছিলো লিলিয়ান। সূর্যের শেষ অস্তরাগে চারদিক যেন দাউ দাউ করে জ্বলছিলো, প্রকট হয়ে উঠছিলো স্টেশন বাড়িটার উষর ম্লানিমা। মার্শাইতে যাবার ট্রেন ধরার জন্যে একদল রোদে পোড়া তামাটে চেহারার মুসাফির নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে দ্রুত পায়ে ওর সামনে দিয়ে এগিয়ে গেলো। একজন অ্যামেরিকান ভদ্রলোক ওর পাশে বসে নিজের মনেই এই বলে বকতে লাগলেন যে, ইউরোপের কোথাও একটা চমৎকার মাংসের স্টেক বা মোটামুটি ভদ্রস্থ হামবার্গার পাওয়া যায় না। এমন কি উইসকনসিনের ফ্রাঙ্কফুর্টারও এখানকার চাইতে ভালো।

শূন্য মনে বসেছিলো লিলিয়ান। এতো ক্লান্ত যে কোন দুঃখ বেদনা শূন্যতাবোধ বা হতাশা—কিছুই ও অনুভব করতে পারছিলো না। আচমকা

কুকুরটাকে দেখতে পেলো ও, কিন্তু চিনতে পারলো না। দ্রুত লয়ে ছুটছিলো কুকুরটা, মাঝে মাঝে মহিলাদের পা শুঁকে শুঁকে কি যেন বোঝার চেষ্টা করছিলো বারবার। তারপর একটু থমকে দাঁড়িয়ে দুর্বার বেগে ছুটে আসতে লাগলো, লিলিয়ানের দিকে।

'পাগলা কুত্তা!' লাফিয়ে উঠলেন অ্যামেরিকান ভদ্রলোক, 'পুলিস! শীগগিরি গুলি করো এটাকে!'

লিলিয়ানের কাছে ছুটে এসে লাফিয়ে উঠলো কুকুরটা, সামনের পা দুটো ওর কাঁধের ওপরে তুলে দিয়ে বেঞ্চি থেকে প্রায় ফেলে দেবার উপক্রম করলো ওকে। তারপর প্রচণ্ড উৎসাহে লিলিয়ানের হাত চাটতে চাটতে মুখ চাটার চেষ্টা করতে লাগলো।

'আরে, উলফ!' আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠলো লিলিয়ান। 'তুই এখানে কি করছিস?'

আচমকা লিলিয়ানকে ছেড়ে দিয়ে ভিড় জমানো উৎসুক জনতার দিকে ছুটে গেলো কুকুরটা। শশব্যস্ত জনতা পথ ছেড়ে দিলো ওকে। কুকুরটা যে লোকটার কাছে ছুটে গেলো, সে তখন লম্বা লম্বা পা ফেলে লিলিয়ানের দিকেই এগিয়ে আসছিলো।

'বরিস!' আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো লিলিয়ান।

'তা হলে শেষ অব্দি আমরা তোমাকে খুঁজে পেলাম,' ভলকভ বললো। 'হোটেলের কেরানিটি জানালো যে তুমি ইতিমধ্যেই স্টেশনে চলে গেছো। ঠিক সময় মতোই এসে পড়েছিলাম দেখছি। নইলে পরে কোথায় তোমাকে খুঁজতে হতো, কে জানে?

'তুমি বেঁচে আছো বরিস!' লিলিয়ানের কণ্ঠস্বর আবেগে ভরে ওঠে। 'আমি তোমাকে টেলিফোন করেছিলাম। কে একজন বললেন, তুমি চলে গেছো। তাই আমি ভেবেছিলাম...'

'উনি মিসেস ব্রিস, নতুন বাড়িউলি। মিসেস এশার আবার বিয়ে করেছেন।' কুকুরটার গলবন্ধনী চেপে ধরলো ভলকভ, 'দুর্ঘটনার খবরটা আমি পত্রিকাতে পড়েছিলাম, তাই এলাম। তুমি কোন হোটেলে ছিলে, তা জানতাম না—নয়তো আমিই টেলিফোন করতাম।'

'তুমি বেঁচে আছো!' ফের বললো লিলিয়ান।

'আর তুমিও বেঁচে আছো সোনা! এ ছাড়া আর সব কিছুই গুরুত্বহীন।'

ভলকভের দিকে তাকালো লিলিয়ান। ভলকভ কি বলতে চাইছে, তা ও তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলো। বুঝতে পেরেছিলো, অন্যান্য সমস্ত কিছু— সমস্ত অপমানিত আত্মশ্লাঘা আর আহত অহঙ্কার—এই শেষ সান্ত্বনায় ধুয়ে মুছে গেছে যে, যে মানুষটিকে তুমি ভালবেসেছিলে সে মৃত নয়, সে এখনও বেঁচে রয়েছে, এখনও নিশ্বাস নিচ্ছে এই উদাসীন পৃথিবীতে। তোমার সম্পর্কে তার মনোভাব যেমনই থাক, যা কিছুই ঘটুক—তাতে কিচ্ছু এসে যায় না। দুর্বলতা বা করুণার বশবর্তী হয়ে বরিস এখানে আসে নি···এসেছে সেই বিদ্যুৎ চমকের মতো পরম জ্ঞানের মাহাত্ম্যে—একমাত্র যা শেষ পর্যন্ত থেকে যায়, যা অমৃত, যা অন্য সমস্ত কিছুকে গুরুত্বহীন, তুচ্ছ করে দেয়···অথচ প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই যার অস্তিত্বের কথা জানা যায় অনেক দেরি হয়ে যাবার পর।

'হ্যাঁ বরিস,' লিলিয়ান বললো, 'আর সমস্ত কিছুই গুরুত্বহীন তুচ্ছ।'

'ওর মালপত্রের দিকে তাকায় ভলকভ, 'তোমার ট্রেন কখন ছাড়ছে?'

'ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই। ছাড়ুক গে।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?'

'যেখানে হোক। হয়তো জুরিখে। কিন্তু কোথায় যাচ্ছিলাম, সেটা তেমন কিছু বড়ো কথা নয় বরিস।'

'তা হলে অন্য একটা হোটেলেই যাবে চলো। আঁতিবের ওতেল দ্যাকাপে আমার একটা ঘর নেওয়া আছে। ওখানে আর একটা ঘরও নেওয়া যাবে। তোমার মালপত্তোরগুলো তাহলে কি সেখানেই পাঠিয়ে দেবো?'

'নাঃ, এখানেই থাক।' আচমকা মনস্থির করে ফেলে লিলিয়ান, 'ট্রেনটা আর এক ঘণ্টার মধ্যে ছাড়ছে, ওটাতে করেই চলে যাই চলো। এখানকার আশেপাশে আর কোথাও আমার থাকার ইচ্ছে নেই। তা ছাড়া তোমাকেও তো ফিরে যেতেই হবে।'

'আমাকে ফিরে যেতে হবে না লিলিয়ান,' ভলকভ বললো।

পূর্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো লিলিয়ান, 'তুমি সেরে গেছো?'

'তা নয়, তবে আমাকে আর ফিরে যেতে হবে না। তুমি যেখানে যেতে চাও, আমি তোমার সঙ্গে সেখানেই যেতে পারি। অন্তত যতদিন তুমি তা চাইবে।'

'তা হলে তখন আমার সঙ্গে আসো নি কেন?'

সেই মুহূর্তে কোন জবাব দিলো না ভলকভ। লিলিয়ান সে সময়ে কি বলেছিলো, তা ও মনে করিতে দিতে চাইছিলো না। অবশেষে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি তখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে?'

'না বরিস—তা সত্যি,' লিলিয়ান স্বীকার করে নেয়। 'তখন হয়তো তা করতাম না।'

'তুমি তোমার সঙ্গে ব্যাধিটাকে নিয়ে যেতে চাও নি, সেটার আওতা থেকেই তুমি পালাতে চেয়েছিলে।'

'হয়তো তাই! সে সব তো অনেক দিন হয়ে গেলো…এখন আর ঠিক মতো মনেই পড়ে না।'

'তুমি কি সত্যি সত্যি আজ রাতেই এখান থেকে চলে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'ট্রেনে ঘুমোবার জায়গা পেয়েছো?'

'পেয়েছি।'

'দেখে মনে হচ্ছে, তোমার কিছু খাওয়া-দাওয়া করা দরকার। এসো, ওই কাফেটাতে যাওয়া যাক। তারপরে দেখি, আমি যদি একখানা টিকিট জোগাড় করতে পারি।'

রাস্তা পার হয়ে কাফেতে গিয়ে ঢুকলো ওরা। লিলিয়ানের জন্যে ডিম, শুয়োরের মাংস আর কফি আনার নির্দেশ দিলো ভলকভ। তারপর বললো, 'আমি স্টেশনে ফিরে যাচ্ছি। তুমি এখানেই থেকো, পালিয়ে যেও না যেন—কেমন?'

'না, আর পালাচ্ছি না। আচ্ছা, আমার সম্পর্কে সবাই শুধু এই একটা কথাই চিন্তা করে কেন বলো তো?'

'সেটা এমন কিছু খারাপ চিন্তা নয়,' বরিস হাসলো। 'কোন পুরুষ যদি অমন কথা চিন্তা করে তো বুঝবে, সে তোমাকে কাছে রাখতে চায়।'

ওর দিকে তাকালো লিলিয়ান, ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে উঠলো সামান্য। বললো, 'আমাকে কাঁদিও না বরিস, আমি কাঁদতে চাই নে!'

'আসলে তুমি ভীষণ ক্লান্ত। আগে কিছু খেয়ে নাও। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, আজ তুমি এই প্রথম বার খাবে।'

মুখ তুলে তাকালো লিলিয়ান, 'কেন, আমাকে দেখতে কি খুব খারাপ লাগছে?'

'না গো! আর ক্লান্ত দেখালেও, তুমি তো মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা ঘুমিয়েই ফের ফোঁটা ফুলের মতো তাজা হয়ে ওঠো। তুমি কি তা ভুলে গেছো?'

'হ্যাঁ, অনেক কিছুই ভুলে গেছি। কিছু কিছু জিনিস শুধু ভুলিনি।'

লিলিয়ান খেতে শুরু করেছিলো। আচমকা খাওয়া থামিয়ে ব্যাগ থেকে ছোট্ট আয়নাটা বের করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো নিজেকে—নিজের মুখ, ঠোঁট, চোখ আর চোখের রঙিন ছায়াকে। নিসের সেই ডাক্তার ভদ্রলোক যেন কি বলেছিলেন? বলেছিলেন, এভাবে চললে গ্রীষ্মের আগে···কিংবা হয়তো আরও তাড়াতাড়ি সব কিছু ফুরিয়ে যাবে। ···গ্রীষ্ম!···এখানে তো ইতিমধ্যেই গ্রীষ্ম শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু পাহাড়ে গ্রীষ্ম অবিশ্যি আরও দেরি করে আসে।

নিজের মুখখানা ফের একবার দেখে নিলো লিলিয়ান, তারপর পাউডার আর লিপস্টিক বের করলো।

'টিকিট পেয়েছি,' ভলকভ ফিরে এসে বললো।

'ঘুমোবার জায়গা পেয়েছো?'

'এখনও পাইনি, তবে পরে হয়তো একটা জায়গা খালি হবে। আসলে ঘুমোবার জায়গা পাবার জন্যে আমার তেমন কিছু তাড়া নেই, এখানে আসার পথে সারাটা রাস্তা ঘুমোতে ঘুমোতেই এসেছি।' লিলিয়ানের পাশে বসে থাকা উলফের মাথায় চাঁটি মেরে সামান্য আদর করলো ভলকভ।

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে থেকে লিলিয়ান বললো, 'আমি ফিরে যাচ্ছিলাম বরিস—তা তুমি বিশ্বাস করো বা না-ই করো।'

'বিশ্বাস করবো না কেন?'

'করবেই বা কেন ?'

'তুমি যা করেছো, একবার আমিও প্রায় তা-ই করেছিলাম। অনেক বছর আগে...আমিও ফিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু জুরিখ থেকে তুমি কোথায় যাবে, কিছু ভেবে দেখেছো ?'

'কোন একটা স্বাস্থ্যনিবাসে যাবো। বেলা ভিসতায় ওরা তো আমাকে আর ফিরিয়ে নেবে না !'

'আলবৎ নেবে। কিন্তু তুমি কি সত্যিই সেখানে ফিরে যেতে চাও ? এই মুহূর্তে তুমি ভীষণ ক্লান্ত, তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। কাজেই পরে হয়তো তোমার এ মনোভাব পালটে যেতে পারে।'

'আমি ফিরে যেতেই চাই বরিস।'

'কেন, ক্লেরফাইতের জন্যে ?'

'ক্লেরফাইতের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। দুর্ঘটনাটা ঘটার আগেই আমি ফিরবো বলে মনস্থ করেছিলাম।'

'কেন ?'

'অনেক কারণে, তবে এখন তার আর কিছুই মনে নেই।'

'তুমি যদি এখানে এই পাহাড়গুলিতে থাকতে চাও, তাহলে তোমাকে একা থাকতে হবে না লিলিয়ান। আমিও এখানে থাকতে পারি।'

'না বরিস,' লিলিয়ান মাথা নাড়লো, 'যথেষ্ট হয়েছে। আমি আবার ফিরেই যেতে চাই। তোমার হয়তো এখানেই থাকার ইচ্ছে, তাই না ? অনেক দিন পরে তুমি আজ আবার বাইরের পৃথিবীতে এসেছো...'

ভলকভ হাসলো, 'বাইরের পৃথিবীটা আমার ভালো করেই জানা।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলো লিলিয়ান, 'আমিও সেরকমই শুনেছিলাম, এখন জানতেও পারলাম।'

জুরিখ থেকে স্বাস্থ্যনিবাসে টেলিফোন করলো ভলকভ।

'ওকি এখনও বেঁচে আছে ?' দলাই লামা বিরক্তি মেশানো স্বরে বললেন, 'বেশ। আমার দিক থেকে বলতে পারি, ও আবার এখানে ফিরে আসতে পারে।'

জুরিখের ওতেল দলদারে একটা সপ্তাহ রইলো লিলিয়ান। সহসা প্রচণ্ড ক্লান্তি অনুভব করছিলো ও। প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলাতেই জ্বর আসতো, তাই বিছানাতেই বেশির ভাগ সময় কাটলো।...ভলকভ একজন ডাক্তার ডেকে এনেছিলো। ভলকভকে তিনি বললেন, 'অনেক আগেই ওঁর হাস্‌-পাতালে যাওয়া উচিত ছিলো। তা যখন হয়নি, তখন আপাতত ওকে এখানেই রাখুন।'

'কিন্তু উনি এখানে থাকতে চাইছেন না, পাহাড়ে যেতে চাইছেন।'

'যা আপনাদের অভিরুচি,' ডাক্তার কাঁধ ঝাঁকালেন। 'তবে একটা অ্যামবুলেন্স অন্তত নিয়ে যাবেন।'

ডাক্তারকে কথা দিলেও ভলকভ জানতো, সে কোন অ্যামবুলেন্স নেবে না। জীবনের প্রতি ওর শ্রদ্ধাবোধ অতো দূরপ্রসারী নয়। ও শুধু জানতো, অতিরিক্ত নিঃসঙ্গতা খুব সহজেই একটা রোগীকে খুন করে ফেলতে পারে। লিলিয়ানকে গাড়িতে নিয়ে যাবার ঝুঁকিটুকু নেবার চাইতে, ওকে মৃত্যুপথিক মানুষ হিসেবে ধরে নিয়ে সেই মতো ব্যবহার করাটা আরও অনেক বেশি ক্ষতিকর হবে।

ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসতেই ঝলমলে চোখে ভলকভের দিকে তাকালো লিলিয়ান। অসুখের সুস্পষ্ট অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি করে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিলো ও। যেন ক্লেরফাইতের মৃত্যুর জন্যে ওর মনের অহেতুক অপরাধবোধকেও ও এখন সরিয়ে দিয়েছে নিতান্ত অব-হেলায়। সামান্য বিদ্রূপের ছলে ও এখন ভাবে, কেউ যখন জানতে পারে যে তার নিজেরই দিন ফুরিয়ে এসেছে, তখন অন্য কারুর জন্যে তার দুঃখ-বোধ থাকলেও তা তখন সহনীয় হয়ে ওঠে।...এমনকি অসুখের বিরুদ্ধে ওর তীব্র বিদ্রোহও ক্লেরফাইতের মৃত্যুর পর থেকে সম্পূর্ণ উবে গেছে। কারণ অসুস্থ বা স্বাস্থ্যবান—কারুরই পরিত্রাণ নেই।

'ডাক্তার কি বললেন তোমাকে? ওখানে গিয়ে পৌঁছনো পর্যন্ত আমি টিকে থাকবো না?'

'না, সেসব কিছু নয়।'

'থাকবো বরিস,' ঈষৎ বিদ্রূপের ভঙ্গিমায় লিলিয়ান বললো, 'উনি

তা বলেছেন বলেই টিঁকে থাকবো।'

একরাশ বিস্ময় নিয়ে ওর দিকে তাকায় ক্লেরফাইত, 'সেটাই ঠিক সোনা। আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

'বেশ, তাহলে আমাকে একটু ভদকা দাও,' গ্লাসটা ওর দিকে এগিয়ে ধরে লিলিয়ান। 'কতো নগণ্য প্রতারক আমরা বরিস, মৃত্যুর সঙ্গে আমাদের প্রতারণা করার কৌশলগুলো কতো ছেঁদো। কিন্তু এ ছাড়া আর কি করতে পারি আমরা? ভয় যখন রয়েইছে, তখন এর মধ্যেই যতোটুকু পারি, করে নিই। তাই তো এতো আতস বাজি, অথবা মরীচিকা কিংবা জ্ঞানের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র তুষার ফলক যা অতি শীঘ্রিই গলে যায়।'

মনোরম এক কবোষ্ণ দিনে গাড়ি চালিয়ে পাহাড়ী পথের চড়াই ভেঙে ওপরে উঠছিলো ওরা। গিরিপথের মাঝামাঝি জায়গায় চুলের কাঁটার মতো এক তীক্ষ্ণ বাঁকের কাছে অন্য একটা গাড়ির সঙ্গে ওদের দেখা হলো। সেটাকে নিচের দিকে নেমে যেতে দেবার জন্যে গাড়ি থামালো ভলকভ।

'হলমান!' আচমকা মুখর হয়ে উঠলো লিলিয়ান।

অন্য গাড়ির লোকটা পথ থেকে চোখ তুলে তাকালো, 'লিলিয়ান! বরিস! কিন্তু…'

পেছনে ধৈর্যহীন একটি ইতালিয়ান ভেঁপু বাজাতে শুরু করেছিলো। লোকটা ছোটখাটো একটা ফিয়াট চালাচ্ছে, ভাবখানা এমন যেন সে নিজেই দৌড়বাজ নুভোলারি।

'আমি গাড়ি থামাচ্ছি, একটু অপেক্ষা করো,' সামান্য এগিয়ে ইতালিয়ানটিকে চলে যাবার জন্যে পথ করে দিলো হলমান। তারপর পায়ে পায়ে ফিরে এলো ওদের দিকে।

'কি ব্যাপার হলমান?' জিজ্ঞেস করলো লিলিয়ান, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'আমি তো তোমাকে বলেছিলাম, আমি সেরে গেছি—বলিনি?'

'কিন্তু গাড়িটা?'

'ওটা ধার করা গাড়ি। ট্রেনে যাওয়াটা কেমন যেন বোকা বোকা ঠেকছিলো। ওরা কের আমাকে তাড়া করেছে কি না!'

'তাড়া করেছে ? কারা ?'

'আমাদের পুরনো কোম্পানী। গতকাল ওরা আমাকে টেলিফোন করেছিলো, এখন ওদের একজন লোকের দরকার।' এক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে থেকে হলমান বললো, 'তোরিয়ানি অবশ্য ওদের ওখানেই আছে, এখন আমাকেও একটু বাজিয়ে দেখতে চায়। সব যদি ঠিকঠাক হয়ে যায়, তবে শীগ্রিই আমি ছোটখাটো প্রতিযোগিতাগুলোতে গাড়ি চালাতে শুরু করবো। তারপর বড়গুলোতে।...তুমি আমার জন্যে শুভ কামনা কোরো লিলিয়ান ! তোমার সঙ্গে ফের দেখা হয়ে কি ভালোই যে লাগলো।'

হাত নেড়ে ওকে বিদায় জানালো লিলিয়ান। ওপরের একটা বাঁক থেকে ওরা ফের দেখতে পেলো হলমানকে। একদিন ক্লেরফাইত যেমন অন্য একজনের জায়গা নিয়েছিলো, আজ তেমনই ক্লেরফাইতের জায়গা নেবার জন্যে একটা নীল পতঙ্গের মতো নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে হলমান। আবার কোন একদিন অন্য কেউ এসে হলমানের জায়গাটা নিয়ে নেবে। এমনি করে চলবে দিনের পরে দিন, যুগের পরে যুগ।

ফের হলমানের দিকে হাত নাড়লো লিলিয়ান।...

না, ওরা কেউই ক্লেরফাইতের সম্পর্কে কোন কথা বলে নি।

ছ' সপ্তাহ পরে গ্রীষ্মের এক উজ্জ্বল অপরাহ্ণে লিলিয়ান যখন মারা যায়, তখন সমস্ত পৃথিবী নিথর নিস্পন্দ হয়ে ছিলো—যেন নিশ্বাস বন্ধ করে রেখেছিলো মায়াবী প্রকৃতি। দ্রুত, বিস্ময়জনক ভাবে এবং নিঃসীম একান্তে মারা যায় লিলিয়ান। বরিস তখন সামান্য সময়ের জন্যে গ্রামে গিয়েছিল, ফিরে এসে বিছানায় ওকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। রক্তবমি করার সময় ওর দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো—তাই সমস্ত মুখে নিদারুণ যন্ত্রণার ছায়া, হাত দুটি গলার একবারে কাছাকাছি। কিন্তু সামান্য সময়ের পরেই এক সুনিবিড় স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে ওর সারা মুখ ভরে ওঠে। বরিস বহুদিন ওকে অতো সুন্দর দেখেনি। তাই বরিসের বিশ্বাস—মানুষকে যতখানি সুখী বলা যেতে পারে, লিলিয়ান ঠিক ততখানিই সুখী ছিলো।